মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

১৯৫২

নিছক কোনো সংখ্যা নয়...

www.BanglaBook.org

বাতিঘর প্রকাশনী

১৯৫২
মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

1952
copyright©2014 by Mohammad Nazim Uddin
স্বত্ব © লেখক

দ্বিতীয় সংস্করণ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৪
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১৪

প্রচ্ছদ : সিরাজুল ইসলাম নিউটন

বাতিঘর প্রকাশনী, ৩৭/১, বাংলাবাজার (বর্ণমালা মার্কেট তৃতীয় তলা), ঢাকা-১১০০ থেকে মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন কর্তৃক প্রকাশিত; মুদ্রণ : একুশে প্রিন্টার্স, ১৮/২৩, গোপাল সাহা লেন, শিংটোলা, সূত্রাপুর ঢাকা-১১০০; গ্রাফিক্স: ডট প্রিন্ট, ৩৭/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০; কম্পোজ : লেখক

মূল্য : তিনশত চল্লিশ টাকা মাত্র

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

কৃতজ্ঞতা :

ছবিরহাটে তুমুল আড্ডা চলছে, নানান বিষয় নিয়ে কথা হচ্ছে। সিনেমা-রাজনীতি-সাহিত্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে চায়ের আড্ডা। এমন সময় তরুণ নির্মাতা কাজী আসাদ একটি সত্য ঘটনা শেয়ার করলো সবার সাথে। ঘটনাটি শোনামাত্রই বুঝতে পারলাম 'পোয়েটিক জাস্টিস' বলে যে কথাটা প্রচলিত আছে এটি তার চমৎকার উদাহরণ। এ-কথা ভাবতে ভাবতেই চট করে ১৯৫২-এর গল্পটা মাথায় চলে এলো। দ্রুত আড্ডা থেকে বাসায় এসে গল্পটি লিখে ফেললাম, তারপর দীর্ঘ সময় নিয়ে রূপ দিলাম উপন্যাস হিসেবে।

পাঠক কিভাবে নেবেন জানি না, আমার নিজের কাছে গল্পটি ভালো লেগেছে। নিঃসন্দেহে আমার আগের কাজগুলোর চেয়ে এটি আলাদা। পাঠকের কাছে ভালো লাগলে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন

ঢাকা, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

মুখবন্ধ

শহরের উপর দিয়ে কালবোশেখি বয়ে যাবার পর বৃষ্টি নেমেছে। হালকা বৃষ্টির সাথে বইছে চমৎকার বাতাস। প্রথমবারের মতো গাড়ির ওয়াইপারটা কাজ করতে শুরু করলো বামে-ডানে হেলেদুলে। ড্রাইভিং সিটের খোলা জানালা দিয়ে চোখেমুখে বাতাসের ঝাপটা এসে লাগতেই শিশ দিয়ে প্রিয় একটি গানের সুর তোলার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। আপন মনে হেসে ফেললো। আজ মন মেজাজ খুবই ভালো। ভালোর যদি কোনো পরিমাপ থাকতো এটা হতো সর্বোচ্চ পরিমাণের! কতোদিন এই স্বপ্নটা দেখেছে, কতো প্রতীক্ষার পরই না আজ এটা পূরণ হয়েছে!

গাড়ির প্রতি তার এই পাগলামিটা অন্য কেউ হয়তো পুরোপুরি বুঝতে পারবে না। পাগলামিটা সে মনেপ্রাণে লালন করে এসেছে শৈশব থেকেই। এতোদিন শুধু অন্যের গাড়ি দেখেছে, কিছুক্ষণের জন্য চালিয়ে উপভোগ করেছে আর মনে মনে ভেবেছে একদিন তারও গাড়ি হবে।

গাড়ি কেনার অনেক আগে থেকেই ইউরোপ-আমেরিকার কার-ম্যাগাজিনগুলো নিয়মিত পড়তো সে। নতুন কোন্ মডেল বাজারে এসেছে, কোন্ কোম্পানির গাড়ির কি কি নতুন বৈশিষ্ট, ইঞ্জিন, গিয়ার, অ্যাকসেসরিতে নতুন নতুন কি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে সব খবরই রাখতো; স্বপ্ন দেখতো একদিন এমন সময় আসবে যখন দু'হাত ধরে থাকা স্টিয়ারিংটা হবে একান্তই নিজের!

স্টিয়ারিংটার দিকে তাকালো। দীর্ঘদিনের সেই স্বপ্ন তার পূরণ হয়েছে কেউ-কথা-না-রাখার তেত্রিশ বছর বয়সে!

মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যেই গাড়িটার সাথে তার এক ধরণের 'আত্মিক' যোগাযোগ তৈরি হয়ে গেছে। সে এখন অনুভব করতে পারছে যন্ত্রটাকে। একেবারে পোষ মানানো জন্তুর মতোই তার কথা শুনছে যেনো।

গতকাল দুপুরের পর থেকে বিভিন্ন শো-রুম ঘুরে অবশেষে সন্ধ্যার একটু আগে *একে* তার মনে ধরে। আর সবার মতো প্রথম দেখায় প্রেম ছিলো না, কিংবা বাইরে থেকে চাকচিক্য দেখে একে নিজের করে নেবার সিদ্ধান্ত নেয় নি। আবার এমনও নয়, অটোমোবাইলের উপর তার যে অগাধ জ্ঞান সেই জ্ঞানের উপর ভর করে অনেক যাচাই বাছাই করার পর একে তার পছন্দ হয়েছে। সত্যি বলতে, গাড়িটা নির্বাচন করার সময় ওই জ্ঞানের খুব বেশি কাজে লাগে নি। সে এটা বাছাই করেছে একেবারে ভিন্ন এক পদ্ধতিতে!

www.BanglaBook.org

গাড়ি দেখতে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে এটা ওটা নেড়েচেড়ে দেখে সবাই, সেও তাই করেছে। কিন্তু অন্যেরা যেটা করে না সেটা হলো গাড়িটাকে 'অনুভব' করা। প্রতিটি গাড়ি দেখতে গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসে ড্যাশবোর্ডে চোখ রেখে হুইলটা ধরে বসে ছিলো অনেকক্ষণ। এটা বাদে আর কোনো গাড়িই তার সাথে 'আত্মিক সংযোগ' ঘটাতে পারে নি। এটার ড্রাইভিং সিটে বসতেই তার মনে হয়েছিলো পোষ মানানো জন্তুর পিঠে যেনো সওয়ার হয়েছে! খুব দ্রুতই বুঝে যায় এই গাড়িটা তার চাই। সমস্যা হয়েছিলো এর বাজেট নিয়ে। গাড়িটার দাম তার বাজেটকে ছাপিয়ে গেছিলো কিন্তু তাকে দমাতে পারে নি। অনেক ভেবেচিন্তে অবশেষে বাড়তি দুই লাখ টাকা দিয়েই কিনে নিয়েছে আজ সকালে।

শুধু অনুভবের জন্যেই নয়, গাড়িটার চেহারাও তার বেশ ভালো লেগেছে!

হ্যা, চেহারা। ছোটোবেলা থেকেই প্রত্যেকটি গাড়িকে এক একজন মানুষের চেহারা ব'লে মনে হতো তার। প্রায় সব মানুষের চেহারার সাথেই নিজের দেখা অসংখ্য মডেলের গাড়ির মিল খুঁজে পেতো। যেমন স্কুলে তাদের সহকারী প্রধানশিক্ষক, যাকে তারা সবাই ডাকতো *বেডফোর্ড* বলে, নামটা সে-ই দিয়েছিলো, তার মুখের দিকে তাকালেই মনে হতো একটা বেডফোর্ড ট্রাক ধেয়ে আসছে!

তাদের এলাকায় এক মুরুব্বি ছিলো, লোকটা গম্ভীর আর বদমেজাজি। ঐ মুরুব্বির নাম দিয়েছিলো *ডজ*। এসব ব্র্যান্ডের গাড়ির কথা অবশ্য আজকালকার ছেলেপেলেরা জানে না। তাদের পাড়ার এক আলোচিত সুন্দরীর দারোগা-টাইপের বাবাকে বলতো *মাজদা*। সত্তোর্ধ বয়সী এক মুরুব্বীকে *অস্টিন* বলতো মডেলটির প্রাচীনত্বের কারণে।

সুন্দরী মেয়েরাও বাদ যেতো না। কলেজের নাকউঁচু ধনাঢ্য এক মেয়েকে *মার্সিডিজ* বলে ক্ষ্যাপাতো। তবে সবচেয়ে মিষ্টি মেয়েটাকে ডাকতো *মিতসুবিশি* বলে। আর নিজের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধুর বেলায় অটোমোবাইলের মডেলের নামের বদলে আস্ত একটি কোম্পানির নাম দিয়েছিলো জিএমসি—জেনারেল মোটর্স কোম্পানি—এটা আবার ঐ বন্ধুর নামের সংক্ষিপ্ত রূপও বটে। এরকম অনেকের নামই সে দিয়েছে কোনো না কোনো অটোমোবাইলের নামে।

কথাগুলো মনে পড়তেই হেসে ফেললো। আরো কয়েক বার শিশ দেবার চেষ্টা করে বিরত রইলো সে। ইচ্ছে করলে এই গানটা এক্ষুণি শুনতে পারে। তার গাড়িতে অত্যাধুনিক ডলবি সাউন্ড-সিস্টেম রয়েছে। সিডি-ডিভিডি ঢুকিয়ে দেবারও বালাই নেই, হার্ডডিস্কে অসংখ্য গান স্টোর করা আছে। সেখান থেকে প্রিয় গানগুলো চালিয়ে দিলেই হলো। গান শুনতে শুনতে এই ফুরফুরে আবহাওয়ায় গাড়ি চালিয়ে বাড়িতে পৌছে যাওয়া—এটাই তো সে চেয়েছিলো

www.BanglaBook.org

কৈশোর থেকে। কয়েক মুহূর্ত ভেবে অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলো গান শুনবে না। অনেক শুনেছে। আজ দুপুরের পর থেকে এই গাড়িটা নিয়ে বের হয়ে পড়ে; ফুল ভলিউমে গান ছেড়ে ড্রাইভ করেছে সন্ধ্যা পর্যন্ত; তারপর ঘনিষ্ঠ দুই বন্ধুকে নিয়ে সেলিব্রেট করতে চলে গেছিলো বারে। সে চেয়েছিলো আরো কয়েকদিন পর পাঁচ-ছয়জন বন্ধুকে নিয়ে এটা উদযাপন করতে কিন্তু সুহাস আর আখলাক কোনোভাবেই ছাড়লো না। তাদের দাবি যেদিন গাড়ি কেনা হয়েছে সেদিনই কাফ্‌ফারা দিতে হবে। পরে আরো হেভি করে সেলিব্রেশন করা যাবে।

তার সেই দুই বন্ধু কাফ্‌ফারার মদ গিলতে গিয়ে কোনো সীমা মানে নি কিন্তু তাকে মানতে হয়েছে। টেবিলে হুইস্কি আর ভদকা ছিলো, ইচ্ছে করলেও ছুঁয়ে দেখে নি, বার থেকে বের হয়ে যে গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফিরতে হবে। বন্ধুরাও চাপাচাপি করে নি এ নিয়ে। শুধু পাঁচটা বিয়ার সঙ্গে করে নিয়ে নিয়েছে বাড়িতে গিয়ে খাবে বলে।

গুলশানের একটি বার থেকে বের হবার পর এক এক করে দুই বন্ধুকে তাদের নিকুঞ্জ আর বনানীর বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে এখন উত্তরার ছয় নাম্বার সেক্টরে নিজের বাড়িতে ফিরে যাচ্ছে সে। একটু আগে তারা যখন বারে বসে গ্লাস খালি করছে তখন বাইরে বয়ে যাচ্ছিলো কালবোশেখি। ঝড়ের পর পরই নামে বৃষ্টি। মহাসড়কটি ভিজে আরো কালচে হয়ে আছে।

ডান হাতে স্টিয়ারিং ধরে বাম হাতে গাড়ির ড্যাশবোর্ডে হাত বুলালো। এক ধরণের শিরশিরে অনুভূতি বয়ে গেলো সারা শরীরে। ছোটোবেলা থেকেই গাড়ির ড্যাশবোর্ড তার সবচেয়ে প্রিয়। এই রিকন্ডিশান গাড়িটা কেনার সময়ও অন্যসব কিছু বাদ দিয়ে ড্যাশবোর্ডই তাকে বেশি আকর্ষণ করেছে। সে জানে ড্রাইভিং সিটে না বসলে গাড়ির ড্যাশবোর্ডের সৌন্দর্য বোঝা যায় না। যতো দামি গাড়ি ততো চমৎকার ড্যাশবোর্ড।

তার গাড়ির গতি এখন মাঝারি। ঘণ্টায় মাত্র ৫০ কিলোমিটার। এরকম মহাসড়কে এটা তেমন কোনো গতিই না। ড্রাইভার হিসেবে সে খুবই সচেতন আর দক্ষ। নিজের গাড়ি না থাকলেও বহু আগে থেকেই সে খুব ভালো ড্রাইভিং করে। তার যেসব বন্ধুবান্ধবদের গাড়ি আছে সেগুলো মাঝেমধ্যেই চালাতো। এতো ভালো চালাতো যে লম্বা ভ্রমণে গেলে বন্ধুরাই তাকে ড্রাইভিং করতে বলতো যদিও তার কোনো ড্রাইভিং লাইসেন্স ছিলো না।

অবশ্য গাড়ি কেনার আগে বিআরটিএ থেকে রীতিমতো পরীক্ষা দিয়ে বৈধভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়েছে, কোনো দুই নাম্বারি পথে যায় নি। ওখানকার দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা আর দালালেরা দু'হাজার টাকার বিনিময়ে কোনোরকম পরীক্ষা ছাড়াই লাইসেন্স পাইয়ে দেবার প্রস্তাব করেছিলো, সে রাজি হয় নি। তাকে এই বলে ভয়ও দেখানো হয়েছিলো, বৈধভাবে পরীক্ষা

www.BanglaBook.org

দিতে গেলে টেস্টে বার বার 'ফেল' করিয়ে দেয়া হবে। এসব হুমকি কানে তোলে নি। সে জানতো ড্রাইভিং পরীক্ষায় তাকে ফেল করানোটা সহজ হবে না। আর যদি সেটা করার চেষ্টা করে তাহলে বিআরটিএ'র দুর্নীতিবাজদের 'খবর' করে ছাড়বে। তার পেশাগত পরিচয় পাবার পর এক্সামিনার আর খবর হতে সাহস করে নি। খুব সহজেই ড্রাইভিং পরীক্ষায় উতরে যায়। নিয়মমতো লাইসেন্স পেতে কোনো সমস্যাই হয় নি।

ফাঁকা রাস্তা পেয়ে ইচ্ছে করলো একটা বিয়ার খেতে। পাশের সিটেই পলিথিন ব্যাগে বিয়ারগুলো আছে। একটাতে এমন কিছু হবে না। ডানহাতে স্টিয়ারিং ধরে বামহাতে ব্যাগ থেকে একটা বিয়ার বের করে নিলো। গাড়ি না থামিয়েই কৌশলে খুলে ফেললো বিয়ারের মুখ। তারপর পান করতে করতে গাড়ি চালাতে লাগলো সে। কয়েক মুহূর্ত বাদেই খালি ক্যানটা ছুড়ে ফেলে দিলো রাস্তায়। জানে কাজটা ঠিক হয় নি কিন্তু চলন্ত গাড়ি থেকে ক্যান ছুড়ে মেরে কৈশোরিক আনন্দ পাওয়া থেকে নিজেকে বঞ্চিত করতে চায় নি। এরপর দু'হাতে স্টিয়ারিং ধরে বাড়িয়ে দিলো গাড়ির গতি। বাতাসের ঝাপটা মুখে এসে লাগলো আরো জোরে। মাথাটা খুব হালকা লাগছে। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। আজ রাতে দারুণ ঘুম হবে।

হঠাৎ চোখ গেলো ড্যাশবোর্ডের উপর কিছু একটা জ্বলছে। রাস্তা থেকে চোখ সরিয়ে চকিতে দেখে নিলো সেটা ফোনটা, সাইলেন্ট করে রেখেছিলো তাই রিং বাজে নি। বাম হাতে ফোনটা তুলে নিলো। নিম্মি ফোন করেছে। ড্রাইভ করার সময় মোবাইলফোন ব্যবহার না করার নিয়মটা লঙ্ঘনই করলো। দু'বার রিং হবার পর ফোন না ধরলে নিম্মির মাথা বিগড়ে যায়। নানান রকম সন্দেহ করতে শুরু করে।

"হ্যা-লো!" একটু টেনে বললো সে।

"এখনও বাইরে?"

"হুম।"

"গাড়িতে?"

"হা-হা-হা।"

ওপাশ থেকেও চাপাহাসির শব্দ শোনা গেলো। "আজ সারারাত গাড়ি চালাবে নাকি? বাসায় যাবে না?"

"যাচ্ছি তো..." ফোনটা বাম কান আর কাঁধের মাঝে চেপে বাম হাতটা আবারো স্টিয়ারিংয়ের উপর রাখলো। সামনের রাস্তাটা একটু বেঁকে বাম দিকে মোড় নিয়েছে। একহাতে হুইল ধরে রাখাটা নিরাপদ নয়।

"ডিনার করেছো?"

"হ্যা। তুমি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

“না, আমি এখনও করি নি...একটু পর করবো।”

“করে নাও...রাত তো কম হলো না।”

“বন্ধুবান্ধব নিয়ে খুব মজা করলে, না?” নিম্মির কণ্ঠে মৃদু ঈর্ষা।

“ওরা তো কোনোভাবেই ছাড়লো না। বললো, আজই খাওয়াতে হবে। বাট, তোমাকে খুব মিস্ করেছি।”

“হাহ্,” কথাটা উড়িয়ে দিলো যেনো। “দুপুরের পর থেকে তো একটা এসএমএসও দাও নি।”

“হা-হা-হা,” শুধু হাসলো। কথাটা সত্যি। এটা খণ্ডানোর উপায় নেই। আসলে গাড়ির মালিক হবার উত্তেজনায় সব কিছু ভুলে গেছিলো। তারপর বন্ধুবান্ধবদের সাথে কাটানো সময়গুলোতে অন্যকিছু মাথায়ই আসে নি। “সত্যি বলছি, মিস্ করেছি।”

“থাক, মিথ্যে বলার দরকার নেই। বাসায় গিয়ে কিছু খেয়ে নিও।”

“খেয়েদেয়েই তো বের হয়েছি।”

“কী যে খেয়েছো সেটা তো আমি জানি।”

“হা-হা-হা,” আবারো হাসি। মনমেজাজ এতোটাই ভালো যে, সত্যি কথা বলেও আত্মপক্ষ সমর্থন করতে ইচ্ছে করছে না। “ওসব খাই নি...বিশ্বাস করো।”

“তোমরা বন্ধুরা এক হলে কী খাও না খাও তা কি আমি জানি না...ঐ মটকুটা থাকলে তো কথাই নেই।”

আবারো হাসলো সে তবে নিঃশব্দে। নিম্মি ঠিকই বলেছে। বন্ধুদের এসব গল্প তো সে নিজেই করেছে নিম্মির সাথে। তার একশ' কেজির বন্ধু আখলাক, যাকে তারা ‘ব্যাডলাক’ বলে ডাকে, গ্যালন গ্যালন হুইস্কি-ভদকা গিলতে পারে। ও থাকলে অন্য কোনো খাবার সুবিধা করতে পারে না। আজও তাই হয়েছে। আখলাক আর সুহাস এক বসাতে এক বোতল হুইস্কি আর ভদকা শেষ করেছে।

“ওরা খেয়েছে কিন্তু আমি শুধু একটা বিয়ার খেয়েছি, বিশ্বাস করো।”

“করলাম না,” নিম্মি সরাসরি বলে দিলো। “তুমি এক বিয়ার খাওয়ার লোক নও।”

“হা-হা-হা,” হাসি ছাড়া আর কিছু বের হলো না তার মুখ দিয়ে। “সত্যি বলছি। পাঁচটা বিয়ার পার্সেল নিয়েছিলাম বাসায় গিয়ে খাবো বলে, ওখান থেকে মাত্র একটা খেয়েছি।”

“বার বার মিথ্যে বলতে হবে না। বাড়ি গিয়ে কিছু খেয়ে নিও। মানে ওসব অখাদ্য কিছু না, ভদ্র খাবার।”

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ওকে ওকে। চিন্তা কোরো না, আমার ফ্রিজে কিছু ভদ্র খাবারও আছে। ওগুলো গরম করে খেয়ে নেবো।"

একটু চুপ থেকে বললো নিম্মি, "এখানে কবে আসছো?"

"নেক্সট উইকে...অফিস থেকে ছুটি দিয়েছে। সো, প্ল্যান আর চেঞ্জ হচ্ছে না। আ'ম কামিং। তারপর তোমাকে নিয়ে লং ড্রাইভে যাবো..." চাক বেরির একটা গান গাইবার চেষ্টা করলো, "...আম গোনা ড্রাইভ মাই ওন অটোমোবিল...অ্যান্ড মাই হানি বিসাইড উইদ মাই হুইল!"

"আগেভাগে বোলো না...পরে দেখা যাবে সব গুবলেট হয়ে গেছে।"

"এবার হবে না।"

"তোমার প্ল্যান ঠিক থাকলেই হয়।"

এর আগে অনেকবার প্ল্যান ভন্ডুল হবার তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে নিম্মির। তাদের দু'জনের সম্পর্কের বয়স এক বছরের হলেও দেখা হয়েছে মাত্র একবার, তাও পাঁচ মিনিটের বেশি হবে না। অবশ্য সেটাকে দেখা না বলাই ভালো। ঐ সময় তাদের মধ্যে কোনো সম্পর্কই ছিলো না। ওটা ছিলো দু'জন অপরিচিত মানুষের নিছক সৌজন্যতামূলক পরিচয়পর্ব!

"আসতে না পারলে আগেই বলে দিও। আসার একদিন আগে বোলো না, জরুরি একটা অ্যাসাইনমেন্ট আছে...আসতে পারছি না..."

"বললাম না, এবার মিস্ হবে না। শেষ মুহূর্তে আমার হাতে কোনো অ্যাসাইনমেন্ট ধরিয়ে দিলে এবার আমি ওদের হাতে রেজিগনেশান লেটার ধরিয়ে দেবো।"

"থাক থাক। এসব বলার দরকার নেই।"

"হা-হা-হা।"

"আজ তো পূর্ণিমা...চাঁদটা দেখেছো?"

"উপায় নেই, ম্যাডাম," হেসেই বললো সে।

"মানে?"

"এখানে বৃষ্টি হচ্ছে...একটু আগে হয়েছে কালবোশেখি।"

"তাই নাকি," ঝড়-বৃষ্টির কথা শুনে নিম্মির কণ্ঠে উচ্ছ্বাস ঝরে পড়লো যেনো। "ইস্, আমাদের এখানে আকাশ একদম পরিস্কার। জানালা দিয়ে আমি চাঁদটাকে দেখতে পাচ্ছি। অসম্ভব সুন্দর লাগছে।"

"তুমি জ্যোৎস্নায় প্লাবিত আমি বৃষ্টিতে সিক্ত...আমাদের মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব!"

"বাপ্‌রে!" নিম্মি ফোড়ন কাটার ভঙ্গিতে বললো। "দিন দিন কবি-সাহিত্যিক হয়ে উঠছো দেখি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হাহ্," কৃত্রিম অভিমানি সুরে বললো সে। "সাংবাদিকতাও এক ধরণের সাহিত্য...বুঝলেন ম্যাডাম? দুটোই লেখালেখির কাজ।"

খোলা জানালা দিয়ে আকাশের দিকে তাকালো সে। বৃষ্টির প্রকোপ কমে আসছে, তবে মেঘলা আকাশে কোনো চাঁদ দেখতে পেলো না।

"বৃষ্টিতে সাবধানে গাড়ি চালিয়ো কিন্তু," নিম্মি সতর্ক করে দিয়ে বললো।

"শিওর ম্যাডাম। ডোন্ট অরি। আই অ্যাম অ্যা গুড ড্রাইভার।"

"আচ্ছা, তাহলে রাখি...কাল কথা হবে।"

"একটা ইয়ে দেবে না?" চকিতে সামনের রাস্তার দিকে তাকালো।

"টেকনিক্যাল প্রবলেম," আস্তে করে বললো নিম্মি।

"ওহ্।" এর মানে নিম্মির সামনে কেউ আছে। "ওকে, আমিই দিচ্ছি...উমমমমমআ!"

মুখ চাপা দিয়ে হাসির শব্দ শোনা গেলো ওপ্রান্ত থেকে।

হঠাৎ তার চোখ গেলো আকাশের দিকে। হালকা বৃষ্টির মধ্যেও মেঘের আড়াল থেকে ঘোলা চাঁদ উঁকি মেরেছে। "ওয়াও!" অস্ফুটভাবে মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো।

"কী?" নিম্মি বুঝতে না পেরে বললো।

"এইমাত্র মেঘলা আকাশে আমি চাঁদটা দেখলাম এক ঝলক। ভাবতে পারো, বৃষ্টিস্নাত পূর্ণিমা!"

"ভালো তো...মুনলাইট ড্রাইভ," হেসে বললো নিম্মি।

"মুনলাইট ড্রাইভ?" বুঝতে না পেরে বললো সে। "এটা একটা গান না?" তার মনে হচ্ছে এটা কোনো গানই হবে।

"হ্যা...তুমিই আমাকে গানটা দিয়েছিলে...ভুলে গেছো?"

মনে পড়লো না তার। অবশ্য হাজার হাজার গান মনে রাখাটাও সম্ভব নয়। "মুনলাইট ড্রাইভ নাকি মুনডান্স?"

"তোমার মাথা!" কপট রাগ দেখিয়ে বললো নিম্মি।

"হা-হা-হা," হেসে ফেললো সে।

"এবার ফোন রাখো। পরে কথা হবে।"

"দাঁড়াও দাঁড়াও!"

"কি?"

"মনে মনে একটা কিসি দাও তো।"

"বাই। পরে কথা হবে," ঝটপট বললো নিম্মি।

"প্লিজ!"

www.BanglaBook.org

চকিতে সামনের রাস্তার দিকে তাকালো। অন্যসব দিনের চেয়ে বেশ ফাঁকা ফাঁকা। এখনও বৃষ্টি পড়ছে। চাঁদটা আবার হারিয়ে গেছে মেঘের ভীড়ে। তবে মেঘের আড়াল থেকেই ঘোলাটে আলো দেখা যাচ্ছে।

একটু চুপ থেকে চাপাস্বরে বললো নিম্মি, "ওকে...দিলাম।"

"লাভ ইউ!"

"মি টু।"

"বাই।"

সায়েম কান থেকে ফোনটা মাত্র সরাতে যাবে অমনি ভয়ঙ্করভাবে কেঁপে উঠলো গাড়িটা, সেই সঙ্গে উদ্ভট একটা শব্দ। তার হাত থেকে মোবাইলফোনটা ছিটকে পড়ে গেলো ড্যাশবোর্ডের নীচে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো সে, কিছু বুঝে উঠতে পারলো না।

সঙ্গে সঙ্গে গতি কমিয়ে গাড়িটা রাস্তার বামদিকে সরিয়ে থামিয়ে দিলো। বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো সে। দূর থেকে আসতে থাকা গাড়িগুলোর হেডলাইটের আলোয় চোখ কুচকে তাকালো, কপালের উপরে হাত দিয়ে ভালো করে দেখার চেষ্টা করলো কিসের সাথে তার গাড়িটা বাম্প করেছে। রাস্তার উপরে কিছু পড়ে থাকতে দেখলো কিন্তু স্বল্প আলোয় বুঝতে পারলো না জিনিসটা কি। আরো ভালো করে দেখার জন্য কয়েক পা সামনের দিকে এগিয়ে যেতেই তীব্র আলোয় চোখ ঝল্‌সে যাবার উপক্রম হলো তার। একজোড়া হেডলাইট তার দিকে ধেঁয়ে আসছে, অথচ সেদিকে তার নজর নেই—হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো সে।

সর্বনাশ!

সঙ্গে সঙ্গে তীব্র আলো আর তীক্ষ্ণ একটা শব্দ হলো। দু'হাত তুলে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলো সায়েম মোহাইমেন।

না!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১

আজ নিয়মের ব্যতিক্রম করে রাত দশটা বাজার পর পরই বিছানায় শুয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছে। অন্যসব দিনে বারোটা-একটার আগে তার ঘুমই আসে না। তবে আজ ভীষণ ক্লান্ত, বলতে গেলে সারাটা দিন গাড়িতেই ছিলো। সকাল ন'টার পরই সেই যে বসেছে, টানা এগারো ঘণ্টার ভ্রমণ। দিনাজপুর থেকে ঢাকার দূরত্ব ছয়-সাত ঘণ্টার পথ হলেও মহাসড়কে জ্যামের কারণে বাড়তি কয়েক ঘণ্টা বেশি লাগে।

ঢাকায় এসেই সরাসরি উঠে গেছে সরকারী কোয়ার্টারে। আপাতত এটাই তার নতুন ঠিকানা। পুলিশের চাকরিতে ঘনঘন বদলীর ব্যাপারটায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে এতোদিনে। শুধু একটাই দুঃখ-যাদের জন্যে কাজ করবার কথা তাদের বাদ দিয়ে সার্ভিস দিতে হয় মন্ত্রী-এমপি-জাঁদরেল ব্যবসায়ী আর নেতাদের। এইসব লোকজন আবার পুলিশকে সার্ভেন্ট মনে করে। জায়গা-বেজায়গায় যেখানেই যাক সঙ্গে একদঙ্গল পুলিশ না থাকলে এদের প্রেস্টিজ থাকে না। একটা থানা কম্প্লেক্স উদ্বোধন করতে যাবে, পুলিশ ডাকো। দেশের বাড়িতে বেড়াতে এসে মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়তে যাবে, পুলিশ কই? বেয়াইর বাড়িতে দাওয়াত আছে, পুলিশ থাকলে ভালো হয় না?

এখন যেখানে বদলি হয়েছে সেটা আবার হোমরাচোমরাদের আখড়া। এদের পেছনেই বেশি সময় দিতে হবে হয়তো। যদিও ঢাকায় বদলি হতে পারলে সবাই ঈদের মতো খুশি হয়, কিন্তু অন্য সবার মতো সে অতোটা খুশি হয় নি। ব্যাপারটা অদ্ভুত শোনালেও সত্যি। আজ থেকে ছয়মাস আগে হলে খবরটা শোনামাত্র আনন্দে সারারাত ঘুম হতো না।

ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় তার সরকারী চাকুরিজীবি বাবা বদলি হয়ে ঢাকায় চলে আসার পর থেকে এ শহরেই থেকে গেছে। বন্ধুবান্ধব প্রায় সবাই ঢাকাতেই সেটল, অথচ পুলিশের চাকরিতে ঢোকার পর এ শহর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। কতোদিন স্বপ্ন দেখেছে একদিন বদলি হয়ে ফিরে আসবে, পুরনো সব মুখগুলোর সাথে নিয়মিত দেখাসাক্ষাত হবে কিন্তু একটা ঘটনা সব কিছু ওলটপালট করে দেয়। তাই বদলির এই খবরে খুব একটা খুশি হতে পারে নি। এ শহর থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকলেই তার জন্যে ভালো। এমনকি একবার ভেবেছিলো লোভনীয় পোস্টিংটা বাতিল করার জন্য তদবির করবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিনা–ভালো করেই জানতো এটা করা হলে সবাই তার দিকে এমনভাবে তাকাতো যেনো সে পাগল হয়ে গেছে। শেষপর্যন্ত এসব চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ঢাকায় চলে এসেছে।

খুব শখ করে পুলিশে ঢুকলেও মাত্র সাত বছরের মাথায় এসে হতাশ হয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে তার মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বেরোনোর পর কেন যে বিসিএস দিতে গেলো, আর যদি দিলোই পুলিশে কেন গেলো!

তবে কখনও কখনও মানুষকে সরাসরি সেবা দিতে পারলে অন্যরকম একটা অনুভূতি হয়। সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ডেস্কে কাজ করা আমলা আর কর্পোরেট অফিসে বসে এসির শীতলবাতাস খাওয়াদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়।

সদ্য বরাদ্দ হওয়া কোয়ার্টারে এসে জামা-কাপড় সব খুলে বিছানায় গা এলিয়ে দিতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলো, তার চমৎকার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে মোবাইলফোনটা বেজে উঠলো এগারোটা বাজার একটু পরই।

ঘুম ভাঙতেই মনে হলো মোবাইলফোনটা সাইলেন্স না করে বিরাট ভুল করে ফেলেছে। কিন্তু রিংটা একদফা বেজেই থেমে গেলো। বিছানায় শুয়ে থেকে অপেক্ষা করলো কয়েক মুহূর্ত। মেজাজ বিগড়ে গেলো তার। ফোনটা হাতে নিয়ে ডিসপ্লে দেখলো। একটা অপরিচিত নাম্বার।

"শালা!"

আরামের ঘুমটা নষ্ট করার জন্য গালি দিলো। ফোনটা সাইলেন্স করা দরকার কিন্তু সেটা করার আগেই বেজে উঠলো আবার। দাঁতে দাঁত খিচে কলটা রিসিভ করলো সে। "হ্যালো?"

"মি: ছটকু?" খটখটে গলার একজন জানতে চাইলো।

নড়েচড়ে উঠলো গোলাম মওলা। এই নামে তাকে কেবল নিকট আত্মীয়স্বজন আর স্কুলজীবনের পুরনো বন্ধুরাই ডাকে। অথচ যে লোক তাকে ছটকু বলে ডাকছে তার কণ্ঠ শুনে চিনতে পারছে না।

"কে বলছেন?"

"আমি উত্তরা-থানার ওসি।" দাপটের সাথে বললো কণ্ঠটা।

উত্তরা-থানার ওসি তাকে ছটকু বলে সম্বোধন করছে! বিস্ময়ে হতবাক হবার জোগার হলো। ঢাকায় আসতে না আসতেই বেয়াদপির শিকার! "আপনি আমাকে চেনেন?" পুলিশি মেজাজে বললো সে।

"না। চিনি না। এক মাতাল ক্রিমিনাল পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়া এই নাম্বারে ফোন করতাছিলো। আমার কাছে ধরা খাইছে। সে বলতাছে এইটা

www.BanglaBook.org

নাকি তার বন্ধু ছটকুর নাম্বার।"

"মাতাল ক্রিমিনাল?" অবাক হলো সে। এক মাতাল থানায় বসে পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে তার নাম্বারে কল দিয়েছে আর দায়িত্বজ্ঞানহীন পুলিশ ফোন করে ছটকু নামে ডাকা শুরু করে দিলো তাকে! *ওসি লেভেলের পুলিশগুলোর কাণ্ডজ্ঞান যে কবে হবে!*

"হুম," ওসি গম্ভীর হয়ে বললো।

বুঝতে পারলো তার কোনো কুলাঙ্গার আত্মীয়স্বজনের কাজ এটি। পুলিশের চাকরিতে ঢোকার পর এরকম ঝামেলা অনেক পোহাতে হয়েছে। যার সাথে সারা বছরে একবারও দেখা হয় না সেও ধরা পড়লে, বিপদে পড়লে সবার আগে তাকেই ফোন করে।

"আপনি জানেন আমি কে?" পুলিশের দাপট নিয়ে বললো এবার। উত্তরা-থানার ওসির মুখ দিয়ে আরো বেফাঁস কথা বের হবার সুযোগ দিতে চাইলো না।

"না, জানি না। একটু জানান দেখি," মজা করে বললো ওসি।

"আমি গুলশান-বনানীর এসি।"

"আচ্ছা?!" ওসি অবাক হবার অভিনয় করলো। "এসি!"

"হুম।"

"আপনার নামটা বলেন দেখি, এসি সাহেব?"

"গোলাম মওলা।"

তাচ্ছিল্যের হাসি শোনা গেলো ওপাশ থেকে। "মিঃ ছটকু, মনে হইতাছে আপনিও আপনার বন্ধুর মতো মাল টানছেন। গুলশান-বনানীর এসি হইলেন সোহরাব আকন্দ। আমি উনারে ভালোমতোই চিনি। এইসব ঝারি অন্য কোথাও মারবি, বানচোত!"

আচমকা তুই তোকারি আর গালি শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে থাকলো গোলাম মওলা।

"প্যান্ট খুইলা পাছায় লাঠি মারলে সব ফাইজলামি বন্ধ হইয়া যাইবো। হারামজাদা!"

নিজের রাগ দমন করে শান্তকণ্ঠে বললো সে, "যে মাতালটাকে ধরেছেন তার নাম কি?"

মনে হলো ওসি এমন শান্ত প্রতিক্রিয়া আশা করে নি। "মাতাল তো বলতাছে সায়েম...সায়েম মোহাইমেন। বিরাট বড় সাংবাদিক নাকি।"

নড়েচড়ে উঠলো গোলাম মওলা। "সায়েম?" অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হুম, সায়েম।"

"মাতলামি করার জন্য ওকে ধরে এনেছেন?"

"কি কারণে আনছি সেইটা তোরে বলবো ক্যান...আগে তুই তোর আসল পরিচয় দে।"

"বললাম তো, গোলাম মওলা," নিজেকে যথাসম্ভব শান্ত রাখলো সে।

"আরে হারামজাদা...তোর নাম জানতে চাই নাই...তুই নিজেরে গুলশান-বনানীর এসি পরিচয় দিলি ক্যান? আসলে তুই কে, ঠিক কইরা ক?"

"অনেক মুখ খারাপ করেছেন আর না," নিজেকে ধরে রাখতো পারলো না সে। ঘুম নষ্ট হয়েছে, এখন অধস্তন এক পুলিশ তার সাথে তুই-তোকারি করছে, গালাগালি শুরু করে দিয়েছে!

"ধুর, ব্যাটা! তোর সাথে মুখ খারাপ করুম না তো কি প্যান্ট খারাপ করুম? তুই যদি আসলেই এসি গুলশান-বনানী হইয়া থাকোস...আয় না উত্তরা-থানায়...তোর চেহারাটা দেখি। প্যান্ট খুইলা এমন প্যাদানি দিমু–"

"চুপ! একদম চুপ!" গোলাম মওলা বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো। "আমি আসছি। তারপর দেখবো কে কার প্যান্ট খোলে!" কলটা কেটে দিলো সে। রাগে কাঁপতে লাগলো রীতিমতো। ফোনটা বিছানার উপর আছাড় মেরে রাখলো।

"আমার প্যান্ট কোথায়?" মুখ দিয়ে কথাটা বের হয়ে গেলো। এই প্রথম নিজের দিকে তাকিয়ে দেখলো। পুরোপুরি দিগম্বর!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২

উত্তরা-থানার ওসি কটমট চোখে চেয়ে আছে সামনে বসা আসামীর দিকে। ইচ্ছে করছে চড় মেরে দাঁত ফেলে দিতে। নিজেকে অনেক কষ্টে সংযত করে রেখেছে সে।

এই বদমাশটা মদ খেয়েছে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। যদিও একটা বিয়ার খাওয়ার কথা স্বীকার করেছে একটু আগে। না করে অবশ্য উপায় ছিলো না, তার গাড়ির ভেতরে পাওয়া চারটা বিয়ার আলামত হিসেবে জব্দ করা হয়েছে। এখন বার বার বলছে সে নাকি মদ খায় নি! বিয়ার আর মদের মধ্যে কোনো পার্থক্য আছে? যত্তোসব! এর মুখ থেকে অ্যালকোহলের হালকা গন্ধ বের হচ্ছে। সে আরো নিশ্চিত, এই লোক বিদেশী মদ গিলেছে। বিদেশী মদের গন্ধ দেশীগুলোর মতো তীব্র হয় না।

এমনিতেই লোকটার পেশাগত পরিচয় জানার পর থেকে ওসির মেজাজ খারাপ হয়ে আছে, একটু প্যাদানি দিতে পারলে মনের জ্বালা মিটতো কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। *শালায় একটা সংঘাতিক!*

গ্রেফতার করার পর একে গারদে না ঢুকিয়ে নিজের রুমে এনে বসিয়েছে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। এটা ওটা জানার চেষ্টা করলেই অসংলগ্ন কথা বলছে বার বার। তার কথা-বার্তার কোনো আগামাথা নেই। একটু আগে প্রস্রাবের বেগ পেলে পাশের টয়লেটে গেছিলো, এসে দেখে হারামজাদা মোবাইলফোন কানে চেপে রেখেছে!

এটা দেখে ওসি শওকতের মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। এই সাংবাদিককে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার সময় ভালো করে তল্লাশী করতে ভুলে গেছিলো। এর পকেটে যে আরেকটা ফোন আছে কে জানতো। তার গাড়িটা থানায় নিয়ে আসা হয়েছে, গাড়ির ভেতরে একটা ফোনও পাওয়া গেছে। ওসি ভেবেছিলো এর কাছে আর কোনো ফোন নেই। এখন তো দেখছে আজকালকার অনেক ছেলেপেলের মতো এই লোকও একাধিক ফোনসেট ব্যবহার করে।

কিন্তু আসামীর ভাগ্য খারাপ। যাকে ফোন করেছিলো তার সাথে কথা বলতে পারে নি, তার আগেই ধরা পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে হাত থেকে ছোঁ মেরে ফোনটা নিয়ে নেয় সে। ধমক দিয়ে যখন জানতে চেয়েছিলো কাকে ফোন করেছে তখন তোতলাতে তোতলাতে বলে টিটু নামে তার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কথা। ওসি ব্যাপারটা কনফার্ম হবার জন্য ঐ নাম্বারে আবার কল করে। বলা তো যায় না কাকে ফোন করেছে, কি উদ্দেশ্যে করেছে।

www.BanglaBook.org

প্রথমবার রিং হলেও কলটা রিসিভ করা হয় নি। দ্বিতীয়বার কল করে অবশ্য পেয়েছে কিন্তু ছটকু নামের নচ্ছারটা নিজেকে গুলশান-বনানীর এসি হিসেবে পরিচয় দিয়েছে।

ডাহা মিথ্যা! ওসি একদম নিশ্চিত। *ভুয়া পুলিশে ভইরা গেছে দেশটা!*

এখন সামনে বসে থাকা মাতালের দিকে রেগেমেগে চেয়ে আছে। ইচ্ছে করছে পর পর কয়েকটি চড় মেরে হারামজাদার সম্বিত ফিরিয়ে আনতে। অ্যাকসিডেন্ট করার আগে খেয়াল ছিলো না? এখন অনুশোচনা করে কী লাভ? যা হবার হয়ে গেছে। মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিলো, তার এই বেপরোয়া গাড়ি চালানোর শিকার হয়েছে নিরীহ এক পথচারী। মাতাল থাকার কারণে এতোটাই কাণ্ডজ্ঞানহীন ছিলো যে অন্যসব ক্রিমিনালদের মতো অ্যাকসিডেন্টের পর চম্পট দেয়ার চেষ্টাও করে নি, বেয়াক্কেলের মতো ধরা পড়ে গেছে। আরেকটু হলে সে নিজেই গাড়ি চাপা খেয়ে মরতো। আকামটা করার পর রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে বোকার মতো বের হয়ে আসে, একটি প্রাইভেটকারের সামনে পড়ে যায় সে। ভাগ্য ভালো, ঐ গাড়ির ড্রাইভারের কৃতিত্বে বেঁচে গেছে।

না! নিজেকে শুধ্রে দিলো। *এর ভাগ্য আসলে খারাপ।* ঐ রাস্তা দিয়ে উত্তরা-থানার একটি টহলগাড়ি যাচ্ছিলো। দুর্ঘটনা ঘটার পর পরই ঘটনাস্থলে চলে আসে গাড়িটা। ধাতস্থ হবার পর যে পালাবে সে সুযোগও পায় নি।

আরে বাবা, কিভাবে পালাবে! মদ খাইয়া বেসামাল ছিলো না?!

এই মাতাল নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিচ্ছে। তাও আবার যেই-সেই পত্রিকার নয়, *মহাকাল*-এর! অবশ্য লোকটার পকেটে কিংবা গাড়িতে কোনো আইডিকার্ড পাওয়া যায় নি, এরপরও ওসি তার পরিচয় নিয়ে সন্দেহগ্রস্ত নয়। সে জানে ফালতু আর ভুয়া সাংবাদিকেরা সব সময় পরিচয়পত্র রাখে সঙ্গে, বড়সড় পত্রিকার হোমরাচোমরা সাংবাদিক এসবের ধার ধারে না।

এই শালা হোমরাচোমরাই হইবো! মনে মনে বললো সে।

তবে সন্দেহ যে একদমই নেই সে-কথা বলা যাবে না। এর কারণ নিজের পত্রিকায় ফোন না করে তথাকথিত এক পুলিশ-বন্ধুকে ফোন করেছে সে। সাংবাদিকেরা হলো কাকের জাত। একটা কাক বিপদে পড়বে তো অন্যসব কাকদের সবার আগে খবর দেবে। তারা এসে হাউ-কাউ করবে। একজোট হয়ে নিজেদের ভায়ের জন্য আস্ফালন করবে, অতিষ্ঠ করে ফেলবে সবাইকে। না, তা না করে কোথাকার এক ছটকুকে ফোন করেছে। আর সেই বজ্জাতটা নিজেকে পরিচয় দিয়েছে গুলশান-বনানীর এসি হিসেবে!

"ঐ ছটকু পুলিশের এসি, অ্যা?" দাঁতে দাঁত চেপে বললো কথাটা।

www.BanglaBook.org

বিপর্যস্ত আর উদভ্রান্ত সাংবাদিক সায়েম মোহাইমেন কোনোরকম মাথা নেড়ে সায় দিলো কেবল।

"গুলশান-বনানীর এসি?"

সায়েম ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। ছটকু এখন আছে দিনাজপুরে। ও যদি ঢাকায় বদলি হয়ে আসে সে অন্তত জানবে। "না তো।" মিনমিনে গলায় বললো সায়েম।

"হুম। পুরাই ভুয়া। আমি আগেই বুঝছি।" তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠলো ওসির মুখে। বছরখানেক আগের একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো তার। স্মার্ট আর চালু-টাইপের এক ছোকরাকে দু'বোতল ফেন্সিডিলসহ গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হয়েছিলো থানায়, ছেলেটা নিজেকে পরিচয় দেয় এআইজি সাহেবের ভাতিজা হিসেবে। ছেলেটা তার চাচাকে ফোন করে তার সাথে কথা বলিয়ে দেয়। ফোনে এআইজি গম্ভীরকণ্ঠে তাকে বলে ভাতিজাকে ছেড়ে দিতে। আর এটা যেনো কেউ ঘুণাক্ষরেও না জানে। তার ভাতিজা ফেন্সি নিয়ে ধরা পড়েছে জানাজানি হলে মানসম্মান কিছু থাকবে না। ওসি শওকত ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলো। মানি লোকের মান রক্ষা করার জন্য ফেন্সিখোর ভাতিজাকে ছেড়েও দেয়, কিন্তু তারপরই জানতে পারে পুরাই ভুয়া। ঐ ফেন্সিখোর তার আরেক ফেন্সিখোর বন্ধুকে দিয়ে এই চালাকিটা করেছে। তারা ভালো করেই জানে থানার পুলিশের পক্ষে হুটহাট করে খোঁজ নেয়া সম্ভব নয় কে আসল পুলিশ আর কে নকল।

ঐ ঘটনার পর থেকে ওসি শওকত বেশ সতর্ক হয়ে উঠেছে। এখন যদি কেউ ধরা পড়ার পর বলে সে প্রেসিডেন্টের নাতি তাহলেও কোনো কাজ হবে না। যাচাই করে, নিশ্চিত হয়ে তবেই বাড়তি খাতির!

"গুলশান-বনানীর এসি হইলেন সোহরাব আকন্দ," মুচকি হেসে বললো উত্তরা-থানার ওসি। "গত সপ্তাহেও আমার সাথে উনার দেখা হইছে।"

সায়েম কথাটার প্রতিবাদ করতে পারলো না। কয়েক দিন আগেও ছটকুর সাথে ফোনে কথা হয়েছে। তখনও ঢাকায় আসার কথা কিছু বলে নি। মাথা নীচু করে রাখলো সে। ছটকু কেন ওসিকে এটা বললো বুঝতে পারছে না। মাথাটাও ঠিকমতো কাজ করছে না এখন। চমৎকার একটা দিন এরকম বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হবে দুঃস্বপ্নেও ভাবে নি। তার মাথা পুরোপুরি আউলে গেছে। কোনোকিছু পরিস্কার করে ভাবতে পারছে না। প্রচণ্ড নার্ভাস ব্রেকডাউনের ফলে কানে ভো ভো শব্দ হচ্ছে। বুকটাও ধরফর করছে। মনে হচ্ছে বমি করে ফেলবে। অস্থির অস্থির লাগছে খুব।

"*মহাকাল*-এর সাংবাদিক...হুম," ঘৃণার সাথে মুখ বিকৃত করে বললো

www.BanglaBook.org

ওসি শওকত। গত সপ্তাহে এই পত্রিকা কি তার থানার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করে নি? গ্রেফতার বাণিজ্য, টাকা খেয়ে আসামী ছেড়ে দেয়া, চাঁদাবাজি করা, কতো অভিযোগই না করেছে। আর এখন তাদের পত্রিকার এক হোমরাচোমরা সাংবাদিক কাচুমাচু হয়ে তারই সামনে বসে আছে।

"আমাগো থানার বিরুদ্ধে রিপোর্টটা কি আপনেই করছিলেন?" চিবিয়ে চিবিয়ে বললো সে।

মুখ তুলে তাকালো সায়েম। "আমি করি নি। সম্ভবত জুনিয়র কেউ করেছিলো।"

"ও," ভুরু তুললো ওসি। "আপনে তাইলে সিনিয়র?"

ঢোক গিলে মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম।

"গাড়িটা কি আসলেই আপনার নিজের?"

এ নিয়ে দু'বার এ প্রশ্নটা করা হলো সায়েমকে। একজন সাংবাদিকের কি গাড়ি থাকতে পারে না? এটা কি খুব বেশি বিরল ঘটনা? আজকালকার সাংবাদিকদের স্ট্যাটাস সম্পর্কে পুলিশের কোনো ধারণাই নেই। তাদের বেতন, ভাতা, সুযোগ সুবিধা সম্পর্কেও খোঁজ রাখে না এরা।

"হ্যা।"

"আচ্ছা," স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললো ওসি। "লাইসেন্স প্লেটের জায়গায় লেখা এ.এফ.আর...অ্যাপ্লাইড ফর রেজিস্ট্রেশন..."

"হুম।" ছোট্ট করে বললো সায়েম মোহাইমেন।

"কবে কিনছেন?"

"গতকাল।"

আবারো ভুরু কপালে উঠে গেলো ওসির। "তাইলে কি আজই প্রথম চালাইতে বাইর হইছিলেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম।

"আর আজই অ্যাতো বড় একটা আকাম কইরা ফালাইলেন!"

মাথা নীচু করে রাখলো *মহাকাল*-এর সাংবাদিক।

"কতো দিয়া কিনছেন?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছে করছে না তার কিন্তু না দিয়েও উপায় নেই। "দশ..."

"দশ লাখ বলেন। এমনভাবে বলতাছেন, যেন্ মুদি দোকানের মাল!"

সায়েম শুধু মুখ তুলে তাকালো, কিছু বললো না।

"অ্যাতো টাকা কইথেকা পাইলেন? আপনি তো সাংবাদিক!" বেশ ইঙ্গিতপূর্ণভাবে প্রশ্নটা ছুড়ে দিলো ওসি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ব্যাঙ্ক থেকে অর্ধেক টাকা কার লোন নিয়েছি..."

"বাহ্..." একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ইচ্ছে করে। "এরেই কয় ঋণ কইরা ঘি খাওয়া।"

ওসির টিপ্পনীটা হজম করতে হলো তাকে।

"কতো বেতন পান যে দশ লাখ টাকা দিয়া গাড়ি কিনছেন?"

কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো সায়েম মোহাইমেন।

"বললাম, কতো টাকা বেতন পান? আমার বাংলা কথা বুঝতাছেন না?"

"প-" সায়েম মুখ খুলতেই ওসির ঘরে হুরমুর করে ঢুকে পড়লো একজন। ওসি শওকত আর সায়েম দু'জনেই চমকে দরজার দিকে তাকালো।

"তুই ঢাকায়?!" বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো সায়েম।

গোলাম মওলা ওসিকে গ্রাহ্যই করলো না। কাছে এসে বন্ধুকে বললো, "হুট করেই পোস্টিং হয়েছে, পরশু জয়েন করবো। তাড়াহুরা করে চলে আসতে হয়েছে, কাউকে কিছু জানাই নি।"

এক ঘণ্টা আগে উত্তরা-থানায় তাকে নিয়ে আসার পর এই প্রথম কিছুটা সাহস পেলো বাল্যবন্ধুকে দেখে, ছটকু নামেই বন্ধুমহলে বেশি পরিচিত সে।

"আপনি কে?" চট করে রেগেমেগে বলে উঠলো ওসি। "আমার ঘরে বিনা-"

"আমি গোলাম মওলা। এসি গুলশান-বনানী।" সায়েমের বাল্যবন্ধু ডেস্কের কাছে এসে দাঁড়ালো। পাশের চেয়ারে বসে আছে সায়েম। তার কাঁধে হাত রাখলো সে। "আমার প্যান্ট খুলে কী জানি করবেন বলেছিলেন?" ওসিকে বললো।

গোলাম মওলার হাবভাবে এমন কিছু আছে যা দেখে ওসি উঠে দাঁড়ালো। "আ-আপনি বলছেন, আপনি...মানে গুলশান-বনানীর এসি?"

"হ্যা। বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"না, মানে...সোহরাব আকন্দ...উনি তো..."

"আমি আজই ঢাকায় এসেছি। পরশু জয়েন করবো। আকন্দ সাহেবের পোস্টিং হয়েছে খুলনায়।"

গোলাম মওলার এ কথায় ওসি পাথরের মতো জমে গেলো। পুলিশের চাকরিতে যখন-তখন বদলী হয়ে যাবার ব্যাপারটা তার মতো মাঝারি গোছের কর্মকর্তারা ভালো করেই জানে।

"আপনি বসেন," আদেশের ভঙ্গিতে বললো সায়েমের বন্ধু।

"স্যার..." ওসির মুখ দিয়ে বের হয়ে গেলো কথাটা। ঢোক গিললো। সে জানে গুলশান-বনানীর এসির সরকারী কোয়ার্টার তার থানায় অবস্থিত তাই এতো দ্রুত চলে এসেছে। "আমি আসলে বুঝতে পারি নাই..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওসি এখনও আধো-সন্দেহের দৃষ্টিতে চেয়ে আছে মওলার দিকে।

"কি হয়েছে? তোকে এখানে ধরে এনেছে কেন?" বন্ধুর কাছে জানতে চাইলো ছটকু।

ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে রইলো সায়েম। বুক ঠেলে কান্না বের হবার উপক্রম হলো। ঠোঁট দুটো রীতিমতো কাঁপছে। "আ-আমি...দোস্ত, আমি..."

ওসির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো গোলাম মওলা।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ওসি শওকত বললো, "আপনার বন্ধু একজনরে গাড়ি চাপা দিছে।"

"কি!" কথাটা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হলো ছটকুর। বন্ধুর দিকে ফিরলো আবার।

সায়েমের চোখ দিয়ে টপ টপ করে অশ্রু ঝরছে। "দোস্ত, আমি কিচ্ছু জানি না। বিশ্বাস কর, আমি রাস্তায় কাউকে দেখি নি। কিভাবে যে কী হয়ে গেলো!" আর বলতে পারলো না সে।

"কার গাড়ি চালাচ্ছিলি?" গোলাম মওলা জানে, কলেজ জীবন থেকেই সায়েম বন্ধুবান্ধব আর পরিচিতজনদের গাড়ি চালায়। হয়তো এরকম কারোর গাড়ি চালাতে গিয়েই দুর্ঘটনা বাধিয়ে ফেলেছে।

সায়েম ডান হাত দিয়ে কপালটা ধরে মাথা নীচু করে রাখলো।

"উনি তো বলতাছেন গাড়িটা নাকি উনার নিজের। কাইল কিনছেন।"

"গতকাল কিনেছিস!"

"দশ লাখ টাকা দিয়া!" আস্তে করে বললো ওসি।

একবার ওসি আরেকবার সায়েমের দিকে তাকালো গোলাম মওলা।

দু'চোখ বন্ধ করে মাথা নেড়ে কেবল সায় দিলো সায়েম।

ছটকুর চোখমুখ দেখে মনে হলো সে ভীষণ অবাক হয়েছে। "মাই গড!"

"বিশ্বাস কর, আমি কোনো অ্যাকসিডেন্ট করি নি! অনেক সাবধানে গাড়ি চালাচ্ছিলাম, রাস্তায় কেউ ছিলো না। কিছুই বুঝতে পারছি না কিভাবে এটা হলো!"

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো মওলা। ওসির দিকে তাকালো সে। ভদ্রলোক এমন একটা ভঙ্গি করলো যেনো বলতে চাইছে : উনিই আকামটা করেছেন, স্যার। এখন নিজেকে বাঁচাবার জন্য এসব আবোল-তাবোল বকছেন। পুলিশের কাছে ধরা পড়লে সব আসামীই এরকম কথা বলে।

"উনি বোধহয় মাতাল ছিলেন," আস্তে করে বললো ওসি।

"মাতাল ছিলি?!" গুলশান-বনানীর ওসি বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বলে উঠলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা দোলালো সায়েম। "না, না। মাতাল ছিলাম না। বিশ্বাস কর। আমি ঠিকঠাকমতোই গাড়ি চালাচ্ছিলাম।"

"উনি কিন্তু একটা বিয়ার খাওনের কথা নিজে স্বীকার করছেন," ওসি বললো।

"বিয়ার?"

"উনার গাড়িতে আরো চাইরটা বিয়ার পাওয়া গেছে।"

বন্ধুর দিকে তাকালো ছটকু, সে মাথা নীচু করে অনুশোচনায় ডুবে গেলো আবার। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মওলার ভেতর থেকে। পুলিশের চাকরির অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পারলো তার বন্ধু আসলে কি করেছে। নতুন গাড়ি কিনে বন্ধুবান্ধব নিয়ে হয়তো মাত্রাতিরিক্ত পানাহার করে ফেলেছিলো। সেই অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনা বাধিয়ে ফেলেছে।

"ভিক্টিমের অবস্থা কি?"

গোলাম মওলার দিকে চেয়ে রইলো ওসি। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "স্পট ডেড!"

কথাটা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলো ছটকু।

"বুকের উপর দিয়া গাড়িটা চইলা গেছে," ওসি শওকত বললো। "লাশের অবস্থা যা-তা।"

এবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো মওলা। "ভিক্টিমের পরিচয় পাওয়া গেছে?"

মাথা দোলালো ওসি। "পকেটে কোনো মানিব্যাগ পাওয়া যায় নাই...মোবাইলফোনও না।"

"মোবাইলফোনও না?"

আবারো মাথা দোলালো ওসি।

গোলাম মওলা চুপ মেরে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

"স্যার, বসেন।"

গুলশান-বনানীর এসি চেয়ার টেনে বসে পড়লো সায়েমের পাশে।

"এর আগে কোন্খানে ছিলেন?"

"দিনাজপুরে।"

"ও।" ওসি আর কিছু বললো না। সে বুঝে গেলো এই এসি সাহেবের কানেকশান ভালো, নইলে ঢাকায় পোস্টিং হওয়া এতো সহজ হতো না। টাকা দিয়ে পুলিশের পোস্টিং করানো যায় ঠিকই কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের ঘনিষ্ঠও হতে হয়। উত্তরা-থানার ওসি সিদ্ধান্ত নিলো নতুন এসি সাহেবের সাথে যে বেয়াদপি করে ফেলেছে সেটা দ্রুত ভুলিয়ে দিতে হবে সহযোগীতা করার মাধ্যমে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু, স্যার?"

"হুম। অনেক ঘনিষ্ঠ।"

"ও," আলতো করে মাথা নেড়ে বললো ওসি। "মনে হয় ভবঘুরে টাইপের কেউ..."

"কে?" বুঝতে না পেরে বললো ছটকু।

"ভিক্টিম।"

ওসির মুখ থেকে কথাটা শুনে আশান্বিত হয়ে উঠলো ছটকু।

"বৃষ্টির মইধ্যে রাস্তায় ঘুইরা বেড়াইতেছিলো।"

ওসিকে কিছু না বলে সায়েমের দিকে তাকালো। একেবারে ভেঙে পড়েছে তার বন্ধু। বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত।

"ভাগ্য ভালো হইলে কিছু ট্যাকা-পয়সা দিয়া ভিক্টিমের পরিবাররে ম্যানেজ করা যাইতে পারে, মানে মামলার কথা কইতাছিলাম আর কি।"

"সেটা পরে দেখা যাবে, আগে তো জামিন পেতে হবে, নাকি? আমি এখন এটা নিয়েই ভাবছি।"

"এতো ভাবাভাবির কিছু নাই," বললো ওসি। "আমি দেখি কি করতে পারি। হাজার হইলেও আপনের বন্ধু।"

"এখনও তো ভিক্টিমের পরিচয় বের করতে পারেন নি, কিভাবে কি করবেন?"

"ঘটনা বেশিক্ষণ আগের না, এই ধরেন ঘণ্টাখানেক আগে হইবো।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো গোলাম মওলা। "লাশটা কোথায়?"

"ছবি উঠাইয়া মর্গে পাঠায়া দিছি। অবস্থা খারাপ।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো এসি। "ভিক্টিমের পরিচয় জানার জন্য কি করবেন?"

"কী আর করবো? লাশটা মর্গে আছে। কাইল পত্রিকায়, টিভিতে খবরে দেখাইলে আত্মীয়স্বজন যোগাযোগ করবো। এখন তো আমাগো কিছু করার নাই।"

গোলাম মওলা আর কিছু বললো না। ভিক্টিমের সাথে এমন কিছু পায় নি পুলিশ যা দিয়ে তার পরিচয় বের করা যাবে, সুতরাং এ নিয়ে তাদেরকে দোষারোপ করাও যায় না।

"আর যদি কাইল-পরশুর মধ্যে পরিচয় না জানা যায় তাইলে তো..." ওসি ইঙ্গিপূর্ণভাবে চুপ মেরে গেলো।

গোলাম মওলা বুঝতে পারলো ইঙ্গিতটা। দু'তিনদিনের মধ্যে পরিচয় ন

www.BanglaBook.org

মিললে বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে আঞ্জুমানে মফিদুলে পাঠানো হবে। সেটা হলে সায়েমের সুবিধাই হবে। বেওয়ারিশ কাউকে নিয়ে আদালত খুব একটা মাথা ঘামাবে না। চকিতে বন্ধুর দিকে চেয়ে এসির দিকে তাকালো সে। "কাল সকালেই তো ওকে কোর্টে হাজির করবেন, তাই না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ওসি। যেনো এছাড়া তার আর কিছু করার নেই। "স্যার, আমি পত্রিকা আর টিভির সাংবাদিকদের খবর দেই নাই এখনও।"

"ভালো করেছেন।"

ওসি একটু হাসলো। "দোয়া করেন, যেন্ ওরা জানবার না পারে।"

গোলাম মওলা কিছু বললো না। পুলিশের একটু সহায়তা পেলে আগামীকাল সকালে আদালত থেকে জামিন পাওয়াটা সহজ হয়ে যাবে।

"এইটা জামিনযোগ্য অপরাধ। তারপরও আমি কেসটা হালকাভাবে সাজাইতে বইলা দিমু নে।"

"তাহলে তো ভালোই হয়," বললো মওলা। সে জানে পুলিশ যেকোনো কেস জামিনযোগ্য করে সাজাতে পারে। পুরো ব্যাপারটাই আইনের কিছু ধারার ব্যবহার আর পুলিশের সদিচ্ছার উপর নির্ভর করে।

"চ্যাংড়া কোনো উকিল দাঁড়ায়া জামিনের আবেদন করলেও কাম হইঁয়া যাইবো।"

গোলাম মওলা চেয়ে রইলো ওসির দিকে।

নিশু!

সঙ্গে সঙ্গে নামটা মনে পড়ে গেলো তার সেইসাথে চোখের সামনে ভেসে উঠলো একটি হুইলচেয়ার। প্রায় ছয় মাস ধরে কোনো যোগাযোগ নেই।

"এখনই একটা উকিল ঠিক কইরা ফালান। সময় তো বেশি নাই।"

"এখনই?" গোলাম মওলা অবাক হয়ে বললো।

"হ, এখনই। কাল সকালেই মুভ করতে হইবো। আপনের পরিচিত কোনো উকিল-টুকিল নাই?"

একটু ভাবলো। এতোদিন ধরে পুলিশের চাকরি করলেও কোনো জাঁদরেল উকিলের সাথে তার খাতির হয় নি। তার পরিচিতজনদের মধ্যে সেরকম কেউ নেইও।

"স্যার?"

সম্বিত ফিরে পেলো গোলাম মওলা। "না, মানে...একজন উকিলের কথা ভাবছিলাম কিন্তু ছেলেটা একেবারেই নতুন। তেমন অভিজ্ঞতাও নেই।"

"সমস্যা নাই। ওরে খালি জিগান অ্যাডভোকেটের রেজিস্ট্রেশন আছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিনা...না থাকলে কইলাম জামিনের জন্য কোর্টে দাঁড়াইতে পারবো না।"

মওলা এটা জানে। বার-কাউন্সিলের রেজিস্ট্রেশন না থাকলে আর যাইহোক জামিন আবেদন করতে পারবে না কোনো ল-ইয়ার।

"চা খাইবেন, স্যার?"

একটু ভাবলো। কাঁচা ঘুম নষ্ট হয়েছে। চিকন একটা মাথা ব্যথাও আছে। চা খেতে পারলে মন্দ হয় না। মাথা নেড়ে সায় দিলো। "খাওয়া যায়।"

"ওই ইদরিস," বেশ জোরে হাঁক দিলো ওসি। "ইদরিস!"

"ওর জন্যেও এক কাপ দিতে বলেন," সায়েমকে দেখিয়ে বললো।

মওলার দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো শওকত সাহেব। "তিন কাপ চা দিস তো।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩

টেবিলে খাবার দেয়া হয়েছে সাড়ে ন'টা বাজে আর এখন বাজে সাড়ে বারোটা কিন্তু নিশুর সমস্ত মনোযোগ কম্পিউটারের দিকে। সেই কম্পিউটার টেবিলের একপাশেই রাতের খাবারগুলো রাখা আছে। এর আগে দু'বার তাকে তাগাদা দিয়ে গেছে কাজের মেয়েটি। নিশুর উপর সে মহাবিরক্ত। তার কাছে এই বাড়ির একমাত্র সমস্যার নাম নিশু। এ বাড়ির বাকি দু'জন মানুষ সাড়ে ন'টা বাজে খেয়েদেয়ে যার যার ঘরে চলে যায় কিন্তু এই অল্পবয়সী ছোকরার জন্য রাত বারোটা-সাড়ে বারোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় তাকে। অতো রাতে ঘুম ঘুম চোখে রান্নাঘরে গিয়ে প্লেট-বাসন মাজতে তার অসহ্য লাগে। সারাদিন কাজের পর এই ঝক্কিটা একদমই সহ্য হয় না।

এ মুহূর্তে ফেসবুকে চ্যাট করছে নিশু। প্রতিদিন ন'টার পর থেকে রাত একটা-দুটো পর্যন্ত চলে এই নিশুতি অধিবেশন। তার মা-বোন যে এ নিয়ে মহাদুশ্চিন্তায় আছে সেটাও তার অজানা নয়। মুখে তারা কিছুই বলে না, শুধু বলে অতো রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে। তার উচিত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়া।

চ্যাটিংয়ে মগ্ন নিশুর কানে একটা শব্দ যেতেই দরজার দিকে তাকালো। সে জানে আধভেজা দরজাটা খুলে যাবে এখন, তারপর গম্ভীর অথচ স্নেহভরা একটি কণ্ঠ তাকে তাগাদা দেবে রাতের খাবার খেয়ে শুয়ে পড়ার জন্য।

প্রায় দশ-পনেরো সেকেন্ড পার হয়ে গেলো, কিছুই হলো না। নিশু আবার মনোযোগ দিলো কম্পিউটারের দিকে। ভুরু কুচকে গেলো তার।

রিপ্লাই দিতে দেরি হচ্ছে কেন?
লাইনে ক'জন আছে?
কার সাথে চালাচেছা?

অরিন মেয়েটা দিন দিন সাইকো হয়ে যাচ্ছে। চ্যাটিংয়ে একটু দেরি করে রিপ্লাই দিলেই এরকম যা-তা কথা বলে। যেনো চ্যাটিংয়ে যারা বসে তাদের হাগা-মুতা সব বন্ধ রাখতে হবে। কোথাও যাওয়া যাবে না। মেয়েটার মনে শুধুই সন্দেহ।

সরি। একটা কল এসেছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিথ্যে লিখলো। অভিজ্ঞতা থেকে জানে, অরিনের কাছে সত্যি বলতে নেই। সে আরো জানে কোন্ মিথ্যেটা ওকে তুষ্ট করবে। তাই হলো।

কে ফোন করেছিলো?

নিশু মুচকি হেসে আরেকটা মিথ্যে লিখলো :

এক ক্লায়েন্ট।

এতো রাতে ক্লায়েন্ট?

অরিন অবিশ্বাসে লিখলো।

ক্লায়েন্ট আমার পরিচিত। তার ছোটো ভাই একটা কেসে ফেঁসে গেছে।

আবারো মিথ্যে, তবে বেশ গুছিয়ে। আসলে সে যে বেকার, তার কাছে যে কোনো ক্লায়েন্ট আসে না এটা সবার কাছ থেকে লুকাতে চায়।

ও।

নিশু বুঝতে পারলো মিথ্যের জয় হয়েছে। আপাতত ঠাণ্ডা করা গেছে অরিনকে। আবারো দরজার দিকে তাকালো সে। মৃদু শব্দটা মিইয়ে গেছে। তার মানে দরজার কাছে এখন কেউ নেই। চ্যাটবক্সে নজর দিলো আবার। অরিন এখন মিষ্টি মিষ্টি কথা লিখছে। আগামীকাল তারা কোথায় ডেট করবে সেটা নিয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্তহীনতায় পড়ে গেছে। ঢাকায় নতুন কোনো রেস্টুরেন্ট হলেই এই মেয়ের সেখানে যাওয়া চাই। এ শহরের গলাকাটা রেস্টুরেন্টগুলোর নাম আর মেনু তার মুখস্ত।

নিশু জানে নতুন ভোগবাদী সমাজে এরকম উদ্ভট উদ্ভট সিভ্রম দেখা যায়। পশ্চিম থেকে আসা সব জিনিস তাদের চাই। সবই ভোগ করতে হবে। এদিক থেকে নিশু একটু ব্যতিক্রম। কিন্তু কতোটুকুই বা ব্যতিক্রম থাকা যায়। *বাতাসটাই পাগলাটে, কতোক্ষণ আর নিজেকে রাখবে আগলে?* মুচকি হাসলো সে। এটা তার লেখা একটি গানের লাইন।

নিজের পেশা এবং পড়াশোনার একেবারে বিপরীতধর্মী একটি শখ আছে তার–কিছু জনপ্রিয় ব্যান্ডের জন্য গান লিখে দেয়া। এই গান লেখার কারণেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফেসবুকে তার অনেক মেয়েভক্ত জুটে গেছে। অরিন তাদেরই একজন। অবশ্য ভক্ত থেকে এখন গার্লফ্রেন্ড হয়ে উঠেছে। বেশ খবরদারিও করে ইদানিং।

আমাকে নিয়ে আর কোনো নতুন গান লিখো নাই?

মুচকি হাসলো নিশু। কী আব্দার! যেনো প্রতিদিন তার জন্যে একটা করে গান লিখতে হবে! দুনিয়াতে আর কোনো সাবজেক্ট নাই, আর কোনো ইসু নাই। শুধু অরিন। মহীয়সি অরিনকে নিয়ে রোজ রোজ গান লিখতে হবে। হাজারটা উপমায় সিক্ত করতে হবে তাকে। *হাহ্!*

লিখেছি তো।

আবারো মিথ্যে। এরকম সময় মিথ্যে ছাড়া উপায়ও নেই।

কোনটা? আমাকে বলো নি তো।

তোকে ভালোবেসে পাগল করে আকাশে ওড়াবো
একটা রঙিন ঘুড়ি হবি তুই।

লাইনগুলো যেনো আঙুলের ডগায় ছিলো, ধুপ করে টাইপ করে ফেললো সে। তাৎক্ষণিকভাবে কথাগুলো বেরিয়ে এসেছে মাথা থেকে। *আরে! ভালোই তো হয়েছে।* মনিটরের দিকে তাকিয়ে নিজের লেখাটা দেখে মনে মনে বলে উঠলো।

তুই!? কী আজিব! তুই তোকারি করলে রোমান্টিক মনে হয় নাকি?

নিশুর মেজাজ বিগড়ে গেলো। *শালি তুই গানের বালও বোঝোস না।* এতো সুন্দর একটা লিরিক হুট করে চলে এলো আর এ মেয়ে কিনা...

তুই না। তুমি করে দাও, জানটু। প্লিজজজ!

আব্দারের নমুনা দেখো! যেনো লেডিস টেইলারিংয়ের দোকান পেয়েছে। আর নিশু হচ্ছে সেই দোকানের দর্জি। বুক চাপিয়ে কোমরটা ঢিলা করে দিয়েন! হাটুর একটু উপরেই রাখবেন। বেশি নীচে দেবেন না, মামা! বুকের

www.BanglaBook.org

কাছে ঠিক এখানটায়–

"তোর ফোন কি বন্ধ?"

চমকে উঠলো নিশু। তার ভাবনায় ছেদ পড়লো। কম্পিউটারের পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে দরজার দিকে তাকালো সে। টেরই পায় নি কখন তার পেছনে চলে এসেছে হুইলচেয়ারটা।

"না, মানে..." একটু অপ্রস্তত হয়ে গেলো। "সাইলেন্স মোডে রেখেছি তো..."

"ও তোকে এতো রাতে ফোন করছে কেন?" হুইলচেয়ারটা আরেকটু সামনে এগিয়ে এলে নিশু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বড় বোনের কাছ থেকে আড়াল করার চেষ্টা করলো মনিটরের পর্দা।

"ও মানে?"

তাহিতি, তার থেকে পাঁচ বছরের বড় বোন আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

"ও...ভাইয়া?" বোন কিছু বলার আগেই বুঝতে পারলো কার কথা বলা হয়েছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো তাহিতি।

"কি জানি...আমার সাথে তো অনেক দিন ধরে যোগাযোগ নেই।"

"কেন, তোর এই ফেসবুকে ওর সাথে যোগাযোগ হয় না?"

"ভাইয়া তো এখন ফেসবুক ইউজ করে না, আপু। অ্যাকউন্ট ডিঅ্যাক্টিভ করে রেখেছে।"

"তাই নাকি," গম্ভীর হয়ে বললো তাহিতি।

"ভাইয়া কি তোমাকে ফোন দিয়েছিলো?"

একটু চুপ থেকে বললো, "না। তোকে ফোনে না পেয়ে আমার মোবাইলে এসএমএস করেছে।"

"ও।"

"ওকে ফোন দে," বলেই হুইচেয়ারটা বেশ দক্ষতার সাথে ঘুরিয়ে দরজার কাছে চলে গেলো। "তারপর তাড়াতাড়ি খেয়ে শুয়ে পড়। অনেক রাত হয়েছে।"

"ওকে আপু, এক্ষুণি দিচ্ছি।" কম্পিউটারের পাশে রাখা ফোনটা হাতে নিতে যাবে অমনি তাহিতির গলাটা আবার শোনা গেলো।

"তার আগে চ্যাটবক্সে তাড়াতাড়ি রিপ্লাই দে, নইলে ওই মেয়ে তোর চৌদ্দগুষ্টি উদ্ধার করে ফেলবে!"

নিশুকে ভিরমি খাইয়ে দিয়ে হুইলচেয়ারটা মৃদু শব্দ করে চলে গেলো পাশের ঘরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪

রাতের এ সময়ে চারপাশটা অন্ধকারে ঢেকে যাওয়ার কথা কিন্তু তা হয় নি। আকাশে পূর্ণচন্দ্র। আশেপাশের ডোবা-নালা, মাঠ-ঘাট প্লাবিত হয়ে আছে জ্যোৎস্নায়। মাঝেমধ্যেই মেঘের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে চাঁদ, মলিন হয়ে যাচ্ছে পূর্ণিমা। নিঃশব্দে একটা লুকোচুরি চলছে।

অনেকদিন গ্রামের এই রূপ দেখে নি আজমত। বছরে দুই ঈদে দু'বার গ্রামের বাড়িতে আসে, থাকে দু'তিন দিন, কিন্তু কখনই পূর্ণিমা পায় না, পেলেও আকাশের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে দেখা হয় নি।

বেশ উঁচু একটা ঢিবির মতো জায়গায় বসে আছে এখন। এটা আসলে বহু পুরনো কায়স্থ হিন্দুবাড়ির ধ্বংসাবশেষ। এক সময় তারাই ছিলো এ গ্রামের সবচেয়ে সচ্ছল পরিবার। কতো আগে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে গেছে কে জানে। তারপর থেকেই দোতলার এই ভবনটি ধ্বংস হতে শুরু করে। শৈশবে এই পরিত্যক্ত আর বিরাণ বাড়িতে তার বয়সি ছেলে-মেয়েরা চোর-পুলিশ খেলতো। এখন আগাছা জন্মে, রোদ-বৃষ্টি আর বন্যায় ধ্বংস্তূপ হয়ে একটা ঢিবির আকার লাভ করেছে। গ্রামের লোকজন বিশ্বাস করে জায়গাটা ভুতের আখড়া। এ নিয়ে অসংখ্য গালগল্প চালু আছে তাই রাতের এ সময় সাধারণত এখানে কেউ আসে না। আজমতও আসতো না তবে সেটা অন্য এক কারণে। তার বাড়িতে সেলফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়া যায় না তাই অনেক বছর পর আজ চলে এসেছে এই ঢিবির উপরে তারপর থেকেই অস্বস্তিতে ভুগছে সে।

তার পাশে একটা কেরু অ্যান্ড কেরু'র ভদকা, ঢাকা থেকে নিয়ে এসেছে। প্রতিরাতে এরকম একটা বোতল না হলে তার চলে না। প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এখানে বসে আছে আর পান করে যাচ্ছে সে। বোতলটার দিকে তাকালো। প্রায় খালি হয়ে আসছে। অনেকক্ষণ ধরেই একটা কলের জন্য অপেক্ষা করছে আজমত, তার ধারণা কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা আসবে। হাতঘড়ির দিকে আবারো তাকালো। তার রেডিয়াম ডায়ালের হাতঘড়িটা বলছে এখন রাত একটা বেজে সাত মিনিট।

শৈশব আর কৈশোরের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে পূর্ণিমা রাতে। বন্ধুদের সাথে খোলামাঠে আড্ডা মারা, জুয়া খেলা, সবার চোখে ফাঁকি দিয়ে চকের মধ্যে যে বটগাছ আছে সেখানে গিয়ে মদ খেলা। হয় এসব ঘটনার প্রায় সবই ঘটেছে পূর্ণিমার সময়, নয়তো তার স্মৃতিতে শুধুমাত্র পূর্ণিমার সময় ঘটনাগুলোই রয়ে গেছে।

www.BanglaBook.org

মাথার উপরে চাঁদটা দেখলো আজমত। আকাশে মেঘের ছোটাছুটি। বৃষ্টি আসি আসি করছে কিন্তু আসছে না। হয়তো আশেপাশে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। চলন্ত সাদা মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদটা দেখতে দারুণ লাগছে। যেনো বার বার মেঘের আড়াল থেকে তাকে দেখছে কৌতুহলভরে। কেমন ঘোলাটে পূর্ণিমা। বুঝতে পারলো মদের কাজকারবার শুরু হয়ে গেছে। অপার্থিব এক শব্দ এলো তার কানে। সাহসী আজমত তাকিয়ে দেখলো চারপাশটা।

টিবির নীচে একটা অশ্বত্থ গাছ, তার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে! আবছায়া এক অবয়ব। একটা মেয়ে!

অবয়বটা গাছের নীচ থেকে আস্তে করে কয়েক পা সামনে এগিয়ে এলো। ভুরু কুচকে তাকালো সে। মুখটা চেনার চেষ্টা করতেই তার গায়ের সমস্ত পশম দাঁড়িয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে। মেয়েটা মুখ তুলে তার দিকে চেয়ে আছে। এখন দাঁড়িয়ে আছে টিবির ঠিক নীচে!

অনেক বছর ধরেই এই মুখটার সাথে তার অদ্ভুত পরিচয়।

মাথা ঝাঁকিয়ে আকাশের দিকে তাকালো আবার। চাঁদটা নেই। মেঘের আড়ালে চলে গেছে।

টিবির নীচে তাকালো, মেয়েটা নেই। অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে কিন্তু তার আওয়াজ ঠিকই কানে বাজছে। বোতল থেকে বাকি মদটুকু এক ঢোকে পান করে মাথাটা ঝাঁকিয়ে আবারো আকাশের দিকে মুখ করে রাখলো।

মেয়েটা এখন চিৎকার করার চেষ্টা করছে! কেউ একজন তার মুখ চেপে রাখার কারণে সেই আওয়াজ জোড়ালো হচ্ছে না। গোঙানীতে পরিণত হচ্ছে তার সমস্ত আর্তনাদ আর মুক্তির প্রচেষ্টা।

মদের বোতলটা দূরে কোথাও ছুঁড়ে মেরে টিবির উপরে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লো সে।

বিশ বছর আগে এখানে, এই পরিত্যক্ত বাড়িতেই খুনটা করেছিলো সে। ওটাই ছিলো তার প্রথম খুন। তারপর কতো মানুষকে খুন করেছে, কাটিয়েছে তার কোনো দগদগে স্মৃতি নেই। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, এই একটা মুখই সব সময় তার চোখে ভাসে। এই একটা চিৎকারই তার কানে ভেসে আসে বার বার। মদ খেয়েও এই মুখটা দূর করতে পারে না মাথা থেকে।

মেয়েটার চোখ দুটো অসম্ভব মায়াবী ছিলো। ধর্ষণ করার সময় এটা তার চোখেই পড়ে নি। এমনকি গলা টিপে মেরে ফেলার সময়ও দেখতে পায় নি। তখন কেবল আশেপাশে কেউ এলো কিনা সেদিকেই নজর রাখছিলো। কয়েক মিনিট পর মেয়েটার দেহ নিস্তেজ হয়ে গেলে আজমত চাঁদের আলোয় মুখটা দেখেছিলো। অসম্ভব মায়াবী একজোড়া চোখ! স্থির হয়ে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। সেই চোখে প্রতিফলিত হচ্ছিলো পূর্ণিমার চাঁদ।

www.BanglaBook.org

আজমত জানে এ জীবনে যতো খুনই করুক এই মুখটা তাকে তাড়িয়ে বেড়াবে আজিন্ম।

একুশ বছর বয়সে করা প্রথম খুনটা ধামাচাপা দিতে পারে নি। অপটু ছিলো। অনভিজ্ঞতাও ছিলো। পদ্ধতিগুলো একদম জানা ছিলো না তার। মাথার উপরে ছিলো না কোনো বটবৃক্ষ। প্রত্যন্ত গ্রামের অর্ধশিক্ষিত এক ছেলে। এর আগে কখনও ঢাকা শহরেও যাওয়া হয় নি। আধুনিকতার সাথে তার প্রথম পরিচয় বাংলা সিনেমা আর ব্লুফিল্ম দেখার মধ্য দিয়ে। তাও এক বন্ধুর সাথে লুকিয়ে জেলা শহরে গিয়ে দেখেছিলো। প্রথমে বাংলা সিনেমা। নামটা এখনও তার মনে আছে : ডাকু মরজিনা। তারপর গঞ্জের এক ঝুপড়ি ঘরে গিয়ে ভিসিআর-এ ব্লুফিল্ম দর্শন। সে এক অভিজ্ঞতা ছিলো। উত্তেজনা আর জৈবিক তাড়নায় ভেসে যাবার এক মুহূর্ত। ব্লুফিল্ম দেখেই দুই বন্ধু ছুটে গেছিলো বেশ্যাপাড়ায় কিন্তু দু'জনে করার মতো টাকা ছিলো না বলে 'কাম' করতে পারে নি। রীতিমতো গলা ধাক্কা দিয়ে তাদেরকে পাড়া থেকে বের করে দেয় এক পাণ্ডা। হমন্দিরপুত, এক টিকিটে দুই ছবি মারবার আইছো? কথাটা এখনও তার কানে বাজে। জৈবিক তাড়নার সাথে সাথে অপমানটাও হজম করে গ্রামে ফিরে আসতে হয়েছিলো তখন। তবে দু-তিনদিন পরই এক রাতে সুযোগটা তার কাছে এসে যায়। পাশের গ্রামের এক অল্পবয়সি মেয়ে কী কারণে জানি টিবির পাশ দিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছিলো। এটা নিশ্চিত ভূতের ভয় তার ছিলো না, কিন্তু পশুদের কথা তার মাথায় রাখা উচিত ছিলো।

এখন আজমত বুঝতে পারে, ঐ ব্লুফিল্ম তার ভেতরের পশুটাকে লেলিয়ে দিয়েছিলো সেদিন।

আজকাল শহরের ছেলেপেলেরা এই ব্লুফিল্মকে পর্নো বলে। তারা বলতো শুধুই বুলু। ওই বুলু দেখবি? নতুন একটা আইছে। চল্, গঞ্জে যাই। আরে, এইগুলার আবার নতুন কি! সবই তো এক। খালি মাল বদলায়। কাজি-কাম তো একই!

এখন সেই গ্রাম আর গ্রাম নেই। শহরের পর্নো গ্রামের ছেলেমেয়েদের মুঠোয় চলে আসে মুহূর্তে, আর সেগুলোর পাত্রপাত্রী এদেশেরই ছেলেমেয়ে। একেবারে সত্যিকারের ব্যাপারস্যাপার! কোনো অভিনয়, বানানো গল্প নয়। প্রথম ব্লুফিল্ম দেখার পর আজমত কখনও কল্পনাও করতে পারে নি একদিন এ দেশের ছেলেমেয়েরাও এমন জিনিস করতে পারবে দেদারসে।

খুনটা করার পরই গ্রাম ছাড়ে সে, এমন বিপদ থেকে তাকে রক্ষা করে এক বটবৃক্ষ। সেই থেকে আজ অবধি ঐ বটবৃক্ষের ছায়াতলেই আছে। খুব একটা জরুরি দরকার না পড়লে, বিপদে না পড়লে সে গ্রামে আসে না। এই যেমন গতকাল রাতে এসেছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এমন সময় তার ফোনটা বেজে উঠলে সম্বিত ফিরে পেলো। এই কলটার জন্যেই এতোক্ষণ অপেক্ষা করছিলো সে।

"স্লামালেকুম, ভাই।"

তারপর ওপাশ থেকে শুনে গেলো কয়েক মুহূর্ত। বহু দূর থেকে কলটা করা হলেও শব্দ বেশ পরিস্কার।

"না, না। সব ঠিক আছে। কোনো সমস্যা হয় নি।" মিথ্যে বললো আজমত। আসলে উটকো একটা ঝামেলা হয়ে গেছিলো। ভাঙা শামুকে পা কাটার মতো অবস্থা আর কি! ব্যাপারটা সামাল দিতে পেরেছে।

"এখনও জানাজানি হয় নাই...দুয়েকটা দিন যাউক তারপর হাউকাউ শুরু হইবো মনে হয়..."

মাথা নেড়ে গেলো আজমত যদিও হাজার হাজার মাইল দূরে থাকা কলার এটা দেখতে পাচ্ছে না। "না, মানে আমি তো একটা জরুরি কাজে গ্রামে আসছি...এইখানে আবার নেটওয়ার্কের সমস্যা...জি, ভাই...আপনেরে জানানোর টাইম পাই নাই...জি জি...বাপের অবস্থা ভালো না...যায় যায় আর কি...হুম...দোয়া করবেন।"

আবারো মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলো।

"...আপনে কোনো চিন্তা কইরেন না...সব ঠিকঠাকই আছে...যেমনে প্ল্যান করছিলাম কাজটা তেমনেই হইছে, ভাই।"

আজমত ওপাশের কথা শুনতে শুনতে আকাশের দিকে তাকালো। চাঁদটা আবার উঁকি মারছে।

"আরো কয়েকটা দিন পর আসবেন?...হ...ভালোই হয়...কয়েকটা দিন পরই আসেন।"

ওপাশের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনে গেলো দীর্ঘক্ষণ। আগামী কয়েকটা দিন কি কি করতে হবে সেসবের নির্দেশনা।

"আচ্ছা ভাই...রাখি...স্লামালেকুম।"

ফোনটা পকেটে রেখে চুপ মেরে বসে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তার বাড়ি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। মৃত্যুপথযাত্রি বাবা আর আত্মীয়স্বজনের করুণ মুখে ভরে আছে সারা বাড়ি। অস্বস্তিকর স্মৃতি না থাকলে এখানে আরো কিছুটা সময় পার করতো।

কয়েক মিনিট পর উঠে দাঁড়ালো আজমত। একটা মুখ বার বার হানা দিচ্ছে। একজোড়া মায়াবী চোখ ভেসে উঠছে মনের পর্দায়। কানে বাজছে মেয়েটার অন্তিম আর্তনাদ!

আজমত ঢিবি থেকে নেমে খোলা মাঠ দিয়ে টলতে টলতে এগিয়ে গেলো নিজের বাড়িতে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫

রাত একটার পর থেকে উত্তরা-থানায় লোকজনের আনাগোনা বেড়ে গেছে। গোলাম মওলা জানে এ দেশের বেশিরভাগ থানার চিত্রই এরকম, বিশেষ করে ঢাকা শহরের থানাগুলো রাত বাড়ার সাথে সাথে অন্যরকম ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

এতোক্ষণে ভরে গেছে উত্তরা-থানার গারদ। বিভিন্ন জায়গা থেকে আসামী, সন্দেহভাজন, নেশাখোর, পতিতা-কলগার্ল কিংবা রাজনৈতিক কর্মীদের ধরে থানায় নিয়ে আসা হচ্ছে। তাদের খোঁজে চলে আসছে আত্মীয়স্বজন আর বন্ধুবান্ধব। চেষ্টা করছে কিভাবে একটা রফা করা যায়। নানান জাতের মানুষে ভরে উঠেছে থানার কম্পাউন্ড। তাদের কারণে কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছে জায়গাটি।

পায়ে স্যান্ডেল নেই, লুঙ্গি পরা কিছু লোক থানা কম্পাউন্ডে ঘুরঘুর করছে। আর কোটি টাকা দামের গাড়ি হাঁকানো লোকজন থানায় এসে নিজেদের ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ করছে বুক ফুলিয়ে। রাজনৈতিক নেতা, ক্ষমতাসীনদের ফোন ধরতে হিমশিম খাচ্ছে পুলিশ। একটু পর পর রুম থেকে বের হয়ে যাচ্ছে আবার ফিরে আসছে ওসি শওকত। গোলাম মওলার উপস্থিতির কারণে নিজের রুমে বসে দেনদরবারের কাজটা করছে না।

ওসির অনুপস্থিতিতে বন্ধুর সাথে কথা বলে ছটকু পুরো ব্যাপারটা জেনে নিয়েছে। সায়েম এখন কিছুটা ধাতস্থ বলা যায়। গুছিয়ে কথা বলতে পারছে। তবে তীব্র অনুশোচনায় বিপর্যস্ত হয়ে আছে।

"আমি একটা মানুষকে মেরে ফেলেছি, দোস্ত," দূর্বল কণ্ঠে বললো সায়েম। ঘরে এখন ওসি নেই। একটু আগে থানার সেকেন্ড অফিসার তাকে ডেকে নিয়ে গেছে আবার। "একটা জ্বলজ্যান্ত মানুষ! ওহ্ মাই গড!" বলেই মুখটা দু'হাতে ঢেকে ফেললো আবার।

গোলাম মওলা বন্ধুর পিঠে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিলো। তার এই বন্ধুটি কলেজ জীবন থেকেই ভালো ড্রাইভিং করে, অথচ সে কিনা নিজের গাড়িটা প্রথম দিন চালাতে গিয়েই এমন ঘটনা ঘটিয়ে ফেললো!

"এভাবে ভেঙে পড়িস না। একটা অ্যাকসিডেন্ট হয়ে গেছে, কী আর করা। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। এখন মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করতে হবে। কাল সকালে তোকে কোর্টে তুললে জামিনের আবেদন করতে হবে।"

সায়েম মুখ থেকে হাত সরিয়ে বন্ধুর দিকে তাকালো। "জামিন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হ্যা। এজন্যে একজন উকিল লাগবে। এ নিয়ে চিন্তা করিস না। আমার পরিচিত একজন আছে, ওর সাথে একটু আগে আমার কথা হয়েছে। কাল সকালে ও তোর হয়ে কোর্টে মুভ করবে।"

বন্ধুর দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইলো সে।

গোলাম মওলা সব শুনে বুঝতে পারছে এই কেসটার একটা দিক আছে, সেটা তুলে ধরলে কোর্ট থেকে জামিন পাওয়া দুরূহ কিছু হবে না।

একটু আগে তিন-চার বার ফোন করলেও তার ফোন ধরে নি নিশু। অতঃপর লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে তার বোনকে এসএমএস করতে হয়েছে। এরপরই নিশু কলব্যাক করে। ওর ফোন নাকি সাইলেন্সে ছিলো। টেলিফোনেই কেসটা নিয়ে বিস্তারিত কথা হয়েছে ওর সাথে। ছেলেটাকে বলে দিয়েছে কোন্ অ্যাঙ্গেল থেকে মুভ করলে সুবিধা হবে। অবশ্য এই ফোনালাপের সময় ওসির রুম থেকে বের হয়ে থানার কম্পাউন্ডে চলে গেছিলো সে যেনো তাদের কথা ওসি আর সায়েম শুনতে না পায়।

সব শুনে নিশু তাকে বলেছে ভিক্টিমের শরীরে অ্যালকোহল আছে কিনা সেটাও পোস্টমর্টেমে খতিয়ে দেখা দরকার। কথাটা শুনে মওলা একটু অবাকই হয়েছিলো। যেখানে সায়েমের বিরুদ্ধে মদ খেয়ে গাড়ি চালানোর অভিযোগ তুলছে পুলিশ সেখানে নিশু মাথা ঘামাচ্ছে ভিক্টিমের মদ্যপান নিয়ে! তবে পরক্ষণেই ব্যাপারটা ধরতে পেরে মনে মনে ছেলেটার বুদ্ধির প্রশংসা না করে পারে নি।

যাইহোক, নিশু বলেছে ঢাকা মেডিকেলের ময়নাতদন্ত বিভাগে ওর এক পরিচিত বড় ভাই আছে, তার সাথে যোগাযোগ করে বলে দেবে অ্যালকোহলের উপস্থিতি আছে কিনা খতিয়ে দেখতে।

বন্ধুকে চুপ থাকতে দেখে গোলাম মওলা বললো, "খুব নামকরা কেউ না, বুঝলি...একেবারেই নতুন। তবে ছেলেটার মাথা বেশ ভালো। অন্যসব উকিলেরা মক্কেল পালে, কেস নিয়ে বছরের পর বছর পার করে দেয়, দিনের পর দিন টাকা খায় কিন্তু এই ছেলেটা এরকম কিছু করবে না। খুবই ভালো একটা ছেলে।"

"না, ঠিক আছে। বড় কোনো উকিল ধরার দরকার নেই।"

"আমার ধারণা তোর জামিন হয়ে যাবে।"

কথাটা যেনো সায়েম বিশ্বাস করতে পারলো না। একটু উদাস হয়ে আপন মনে বললো, "কেন যে আমি গাড়ি কিনতে গেলাম!" একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে।

"আচ্ছা, তোর বড়ভাইকে ফোন করে জানাবি?"

www.BanglaBook.org

গোলাম মওলার দিকে চেয়ে রইলো সায়েম। তার বড়ভাই নাঈম মোহাইমেন দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকায় আছে। প্রথম দিকে বছরে একবার আসতো, গত পাঁচ বছরে এসেছে মাত্র একবার।

মাথা দোলালো সায়েম। "ভাইয়াকে কিছু বলার দরকার নেই, খামোখা টেনশন করবে।"

ওসিকে ঘরে ঢুকতে দেখে মওলা কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেলো।

"স্যার, বাসায় যাওয়ার আগে একটু খাওয়াদাওয়া কইরা যান," নিজের ডেস্কের কাছে এসে বললো উত্তরা-থানার ভারপ্রাপ্ত-কর্মকর্তা।

"না, না। তার দরকার নেই। আমি খেয়েই এসেছি।"

"সেইটা তো অনেক আগে।" নিজের ডেস্কে বসে বললো ওসি শওকত।

গোলাম মওলা জানে ওসির পকেট ভরে উঠছে এখন। ভালো ইনকাম হচ্ছে, তাই মনমেজাজে পরিবর্তন এসেছে। বেশ ফুর্তি ফুর্তি একটা ভাব দেখা যাচ্ছে।

"এখানে ভালো একটা রেস্টুরেন্ট আছে। নতুন দিছে, বুঝলেন। ওরা পরোটা আর কাবাব পাঠাইছে। আমি আপনাদের জন্য দিতে বলছি, স্যার। খান। ভালো লাগবো।"

গোলাম মওলা মলিন হাসি দিলো। সত্যি বলতে তার এখন বেশ খিদে পেয়েছে তাই আর বারণ করলো না। "ভিক্টিমের পরিচয় এখনও জানতে পারেন নি?"

"দোয়া করেন স্যার, পরিচয় যেন্ না জানা যায়...জানলেই তো সমস্যা বাড়বো। হাউকাউ শুরু হইয়া যাইবো।"

গোলাম মওলা কিছু বললো না।

"উনার মদ খাওয়ার ব্যাপারটা ম্যানেজ করা যাইবো, স্যার।"

"আমি মদ খাই নি," আস্তে করে বললো সায়েম। "মাত্র একটা বিয়ার খেয়েছিলাম।"

"বিয়ার কন আর মদ, কোর্ট কিন্তু অ্যালকোহল হিসাবেই ধরবো, তাই না, স্যার?" গোলাম মওলার দিকে চেয়ে সম্মতি আশা করলো ওসি।

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে মওলা বললো, "এটা কিভাবে ম্যানেজ করবেন?"

দাঁত কেলিয়ে হাসলো ওসি। "এই থানায় অ্যালকোহল টেস্ট করনের ব্যবস্থাই নাই।"

গোলাম মওলা অবাক হলো। "আপনারা তাহলে ওর অ্যালকোহল টেস্ট করেন নি?"

দাঁত বের করে হেসে মাথা দোলালো ওসি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোলাম মওলা জানে দেশের খুব কম সংখ্যক থানাতেই অ্যালকোহল টেস্টের ব্যবস্থা আছে। এটা করতে পারে ট্রাফিক পুলিশ কিন্তু সায়েমকে ধরেছে উত্তরা-থানার টহলদল।

"তাহলে রিপোর্টে বিয়ার খাওয়ার কথাটা উল্লেখ করবেন না?"

"টেস্ট যেহেতু করি নাই রিপোর্টে লেখার দরকার কী।"

"ওর গাড়ি থেকে যে কিছু বিয়ার পেয়েছিলেন?"

"ধইরা নেন ওইগুলা পাই নাই," দাঁত বের করে হেসে বললো ওসি। "হাজার হইলেও আপনের বন্ধু। একটু তো সুবিধা কইরা দিতে হইবোই।"

মওলা কিছু বললো না। এই অনৈতিক কাজটা চুপচাপ সমর্থন করতে হলো বন্ধুর জন্য।

"কাল সকালে কোর্টে উনার পক্ষে একজন উকিল দাঁড়াইলেই কাজ হইয়া যাইবো আশা করি," বললো ওসি। "যে এসআই উনারে অ্যারেস্ট করছে ওরে আমি বইলা দিছি রিপোর্টটা যেন্ হালকা কইরা লেখে।"

"থ্যাঙ্কস," বললো মওলা। "আপনি একটু সাহায্য করলে আমার বন্ধু এই ঝামেলা থেকে বেঁচে যাবে।"

"সমস্যা নাই। আমি যা করার করবো।"

এমন সময় একজন কনস্টেবল এসে পরোটা, কাবাব, কোল্ড ড্রিংসের বোতল আর কিছু প্লেট রেখে গেলো ওসির ডেস্কের উপর।

"ও, ভালো কথা। এক সাংবাদিক ফোন দিছিলো," প্লেটে কাবাব আর পরোটা রাখতে রাখতে বললো ওসি। "এই অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারে জানবার চায়।"

"এটা ওই লোক কিভাবে জানলো? আপনি না বললেন সাংবাদিকদের খবর দেয়া হয় নি?"

"আরে, আমি খবর দিতে যামু কোন্ দুঃখে," ঢোক গিললো ওসি। কাবাবের দুর্নিবার ঘ্রাণে তার জিভে জল চলে এসেছে। "মেডিকেলে অনেক রিপোর্টার থাকে...লাশটা দেইখা এক রিপোর্টার খোঁজ-খবর নিতে চাইতাছিলো আর কি।"

"এতো রাতে মেডিকেলে সাংবাদিক ঘুরঘুর করে?" অবাক হলো মওলা।

মুচকি হাসলো ওসি। "বড় পেপারগুলার রিপোর্টার এতো রাইতে ওইখানে থাকে না। এরা হইলো দেয়ালপত্রিকার সাংবাদিক। সব ধান্দাবাজ।"

"ওই সাংবাদিককে আপনি কি বললেন?"

"কইলাম, একটা রাস্তার লোক। রাইত-বিরাইতে টোটো করতাছিলো। গাড়ি চাপা খাইছে। মামুলি ঘটনা। কোনো নিউজ ভ্যালু নাই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় দিলো মণ্ডলা। চকিতে সায়েমের দিকে তাকালো। সে এখনও মাথা নীচু করে আছে। তাদের এসব কথাবার্তায় তার কোনো আগ্রহ নেই। "ওই সাংবাদিক কি এখন থানায় আসবে?"

এবার দাঁত বের করে হাসলো ওসি। "আরে না। রাস্তাঘাটের লোকজন নিয়া তাগোরও কোনো আগ্রহ নাই। একটা ইনফর্মেশন নিলো আর কি। পত্রিকার পাতায় ছোট্ট কইরা লিখবো : গতকাল রাজধানীতে সড়ক দুর্ঘটনায় তিনজন মারা গেছে। এরমইধ্যে এই কেসটাও থাকবো।"

গোলাম মণ্ডলা কিছু বলতে যাবে এমন সময় ঘরে ঢুকলো এক কনস্টেবল।

"কি হইছে?" বিরক্ত নিয়ে জিজ্ঞেস করলো ওসি।

"স্যার, আপনার সাথে একজন দেখা করতে আসছে। পাশের ঘরে বসাইছি।"

কনস্টেবলের দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে বললো, "যাও, আইতাছি।"

ওসিকে উঠে যেতে দেখে গোলাম মণ্ডলা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো।

"আপনেরা খাইতে থাকেন, আমি একটু আইতাছি।"

ওসি চলে যাবার পর সামনের খাবারের দিকে তাকালো গোলাম মণ্ডলা। খিদেটা মোচর দিয়ে উঠলো যেনো। "আয়, একটু খেয়ে নেই," বন্ধুকে বললো সে।

সায়েম মুখ তুলে তাকালো। "আমার ইচ্ছে করছে না। তুই খা।"

"আরে বাবা, একটু খা। রাত অনেক হয়েছে। সারারাত না খেয়ে থাকবি নাকি?"

ঢোক গিললো সায়েম। "তুই কি এখন বাসায় চলে যাবি?"

"হ্যা। একটু ঘুমিয়ে নেয়া দরকার। চিন্তা করিস না। কাল সকালে কোর্টে আসছি।"

সায়েম চুপ মেরে গেলো। ছটকু পাশে থাকায় ভরসা পাচ্ছে, একটু পর সে চলে গেলে তাকে একা একা এই থানায় রাত কাটাতে হবে। ব্যাপারটা ভাবতেই কেমন অসহায় বোধ করলো আবার।

"একদম চিন্তা করিস না। সকালে কোর্টে দেখা হবে।"

"দোস্ত, আমার কি ফাঁসি হবে?" অনেকক্ষণ চুপ থেকে মিনমিনে গলায় বললো সায়েম।

"বোকা," হেসে ফেললো ছটকু। "তুই এতো দিন ধরে সাংবাদিকতা করছিস এটা জানিস না? কখনও দেখেছিস, গাড়ি চাপা দিয়ে মানুষ মেরে ফেলার জন্য কারোর ফাঁসি হয়েছে?"

www.BanglaBook.org

"ফাঁসি না হোক, জেল তো হবে?"

মাথা দোলালো ছটকু। "আরে কি হবে না হবে পরে দেখা যাবে...এখন একটু খা তো।"

"কয় বছরের জেল হতে পারে?" বাচ্চাছেলের মতো জানতে চাইলো সায়েম।

গোলাম মওলা কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে থাকলো। অসাবধানবশত গাড়ি চালিয়ে কাউকে মেরে ফেললে আইনের কোন্ ধারায় বিচার হয়, সর্বোচ্চ কতোদিনের শাস্তি হয় মনে করার চেষ্টা করলো। পুলিশে ঢোকার আগে তাদেরকে বিভিন্ন ধরণের আইন-কানুন সম্পর্কে জানতে হয়েছে কিন্তু আইনজীবিদের মতো প্র্যাকটিস না থাকার কারণে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই বেশিরভাগ আইন, ধারা, উপধারা ভুলে বসে তারা।

"এটা আসলে নির্ভর করে তুই কতোটা দোষি তার উপরে," অবশেষে বললো সে।

সায়েমের মুখ কালো হয়ে গেলো। "আমি যদি দোষি হই তাহলে?"

মাথা দোলালো ছটকু। "ধুর। খালি আজেবাজে চিন্তা। কি হবে না হবে পরে দেখা যাবে। আয়, আগে একটু খেয়ে নেই।"

ছটকু একটা প্লেট হাতে নিতেই কাবাবের ঘ্রাণে জিভে জল এসে পড়লো। তার খিদেটা যেনো আর মানতে চাইছে না। প্লেটটা সায়েমের দিকে বাড়িয়ে দেবে অমনি ওসির রুমের বাইরে হাউকাউ শুরু হয়ে গেলো। একটা পুরুষ কণ্ঠের কান্না প্রকম্পিত করলো চারপাশ।

গোলাম মওলা আর সায়েম কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো দরজার দিকে। পুরুষ কণ্ঠটা বুকফাটা আর্তনাদ করছে এখন। হাতের প্লেটটা ডেস্কের উপর রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো মওলা, কোনো কথা না বলে পা বাড়ালো দরজার দিকে।

দরজার ঠিক সামনে যেতেই থমকে দাঁড়ালো সে। বাইরে থেকে হুরমুর করে ঢুকে পড়লো এক মাঝবয়সী লোক। আরেকটুর জন্য গুলশান-বনানীর এসির সাথে তার ধাক্কা লেগে যেতো। গোলাম মওলার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই তার চোখ গেলো চেয়ারে বসে থাকা সায়েমের দিকে।

"কোন্ শুয়োরের বাচ্চা আমার আদনান্‌রে খুন করেছে?!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬

নিশুর মেজাজ একদিক থেকে খুব বাজে, আবার অন্যদিক থেকে খুব ভালো। খারাপ হবার কারণ অরিনের যা-তা গালাগালি আর সন্দেহ। চ্যাটিংয়ের সময় রিপ্লাই দিতে দেরি হলেই এই মেয়েটার চান্দি গরম হয়ে যায়। যেসব গালি ছেলেরা দিতেও কার্পন্য করে সেগুলো অবলীলায় বের হয়ে আসে তার আঙুলের ডগা দিয়ে। এই মেয়ের খিস্তি শুনলে কোলকাতার আর্টফিল্মের ভক্তরাও কপালে ভুরু তুলবে।

বড়বোন তাহিতির সাথে কথা বলার পর চ্যাটবক্সের দিকে তাকিয়ে দেখে খিস্তির ফোয়ারা ছুটছে। তারও মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। রেগেমেগে কোনোরকম রিপ্লাই না দিয়েই ফেসবুক থেকে লগআউট করে। মিনিটখানেক পরই ফোন করে অরিন। সেই কল আর রিসিভ করে নি। পর পর আটবার ফোন করে গেছে মেয়েটা। নিশু জানে ফোন না ধরাতে কী রকম মেজাজ খারাপ হয়েছে ঐ খিস্তিবাজের। সম্ভবত কয়েকটা গ্লাস, কাপ ভেঙে ফেলেছে।

এরপর চলে এসএমএস পর্ব। চার-পাঁচটা এসএমএস করেছে অরিন। সেগুলোরও কোনো জবাব দেয় নি। ফোনটা অফ করে রেখেছে কিছুক্ষণের জন্য। এটাই অরিনের মতো দুর্মুখ মাথাগরম মেয়ের শাস্তি। সে জানে, তাকে আবার কল করে ফোন অফ দেখে কতোটা ক্ষিপ্ত হবে সে। অস্থির হয়ে কী যে করবে আল্লাহ্ জানে। ইচ্ছে করেই নিশু এই শাস্তিটা দেয় অরিনকে। বাড়াবাড়ির সীমা লঙ্ঘন করলেই ফোন অফ।

অরিন সারারাত নির্ঘুম থাকুক। মাথার চান্দি গরম হয়ে গ্যাস বার্নার হয়ে যাক। তার ঘরের সব আসবাব ভেঙে খানখান হোক। রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়ুক। এমনকি চল্লিশ হাজার টাকা দামের মোবাইল ফোনটাও আছাড় মেরে আঠাশ টুকরা করুক তাতে কিছুই আসে যায় না। তার চিন্তা-ভাবনা জুড়ে এখন অন্য একটা বিষয়। হুট করেই মাঝরাতে তার হাতে একটা কেস চলে এসেছে। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো কেসটার ব্যাপারে কোনো কারণ ছাড়াই তার মধ্যে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এটা নিয়েই গভীরভাবে চিন্তা করছে এখন।

অনেক সময় ঘন্টার পর ঘণ্টা ধরে চেষ্টা করেও সে এক লাইন গান লিখতে পারে না। আবার কখনও এমন সময়ও আসে, হুট করে আস্ত একটা গান ভেতর থেকে চলে আসে একেবারেই বেখাপ্পা কোনো জায়গায়–হয়তো বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারছে, প্রেমিকার সাথে ডেটিং করছে, কিংবা রিক্সায়

www.BanglaBook.org

করে যাচ্ছে কোথাও। এই কেসটার ব্যাপারেও ঠিক একই জিনিস ঘটেছে। মণ্ডলা ভায়ের কাছ থেকে শোনামাত্রই সে যেনো এরমধ্যে ঢুকে পড়েছে। এখন আর ফেসবুক, অরিন, চ্যাটিং কিছুতেই মন বসছে না। কম্পিউটার শাটডাউন করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেসটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছে। একটু আগে তার এক পরিচিত বড় ভাইকে ফোন করে অনুরোধ করেছে উত্তরা-থানা থেকে দুর্ঘটনায় নিহত যে লাশটি তাদের মর্গে এসেছে সেটার পোস্টমর্টেম করার সময় যেনো অ্যালকোহলের উপস্থিতিটা খতিয়ে দেখা হয়। সে বুঝতে পারছে, এই কেসে সুবিধা করতে হলে, আসামীকে কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে আসতে হলে ভিক্টিমের দিকেই বেশি নজর দিতে হবে। কারণটা খুব সহজ। *আরে বাবা, অতো রাতে*-

"এখনও খাস নি?"

একটু চমকে দরজার দিকে তাকালো নিশু। তাহিতি হুইলচেয়ার নিয়ে চলে এসেছে তার ঘরে। সে টেরই পায় নি।

"ইয়ে মানে...খেয়াল ছিলো না, আপু," বললো সে।

"খেয়াল ছিলো না মানে?" তাহিতি ভুরু কুচকে তাকালো ছোটোভায়ের দিকে। "ঐ মেয়েটার সাথে ঝগড়া করেছিস? মুড অফ?"

লজ্জা পেলো নিশু। বোনের সাথে সে পুরোপুরি ফ্রি না, যদিও তাহিতি সব সময় ছোটোভায়ের সাথে বেশ বন্ধুসুলভ আচরণ করে।

"আরে না," বিছানা থেকে উঠে বসলো নিশু। "ওসব কিছু না।"

"তাহলে?"

"এমনি," ছোট্ট করে বললো সে।

তাহিতি সন্দেহের চোখে তাকালো এবার। "ও তোকে ফোন দিয়েছিলো কেন?"

"ভাইয়ার কথা বলছো?"

তাহিতি কিছু বললো না। জোর করে অভিব্যক্তিহীন থাকার চেষ্টা করলো।

"একটা কেসের ব্যাপারে।"

"কেসের ব্যাপারে?" নিশুর বোন খুবই অবাক হলো কথাটা শুনে।

"হুম।"

"ও এতো রাতে তোকে ফোন করে একটা কেসের ব্যাপারে বললো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো নিশু।

"ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি?" কথাটা বলেই তাহিতি নিজ থেকেই বিব্রত হলো যেনো।

"ভাইয়ার এক বন্ধু গাড়ি চাপা দিয়ে একজনকে মেরে ফেলেছে, ঐ বন্ধুর

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাথে উত্তরা-থানায় আছেন এখন।"

"উত্তরা-থানায়!?" তাহিতি যারপরনাই বিস্মিত। "ও এখন ঢাকায়?"

"তাই তো বললেন। আজই এসেছেন। গুলশান-বনানীর এসি হিসেবে জয়েন করবেন।"

"ভাত তো ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে, খেতে পারবি?" আচমকাই প্রসঙ্গ পাল্টালো নিশুর বোন।

"সমস্যা নাই, আমি ঠাণ্ডা ভাত খেতে পারি।"

একটু চুপ থেকে তাহিতি বললো, "এরকম একটা কেস তোকে দিলো? তোর কি কোনো অভিজ্ঞতা আছে? আজব!"

নিশু নিঃশব্দে হেসে ফেললো। "মনে হয় আমি ছাড়া ভাইয়ার পরিচিত আর কোনো আইনজীবি নেই।"

তাহিতি আর কিছু না বলে হুইলচেয়ারটা ঘুরিয়ে চলে গেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭

গোলাম মওলা আর বাসায় ফিরে যেতে পারে নি, কাবাব-পরোটা খাওয়ারও ফুরসত পায় নি। খিদে পেটে কাবাবের মতো কোনো খাবারের গন্ধ নাকে যাবার পর সেটা চেখে না দেখার যে কী যন্ত্রণা সেটা আজ টের পাচ্ছে না কারণ আচমকা এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যে, পুরোপুরি হতভম্ব হয়ে গেছে সে।

সায়েমের অবস্থা আরো খারাপ। প্রবল মানসিক চাপের ধকল সবেমাত্র কাটাতে শুরু করেছিলো, এখন আবার নিপতিত হয়েছে গভীর হতাশায়।

হতাশা গ্রাস করেছে গুলশান-বনানীর এসিকেও। প্রায় আধঘণ্টা ধরে ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক ধরণের ট্র্যাজিক দৃশ্য দেখে গেছে।

সায়েমের গাড়ির নীচে চাপা পড়ে যে বেচারা মারা গেছে সে কোনো ভবঘুরে নয়। রাতবিরাতে রাস্তায় রাস্তায় টো টোও করছিলো না। তার পরিচয় পাওয়া গেছে অবশেষে।

একটা পরিচয়ই বটে!

রাত একটা বেজে যাবার পরও ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে না আসায় ভিক্টিমের পরিবারের লোকজন উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। উদ্বিগ্নতার প্রধান কারণ ভিক্টিমের মোবাইলফোন বন্ধ পায় তারা। বন্ধুবান্ধবের কাছে ফোন করে যখন জানতে পারে তাদের কারো সাথে নেই, সন্ধ্যার পর থেকে কারো সাথে যোগাযোগও হয় নি তখন আর ব্যাপারটাকে গুরুত্ব না দিয়ে পারে নি। সব জায়গায় খোঁজ নিয়ে যখন ব্যর্থ হয় তখন বাধ্য হয়ে ঢাকা শহরের থানাগুলোকে জানানো হয়। ভিক্টিমের এক মামা আর পরিবারের কিছু ঘনিষ্ঠ লোক ঢাকার বিভিন্ন থানায় গিয়ে খোঁজ নেবার সময় উত্তরা-থানায় এলে জানতে পারে এয়ারপোর্ট রোডে অজ্ঞাত পরিচয়ের এক যুবক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেছে। পুলিশ সেই লাশ পাঠিয়ে দিয়েছে মেডিকেলের মর্গে। তবে লাশের পরিচয় শনাক্ত করার জন্য ছবি তুলে রেখেছিলো পুলিশ। সেই ছবি দেখেই তারা ভিক্টিমকে চিনতে পারে।

লাশের ছবি দেখে হাউমাউ করে কেঁদে ওঠে ভিক্টিমের সেই মামা। তারপর ওসির কাছ থেকে যখন শুনতে পায় দুর্ঘটনা ঘটার পর খুনি চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে, এ মুহূর্তে সে তার রুমেই আছে, তখন রেগেমেগে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওসির ঘরে ঢুকে পড়ে ভদ্রলোক। ওসি আর থানার পুলিশ তাকে বাধা না দিলে সায়েমের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তো ভিক্টিমের মামা।

প্রায় আধঘণ্টা ধরে চুপচাপ পরিস্থিতি দেখে গেছে গোলাম মওলা। ঘটনা কোন্ পর্যায়ে চলে গেছে সেটা তার চেয়ে বেশি আর কে বুঝবে। বন্ধুর জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই করার নেই। সায়েম প্রথম দিন তার গাড়ি দিয়ে নিরীহ একজনকে চাপা দেয় নি, সে চাপা দিয়েছে এমন এক লোককে যে এদেশের অন্যতম একটি পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম। এই পরিবারটির যেমন রয়েছে রাজনৈতিক ক্ষমতা তেমনি আছে ব্যবসায়িক প্রতিপত্তি। সবচেয়ে বড় কথা হলো পরিবারটি সামাজিকভাবে যথেষ্ট প্রভাবশালী এবং সম্মানিত একটি অবস্থানে রয়েছে।

উত্তরা-থানার ওসি শওকত ভিক্টিমের পরিচয় জানার পর থেকে একের পর এক ফোন রিসিভ করে যাচ্ছে। এইসব ফোন করছে মন্ত্রী-এমপি আর সমাজের প্রভাবশালী লোকজন। ওসি সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে একটি পদক্ষেপ নিয়েছে : সায়েমকে নিজের ঘরে না রেখে অন্য আসামীদের সাথে গারদে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এরকম একজন অপরাধীকে নিজের ঘরে বসিয়ে রেখে চাকরি জীবনের সবচেয়ে বড় সর্বনাশটি করার মতো বোকামি সে করে নি। এমনকি ব্যস্ততার এক ফাঁকে গোলাম মওলাকে এককোণে ডেকে নিয়ে উপদেশের মতো করে বলেছে, সে যেনো 'আসামী'র পক্ষ না নিয়ে চুপচাপ কোয়ার্টারে ফিরে যায়, নইলে তার ক্যারিয়ারে মারাত্মক সমস্যা হতে পারে।

গোলাম মওলা অবশ্য ওসির এ কথায় টলে যায় নি। বিয়ে-থা করে নি সে, পরিবার বলতেও কেউ নেই। এক বোন আছে, স্বামীর চাকরির সুবাদে দু'বাই থাকে। মা অনেক বছর আগেই মারা গেছে আর বাবা বুড়ো বয়সে আরেকটা বিয়ে করার কারণে তারা দু'ভাই-বোন কোনোরকম যোগাযোগ রাখে না। সুতরাং এসব ক্যারিয়ার সংক্রান্ত ভয়-ভীতি তার মধ্যে খুব একটা নেই। ওসির কথা চুপচাপ শুনে গেলেও থানা থেকে চলে যায় নি। ওসির ঘরে এককোণে বসে সব দেখছে সে।

"স্যার কি চা খাইবেন?" একটা হোমরাচোমরার ফোনকল শেষ করে শওকত সাহেব বললো।

"না।"

"রাত তো অনেক হইয়া গেছে, বাসায় যাইবেন না?"

গোলাম মওলা তাড়াহুড়া করে আসার কারণে হাতঘড়িটা পরে আসে নি। ওসির মাথার উপরে দেয়াল ঘড়িটার দিকে তাকালো : ২টা বেজে ১০।

www.BanglaBook.org

"বুঝতেই তো পারতাছেন, আপনার বন্ধু বিরাট সমস্যায় পইড়া গেছে," আফসোসের ভঙ্গিতে বললো ওসি।

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"আমি তো ভাবতাছিলাম রাস্তাঘাটের লোক, এখন দেখি..."

"আইজি স্যাহেব ফোন দিয়েছিলেন?" গোলাম মওলা জানতে চাইলো।

"খালি আইজি?" মাথা দোলালো ওসি। "আরে, এমপি থেইকা শুরু কইরা হোমমিনিস্টার পর্যন্ত পেরেসানে পইড়া গেছে। বিরাট ফ্যামিলি। তাগোর পকেটে এমপি-মন্ত্রী থাকে।"

মওলা চুপ মেরে রইলো। সায়েমের কপালটাই খারাপ। বেচারা! সেই কলেজ জীবন থেকে স্বপ্ন দেখে আসছে একদিন তার গাড়ি হবে। বন্ধুদের কতোজনের কতো শখ-স্বপ্ন, আর সায়েমের ঐ একটাই : নিজের একটা গাড়ি। সেই গাড়িতে করে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। গাড়ির প্রতি তার এই বাতিকটা নিয়ে অনেকে হাসাহাসিও করতো। মুখ টিপে বলতো 'গরীবের গাড়ির রোগ!'

নিজের গাড়ি না থাকলেও সায়েম ড্রাইভিংটা জানতো চমৎকার। তাদের যেসব বন্ধু নিজের গাড়ি থাকা সত্ত্বেও ড্রাইভিং জানতো না, তারা সায়েমের শরণাপন্ন হতো। দক্ষহাতে তাদেরকে অল্পদিনের মধ্যেই ড্রাইভিং শিখিয়ে দিতো সে।

বন্ধুবান্ধব, পরিচিতজনদের বরযাত্রায় সায়েম বরের গাড়িটা চালাতো। বলতে গেলে এ কাজটা সে লুফে নিতো। এমনই ছিলো তার গাড়ির প্রতি আকর্ষণ। আজ সেই ছেলেটা গাড়ির মালিক হতে না হতেই এমন একটা বিপদে পড়ে গেলো! এটা শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজেডি নাটকের চেয়েও বেশি কিছু।

"সাংবাদিকেরা খবর পাইছে, এইবার দেখবেন থানার মইধ্যে কী কাণ্ডকারখানা শুরু হয়।"

ওসির কথায় মুখ তুলে তাকালো মওলা।

"আমার একটা কথা শুনেন, স্যার," কণ্ঠটা নীচে নামিয়ে আনলো শওকত সাহেব। "ঐ ব্যাটারা আসার আগেই বাসায় চইলা যান।"

মওলা জানে ওসি ঠিক কথাই বলছে। সাংবাদিকেরা যদি জানতে পা গুলশান-বনানীর এসি তার 'ক্রিমিনাল' বন্ধুর জন্য উত্তরা-থানায় বসে আ এতো রাত পর্যন্ত তাহলে এটাকেও 'হিট্ট্জ আইটেম' বানিয়ে ছাড়বে। এ তার এবং সায়েম, দু'জনেরই ক্ষতি হবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আরেকটা কথা বলি, মনে কিছু কইরেন না।"

"বলেন," ওসিকে বললো মওলা।

"কাইল সকালে আবার কোর্টে চইলা যায়েন না।"

গোলাম মওলা চেয়ে রইলো ওসির দিকে।

"আপনের ভালোর জন্যই কইতাছি," কথাটা বলেই দরজার দিকে তাকালো কেউ আসছে কিনা দেখার জন্য। "মাত্র জয়েন করছেন, পোস্টিংটা তো যাইবোই চাকরি নিয়াও..." কথাটা শেষ করলো না।

"আমি তো সায়েমের পক্ষ নিয়ে অন্যায় কিছু করছি না। ও আমার বন্ধু, একটা বিপদে পড়েছে, আমি থানায় এসেছি। আপনিই বলেন, এখন পর্যন্ত আপনাকে আমি বলেছি ওর জন্য বে-আইনী কিছু করতে?"

হাই তুললো ওসি। মাঝরাত পেরিয়ে যাচ্ছে, ঘুম পেয়ে বসেছে দু'চোখে। "আরে সেটা তো আপনে করেন নাই কিন্তু ঐ সাংঘাতিকগুলা কি এইসব বুঝবো? বুঝবো না। আমাগো উপরওয়ালারাও বুঝবো না। পুরা বাটে পইড়া যাইবেন। এরকম কিছু হইলে কইলাম আপনের বন্ধুরও ভালো হইবো না, স্যার।"

গোলাম মওলা চুপচাপ শুনে গেলো। ওসির কথায় যুক্তি আছে। তাছাড়া এখানে বসে থাকলে সায়েমেরও কোনো লাভ হবে না। তারচেয়ে বরং বাসায় চলে গেলেই ভালো। নিশুকে কাল সকালে কোর্টে পাঠিয়ে দিলেই হবে। এরচেয়ে বেশি কিছু করা সম্ভব নয়। যদিও জানে নিশুকে পাঠালেও কোনো লাভ হবে না। সায়েমের জামিন পাওয়াটা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। মাঝখান থেকে নিশুকে খামোখা ব্যর্থ একটা কেসের মধ্যে টেনে আনা। বেচারার জীবনে এটাই আবার প্রথম কেস। ভিক্টিমের পরিচয় পাবার আগে সে মনে করেছিলো কেসটা সহজই হবে, নিশুকে কিছু টিপ্‌স দিয়ে দেবে, তাতে জামিন পাবার ভালো সম্ভাবনা তৈরি হবে কিন্তু এখন সব কিছু ওলটপালট হয়ে গেছে।

হুট করে উঠে দাঁড়ালো গোলাম মওলা।

অপ্রস্তুত ওসিও উঠে দাঁড়ালো। "স্যার?"

"আমি চলে যাচ্ছি," বললো সে। "আপনি ঠিকই বলেছেন। এখানে বসে থেকে কোনো লাভ নেই।"

"আমি তো সেটাই কইতাছিলাম আপনেরে!" ওসির মুখে হাসি ফুটে উঠলো। যেনো গোলাম মওলার এই বোধোদয়ের ফলে হাফ ছেড়ে বাঁচছে।

"যাবার আগে ওর সাথে দেখা করে যাই, কি বলেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তা যাইতে পারেন, কিন্তু..."

"কি?"

"না গেলেই ভালো হয়।"

"কেন?" গোলাম মওলা অবাক হয়ে জানতে চাইলো।

ওসি দরজার পাশে বড় জানালাটার দিকে ইশারা করলো। জানালায় পর্দা থাকলেও সেটা সরিয়ে রাখা হয়েছে। রুমের বাইরে যে লবিটা আছে সেটা এখান থেকে দেখা যায়।

মওলা সেদিকে তাকিয়ে দেখতে পেলো দু'তিনজন লোক জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের একজনের হাতে একটা মাইক্রোফোন। ছোকরা টাইপের একজনের কাঁধে ক্যামেরা।

"ও," ছোট্ট করে বললো সে।

"বুঝতেই পারতাছেন, স্যার।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা। একান্ত অনিচ্ছায় রুম থেকে চুপচাপ বের হয়ে গেলো। রাতের ক্লান্তি কিংবা অন্য কোনো কারণে তাকে দেখে মনে হলো মাথা নীচু করে পরাজিতের মতো থানা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮

নিশুর চোখে ঘুম নেই। হাতের কেসটা নিয়ে সে ভীষণ উত্তেজিত। অরিনের সাথে ঝগড়ার ব্যাপারটা মাথাতেই নেই এখন। এই মেয়েটার রাগ, ক্ষোভ, জেদ সবকিছু তার কাছে বড্ড বেশি অযৌক্তিক মনে হয়। প্রথম প্রথম মেয়েটার এসব ব্যাপার খুব পাত্তা দিতো, ইদানিং আর দেয় না। 'আসকারা' শব্দটি নিশুর খুবই অপছন্দের।

ফোনে যতোটুকু শুনেছে তাতে মনে হচ্ছে কেসটা তেমন কঠিন হবে না। এরইমধ্যে ঠিক করে ফেলেছে ঠিক কোন্ পয়েন্টে এগোতে হবে। জামিন পাবার জন্য সেটাই যথেষ্ট। এই কেসটার প্রাথমিক বিজয় হলো আসামীর পক্ষে জামিন আদায় করা। তারপর কেসটা চলবে দীর্ঘসময় ধরে, আর নিশু সেটা ঠিকই চালিয়ে নিতে পারবে। পথেঘাটে দুর্ঘটনার জন্য এ দেশে কাউকে খুব বেশি সাজা ভোগ করতে হয় নি। তার প্রথম মক্কেলকেও সেরকম কিছু ভোগ করতে হবে না।

ধুর! কিসের মক্কেল...ক্লায়েন্ট! মনে মনে শুধরে নিলো। এই জেনারেশনের আইনজীবি সে, মক্কেল শব্দটা ব্যবহার করতেই কেমনজানি অরুচিকর লাগে। মনে হয় দিনের পর দিন বোকা বানিয়ে, বিপদে ফেলে যাদের জিম্মি করা হয় তারাই মক্কেল!

আর মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরই নিজের প্রথম কেসে ক্লায়েন্টের পক্ষ নিয়ে কোর্টে দাঁড়াবে। যে পেশার প্রতি আগ্রহ প্রায় হারিয়ে ফেলেছিলো এখন সেটা নিয়ে দারুণ উত্তেজিত হয়ে আছে। মনে হচ্ছে পরীক্ষার আগের রাতের মতো।

একটু আগে ঠাণ্ডা ভাত কোনোরকম গলা দিয়ে নামিয়ে বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কেসটা নিয়ে ভেবে যাচ্ছে সে। মণ্ডলা ভাই কেন তাকে এরকম একটা কেস দিলো কারণটা সে ধরতে পারছে। এই ভালোমানুষটি সব সময় তাদের পরিবারের উপকার করার জন্য মুখিয়ে থাকে। কেন থাকে সেটাও তাদের পরিবারে গোপন কোনো বিষয় নয়। এরকম একজন ভালো মানুষকে কি না তার বোন...

হঠাৎ মনে পড়ে গেলো অরিনের যন্ত্রণায় অনেকক্ষণ ধরে মোবাইলফোনটা অফ করে রেখেছে। মেয়েটাকে যে শাস্তি দেবার তা দেয়া হয়ে গেছে। এখন নিশ্চয় হাজারটা গালিগালাজ করে রেগেমেগে মাথার চুল ছিড়ে, কিছু কাপ-পিরিচ ভেঙে ঘুমাচ্ছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কাল সকালে তাকে একটু আগেভাগে উঠতে হবে। সেজন্যে ফোনে অ্যালার্ম সেট করা দরকার। বেডসাইড টেবিল হাতরে মোবাইলফোনটা হাতে তুলে নিলো সে। পাওয়ার বাটন অন করতেই শব্দ করে রিং বেজে উঠলো।

অরিন!

কিন্তু ডিসপ্লের দিকে তাকিয়ে হাফ ছেড়ে বাঁচলো। সঙ্গে সঙ্গে কলটা রিসিভ করলো।

"জি ভাইয়া, বলেন?"

"ঘুমাচ্ছিলে নাকি?" ওপাশ থেকে বললো মণ্ডলা। তার কণ্ঠে ক্লান্তি।

"না, জেগেই আছি। ঘুম আসছে না।"

"ঘুম আসছে না কেন? শরীর খারাপ?"

"আরে না, এমনি। আমি তো রোজই দেরি করে ঘুমাই।"

"রাত জেগে জেগে ফেসবুকিং করো, না?"

নিঃশব্দে হাসলো নিশু। "না, ভাইয়া। অতো রাত জেগে ফেসবুকিং করি না। এই একটা গান লেখার চেষ্টা করছিলাম আর কি।" মিথ্যেটা কেন বললো সে জানে না। *ধ্যাত!* মনে মনে বিরক্ত হলো নিশু। *এটা কেন বলতে গেলাম!* এই শালার ফেসবুক আর মোবাইলফোনের কারণে অপ্রয়োজনে মিথ্যে বলার অভ্যাস হয়ে গেছে সবার।

"গান লেখার চেষ্টা করছো?!" মনে হলো গোলাম মণ্ডলা অবাক হয়েছে। একটা কেস হাতে পাবার পর কোনো নবীন আইনজীবি রাত জেগে গান লিখবে–এটাতে যেকোনো লোকই অবাক হবে, মর্মাহত হবে, বিশেষ করে ঐ লোকই যদি কেসটা দিয়ে থাকে।

"না, না," ড্যামেজ রিপেয়ার করার চেষ্টা করলো নিশু, "কেসটা নিয়ে অনেক ভাবার পর মাথাটা ধরে গেছিলো তাই একটু...মানে মাথাটা ফ্রেশ করার জন্য একটা গান লেখার চেষ্টা করছি।"

গোলাম মণ্ডলা চুপ মেরে রইলো।

"হ্যালো, ভাইয়া?" তাড়া দিলো নিশু।

"হুম।"

"কিছু বলবেন?"

"ইয়ে মানে, যে কেসটার কথা বলছি...ওটা নিয়ে তো বিরাট ঝামেলা হয়ে গেছে..." আমতা আমতা করে বললো মণ্ডলা।

"ঝামেলা? কী রকম?"

"কী আর বলবো, একটু আগে ভিক্টিমের পরিচয় জানা গেছে।"

"তাই নাকি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হুম। বিরাট হোমরাচোমরা পরিবারের ছেলে। মন্ত্রী-এমপি, আইজি সবাই উঠেপড়ে লেগেছে।"

"রাজনৈতিক পরিবারের ছেলে?" নিশু জানতে চাইলো।

"শুধু রাজনৈতিক না রে, ভাই..."

"কী বলেন?"

ফোনের ওপাশ থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা গেলো। "ভিক্টিমের পরিবার রাজনৈতিকভাবে যেমন প্রভাবশালী তেমনি ব্যবসায়ী হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত। বলতে পারো রাঘব-বোয়াল কিংবা তারচেয়েও বেশি কিছু।"

"ওহ্।" নিশু আর কিছু বললো না।

"ছেলেটার বাবা সাবেক এমপি, বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ি নেতা। ঐ ছেলেটাই তাদের একমাত্র ছেলে।"

নিশু চুপচাপ শুনে যেতে লাগলো।

"অনেক মন্ত্রী-এমপি তার বাবাকে সম্মান করে, মানে। সমাজে তাদের বিরাট অবস্থান। ভদ্রলোক খুবই সজ্জন ব্যক্তি। আমাদের প্রধানমন্ত্রীর সাথে নাকি ভালো সম্পর্ক আছে।"

"শিট!" নিশুর মুখ দিয়ে অস্ফুটভাবে বের হয়ে গেলো।

"তারচেয়ে বড় কথা কি জানো?"

নিশু বুঝতে পারলো না যেখানে ভিক্টিমের বাবার সাথে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর সুসম্পর্ক সেখানে তারচেয়েও বড় কোনো কথা থাকে কী করে!

"ছেলেটার দাদা আদেল সুফি।"

আদেল সুফি? নামটা কোথাও শুনেছে কিন্তু ঠিক ধরতে পারলো না। টক শো'তে? পত্রিকায়? *রাজনীতিবিদ নাকি?* না। "আদেল সুফিটা কে, ভাইয়া?"

মনে হলো গোলাম মওলা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো আস্তে করে। এই দীর্ঘশ্বাসের একটাই অর্থ : হায়রে আজকালকার পোলাপান! নিজেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য সব ভুলে বসে আছে। আদেল সুফি কে তাও জানে না!

"নিশু, উনি একজন ভাষাসৈনিক।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯

জীবনে অনেকবার আদালতে এসেছে সায়েম মোহাইমেন, প্রতিবারই এসেছে সংবাদপত্রের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে, আজ নিজেই সহকর্মী-সাংবাদিকদের অ্যাসাইনমেন্টে পরিণত হয়ে গেছে।

গ্রেফতার হবার পর ওসির ঘরেই ছিলো কিন্তু ভিক্টিমের পরিচয় জানার পর থেকে উত্তরা-থানার গারদে থাকতে হয়েছে তাকে। সারাটা রাত কেটেছে নির্ঘুম। থানার গারদে অন্য অনেক আসামীর সাথে থাকার বিরল অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে সে। বাকি রাতটুকু অনুশোচনা আর নিজের অনিশ্চিত ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা করে কাটিয়ে দিয়েছে। সকাল ন'টার পর আদালতে নিয়ে আসা হয় তাকে। এখন আদালত কক্ষে বসে ম্যাজিস্ট্রেটের জন্য অপেক্ষা করার সময় ক্লান্তিতে ঝিমুচ্ছে ।

একটু আগে কালো কোট পরা এক ছোকরা এসে তাকে বলেছে সে তার আইনজীবি! মওলা তাকে পাঠিয়েছে। গারদে ঢুকিয়ে দেয়ার পর ছটকুর সাথে আর দেখা হয় নি। তার বন্ধু বলেছিলো এক তরুণ আইনজীবিকে ঠিক করেছে কিন্তু তার নামটাও বলেছে কি বলে নি মনে করতে পারলো না।

সে জানে তার পুলিশবন্ধু প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে তার সাথে আর দেখা করতে পারে নি। তবে ছটকু তার জন্য যতোটুকু করেছে তা-ই বা ক'জন বন্ধু করে। বেচারা। এ ঘটনায় জড়িয়ে হয়তো নিজের ক্যারিয়ারটাও হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে।

আইনজীবি ছেলেটাকে আপাদমস্তক দেখে সায়েম খুব একটা হতাশ হয় নি কারণ সে নিশ্চিত, আজ কোনো জাঁদরেল আইনজীবি তার পক্ষে দাঁড়ালেও জামিন পাবে না।

ছোকরা আইনজীবি তার সাথে মাত্র দশ মিনিট কথা বলেছে। এই দশ মিনিটের মধ্যে আসল কথা ছিলো একটাই : ঘটনা আসলে যা, সে যেনো আদালতে তা-ই বলে। কেবল বিয়ার খাওয়ার ব্যাপারটা অস্বীকার করবে।

কথাটা শুনে সায়েম ঢোক গিলেছিলো। "আমি তো অ্যারেস্ট হবার পর পুলিশের কাছে এটা স্বীকার করেছিলাম," দূর্বল কণ্ঠে বলেছিলো সে।

"পুলিশকে কি বলেছেন সেসব ভুলে যান। ওটা নিয়ে ভাববেন না। শুনেছি পুলিশ আপনার অ্যালকোহল টেস্ট করে নি, সুতরাং আদালতে এটা প্রমাণ করা যাবে না। আপনি বাকি সব কিছু স্বীকার করবেন কেবল ঐ ব্যাপারটা বাদে। ওকে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছোকরার দিকে চেয়ে থাকে সায়েম। সব আইনজীবিই তাদের মক্কেলকে মিথ্যে বলতে কিংবা কিছু সত্য চেপে যেতে বলে।

"শুনুন," ছোকরা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে। "এই অ্যাকসিডেন্টের সাথে বিয়ার খাওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। আপনি নিজেই বলেন, বিয়ার খাওয়ার কারণে কি ড্রাইভিং করতে সমস্যা হচ্ছিলো? এ-কারণেই কি আপনি অ্যাকসিডেন্টটা ঘটিয়েছেন?"

মাথা দুলিয়ে জবাব দিয়েছিলো সায়েম। সে একদম নিশ্চিত ঐ একটা বিয়ারে এমন কোনো প্রভাব তার উপরে পড়ে নি যে রাস্তায় জ্বলজ্যান্ত একজন মানুষকে চাপা দিয়ে দেবে।

"তাহলেই বুঝুন," হেসে বলেছিলো ছোকরা। "এই কেসটা খুবই হাইপ্রোফাইলের। সবগুলো টিভি চ্যানেলে ফলাও করে প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছে। আগামীকাল সকালে পত্রিকাগুলোও একই কাজ করবে। আরেকটা বিষয়..."

ছোকরা আইনজীবির দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো সায়েম।

"বন্ধুবান্ধব নিয়ে যে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন, খাওয়া-দাওয়া করেছিলেন সেটাও বলবেন না। মানে, এই পুরো বিষয়টা বাদ দিতে হবে। অফিস থেকে বের হয়ে নতুন গাড়ি নিয়ে একটা কাজে গেছিলেন, বাসায় ফেরার সময় এই দুর্ঘটনাটা ঘটে। ঠিক আছে?"

কথাটা শুনে সায়েম ঢোক গিলেছিলো। "কিন্তু আমার গাড়ি থেকে তো চারটা বিয়ার উদ্ধার করেছে পুলিশ...এটা কিভাবে অস্বীকার করবো?"

মুচকি হাসে ছোকরা। "ঐ বিয়ারগুলো পুলিশের পেটে চলে গেছে। আলামত হিসেবে ওগুলো কোর্টে হাজির করতে পারবে না।"

সায়েম চুপ করে থাকে।

"বিয়ারের কথা স্বীকার করলেই আদালত আপনার সম্পর্কে খারাপ ধারণা করবে। ভাববে আপনি দায়িত্বজ্ঞানহীন ড্রাইভিং করেছেন।"

বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে সায় দেয় সায়েম। এ দেশে মদ্যপান এখনও সামাজিকভাবে ঘৃণিত একটি কাজ। তার বন্ধু আখলাক যতোই মদ খাক ওর বাড়ির কেউ এটা জানে না। ওর বাবা হাজিসাহেব, খুবই পরহেজগার লোক। এই বাবার কারণে বেচারা শখের গানবাজনা বাদ দিয়ে পৈতৃক ব্যবসায় মন দিয়েছে। সুহাসের পরিবারও যে ব্যাপারটা সহজে মেনে নেয় তাও নয়। বিশেষ করে ওর প্রেমিকা মদ্যপান একদমই পছন্দ করে না। কয়েকদিন আগে মাথা ছুঁয়ে প্রতীজ্ঞা করিয়েছে জীবনে যেনো মদ স্পর্শ না করে। সুহাস দিব্যি দিয়েছে কিন্তু মদের প্রলোভন থেকে নিজেকে একবারের জন্যেও বিরত রাখে নি। বন্ধুরা এ নিয়ে সুযোগ পেলেই তাকে খোঁচায়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তাহলে এটা ছাড়া বাকি যা যা ঘটেছে সব বলবো?"

"বলবেন। কোনো সমস্যা নেই।"

সমস্যা নেই! একটা দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে এসেছিলো তার ভেতর থেকে। সমস্যার আর কীইবা বাকি আছে! গাড়ি কেনার পর প্রথম দিন চালাতে গিয়েই অ্যাকসিডেন্ট করেছে। ভিক্টিম স্পট ডেড! সেই ভিক্টিম আবার যে-সে ব্যক্তি নয়, এ সমাজের সবচেয়ে ক্ষমতাবানদের একজন। ছেলেটার দাদা একজন ভাষাসৈনিক। এক নামে তাকে এদেশের মানুষ চেনে। বছরখানেক আগে বার্ধক্যজনিত রোগে মারা গেছেন। মারা যাবার আগে তাকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোনো না কোনো অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হতে দেখা যেতো। টিভির টকশো আর বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ছিলো তার নিয়মিত উপস্থিতি। প্রায়শই দেখা যেতো কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানের ফিতা কেটে উদ্বোধন করছেন। ভাষা আন্দোলনের উপর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় লেখা অন্যতম আলোচিত একটি বইও লিখেছেন তিনি। একাধিক রাষ্ট্রীয় সম্মাননা পাওয়া শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তি এই আদেল সুফি।

সায়েম জানে না তার জন্য কী ভবিষ্যৎ অপেক্ষা করছে। মাথা থেকে এসব চিন্তা বাদ দিয়ে যা হবার হবে, এমন একটা মনোভাব আয়ত্তে আনার চেষ্টা করেও পারছে না।

ম্যাজিস্ট্রেট আসার কথা সকাল দশটার আগে, অথচ আদালতের পুরনো পেন্ডুলাম ঘড়িটা বলছে এখন বাজে সাড়ে এগারোটা। সারারাত অভুক্ত থাকার কারণে শরীর বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। সকাল সাতটার দিকে থানার গারদে রুটি আর ভাজির নাস্তা দেয়া হয়েছিলো, সে ধরেও দেখে নি, শুধু এক গ্লাস পানি খেয়েছে।

আদালত কক্ষে নিয়ে আসার পর থেকে প্রচণ্ড খিদে, ক্লান্তি, ঝিমুনি, দুশ্চিন্তা আর অনুশোচনায় মাথা নীচু করে রেখেছে। জোর করে সমস্ত শব্দ আর কোলাহল কর্ণপাত না করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। ঘাড়ে ব্যথা অনুভব করায় মুখ তুলে চারপাশে একটু তাকিয়ে দেখলো।

আদালতে হৈহট্টগোল বাড়ছে। প্রচুর টিভি ক্যামেরা আর প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকের পদচারণায় মুখরিত। মুখগুলো বেশিরভাগই তার চেনা। ইচ্ছে করেই পরিচিত মুখগুলো না দেখার চেষ্টা করলো, চোখাচোখি হতে নিজেকে বিরত রাখলো সে।

সম্ভবত ভিক্টিমের কিছু আত্মীয়স্বজনও আছে ঘরে। তাদের সাথে চোখাচোখি হবার ঝুঁকি নিলো না। সে নিশ্চিত, লোকগুলো তার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ভাবলো, যদি কোনোভাবে এখান থেকে অদৃশ্য হতে পারতো!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবারো নিজেকে গুটিয়ে রাখলো সায়েম। অন্ধকারাচ্ছন্ন আদালত কক্ষে ক্লিক ক্লিক করে শব্দ হচ্ছে আর ফ্ল্যাশলাইট জ্বলে উঠছে। রাত দশটার পর দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে আজকের কোনো পত্রিকায় খবরটা ঠাঁই পায় নি, তবে আগামীকাল তার ছবিসহ একটা খবর বেশ বড় করেই থাকবে। এখন যেসব ছবি তোলা হচ্ছে সেগুলো থেকেই কিছু ছবি বাছাই করা হবে ছাপার জন্য। এই ভীড়বাট্টার মধ্যে তার নিজের পত্রিকার ফটো-সাংবাদিকও নিশ্চয়ই আছে তবে সে তাকিয়ে দেখলো না।

সাংবাদিকতা পেশায় কাজ করার সময় সায়েম কখনও বুঝতে পারে নি একজন অভিযুক্তের ছবি তোলার মধ্যে কতোটা অমানবিকতা থাকতে পারে। অভিযুক্ত ব্যক্তির চারপাশে সাংবাদিক, ফটোগ্রাফার আর উৎসুক ব্যক্তিদের ভীড়টাকে হায়েনার দল বলে মনে হচ্ছে তার কাছে। যেনো আহত পশুর চারপাশে দশ-বারোটি হায়েনা ঘুর ঘুর করছে। অসহায় পশুটা তাদের দিকে ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে আছে। কিছু হায়েনা পেছন থেকে কামড়ে দিচ্ছে, গুঁতো মারছে।

সায়েমের মনে হলো সে এ মুহূর্তে একটি আহত পশু।

আপন মনে হেসে ফেললো মহাকাল-এর সিনিয়র রিপোর্টার। এই অবস্থায় না পড়লে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারতো না নির্মম একটি সত্য : অভিযুক্ত হওয়া মানে দোষি নয়।

অনেক সময়ই দেখা যায় পরবর্তীতে আদালতের বিচারে অনেকেই বেকসুর খালাস পেয়ে যায় কিন্তু সাংবাদিকেরা এসবের ধার ধারে না। অভিযুক্ত হলেই আসামী বানিয়ে, অপরাধী হিসেবে চিত্রিত করে পত্রপত্রিকায়, টিভি চ্যানেলে উপস্থাপন করা হয়। ব্যাপারটা শুধু অমানবিকই নয়, অনেক বেশি পৈশাচিক, ভাবলো সে।

আবারো মাথা নীচু করে রাখলো। চোখ বন্ধ করে ঝিম মেরে বসে থাকলো সে। পরিস্থিতি এমনই, ঘটনা-প্রবাহ কোনদিকে যায় সেটা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কিচ্ছু করার নেই।

যতোই চেষ্টা করুক না কেন, বার বার একটা অনুশোচনা আর আক্ষেপ তাকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে সেই গতরাত থেকে : কেন যে গাড়ি কিনতে গেছিলো!

গাড়ির প্রতি তার এই মোহ আজকের নয়। সেই শৈশব থেকে এটা লালন করে আসছে। জন্মের পরই সে দেখেছে তার বাবা গাড়িতে করে অফিসে যাচ্ছে, বাসায় ফিরে আসছে। নিজেদের ছিমছাম দোতলা বাড়ির এক টুকরো বারান্দার পাশে ছোট্ট একটা গ্যারেজ। সেই গ্যারাজের ভেতরে লাল টকটকে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টয়োটা কোরোলা। গাড়িটা ছিলো সায়েমের ভীষণ প্রিয়। শুক্রবারে বাবার যখন অফিস থাকতো না নিজ হাতে সেই গাড়িটা পানি দিয়ে ধুয়ে পরিস্কার করতো, আর দশ বছর বয়স থেকে সেই কাজে বাবার হেল্পার হিসেবে থাকতো সায়েম। তার বড়ভাই নাঈম ততোদিনে বেশ বড় হয়ে গেছিলো, ধোয়ামোছার চেয়ে গাড়ি চালানোর গাড়ি চালানোর দিকেই বেশি আগ্রহ ছিলো তার।

ধোয়ার পর গাড়িটা দেখে মনে হতো এইমাত্র বুঝি কিনে আনা হয়েছে। চকচকে গাড়িটার উপর রোদ পড়লে জ্বলজ্বল করে উঠতো। সেই গাড়িতে করে বাবা-মা আর বড়ভাইসহ ঘুরে বেড়াতো ঢাকা শহরে। পথের পাশে ফুচকার দোকানে থেমে ফুচকা আর আইসক্রিম খেতো। নিউমার্কেট, এলিফ্যান্ট রোডের দোকান থেকে জামা-কাপড় কিনতো। কতো আনন্দেরই না ছিলো সেসব দিন। কিন্তু সুসময়টা দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আচমকাই বিপদ নেমে এসেছিলো তাদের উপর। সায়েমের বয়স যখন চৌদ্দ তখনই তার বাবা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়। মাত্র এক বছর পরই, তার এসএসসি পরীক্ষার আগে দিয়ে মৃত্যুবরণ করে বাবা। তার অসুখের পেছনে প্রচুর টাকা খরচ করতে হয়েছিলো। তাদের বাড়িটা বাদে প্রায় সবকিছুই বিক্রি করে দেয়া হয়। একপর্যায়ে লাল টকটকে টয়োটা কোরোলা বিদায় নেয় তাদের বাড়ি থেকে। চোখের সামনে দেখেছে, পানির দামে গাড়িটা কিনে নিয়ে চলে যাচ্ছে একজন। এতো কিছু করেও বাবাকে বাঁচানো যায় নি শেষপর্যন্ত।

বাবার মৃত্যুর পর তার গৃহিনী মা অনেক কষ্টে মানুষ করেছে তাদের দু'ভাইকে। গাড়ি কেনার মতো বিলাসিতা দেখানোর কোনো উপায় তাদের ছিলো না কিন্তু সায়েম সব সময়ই মনের গভীরে এই স্বপ্নটা লালন করে এসেছে : একদিন তারও গাড়ি হবে।

"ঘুমিয়ে পড়েছেন নাকি?"

কাছ থেকে একটা কণ্ঠ বলে উঠলে সায়েম চোখ খুলে তাকালো। সেই ছোকরা আইনজীবি তার পাশে বসে আছে। মুখে হাসি। কতোক্ষণ ধরে এভাবে চোখ বন্ধ করে বসেছিলো জানে না। তবে আদালত কক্ষটি এখন লোকে লোকারণ্য। সবার চোখ তার উপর নিবদ্ধ। কাঠগড়ার একপাশে কতোগুলো লোকের সাথে বসে আছে গতকাল রাতে তার উপর চড়াও হওয়া ভিক্টিমের সেই মামা। তার দিকে কটমট চোখে চেয়ে আছে ভদ্রলোক।

সায়েম আস্তে করে চোখ সরিয়ে নিলো।

"ঘাবড়াবেন না," তরুণ আইনজীবি আশ্বস্ত করে বললো তাকে। "আপনার জামিন হয়ে যাবে আশা করি।" কথাটা বলেই আবারো হাসলো ছোকরা।

www.BanglaBook.org

ছেলেটাকে ভালো করে দেখলো সায়েম। বেশ স্মার্ট আর হ্যান্ডসাম। দেখতে নিষ্পাপ কিশোরের মতো। তাকে দেখে সত্যিকারের বয়স আন্দাজ করা সম্ভব নয়। তার নামটা কি মনে করতে পারলো না। ছেলেটা নিজের নাম বলেছিলো, কিন্তু সায়েমের মনে পড়ছে না।

"ভরসা রাখুন।"

আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সায়েম। তাকে ছেলে ভোলানো আশ্বাস দিচ্ছে। এসব আশ্বাসের কোনো দরকার নেই। সে জানে তার জামিন হচ্ছে না। এদেশে যাদের ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি আছে তারা যা চায় তা-ই হবে। আদালতও অদৃশ্য কোনো এক উপায়ে তাদের সেই মনোভাব টের পেয়ে যায়!

"আমি তো বেশি সময় পাই নি। ভাইয়া রাতে ফোন করে বললো, তারপর মাত্র সকালে কাজ শুরু করেছি..."

"ভাইয়া?" সায়েম বুঝতে না পেরে বললো।

"মওলা ভাই," আবারো হাসি দিয়ে বললো সে।

সায়েম বুঝতে পারলো এই ছোকরা কথায় কথায় হাসে।

"আপনার বন্ধুকে একটু হিন্টস দিয়েছি। দেখেন কেমন সারপ্রাইজ দেই!" বলেই আবারো হাসলো।

কাকে সারপ্রাইজ দেবে, আমাকে? নাকি সবাইকে?

"ও কি আসবে?" দূর্বল কণ্ঠে জানতে চাইলো সে।

মাথা নেড়ে সায় দিলো তরুণ। "যে টোপ দিয়েছি না এসে পারবে? একটু আগে রওনা দিয়েছে। এসে যাবে।" এখনও মুখে হাসি লেগে আছে। "পানি খাবেন?" বললো তাকে।

ছোকরার কথায় আনমনে মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। তরুণ আইনজীবি একটা হাফ লিটারের মিনারেল ওয়াটারের বোতল বাড়িয়ে দিলো তার দিকে। "এখানে পানি খাওয়ারও কোনো ব্যবস্থা নেই। পরিবেশ খুবই খারাপ। মনে হয় না পৃথিবীর আর কোনো দেশের আদালত ভবন এতো নোংরা থাকে।"

নোংরা! মনে মনে বলে উঠলো সায়েম। *হররহামেশা যেখানে নোংরামি হয় সেটা তো নোংরাই থাকবে।*

সায়েম জানে পুরনো ঢাকার জনসন রোডে অবস্থিত এই আদালতপাড়াটি বহুকাল আগের। শতবছর প্রাচীন এই আদালতপাড়ার কিছু ভবন বেশ পুরনো আমলের। প্রতিদিন হাজার হাজার আইনজীবি আর মক্কেলের পদভারে এলাকাটি ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

"আমি একটু আসছি," সায়েমের কাঁধে আলতো করে চাপড় মেরে

www.BanglaBook.org

ছোকরা আদালত কক্ষ থেকে বের হয়ে গেলো।

সায়েম তাকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ পেলো না। আরো একবার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুকের কাছে দু'হাত ভাঁজ করে মাথা নীচু করে রাখলো সে। দু'চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলো কাল রাতে গাড়ি চালাতে গিয়ে কি এমন ভুল করেছে যার জন্যে একজন পথচারীকে চাপা দিলো।

সারারাত ধরে এই প্রশ্নের কোনো জবাব খুঁজে পায় নি। যেনো ভূতের মতো এক লোক এসে তার গাড়ির নীচে পড়ে গেছে! কোত্থেকে লোকটা এলো সে সম্পর্কে সায়েমের কোনো ধারণাই নেই।

খুব জোরে কি গাড়ি চালাচ্ছিলো?

অবশ্যই না।

এয়ারপোর্ট রোডে যেরকম গতিতে গাড়ি চলে তার গতি ছিলো সে তুলনায় অনেক কম। তবে অ্যাকসিডেন্টটা হবার আগে গতি বাড়িয়ে দিয়েছিলো। কতোটুকু বাড়িয়েছিলো মনে করতে পারলো না। অ্যাকসিডেন্টের আগে মোবাইলফোনে কথা বলছিলো নিম্মির সাথে। এটা একটা কারণ হতে পারে। কিন্তু সে নিশ্চিত, রাস্তাটা একদম ফাঁকা ছিলো। নিম্মির সাথে কথা বলার সময় তার চোখ রাস্তার দিকেই ছিলো। তবে মনোযোগ হয়তো অতোটা ছিলো না। চার লেনের মহাসড়ক। দু'পাশে দুটো ওয়ান-ওয়ে লেন, মাঝখানে বিখ্যাত সানফ্রান্সিসকো ব্যারিয়ার। তার তো খুব একটা সতর্ক থাকার দরকারও ছিলো না, নিজের লেনের মধ্যে থাকলেই হলো। সেটাই করেছে। স্পষ্ট মনে আছে, নিজের লেনের বাইরে যায় নি। *তাহলে?*

নিম্মির সাথে কথা বলা শেষ করে আকাশের দিকে তাকিয়েছিলো চাঁদটা দেখার জন্য। তারপর ফোনটা ড্যাশবোর্ডের উপর রাখতে যাবে আর ঠিক তখনই গাড়িটা বাম্প করে ওঠে। চাঁদের দিকে কতোক্ষণ তাকিয়েছিলো? কয়েক সেকেন্ড?

হ্যা।

সায়েম বুঝতে পারলো, ফোনটা রাখতে গিয়ে যেটুকু সময় রাস্তা থেকে দৃষ্টি সরিয়েছিলো সেটুকু সময়েই ভুলটা হয়ে গেছে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১০

গোলাম মওলা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো আজ সকালে কোর্টে যাবে না কিন্তু ঘন্টাখানেক আগে নিশু ফোন করে যা বললো তা যদি সত্যি হয় তাহলে পুরো ঘটনাটাই নাটকীয়ভাবে মোড় নেবে। এই নাটকীয়তা থেকে নিজেকে দূরে রাখার কোনো মানেই হয় না। তাই নাস্তা করেই একটা ট্যাক্সিক্যাব নিয়ে রওনা দিয়েছে পুরনো ঢাকার আদালতপাড়ার উদ্দেশ্যে।

এখন আদালত পাড়ার কাছে ইংলিশ রোডের জ্যামে বসে আছে গোলাম মওলা। এখান থেকে সিএমএম কোর্ট খুব বেশি দূরে নয়। জ্যামে বসে বসে ভাবছে নিশুর কথা কতোটা সত্যি হতে পারে। ছেলেটা ঠিকঠিক খোঁজখবর নিয়েছে তো? নাকি প্রথম কেসের উত্তেজনাবশে ভুল তথ্য নিয়ে লাফালাফি করছে?

নিশুকে অবশ্য সেরকম ছেলে বলে কখনও মনে হয় নি তার। বয়স কম হতে পারে কিন্তু ছেলেটার মেধা আছে। সবচেয়ে বড় কথা ছেলেটার আত্মমর্যাদাবোধ বেশ প্রখর। মওলা তাকে খুবই পছন্দ করে। একেবারে ছোটোভায়ের মতো দেখে। নিশুও তাকে খুব মান্য করে। ভাইয়া ছাড়া সম্বোধন করে না কখনও।

এমন সময় ফোনটা বেজে উঠলে বিরক্ত হলো গুলশান-বনানীর এসি। ডিসপ্লেতে অপরিচিত নাম্বার দেখে ভুরু কোচকালো সে। এই সাতসকালে অপরিচিত নাম্বারের কল রিসিভ করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। নিশ্চয় কোনো তদবির পার্টি। রিংটোনটা সাইলেন্স করে সিটের উপর রেখে দিলো ফোনটা।

"এতো সকালেও এমন জ্যাম?" ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বললো সে।

"এইখানে সকাল নয়টা থেকেই জ্যাম শুরু হয়," ড্রাইভার পেছন ফিরে জানালো।

মওলা জানে এ পথ দিয়ে হাজার হাজার লোক কোর্টে যায়। কেবলমাত্র উকিলের সংখ্যা ধরলেই প্রতিদিন ছয়-সাত হাজার কালো কোটধারী আসে এই আদালতে, সাথে আরো আসে দশ-বারো হাজার বিচারপ্রার্থী আর আসামী। ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় লোকজনের কাজকর্ম তো আছেই, সেইসাথে আছে আদালতপাড়া সংলগ্ন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরো আট-ন'টি স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল আর একটি মেডিকেল কলেজ। এতো অল্প জায়গায় এতো বেশি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এদেশের কোথাও আছে কিনা তার জানা নেই।

রাস্তার জ্যামের দিকে তাকিয়ে হতাশ হলো মওলা। এই জ্যাম কখন শেষ হবে কে জানে। জানালা থেকে চোখ সরিয়ে সিটের পাশে তাকাতেই দেখতে পেলো মোবাইলফোনে একটা ইনকামিং মেসেজ এসেছে। অনিচ্ছায় ফোনটা তুলে নিয়ে মেসেজ ওপেন করলো। ছোট্ট দুটো শব্দ। তাতেই নড়েচড়ে উঠলো সে।

আমি তাহিতি।

সঙ্গে সঙ্গে কলব্যাক করলো।

"সরি, আননোন নাম্বার দেখে বুঝতে পারি নি," কলটা রিসিভ হতেই বললো মওলা।

"ইটস ওকে। বুঝতে পেরেছি," বেশ গম্ভীর হয়ে তাহিতি বললো ওপাশ থেকে। "আমার ফোনে ব্যালান্স ফুরিয়ে গেছে, তাই মা'র ফোন থেকে কল দিয়েছি।"

"ও," একটু আড়ষ্ট হয়েই বললো গোলাম মওলা। "কেমন আছো?"

"এই তো আছি। তুমি?"

"চলে যাচ্ছে..."

ওপাশ থেকে নীরবতা নেমে এলো। যেনো এরপর কী বলবে বুঝতে পারছে না।

"ঢাকায় বদলি হয়ে এসেছো আমাকে জানাও নি কেন?" নীরবতা ভেঙে আস্তে করে বললো তাহিতি। কথাটার মধ্যে জবাবদিহিতার কোনো লক্ষণ নেই। অভিযোগও নেই।

"ইয়ে মানে..." মওলা আর কিছু বলতে পারলো না। বলার খুব একটা দরকারও নেই। সে জানে তাহিতির কাছে এ প্রশ্নের জবাব অজানা নয়।

"আচ্ছা, তোমার কোন্ বন্ধু অ্যাকসিডেন্ট করেছে? খুব তাড়ার মধ্যে ছিলো তাই নিশুকে কথাটা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছিলাম।"

"সায়েম," ছোট্ট করে বললো মওলা।

"সায়েম মানে, জার্নালিজমের সায়েম? সায়েম মোহাইমেন?" তাহিতি বিস্মিত হলো।

"হ্যা।"

"ওহ্, বেচারা। এখন তো মহাকাল-এ আছে, না?"

www.BanglaBook.org

"হুম।"

"তোমার কি মনে হয় জামিন পাবে?"

"আমি নিশ্চিত জামিন সে পাবেই। কিন্তু ভিক্টিমের পরিবার যদি পলিটিক্যালি ইনফ্লুয়েন্স করে তাহলে পাবে না।"

"ভিক্টিম কি পলিটিক্যাল ফ্যামিলির?"

"তারচেয়েও বেশি কিছু," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো মণ্ডলা। "ভাষাসৈনিক আদেল সুফিকে তো চেনো?"

"হুম।"

"ছেলেটা আদেল সুফির একমাত্র নাতি।"

"মাই গড!" মর্মাহত হলো তাহিতি।

"দেখা যাক ওরা পলিটিক্যালি ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করে কিনা।"

"কী যে বলো না, আমাদের বিচারবিভাগ স্বাধীন না?"

তাহিতিকে দোষ দিতে পারলো না মণ্ডলা। ছোট্ট একটা গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আটকে রাখা কারো পক্ষে এসব ঘোরপ্যাচ বোঝা সম্ভব নয়।

"দীর্ঘদিন খাঁচার ভেতরে থাকার পর খাঁচা খুলে দিলেও পাখি মুক্ত হতে চায় না। স্বাধীনতা মানে খাঁচা খুলে দেয়া নয়, খাঁচা থেকে বের হওয়া। বুঝলে?"

"হুম...সেটাই," তাহিতি কী বুঝলো কে জানে তবে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে।

"ওরা যদি কিছু না করে তাহলে আমি নিশ্চিত সায়েমের জামিন হয়ে যাবে।"

"এতোটা নিশ্চিত কিভাবে হলে?" তাহিতির কণ্ঠে সন্দেহ।

"একটা ব্যাপার আছে, পরে বলবো তোমাকে," একটু থেমে আবার বললো, "এর কৃতিত্ব অবশ্য নিশুর। কেঁচো খুড়তে সাপ বের করে ফেলেছে ছেলেটা! ভাবাই যায় না।"

"তাই নাকি।" কথাটা বলেই তাহিতি চুপ মেরে রইলো কয়েক মুহূর্ত। ওপাশ থেকে মণ্ডলাও আর কোনো কথা খুঁজে পেলো না। "কোর্টে কী হবে না হবে জানি না," অবশেষে বললো সে, "কাজ শেষে নিশুর সাথে বাসায় এসো। মাকে বলেছি মাংসের ভুনা রান্না করতে।"

গোলাম মণ্ডলা যারপরনাই বিস্মিত। তাহিতি তাকে বাসায় আসতে বলছে! তার প্রিয় মাংসের ভুনা রান্না করা হচ্ছে! কথাটা শুনে তার জিভে জল না এসে চোখে পানি চলে এলো। সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো মুছে নিলো সে।

www.BanglaBook.org

পুলিশে চাকরি করলেও গোলাম মওলা এখনও আগের মতোই আবেগপ্রবণ রয়ে গেছে।

"এসো কিন্তু?"

"আচ্ছা," ছোট্ট করে বললো।

তারপর আবারো নীরবতা। মওলা ভেবে পেলো না কী বলবে।

"প্রথম কেসে সাকসেস পাবার জন্য নিশু আবার ফেব্রিকেটেড কিছু করে নি তো?" চিন্তিত হয়ে বললো তাহিতি।

"না, না," বেশ জোর দিয়ে বললো মওলা। "নিশ্চয়ই কনফার্ম হয়ে নিয়েছে। ফেব্রিকেটেড কিছু করার ছেলে ও নয়। আমি ওকে ভালো করে চিনি। ও খুবই রেসপন্সিবল একটা ছেলে।"

"তুমি ওকে রেসপন্সিবল ছেলে মনে করো?" চ্যালেঞ্জের সুরে বললো তাহিতি।

"অবশ্যই," আবারো জোর দিয়ে বললো মওলা।

"এলএলবি পাশ করে ঘরে বসে আছে দেড় বছর ধরে, প্র্যাকটিস বাদ দিয়ে ব্যান্ডের জন্য গান লিখে বেড়াচ্ছে!"

মওলা মুচকি হাসলো। কথা সত্যি, তারপরও নিশুকে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ছেলে বলেই মনে হয়। এ যুগে যে ছেলেটা নিজের পঙ্গু বোন আর বৃদ্ধ মাকে ফেলে নিজের সংসার পাতে নি, নেশা করে নষ্ট হয়ে যায় নি তাকে আর যাইহোক দায়িত্বজ্ঞানহীন বলাটা অন্যায়।

"আমার মনে হয় নিশু ভালো করেই জানে ওর কি করা উচিত," মওলা বললো। "তোমরা ওকে নিয়ে ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"একটামাত্র ভাই, না ভেবে উপায় আছে," দীর্ঘশ্বাস ফেললো তাহিতি। "আমি তো আমার জন্য কিংবা মা'র জন্য ভাবি না। আমাদের চলে যাবে কিন্তু ওর কি হবে, কি করবে, এসব নিয়ে খুব টেনশন হয়।"

"ডোন্ট ওরি। হি উইল বি ওকে।"

"জানো, আমি ভেবেছিলাম ও বুঝি আইনপেশার ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে। এটা আর কন্টিনিউ করবে না। এতো কষ্ট করে পড়াশোনা করলো তারপর হঠাৎ করেই হাল ছেড়ে দিলো। খুব চিন্তায় ছিলাম। কিন্তু কাল রাতে তুমি ওকে কেসটা দেবার পর থেকে ওর মধ্যে আমি কেমন জানি প্রাণচাঞ্চল্য দেখতে পেয়েছি।"

কথাটা শুনে মওলা খুশি হলো। কেসটা নিশুকে দিয়ে তাহলে ভালোই করেছে।

www.BanglaBook.org

"সম্ভবত সারারাত ঘুমায় নি, অথচ সকাল সাতটা বাজেই ঘুম থেকে উঠে বেরিয়ে গেলো। ওর মধ্যে আমি বিরাট পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি।"

"তাই নাকি?"

"হুম।"

"আমি কিন্তু জানতাম ও এই প্রফেশন থেকে আগ্রহ হারায় নি। তাই সায়েমের জন্য একজন উকিলের কথা ভাবতেই ওর কথাই সবার আগে মনে হয়েছে আমার।"

মনে হলো ওপাশ থেকে হাল্‌কা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেলো। "মিথ্যে কথা বলছো কেন! তুমি ওকে কেন কেসটা দিয়েছো আমি তা ভালো করেই জানি।"

গোলাম মওলা চুপ মেরে গেলো। তাহিতির কাছে যতোবার মিথ্যে বলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা খেয়ে যায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১১

সায়েমের ভাবনায় ছেদ পড়লো হৈহল্লার কারণে। চোখ খুলে দেখলো ম্যাজিস্ট্রেট প্রবেশ করছেন এজলাসে। সবাই উঠে দাঁড়ালো। পাশ ফিরে দেখতে পেলো তরুণ আইনজীবি তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। কখন আবার ফিরে এসেছে টেরই পায় নি। তাকে উঠে দাঁড়ানোর তাড়া দিলো ছোকরা।

ম্যাজিস্ট্রেট নিজের আসনে বসার পর যার যার জায়গায় বসে পড়লো সবাই। হৈহল্লা কিছুটা কমে এলেও চাপা গুঞ্জন অব্যাহত রইলো।

সে জানে এরপর কি হবে। আদালতের কর্মকাণ্ড কিভাবে পরিচালিত হয় সে-সম্পর্কে তার মোটামুটি ধারণা রয়েছে। জোর করে আশেপাশের অসংখ্য মানুষজনের দিকে না তাকানোর চেষ্টা করলো। তার এখন কিচ্ছু ভালো লাগছে না। অনেক দূরে, নিরিবিলি কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে জানে পালাবার কোনো পথ নেই। তাকে এই কঠিন বাস্তবতা মোকাবেলা করতেই হবে।

কাঠগড়ায় তোলা হলো তাকে। মাথা নীচু করে ওখানে গিয়ে দাঁড়াতেই নিজেকে ভীষণ নিঃসঙ্গ মনে হতে লাগলো। একা, অসহায় আর বিপদে পড়া একজন মানুষ। অসংখ্য চোখ তার দিকে চেয়ে আছে। তার কাছে মনে হলো সেসব চোখে শুধুই ঘৃণা আর ভর্ৎসনা।

শুরু হলো আদালতের কর্মকাণ্ড।

প্রথমেই জেনারেল রেজিস্ট্রি অফিসার মানে জিআরও উত্তরা-থানায় করা মামলাটির বিবরণ পড়ে শোনালো আদালতে। আসামী দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে গাড়ি চালিয়ে তরুণ এক শিল্পপতি-ব্যবসায়ীর জীবননাশ করেছে। রাত ক'টা বাজে ঘটনা ঘটেছে, কিভাবে পুলিশ আসামীকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করলো এসব বিবরণ দিলো সে। এরপর সরকারের পক্ষ নিয়ে আসামীর বিরুদ্ধে ৩০৪-এর 'খ' ধারায় মারাত্মক অভিযোগ আনলো। নতুন গাড়ি কিনে মদ্য পান করে, দায়িত্বজ্ঞানহীন ড্রাইভিং করেছে আসামী। শুধু তা-ই নয়, গাড়ি চালানোর সময় মোবাইলফোনে কথাও বলেছে! ফলাফল, এ দেশের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব আদেল সুফির একমাত্র নাতি, সাবেক এমপি এবং বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আরেফ সুফির একমাত্র সন্তান, আদনান সুফি নির্মমভাবে তার গাড়ির নীচে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

সায়েম বুঝতে পারলো না মোবাইলফোনে কথা বলার ঘটনাটা জিআরও জানলো কিভাবে। তারপরই মনে পড়ে গেলো, ওসির জেরার মুখে এসব কথা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সে নিজেই বলেছিলো। ঐ সময় কোন্ কথাটা বলতে হবে আর কোন্টা বলা তার জন্য ঠিক হবে না সেই মানসিক অবস্থা ছিলো না।

জিআরও অনেক কিছু বললেও সায়েমের কানে সে-সব কথা পৌছালো না। তার কানে ভো ভো শব্দ হচ্ছে কেবল। উদাস হয়ে চেয়ে রইলো আদালত কক্ষের এক কোণের জানালার দিকে। বাইরে এখন ঝকঝকে রোদ।

কিছুক্ষণ পর সায়েম তার তরুণ আইনজীবির দিকে তাকালে দেখতে পেলো ছোকরার মধ্যে কোনো উদ্বেগই নেই। মিটিমিটি হাসছে!

এমন সময় তার বন্ধু ছটকু ভীড় ঠেলে তরুণ আইনজীবির পাশে এসে বসলো। সাদা পোশাকেই এসেছে। সায়েমের সাথে চোখে চোখ পড়তেই মুচকি একটা হাসি দিয়ে থাম্ব-আপ দেখালো সে।

সায়েম কিছুই বুঝতে পারলো না। এরা কি ভুলে গেছে গতরাতে একজনকে গাড়ি চাপা দিয়ে মেরে ফেলেছে সে! ছেলেটা যেই সেই পরিবারের কেউ নয়, এ দেশের অন্যতম প্রভাবশালী একটি পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের সাথে যাদের রয়েছে অন্তরঙ্গতা। ছটকু আর ছোকরা আইনজীবি কি বুঝতে পারছে না তার কি পরিণতি হবে?

বুঝতে পারলো এ ক'বছর পুলিশে চাকরি করে তার বন্ধুর নার্ভ শক্ত হয়ে গেছে। সে আর স্কুলের ভীতু ছেলেটি নেই, যার হাতের তালু সব সময় ঘামতো; ফুটবল খেলতে গিয়ে ফাউলের শিকার হলে কান্না জুড়ে দিতো। সারাক্ষণ খুনখারাবি আর অপরাধের ঘটনা সামলাতে সামলাতে পুরোপুরি পুলিশ হয়ে উঠেছে!

সায়েম দেখলো ছটকু তার আইনজীবির সাথে কানাকানি করছে। ছোকরা কিছু কাগজপত্র দেখাচ্ছে তাকে। তাদের দু'জনের চেহারায় চিন্তার কোনো ছাপই নেই!

জিআরও'র শেষ কথাটা কানে গেলো তার। মাতাল হয়ে বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালিয়ে একজন মানুষের প্রাণহানি ঘটানো হয়েছে। জামিন না দিয়ে তাকে জেলে পাঠানো হোক। তার উপযুক্ত বিচার হওয়া দরকার।

ম্যাজিস্ট্রেট এবার সায়েমকে জিজ্ঞেস করলেন তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলো সে স্বীকার করে কিনা। কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর আগেই তরুণ আইনজীবি তাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো এ প্রশ্নের জবাবে কি বলতে হবে—দোষ স্বীকার করার প্রশ্নই আসে না। সায়েম মোহাইমেন তাই করলো, যদিও এটা করার সময় নিজেকে খুব ছোটো আর স্বার্থপর বলে মনে হলো তার।

এবার সায়েমের ছোকরা আইনজীবি উঠে দাঁড়ালো। তার কালো কোটটি একেবারে নতুন। কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সায়েম দেখলো ছোকরা নিজের সুট-টাই ঠিক করতেই বেশি মনোযোগি। কলার, কাফলিং, হাতঘড়ি এসব নিয়ে ব্যস্ত

www.BanglaBook.org

হয়ে পড়েছে। ছোকরা রীতমতো জেল মেরেছে চুলে! হাত চালিয়ে চুল ঠিক করে নিচ্ছে!

কোর্ট ইন্সপেক্টরের দিকে তাকালো সে। ছোকরার ভাবভঙ্গি দেখে ভুরু কুচকে চেয়ে আছে ভদ্রলোক। তার মুখেও হাসি। তবে সেই হাসি তাচ্ছিল্যের।

চোখেমুখে আত্মবিশ্বাসী ভাব থাকলে কি হবে, ছেলেটার মধ্যে একটু নার্ভাসনেসও কাজ করছে। এই ছোকরা যে সুবিধা করতে পারবে না সেটা সায়েম জানে কিন্তু তার হাটার ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে সব অভিযোগ। বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে কাঠগড়ার সামনে এগিয়ে এলো সে। কয়েক মুহূর্তের জন্য সায়েমের মনে হলো ছেলেটা ইচরেপাকা। দক্ষতা আর অভিজ্ঞতার চেয়ে উত্তেজনাই বেশি।

ছোকরার নামটা যেনো কী? ভাবলো সায়েম। *নিশু!* মনে পড়লো অবশেষে। ছেলেটা নিজের পরিচয় দেবার সময় শুধু এটাই বলেছিলো।

তরুণ আইনজীবি ডান হাতে এ-ফোর সাইজের কাগজ নিয়ে এমনভাবে নাড়াচ্ছে যেনো এগুলো দিয়ে সব বাধা ঝেটিয়ে বিদায় করে তার মক্কেলকে মুক্ত করে ছাড়বে। সিনেমার উকিলদের মতো হালকা গলা খাকারি দিয়ে বক্তব্য শুরু করলো সে।

"ইওর অনার, আমাদের সমাজে একটি বদ্ধমূল ধারণা আছে। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটলেই আমরা সবাই গাড়ির চালককে দোষারোপ করি। যেনো সব দোষ ঐ নন্দ ঘোষের," ম্যাজিস্ট্রেটের দিক থেকে মুখ সরিয়ে ঘরের চারপাশে তাকালো সে। "দুঃখের বিষয়, সরকারপক্ষও এরকম বদ্ধমূল ধারণায় আক্রান্ত।"

খোঁচাটা মেরে একটু থামলো প্রতিক্রিয়া পাবার আশায়। অভিজ্ঞ জিআরও বাঁকা হাসি হেসে প্রতিক্রিয়া দেখালো।

"কিন্তু সব সময় কি চালকের দোষেই দুর্ঘটনা ঘটে?" আবার বলতে শুরু করলো নিশু। "মোটেই না। আমরা যারা রাস্তা দিয়ে চলাচল করি তাদের কি কোনো দায় নেই? আমরা ক'জন রাস্তার নিয়ম-কানুন মানি? কিংবা জানি? আমরা কি ভুল করি না? ওভারপাস থাকলেও রাস্তা দিয়ে পারাপার হই। ট্রাফিক সিগন্যাল মানি না। সুতরাং আমার ক্লায়েন্টের কেসটার বেলায় দয়া করে এ কথাটা বিবেচনায় রাখলে খুশি হবো।"

"সব কিছুই বিবেচনা করা হবে। আপনি এ ব্যাপারে নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন," ম্যাজিস্ট্রেট আশ্বস্ত করলো তাকে।

"থ্যাঙ্ক ইউ, ইওর অনার," কোটের আস্তিন ঠিক করে নিয়ে আবার বললো নিশু, "গতকাল রাতের ঘটনাটি নিয়ে পুলিশ রিপোর্ট আপনি শুনেছেন কিন্তু

www.BanglaBook.org

সরকারপক্ষ ঐ রিপোর্টটাকে এতোটাই সত্যি বলে ধরে নিয়েছে যে আমার ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রয়োজন অনুভব করে নি। আমার মনে হয় আসামীর কাছ থেকে পুরো ঘটনাটি শোনার দরকার আছে।"

"উনি কিছু জানতে চান নি তো কী হয়েছে, আপনি জিজ্ঞেস করুন," ম্যাজিস্ট্রেট বললেন।

ছোকরা আইনজীবি কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সায়েমের কাছে চলে এলো। "কেমন আছেন, মিঃ মোহাইমেন?"

সায়েম ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। ছোকরা তার সাথে তামাশা করছে! সে দাঁড়িয়ে আছে কাঠগড়ায়। হত্যা-খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে তার বিরুদ্ধে!

হাসিহাসি মুখে চেয়ে আছে ইচরেপাকা আইনজীবি। দু'পাশে কেবল মাথা দোলালো মহাকাল-এর সাংবাদিক।

"আপনি তো দৈনিক মহাকাল-এর সিনিয়র রিপোর্টার, তাই না?"

"হ্যা," আস্তে করে বললো সায়েম।

"গতপরশু গাড়িটা কিনেছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মামলার আসামী।

"আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে?"

"আছে।"

"গুড। এবার আপনি বলুন, গতকাল রাতে আসলে কি ঘটেছিলো।"

কী হয়েছে সেটা আবার বলতে হবে?! সারাদেশ জেনে গেছে এতোক্ষণে! মনে মনে বললো সায়েম।

"বলুন," তাগাদা দিলো ছোকরা।

ছটকুর দিকে তাকালো, মাথা নেড়ে তাকে প্রশ্নের জবাব দেবার ইশারা করলো সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে একান্ত অনিচ্ছায় বলতে শুরু করলো সায়েম :

"গতকাল রাতে একটা কাজ শেষে গাড়িতে করে বাড়ি ফিরছিলাম। তখনই এয়ারপোর্ট রোডে–"

"আপনার বাসা কোথায়?" ছোকরা তার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো।

"উত্তরায়।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো তার আইনজীবি। "বলেন?"

"এয়ারপোর্ট রোড দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ করে গাড়িটা বাম্প করে ওঠে। আমি কিছু বুঝতে না পেরে গাড়ি থামিয়ে দেই–"

www.BanglaBook.org

"আপনি কিছু বুঝতে পারেন নি কেন?" আবারো কথার মাঝখানে বাধা দিলো ছোকরা।

সায়েমের ইচ্ছে করলো একটা থাপ্পড় লাগিয়ে দিতে। "আমি তো রাস্তায় কিছু দেখি নি। হঠাৎ করে গাড়িটা বাম্প করায় আমি ভড়কে যাই।"

"দেখবেন কি করে..." কোর্ট ইন্সপেক্টর নিজের চেয়ারে বসে থেকেই বললো। "মদ খেয়ে মাতাল ছিলেন তো।"

"অবজেকশন, ইওর অনার!" হেসেই বললো তার তরুণ আইনজীবি। "আমার ক্লায়েন্ট মাতাল ছিলেন এ কথা উনি বলতে পারেন না। এর সপক্ষে উনার কাছে কোনো প্রমাণ নেই।"

"অবশ্যই প্রমাণ আছে," উঠে দাঁড়ালো অভিজ্ঞ কর্মকর্তা। "উত্তরাথানার পুলিশ তাদের রিপোর্টে এটা উল্লেখ করেছে।"

"ইওর অনার, পুলিশ রিপোর্টে এ ব্যাপারে কোনো প্রমাণ দেখানো হয় নি। উত্তরাথানার অফিসার এ কথা রিপোর্টে উল্লেখ করেছে সত্যি কিন্তু এর সপক্ষে কোনো প্রমাণ তাদের কাছে নেই। মানে আমার ক্লায়েন্টের অ্যালকোহল টেস্ট করা হয় নি। তাই আমি বলবো, উনি যেনো অপ্রমাণিত কোনো বিষয় এ মুহূর্তে উপস্থাপন না করেন," এক নিঃশ্বাসে বলে গেলো ছোকরা।

ম্যাজিস্ট্রেট তরুণ আইনজীবির দিকে শুধু কয়েক পলক চেয়ে রইলেন, কিছু বললেন না।

"গতকাল রাতে দুর্ঘটনা ঘটার আগে আপনি কি কোনো বিয়ার খেয়েছিলেন, মিঃ মোহাইমেন?"

মিথ্যেটা বলতে সায়েমের খুব কষ্ট হলো। গলার কাছে একটা গিট পাকিয়ে গেলো যেনো। "না।" কোনোমতে বলতে পারলো সে।

"গুড।" কাগজের দিকে তাকিয়ে বললো তরুণ আইনজীবি, "আপনি শুনলেন আমার ক্লায়েন্ট কি বলেছে। পুলিশ কিন্তু কোনো টেস্ট করে নি, ইওর অনার। সুতরাং পুলিশের বক্তব্য গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।"

সরকারপক্ষ কিছু বললো না। জিআরও'র চোখেমুখে তিক্ততা। অ্যালকোহল টেস্ট না করার জন্য মনে মনে গর্দভ পুলিশকে গালি দিচ্ছে যেনো।

কাঠগড়া থেকে গোলাম মওলার দিকে তাকালো সে। মনে হলো অধৈর্য হয়ে বসে আছে তার বন্ধু। এক ধরণের অস্থিরতা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে। এই অস্থিরতার কারণ কি সায়েম জানে না।

"ইওর অনার," ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে ফিরলো নিশু। "আমার ক্লায়েন্ট নিজে গাড়ি চালান। তার পরিচিত লোকজন জানে তিনি খুবই ভালো ড্রাইভিং

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেন। বিআরটিএ থেকে পরীক্ষা দিয়ে পাস করে ড্রাইভিং লাইসেন্স নিয়েছেন। উনি ট্রাফিক আইন মেনেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। উনার দিক থেকে কোনো সমস্যা হয় নি..."

"সমস্যা বলছেন কেন? বলেন অ্যাকসিডেন্ট," কোর্ট ইন্সপেক্টর বললো।

"সরি," তরুণ আইনজীবি হেসে বললো। "দুর্ঘটনা।"

ছোকরার চোখেমুখে হাসি দেখে জিআরও ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো।

"সিনিয়র কর্মকর্তা তাহলে স্বীকার করলেন এটা কোনো ক্রিমিনাল অফেন্স নয়, নিছক একটি দুর্ঘটনা।"

"অবজেকশন!" প্রায় চেঁচিয়ে বললো জিআরও। "দায়িত্বজ্ঞানহীন ড্রাইভিং করে দুর্ঘটনা বাধালে সেটাকে ক্রিমিনাল অফেন্স হিসেবেই ধরা হবে। নিছক দুর্ঘটনা বলার কোনো উপায় নেই। আসামীর বিরুদ্ধে ৩০৪-এর খ ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে, বাদীপক্ষের ল-ইয়ার এটা যেনো ভুলে না যান।"

বিজ্ঞের মতো মাথা দোলালো নিশু। "আপনার কথা একদম ঠিক। কিন্তু আমার প্রশ্ন, দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলো কে? আমার ক্লায়েন্ট–নাকি ভিক্টিম?"

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলো অভিজ্ঞ কর্মকর্তা। "দায়িত্বজ্ঞানহীন ছিলো আপনার মক্কেল, ইয়াংম্যান। খালি রাস্তা পেয়ে বেপরোয়া গাড়ি চালাচ্ছিলো। এক পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে নি।"

"আপনাকে কে বললো আমার ক্লায়েন্ট গাড়িটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন নি?"

জিআরও এবার বিরক্ত হলো। "নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে তো আর জ্বলজ্যান্ত মানুষের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে দিতো না?"

নিশু তার হাতের কাগজের মধ্য থেকে একটা দশ বাই বারো ইঞ্চির সাইজের রঙিন ছবি বের করে তুলে ধরলো। "এটা হলো ঐ স্পটের ছবি...যেখানে ঘটনাটা ঘটেছিলো। ডেডবডিটা দেখা যাচ্ছে। ঘটনা ঘটার পর পরই পুলিশ এটা তুলেছে।"

ছবিতে এয়ারপোর্ট রোডের একটি অংশ দেখা যাচ্ছে। আদনান সুফির লণ্ডভণ্ড দেহ মুখ থুবরে পড়ে আছে মহাসড়কের মাঝখানে। কালো পিচে রক্তের পোচ।

"দেখুন," ছবিটা ম্যাজিস্ট্রেটকে দেখালো নিশু। যেনো জাদু দেখাবে এখন। "ডেডবডিটা রাস্তার কোথায় পড়ে আছে?"

ছবিতে দেখা যাচ্ছে চার লেনের মহাসড়কের বাম দিকের দুটো লেনের ঠিক মাঝখানে পড়ে রয়েছে ডেডবডিটা।

"আমার ক্লায়েন্ট ট্রাফিক আইন মেনে নিজের লেনে গাড়ি চালাচ্ছিলেন। তিনি কোনোরকম আইন ভঙ্গ করেন নি। তার গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থেকে ছিটকেও পড়ে নি। দয়া করে মনে রাখতে হবে মিঃ সায়েম মোহাইমেন রাস্তার ফুটপাতে গাড়ি তুলে দিয়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটান নি। এমনকি রাস্তায় থাকা অন্যকোনো গাড়ির সাথেও তার গাড়ির সংঘর্ষ হয় নি। ওরকম একটি হাইওয়ে'তে দুর্ঘটনাটি ঘটার সময়ও নিজের লেনের মধ্যেই ছিলেন তিনি। ছবিতে সেটা পরিস্কার দেখা যাচ্ছে। বরং ভিক্টিম আদনান সুফি কাণ্ডজ্ঞানহীভাবে রাস্তার মাঝাখানে এসে পড়েছিলেন। এই রাস্তা যানবাহন চলাচলের জন্য, মানুষজনের হাটার জন্য নয়, ইওর অনার। এখন আমার প্রশ্ন, ওরকম হাইওয়ের মাঝখানে ওতো রাতে মিঃ আদনান সুফি কি করছিলেন?"

আদালতে একটা গুঞ্জন উঠলো। সত্যি তো উনি কী করছিলেন!

ছোকরা আইনজীবির দিকে তাকালো সায়েম। এই প্রথম তার মনে হলো ছেলেটাকে সে খাটো করে দেখেছে। একটু আগে তারও এমনটা মনে হয়েছিলো–অতো রাতে ওরকম একজন মানুষ কেন এয়ারপোর্ট রোডের মাঝখান দিয়ে একা একা হাটতে যাবে?

আদালতের গুঞ্জন আরো বেড়ে যাওয়াতে জিআরও উঠে দাঁড়ালো। "উনি ওখানে কেন ছিলেন, কি করছিলেন সেটা তো এই কেসের সাথে রিলেভেন্ট না। রিলেভেন্ট হলো অ্যাকসিডেন্টটা। ওটা তো হয়েছে। আর ওটার জন্য দায়ি আপনার মক্কেল।"

"প্লিজ," কাগজধরা ডান হাতটা তুলে বললো নিশু। "আমাকে কথা বলতে দিন। কথার মাঝখানে বলবেন না। আমি কিন্তু আপনার কথার মাঝখানে একটা কথাও বলি নি। আপনার দুর্বল লজিকগুলো চুপচাপ শুনে গেছি।"

জিআরও বিরক্ত হয়ে চুপচাপ বসে পড়লো।

"ওরকম হাইওয়েতে রাত দশটা বাজে মিঃ আদনানের উপস্থিতি অনেক প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে, ইওর অনার। আর এসব প্রশ্নরে উত্তর জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ মিঃ আদনান রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কোনো বেকার যুবক নন, চালচুলোহীন ভবঘুরে হবার তো প্রশ্নই ওঠে না। উনি সমাজের বেশ উঁচুতলার একজন মানুষ। প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। অতো রাতে ওরকম হাইওয়ে'তে তার উপস্থিত থাকাটা একদম অস্বাভাবিক।"

সুফিদের মামার দিকে তাকালো সায়েম। ভদ্রলোকের চোখমুখ দিয়ে যেনো আগুন বের হচ্ছে। নিশুকে হাতের কাছে পেলে ছিঁড়ে-খুবলে ফেলবে।

"আপনি কি ইঙ্গিত করছেন?" চট করে বলে উঠলো অভিজ্ঞ কর্মকর্তা। তার চেহারায়ও রাগের বর্হিপ্রকাশ।

"আপনি যা ভাবছেন আমি কিন্তু সেরকম খারাপ কোনো ইঙ্গিত করছি না," চোখেমুখে দুষ্টুমির হাসি দিয়ে বললো সে।

আদালতে হালকা হাসির রোল উঠলো এবার। তবে সিনেমার বিচারকদের

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মতো হাতুড়ি পিটিয়ে সবাইকে শান্ত হতে বললেন না ম্যাজিস্ট্রেট। কোর্ট ইন্সপেক্টর চুপ মেরে ভুরু কুচকে রইলো।

"আমি মিঃ আদনান সম্পর্কে খুব বেশি খোঁজখবর নিতে পারি নি, তবে যেটুকু জেনেছি উনি খুবই ভালো একজন মানুষ ছিলেন। উনার আজেবাজে কোনো অভ্যাস ছিলো না।" ভিক্টিমের মামার দিকে তাকালো নিশু।

"আজেবাজে অভ্যাস বলতে আপনি কি বোঝাচ্ছেন?" রেগেমেগে বলে উঠলো মামা।

"প্লিজ!" বাধা দিয়ে বললেন ম্যাজিস্ট্রেট। "অন্য কেউ কথা বলবেন না?"

মামা চুপ মেরে গেলেও রাগে ফুসতে লাগলো।

নিশু বললো, "অনেক কিছুই হতে পারে। এই ধরেন, নেশা করা। মদ্যপান কিংবা খারাপ মেয়েমানুষের অভ্যাস?"

লোকটাকে এভাবে ক্ষ্যাপানোর কোনো মানেই হয় না, ভাবলো সায়েম। তার ভাগ্নে গতকাল রাতে মারা গেছে, এখন তার সম্পর্কে এরকম আজেবাজে কথা বলা খুবই অমানবিক। সুফিদের মামার মুখটা ঘৃণায় বিকৃত হয়ে গেলো।

"কিন্তু আমি সে-রকম খারাপ কিছু মিন করছি না, ইওর অনার। যতোদুর জানতে পেরেছি, মিঃ আদনানের এরকম খারাপ কোনো অভ্যাস ছিলো না।"

সরকারপক্ষ চুপ মেরে গেলো। ঠিক তখনই নিশুর চোখ গেলো আদালত কক্ষের দরজার দিকে। লোকজনের ভীড়ের মধ্যে একজোড়া চোখের সাথে তার চোখাচোখি হলো কয়েক মুহূর্তের জন্য।

"আপনি আমাকে ভুল বুঝেছেন, স্যার!" নিশু বললো।

মুখটা সরিয়ে নিলো আদনান সুফির মামা।

"আপনি বলুন," তাড়া দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

টাইটা আলগা করে নিয়ে বলতে শুরু করলো সায়েমের আইনজীবি। "আমাদের এখন বের করতে হবে মৃত আদনান সুফি কেন অতো রাতে ওরকম রাস্তায় একা একা হাটছিলেন। কারণ ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক।"

"আপনি তদন্তকারী কর্মকর্তা নন," জিআরও বললো। "এ কাজটা পুলিশ করবে।"

আসামীপক্ষের আইনজীবি মিটিমিটি হাসলো। "অবশ্যই পুলিশ খুঁজে বের করবে কিন্তু আমি এসব প্রশ্ন উত্থাপন করছি বিজ্ঞ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।"

"আপনার যা বলার বলুন," আস্তে করে বললেন ম্যাজিস্ট্রেট। "আমার মনোযোগ আর্কষণ করতে পেরেছেন। এবার আপনার বক্তব্য কম্প্লিট করুন। আদালতের সময় নষ্ট করবেন না।"

"ওকে," হাতের একটি কাগজ দেখে নিলো নিশু। "মিঃ আদনান গতকাল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিজের বাসা থেকে বের হন রাত আটটার দিকে। তারপর আর ফিরে আসেন নি। পুলিশের কাছে এরকম তথ্যই দিয়েছে উনার পরিবার।"

কোর্ট ইন্সপেক্টর অর্থাৎ জিআরও কিছু বললো না।

"উনি উনার এক বন্ধুকে সি-অফ করতে এয়াপোর্টে গেছিলেন।" ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকালো সে। "নিজের গাড়িতে করেই গেছিলেন। এখন আমার প্রশ্ন, উনার সেই গাড়িটা কোথায়?"

জিআরও চুপ মেরে রইলো।

"আপনি উনার প্রশ্নের জবাব দিন," ম্যাজিস্ট্রেট বললো গম্ভীর কণ্ঠে।

"ঐ গাড়িটা পাওয়া যাচ্ছে না, ইওর অনার," একান্ত অনিচ্ছায় জবাব দিলো জিআরও।

আদালতে আবারো মৃদু গুঞ্জন উঠলো। সায়েম তাকিয়ে দেখলো একদল সাংবাদিক উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে।

"ইওর অনার, পুরো ব্যাপারটায় অনেক ঘাপলা আছে," নিশু বললো ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকিয়ে। "আদনান সুফির মতো একজন ব্যক্তি গাড়ি নিয়ে বাড়ি থেকে বের হলেন, তারপর এয়ারপোর্ট রোডের মতো একটি জায়গায় ঝড়বৃষ্টির রাতে হেটে বেড়াতে লাগলেন! আমি নিশ্চিত, মিঃ আদনান সুফি হুট করে রাস্তার মাঝখানে চলে আসাতে আমার ক্লায়েন্টের পক্ষে দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি এড়ানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আদনান সুফি কেন রাস্তার মাঝখানে চলে আসবেন? তার গাড়িটাই বা কেন খুঁজে পাওয়া যাবে না?"

জিআরও ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো নিশুর দিকে।

"মিঃ আদনান সুফি নিজেও গাড়ি চালাতেন। উনি ভালো করেই জানতেন ওরকম সড়কের মাঝখান দিয়ে হাটা কতোটা বিপজ্জনক। কাণ্ডজ্ঞান থাকলে উনার মতো মানুষ এরকম বিপজ্জনক কাজ কখনও করতেন না।"

"আপনি কি বলতে চাচ্ছেন মিঃ আদনান সুফি মদ্যপান করে মাতাল হয়ে ওভাবে রাস্তার মাঝখানে চলে এসেছিলেন?" রেগেমেগে বলে উঠলো অভিজ্ঞ কর্মকর্তা।

"আহ্," আৎকে উঠলো নিশু। "আপনি কেন যে মদ আর মাতলামির কথা বলছেন বুঝতে পারছি না। কাণ্ডজ্ঞান না থাকার কি আর কোনো কারণ থাকতে পারে না এ দুনিয়াতে?"

খোঁচাটা বেশ লাগলো জিআরও'র। ভদ্রলোক নিজের রাগ দমন করে রাখলো জোর করে।

"রাগ করবেন না। একটু বোঝার চেষ্টা করুন, মিঃ আদনান সুফির একটা গাড়ি ছিলো। সেটার কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। আর উনি রাত দশটার দিকে বৃষ্টি-বাদলার রাতে এয়ারপোর্ট রোডের মতো একটি হাইওয়ের মাঝখান

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

দিয়ে হেটে বেড়াচ্ছিলেন। পুরো ব্যাপারটায় অবশ্যই কোনো ঘাপলা আছে।"

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলো নিশু।

"ইওর অনার, সত্যি বলতে কি, ঘটনা যখন ঘটে তখন আদনান সুফির আসলে কোনো জ্ঞানই ছিলো না।"

"তাহলে কি উনি অজ্ঞান ছিলেন তখন?" তেঁতে উঠলো সিনিয়র কর্মকর্তা। "অজ্ঞান হয়ে উনি রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাটছিলেন!"

"যা বলার স্পষ্ট করে বলুন, প্লিজ," এবার তাড়া দিলো স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট। "হেয়ালি করবেন না।"

ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে তাকালো নিশু, তারপর আদালতের চারপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিলো। যেনো শেষ ভেল্কি দেখাবে। "একদিক থেকে বলতে গেলে উনি সেরকম অবস্থায়ই ছিলেন।"

"কি!" অবিশ্বাসে বলে উঠলো জিআরও।

সুফিদের মামা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো তার দিকে। তবে গোলাম মওলাকে দেখে সায়েম বুঝতে পারলো সে এসব কথা শুনে অবাক হচ্ছে না, কেবল অধৈর্য হয়ে উঠছে।

"এসব কী বলতে চাচ্ছেন?" জিআরও যেনো মহাবিরক্ত। "আমি জোর দিয়ে বলতে চাই মিঃ সুফির পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হাতে পেলে দেখা যাবে উনি মোটেও অ্যালকোহল জাতীয় কোনো কিছু পান করেন নি। সুতরাং জ্ঞান হারিয়ে রাস্তায় পড়ে থাকার কোনো প্রশ্নই ওঠে না।"

"আমিও এ ব্যাপারে নিশ্চিত, ইওর অনার। আদনান সুফি এ-ঘটনার আগে মোটেও মদ্যপ ছিলেন না," আদালতকে বিস্মিত করে দিয়ে বললো নিশু।

অধৈর্য হয়ে বলে উঠলো সরকারপক্ষ, "আসামীপক্ষের উকিল আবারো হেয়ালি করছেন। একজন মানুষ যদি মদ্যপান না-ই করে থাকে তাহলে কী করে কাণ্ডজ্ঞান হারাবে?"

"দয়া করে আপনি সোজাসুজি বলবেন, কি বলতে চাচ্ছেন!" ম্যাজিস্ট্রেটও অধৈর্য হয়ে তাড়া দিলেন অবশেষে।

"ইওর অনার, আমি আসলে বলতে চাচ্ছি, মিঃ আদনান সুফি গাড়ির নীচে চাপা পড়ার আগেই নিহত হয়েছিলেন!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১২

মহাকাল-এর রিপোর্টার নাজমুল হাসান আদালতের বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানছে। এই অ্যাসাইনমেন্টটা তার জন্য খুবই পীড়াদায়ক একটি ব্যাপার। সুযোগ থাকলে আজকের অ্যাসাইনমেন্টটা নিতো না। কিন্তু সাংবাদিকতা পেশাটা এমনই ইচ্ছে না করলেও অনেক কাজ করতে হয়। আজ খুব সকালে চিফরিপোর্টার ফোন করে জানিয়ে দেয় সে যেনো অফিসে না এসে সরাসরি আদালতে চলে যায়। গতকাল রাতে তাদের সিনিয়র রিপোর্টার সায়েম মোহাইমেন গাড়ি চাপা দিয়ে এক হোমরাচোমরাকে মেরে ফেলেছে। ঘটনার পর পরই গ্রেফতার হয়েছে সে। আজকে তাকে কোর্টে তুলবে। পুরো ঘটনাটা রিপোর্ট করতে হবে তাকে।

খবরটা শুনে থ বনে গেছিলো নাজমুল। মোহাইমেন ভাই! জুনিয়র রিপোর্টার আর সাব-এডিটরদের প্রিয় বড়ভাই, যার কাছে দরকারে অদরকারে ছুটে যাওয়া যায়। বয়সের ব্যবধান থাকলেও যিনি বন্ধুর মতো মেশেন তাদের সাথে। এমন কোনো দুপুর পাওয়া যাবে না, মোহাইমেন ভাই অফিসে আছে অথচ কাউকে সঙ্গে না নিয়ে লাঞ্চ করেছে। জুনিয়ররা সবাই তক্কে তক্কে থাকে মোহাইমেন ভায়ের সাথে লাঞ্চ করার জন্য। তাদের অফিসে সবচাইতে শৌখিন আর দিলখোলা হিসেবে পরিচিত এই লোকটি আজ নিজেই অ্যাসাইনমেন্ট হয়ে গেছে আর সেটা কভার করতে হবে তাকে!

নাজমুল থাকে পুরনো ঢাকার হাটখোলায়, সেখান থেকে জনসন রোডের আদালতভবন হাটাদূরত্বে, সেজন্যেই চিফরিপোর্টার তাকে অ্যাসাইনমেন্টটা কভার করার দায়িত্ব দিয়েছে।

একটু আগে আদালতে এসে পৌঁছায় নাজমুল। তখনও ম্যাজিস্ট্রেট আসে নি। আদালত কক্ষের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দূর থেকে সে দেখেছে তার প্রিয় বড় ভাইটিকে। বিধ্বস্ত। বিপর্যস্ত। একেবারে ভেঙে পড়া একজন। মাথা নীচু করে ঝিম মেরে বসে আছে। চারপাশের কোলাহল আর চাঞ্চল্য থেকে নিজেকে গুটিয়ে রেখেছে শামুকের মতো।

দৃশ্যটা দেখে তার খুব খারাপ লাগে। সে আর ভেতরে ঢোকে নি, ফটোগ্রাফার মন্তাজকে রেখে চলে আসে বাইরে। পর পর দুটো সিগারেট শেষ করে তিন নাম্বারটা ধরিয়েছে একটু আগে। অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে সে চিন্তিত নয়। অন্য একটি পত্রিকার সাংবাদিক-বন্ধুর কাছ থেকে নোটগুলো টুকে নিয়ে

www.BanglaBook.org

একটা রিপোর্ট দাঁড় করিয়ে দিতে পারবে। পত্রিকার জগতে এরকম টুকলিফাইং হরহামেশা ঘটে। কেউ বুঝতেই পারবে না সশরীরে উপস্থিত না থেকে রিপোর্টটা করা হয়েছে।

নাজমুলের খুব চা খেতে ইচ্ছে করছে কিন্তু আশেপাশে কোথাও চায়ের স্টল নেই। অবশ্য আদালত থেকে বের হয়ে রাস্তা পার হলেই কয়েকটি রেস্টুরেন্ট পাওয়া যাবে, ওখানকার চা বেশ ভালো। চট করে গিয়ে এক কাপ মেরে আসা যায়। গেটের দিকে পা বাড়ালো নাজমুল।

"আরে, কই যান নাজমুল ভাই?" একটা ডাক শুনে থমকে দাঁড়ালো সে। পেছন ফিরে দেখে তাদের ফটোগ্রাফার মন্তাজ দৌড়ে আসছে তার দিকে।

"কি হয়েছে?" চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো নাজমুল।

"ঘটনা তো প্যাচ লাইগা গেছে!" উত্তেজিতভাবে বললো সে।

"মানে?"

"আরে জলদি কোর্টরুমে আসেন, ঘটনা পুরাই উল্টাইয়া দিছে।" নাজমুলের হাত ধরে বললো ফটোগ্রাফার। "ব্যাটা একখান জিনিস।"

"কার কথা বলছো?" বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলো সে।

"আরে ঐ পোলাটা, আমাগো মোহাইমেন ভায়ের উকিল। হে তো একটা মাল!"

নাজমুল ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রইলো। সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

"এইরকম ঘটনা না দেইখা আপনে বিড়ি টানতাছেন! জলদি আসেন।"

নাজমুলকে রীতিমতো হাত ধরে টেনে আদালত কক্ষের দিকে নিয়ে গেলো তার ফটোগ্রাফার।

*

আদালতের অবস্থা এখন মাছের বাজারের মতো! হৈহল্লা চলছে তো চলছেই, থামছে না। সিনেমার মতো হাতুড়ি পিটিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সবাইকে থামানোর কোনো চেষ্টাই করছেন না। তিনি দু'হাত এক করে থুতনীর নীচে দিয়ে মাছের বাজার অবলোকন করছেন। দেখে মনে হচ্ছে বেশ মজাই পাচ্ছেন কিন্তু বিচারকের আসনে বসে আছেন বলে সেটা প্রকাশ করতে পারছেন না। তার হয়ে কোর্ট দারোগাই সবাইকে শান্ত হতে বললো।

কয়েক মিনিট পর আদালত কক্ষ শান্ত হয়ে এলেও একটা গুঞ্জন ভাসতে লাগলো চারপাশে।

কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সায়েম অবিশ্বাসে চেয়ে আছে তার ছোকরা

www.BanglaBook.org

আইনজীবির দিকে। সে এখন গোলাম মণ্ডলার সাথে নীচুস্বরে কথা বলছে। চারপাশে হট্টগোল বাধিয়ে দিলেও ছোকরা একদম নির্বিকার।

এই ছেলে এসব কী বলছে! মাথা নষ্ট নাকি? মনে মনে বললো সায়েম। উকিল হলেই কি দিনকে রাত আর রাতকে দিন বানাতে হয়? এসব করে কি কোনো লাভ হবে?

"আদনান সুফি গাড়ির নীচে চাপা পড়ার আগেই মারা গেছেন?" আদালত কক্ষ কিছুটা শান্ত হয়ে এলে ম্যাজিস্ট্রেট বললেন।

"ইয়েস, ইওর অনার।"

জিআরও মাথা দোলাতে লাগলো। এই ছোকরার কাজকর্মে যারপরনাই বিরক্ত সে। নিজের রাগ আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না। "ইওর অনার, আসামীপক্ষের আইনজীবি কোত্থেকে এসব ফালতু কথা পেলেন আমি জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে এসব করে শুধু আদালতের সময়ই নষ্ট করা হচ্ছে না, আদালতে দাঁড়িয়ে তামাশাও করা হচ্ছে।"

ম্যাজিস্ট্রেট আপনমনে মাথা নেড়ে সায় দিয়ে ফেললেন। "এই তথ্যটা আপনি কোত্থেকে পেলেন?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি। "আপনার কাছে নিশ্চয় পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট নেই?"

গোলাম মণ্ডলার কাছ থেকে সরে এসে বললো নিশু, "এখনও পোস্টমের্টেমের রিপোর্ট হাতে পাই নি, ইওর অনার-"

"তাহলে আপনি এসব ফালতু কথা কোত্থেকে পেলেন?" কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললো কোর্ট-ইন্সপেক্টর। "রিপোর্ট পাবার পরই এ নিয়ে কথা বলবেন। এখন না। যথেষ্ট নাটক করেছেন। আদালতের মূল্যবান সময় নষ্ট করছেন আপনি।"

"আমি সেটাই করতে চেয়েছিলাম কিন্তু রিপোর্ট পেতে দু'একদিন অপেক্ষা করতে হবে, ইওর অনার।"

জিআরও দু'হাত ছড়িয়ে হতাশা প্রকাশ করলো। "এই ইয়াংম্যানের কথা আমি বুঝতে পারছি না, ইওর অনার। একটু আগে বললেন মি: আদনান সুফি নাকি গাড়িচাপা পড়ার আগেই মারা গেছিলেন, আবার বলছেন লাশের ময়নাতদন্ত এখনও হয় নি। তাহলে উনি কিভাবে জানলেন ভিক্টিম আগেই মারা গেছিলেন?"

ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও কিছুটা বিরক্ত। "পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট ছাড়া আপনি এ তথ্য কিভাবে পেলেন?"

"ইওর অনার, মেডিকেলের করোনারের কাছ থেকে আমি ভিক্টিমের সুরতহালের রিপোর্টটি সংগ্রহ করেছি একটু আগে-"

www.BanglaBook.org

"অবজেকশন, ইওর অনার!" জিআরও গর্জে উঠলো। "লাশের সুরতহাল রিপোর্ট করে পুলিশ। কোরোনার করবে পোস্টমর্টেম।"

মাথা নেড়ে সায় দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

"থানার পুলিশ যদি সুরতহাল করতে গিয়ে বড়সর ভুল করে তাহলে কি কোরোনার সেটা সংশোধন করবেন না?" বললো নিশু। "উনি কি উনার রিপোর্টে সেটার উল্লেখ করবেন না?"

"তা করবেন, কিন্তু সেটা উনি করবেন উনার নিজস্ব রিপোর্টে," জিআরও বললো।

"আমি সেই রিপোর্টের কথাই বলছি।"

"আপনি বলতে চাচ্ছেন উনি এরইমধ্যে রিপোর্ট তৈরি করে ফেলেছেন? এটা তো অসম্ভব!"

কোর্ট দারোগাকে হাত তুলে আশ্বস্ত করে ম্যাজিস্ট্রেটের দিকে ফিরলো নিশু। "ব্যাপারটা আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন, ইওর অনার, তাহলেই বুঝতে পারবেন।"

"প্রসিড," ম্যাজিস্ট্রেট ছোট্ট করে বললেন। মনে হলো তিনি ব্যাখ্যাটা শুনতে আগ্রহী।

"থ্যাঙ্কস, ইওর অনার।" নিশু তার টাইটা আবারো আলগা করে নিলো। আদালতের আবদ্ধ ঘরে শত শত লোকজনের ভীড়ে ভ্যাপ্‌সা গরম অনুভূত হচ্ছে। তার কপাল বেয়ে রীতিমতো ঘাম ঝরছে এখন। "কিছু কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো বোঝার জন্য লাশ কাটাছেড়া করার দরকার পড়ে না। যেমন হাত-পা ভাঙা, কাটা, অঙ্গহানি...এগুলো দৃশ্যমান। দেখেই বোঝা যায়। আদনান সুফির মৃতদেহে এরকম দৃশ্যমান কিছু ধরা পড়েছে যা পুলিশের তৈরি সুরতহাল রিপোর্টে উল্লেখ নেই। অথচ এই মামলার জন্য ওটা এতো বেশি গুরুত্বপূর্ণ যে এ মুহূর্তে বিষয়টা আদালতে উত্থাপন করা না হলে পুরো ঘটনা ভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়ে যাবে।"

ম্যাজিস্ট্রেটে এবং জিআরও আগ্রহী হয়ে উঠলো।

"আমি কি সেটা আদালতে দাখিল করবো, ইওর অনার?"

"ওকে, আপনি রিপোর্টটা দিন," ম্যাজিস্ট্রেট বললেন।

নিশু এ-ফোর সাইজের একটি কাগজ ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে তুলে দিলে তিনি কাগজের লেখার দিকে মনোযোগ দিলেন।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ রইলো আদালত কক্ষটি। সায়েমের দিকে তাকিয়ে আবারো চোখ টিপে দিলো নিশু, যেনো মজার কোনো ভেল্‌কি দেখাচ্ছে।

সায়েম মোহাইমেন হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো ছোকরা টাইপের উকিলের দিকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ম্যাজিস্ট্রেট রিপোর্টটা পড়তে গিয়ে বিস্মিত হতে শুরু করলেন। তার চোখ দুটো কুচকে এলো। "আপনার এই রিপোর্ট..." আস্তে করে বললেন তিনি, "মানে...এটা তো বলছে..."

বিচারকের ডায়াসের দিকে এগিয়ে গেলো তরুণ আইনজীবি। "জি, স্যার। কোরোনার নিশ্চিত করে বলেছেন। কাগজের নীচে উনার স্বাক্ষর আছে।"

ডায়াসের উপর রাখা রিডিংগ্লাসটা পরে নিলেন বিচারক, তারপর স্বাক্ষরটা দেখে মাথা নেড়ে সায় দিলেন।

সায়েম তাকালো ছটকুর দিকে। আশ্চর্যের ব্যাপার, ছোকরা আইনজীবির মতো সেও চোখ টিপে দিলো। বিস্ময়ের সীমা রইলো না তার। *এসব কী হচ্ছে?*

"ভিক্টিমের কজ অব ডেথ..." কাগজের দিকে তাকিয়েই বললেন ম্যাজিস্ট্রেট তারপর আবারো তাকালেন তরুণ আইনজীবির দিকে। তার বিস্ময় এখনও কাটে নি। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে তাকে আশ্বস্ত করলো নিশু।

আদালত কক্ষে এক ধরণের নীরবতা নেমে এলো এ সময়। যেনো জোর করে সবাই মুখ বন্ধ রাখছে প্রাইমারি রিপোর্টটা শোনার জন্য।

"উনার মাথায় গুলি করা হয়েছিলো!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৩

কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে সেলফোন থেকে গান শুনছে নিম্মি। সকালের পর দুপুরের আগে ঠিক এ সময়টা তার কাছে মোটেও ভালো লাগে না। পড়াশোনা শেষ করে চাকরির চেষ্টা করছে, বিসিএস দেবার প্রস্তুতি নিচ্ছে, এছাড়া আর কোনো ব্যস্ততা নেই। সারাটা দিন যেনো কাটতেই চায় না। গান শুনে, টিভি দেখে সময় কাটানোর চেষ্টা করে কিন্তু তাতে একঘেয়েমি দূর হয় না। আজকেও টিভি ছেড়ে দিয়ে ড্রইংরুমের সোফায় বসে ইয়ারফোনে গান শুনছে। অনেক সময় এ রকম মুহূর্তে মাকে রান্নার কাজে সাহায্য করে সময়টা পার করে, আজো সেটা করবে কিনা ভেবে দেখলো। থাক। আজ অনেক গরম পড়েছে। বৈশাখের মাঝামাঝি সময়। বাইরে চকচকে রোদ। এই গরমে রান্নাঘরে যাবার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

সায়েমকে ফোন করতে পারে কিন্তু সমস্যা একটাই–এ সময় তাকে জরুরি কোনো দরকার ছাড়া ফোন করা বারণ। একজন ব্যস্ত সাংবাদিক সে, মহাকাল-এর সিনিয়র রিপোর্টার। এ সময় প্রায়শই রিপোর্টিংয়ের কাজে বাইরে থাকে।

তারপরও নিম্মি কোল থেকে ফোনটা হাতে তুলে নিলো। একটা মিস্ কল দিয়ে দেখা যেতে পারে। সায়েম কাজে ব্যস্ত থাকলে কল-ব্যাক করবে না।

দুঃখিত, এ মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না, দয়া করে...

অপারেটরের রেকর্ড করা কণ্ঠ শুনে দারুণ অবাক হলো। সায়েমের ফোন বন্ধ! *অসম্ভব।* এটা হতেই পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে অন্য আরেকটা নাম্বারে ডায়াল করলো। সায়েমের এই দ্বিতীয় নাম্বারটা কেবল হাতেগোনা কয়েকজনের কাছে আছে। এই নাম্বারটাই নিম্মির সাথে রাত্রিকালীন আলাপে ব্যবহার করা হয়। নাম্বারটায় ডায়াল করে কানে ফোন চেপে রাখলো সে।

আবারো সেই যান্ত্রিক কণ্ঠটা সচল হয়ে উঠলে মুহূর্তেই অস্থির হয়ে উঠলো নিম্মি। তার মনে অজানা আশংকা জেঁকে বসলো। সময় নিলো না। সোফা থেকে উঠে নিজের ঘরে চলে গেলো। এ-মাথা থেকে ও-মাথা পায়চারি করে অস্থিরতাটা আরো বাড়িয়ে তুললো কেবল।

কোনো কারণে হয়তো ব্যাটারির চার্জ শেষ হয়ে গিয়ে থাকবে। কিংবা ফোনটা নষ্ট হয়ে গেছে? হতে পারে। নিজেকে প্রবোধ দিলো।

www.BanglaBook.org

নাকি সায়েমের খারাপ কিছু হয়েছে?

মাথা দুলিয়ে জানালার কাছে চলে গেলো। এই চিন্তাটা মাথার মধ্যে গেঁড়ে বসার আগেই ঝেড়ে ফেলতে হবে। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলো দশ-পনেরো মিনিট পর আবারো কল দেবে, কিন্তু এক মিনিটও অতিক্রান্ত হলো না, নিম্মির ফোনটা বেজে উঠলো। কলার আইডি দেখে নিরাশ হলো সে। ভেবেছিলো সায়েম হয়তো মিসকল অ্যালার্টের মেসেজ পেয়ে তাকে কল-ব্যাক করেছে।

"হ্যা, বল্," ছোটো ভাইকে বললো নিম্মি।

"আপু, তুমি টিভি দ্যাখো...সায়েম ভাই গতকাল রাতে গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করেছে!"

নিম্মি টের পেলো মুহূর্তে তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। "ক্-কি!? অবিশ্বাসে বললো সে।

*

আদালত কক্ষটি আবারো মাছের বাজার হয়ে উঠেছে। এর প্রধান কৃতিত্ব উপস্থিত পঁচিশ-ত্রিশজন সংবাদকর্মী। চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট যথারীতি দু'হাত থুতনীর নীচে দিয়ে বাজার দর্শন করছেন আর সামনে রাখা কোরোনারের স্বাক্ষরিত কাগজের দিকে চোখ পিট পিট করে তাকাচ্ছেন।

জিআরও কথা বলতে চাইলেও হট্টগোলের মধ্যে ঠিকমতো শোনা যাবে না বলে নিজেকে বিরত রাখছে। পুরো দশ মিনিট পর মাছের বাজারটা আবার আদালত হয়ে ওঠার পর ম্যাজিস্ট্রেট হাফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সায়েম কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে পাথরের মতো জমে আছে। তার মাথায় কিছুই ঢুকছে না। নতুন একটা ভয় জেঁকে বসেছে তার মধ্যে। এই ছোকরা আইনজীবি যে গল্প ফেঁদেছে সেটা তাকে আরো বেশি ভয়াবহ বিপদের দিকে ঠেলে দেবে। অ্যাকসিডেন্ট থেকে খুন! ভিক্টিমের মাথায় গুলি করা হয়েছে! এখন তো বলা হবে, গুলিটা আর কেউ নয় সায়েমই করেছে। গোলাম মওলার দিকে তাকালো সে। ছোকরা আইনজীবির সাথে কানাকানি করছে এখনও। তাদের চোখেমুখে চিন্তার কোনো ছাপ দেখতে পাচ্ছে না।

ম্যাজিস্ট্রেট সায়েমের আইনজীবির দিকে তাকিয়ে বললেন, "কোরোনারের রিপোর্ট ভ্যারিফিকেশন করা দরকার। আই মিন এটার অথেনটিকেশন..." কাগজের দিকে ইশারা করে বললেন, "এই কোরোনার কি আদালতে আসতে পারবেন?"

www.BanglaBook.org

"ইয়েস ইওর অনার," ছোকরা এমনভাবে বললো যেনো এটার জন্য মুখিয়ে ছিলো। প্রস্তাবটা শোনামাত্র লুফে নিলো সে।

"তাহলে তাকে ডাকুন।"

আদালত কক্ষের একেবারে পেছনের বেঞ্চের দিকে তাকিয়ে কাউকে ইশারা করলো নিশু। চশমা পরা এক ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালো। লোকজনের ভীড় ঠেলে সামনে আসতে বেগ পেলো সে।

"ইওর অনার, ইনি হচ্ছেন ডাক্তার মারুফ হাসান," নিশু পরিচয় দিয়ে বললো। "ঢাকা মেডিকেলের কোরোনার। আপনার কাছে যে প্রাইমারি রিপোর্টটা দিয়েছি ওটাতে উনারই স্বাক্ষর রয়েছে।"

ডাক্তার মারুফ সায়েমের বিপরীতে যে কাঠগড়াটা আছে সেখানে গিয়ে দাঁড়ালো। 'যাহা বলিব সত্য বলিব' জাতীয় কোনো রেওয়াজের বালাই নেই।

"আপনি রিপোর্টে যা বলেছেন সেটা কি সত্যি?" সময় নষ্ট না করেই কোরোনারকে জিজ্ঞেস করলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

"জি, স্যার। ভিক্টিমের মাথায় গুলি করা হয়েছে।" একটু ঢোক গিলে আবার বলতে শুরু করলো ডাক্তার। "লাশটা দেখার পর পুলিশের মতো আমিও বুঝতে পারি নি, তার কারণ মাথায় আর মুখে প্রচুর রক্ত লেগে ছিলো। গুলিটা অ্যাকসেস করেছে মাথার পেছনে ডান দিকে, ডান কানের ঠিক দু'ইঞ্চি উপরে, ঘন চুলের কারণে হোলটা চোখে পড়ে নি। তবে আমি বুঝতে পেরেছিলাম সেখান থেকে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। চাকচাক রক্ত জমেছিলো জায়গাটায়। আমি ভেবেছিলাম হেড-ইনজুরি। গাড়ি অ্যাকসিডেন্টে এরকম হয়ে থাকে। ভিক্টিম হয়তো গাড়ির আঘাতে রাস্তায় ছিটকে পড়ার সময় মাথায় চোট পেয়ে থাকবে কিংবা সরাসরি গাড়ির আঘাতেও এটা হতে পারে।" ডাক্তার মারুফ থেমে গেলো।

"বলুন?" তাড়া দিলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

"আমি জায়গাটা পরিস্কার করে ইনজুরিটা পরখ করতে গিয়ে দেখি স্কাল্‌পে একটা ছিদ্র। অভিজ্ঞতা থেকে জানি সাধারণত এরকম ছিদ্র বুলেটের কারণে হয়ে থাকে–"

"ছিদ্র তো আঘাতের কারণেও হয়ে থাকতে পারে," চট করে বলে উঠলো জিআরও। "গাড়ির আঘাতে রাস্তায় পড়ে যাবার সময় কোনো ধারালো কিছুর সাথে হয়তো বাড়ি লেগেছে?"

ম্যাজিস্ট্রেট মাথা নেড়ে সায় দিলেন। "আপনি তো নিশ্চিত করে বলতে পারেন না ওটা বুলেটের জন্যেই হয়েছে?"

www.BanglaBook.org

মাথা দোলালো ডাক্তার মারুফ। "তা ঠিক, স্যার। শুধু ফুটো দেখে নিশ্চিত করে বলা যায় না ওটা গুলির কারণেই হয়েছে।"

মনে হলো ম্যাজিস্ট্রেট একটু বিরক্ত হলেন। "এভাবে অনুমাণের উপর নির্ভর করে আপনি তো কোনো প্রাইমারি রিপোর্ট দিতে পারেন না, ডাক্তার।"

"ইওর অনার, আমার স্বাক্ষী শুধুমাত্র অনুমান করে এই রিপোর্ট দেন নি, উনার কাছে আরো প্রমাণ আছে," নিশু বললো।

"কি প্রমাণ আছে"? সঙ্গে সঙ্গে জানতে চাইলেন বিচারক।

নিশু তাড়া দিলো ডাক্তারকে।

গলা খাকারি দিয়ে ডা: মারুফ বললো, "স্যার, বুলেটটা এখনও ভিক্টিমের মাথার ভেতরেই আছে!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৪

সাংবাদিকদের ছেলেমানুষী আচরণ দেখে ম্যাজিস্ট্রেট স্তম্ভিত। আদালত কক্ষের ভেতরে যেনো হুমরি খেয়ে পড়বে তারা। পারে তো এক্ষুণি ডাক্তারকে ঘিরে ধরে। একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ চাই-ই চাই। কে কার আগে সেটা করতে পারবে এ নিয়ে প্রতিযোগীতা। অবশ্য এ কাজে বেশি পারফর্মেন্স দেখাচ্ছে টিভি চ্যানেলগুলো। তাদের আগ্রাসী আচরণের সামনে প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকেরা অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে গজগজ করছে।

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা সায়েম কিছুই বুঝতে পারছে না। সে শুধু চারপাশের হট্টগোল দেখে যাচ্ছে। এখন তার ছোকরা আইনজীবি আর গোলাম মওলা পাশাপাশি বসে চাপাস্বরে কী নিয়ে যেনো কথা বলছে। তাদের পাশে বসে আছে ডাক্তার মারুফ।

ভিক্টিমের মামা অবিশ্বাসে চেয়ে আছে। নির্বিকার ভঙ্গিতে বসে বসে সব দেখছে জিআরও।

একটু আগে ম্যাজিস্ট্রেট আর জিআরও'র প্রশ্নের জবাবে ডাক্তার মারুফ হাসান দৃঢ়ভাবে জানিয়েছে ভিক্টিমের মাথায় যে একটা গুলি বিদ্ধ হয়ে আছে সেটা এক্সরে করে নিশ্চিত হয়েছে সে। পোস্টমর্টেম করলে বুলেটটা আলামত হিসেবে সংরক্ষণ করা হবে। ডাক্তার আরো জানিয়েছে, সে নিশ্চিত, গাড়ির নীচে চাপা পড়ার আগেই মৃত্যু হয়েছে ভিক্টিমের। এটা বোঝা গেছে লাশের শরীরে আঘাতের ধরণ দেখে। জ্বলজ্যান্ত মানুষ আর নিশ্চল-নিথর মৃতদেহের উপর দিয়ে গাড়ি চলে গেলে আঘাতের প্যাটার্ন ভিন্ন ভিন্ন রকম হয়।

ম্যাজিস্ট্রেট তাকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করতে বললে সে জানায়, ভিক্টিমের বুকের উপর দিয়ে গাড়ির বাম দিকের দুটো চাকা চলে যাওয়ায় বেশ কয়েকটি পাঁজরের হাঁড় ভেঙ্গে গেছে তবে হাতে-পায়ে তেমন কোনো আঘাতের চিহ্ন নেই। এটা অস্বাভাবিক। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় মানুষের হাত-পা এক ধরণের প্রতিক্রিয়া দেখায়, নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করে ফলে হাতে-পায়ে আঘাতের চিহ্ন থাকা স্বাভাবিক।

সব শুনে ম্যাজিস্ট্রেট এবং সরকারপক্ষ চুপ মেরে যায়, আর তারপর পরই শুরু হয় সাংবাদিকদের হট্টগোল।

"বুলেটটা মাথার ভেতরেই আছে?" আদালতের হট্টগোলের মধ্যে অনেকটা স্বগতোক্তি করেই দ্বিতীয়বারের মতো বলে উঠলেন ম্যাজিস্ট্রেট।

www.BanglaBook.org

"স্যার," আদালতের হট্টগোলের মধ্যেই নিশু বলতে শুরু করলো, "স্যার, প্রথমে যেমনটি ভাবা হয়েছিলো, মানে আমার ক্লায়েন্টের গাড়ির নীচে পড়ে ভিক্টিম মারা গেছেন, এখন কিন্তু দেখা যাচ্ছে অন্য একটা ইঙ্গিত পাচ্ছি আমরা।"

নিশু একটু থেমে আদালতের চারপাশে তাকিয়ে দু'হাত তুলে সবাইকে শান্ত হবার ইশারা করলো। তবে ছোকরা আইনজীবিকে কেউ পাত্তা দিলো না। এটা দেখে ম্যাজিস্ট্রেট প্রথমবারের মতো হাতুড়ি তুলে পর পর দুটো বাড়ি মারলেন।

"অর্ডার! অর্ডার!" কিছুটা মিইয়ে এলো হট্টগোল। "আপনি কিসের ইঙ্গিত পাচ্ছেন?" জানতে চাইলেন তিনি।

"আমার কাছে ব্যাপারটা খুব পরিস্কার," বললো সায়েমের আইনজীবি। "ভিক্টিম যে গাড়িটা চালিয়ে এয়ারপোর্টে গেছিলেন সেটা লাপাত্তা। এদিকে উনার মাথায় একটা বুলেট বিদ্ধ হয়ে আছে। তাছাড়া আমি আগেই বলেছি, অতো রাতে উনার মতো একজন ব্যক্তি এয়ারপোর্ট রোডে ঘোরাঘুরি করবেন এটা একেবারেই অস্বাভাবিক। এই ব্যাপারগুলো এক করলে আমার মনে হয় এটা কোনো গাড়ি ছিনতাইচক্রেরই কাজ। তারা ভিক্টিমের গাড়িটা ছিনতাই করেছে। আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, মানিব্যাগ, মোবাইলফোনসহ আরো কিছু জিনিস লাশের সাথে পাওয়া যায় নি। এটাও প্রমাণ করে ঘটনাটা ছিনতাইকারীদের কাজ।"

আদনান সুফির মামা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে আছে ডাক্তার আর নিশুর দিকে। সে জানতো দায়িত্বজ্ঞানহীন এক গাড়িচালকের অবহেলায় তাদের ভাগনে অকালে প্রাণ হারিয়েছে, কিন্তু এখন জানতে পারছে আদরের ছেলেটিকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে! বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আছে মামা।

"ভিক্টিম হয়তো ছিনতাইকারীদের বাধা দিয়েছিলো তাই তারা গুলি করে তাকে রাস্তায় ফেলে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। আর ঠিক তখনই আমার ক্লায়েন্ট দুভার্গ্যজনকভাবে, মানে বুঝতেই পারছেন, স্যার..."

ম্যাজিস্ট্রেট মাথা নেড়ে সায় দিয়ে জিআরও'র দিকে তাকালেন। যেনো বলতে চাইলেন 'আপনি কিছু বলবেন?'

একান্ত অনিচ্ছায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো অভিজ্ঞ কর্মকর্তা। "ডাক্তার মারুফ," আস্তে করে বললো জিআরও, "আপনি যা বলছেন সেটা যদি সত্যি হয়ে থাকে তাহলে আমার কিছু বলার নেই। আশা করি পুলিশী তদন্তে সবটা বেরিয়ে আসবে।"

www.BanglaBook.org

"তাহলে আপনি ডাক্তারকে কোনো কিছু জিজ্ঞেস করবেন না?"

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো কোর্ট ইন্সপেক্টর।

"ইওর অনার, সবকিছু বিবেচনা করলে আমার ক্লায়েন্ট অবশ্যই জামিন পায়। এই কেসটার তদন্তের সুবিধার্থেই এটা করা উচিত। নইলে মৃত আদনান সুফির মতো একজন তরুণের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ডটি নিছক গাড়িদুর্ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যাবে। আড়ালে চলে যাবে সত্যিকারের অপরাধীরা।"

ম্যাজিস্ট্রেট চুপচাপ শুনে যাচ্ছেন।

"আমার ক্লায়েন্ট এখানে নিছক ঘটনাচক্রে ফেঁসে গেছেন। এ ব্যাপারে কোনো দ্বিমত থাকতে পারে না, ইওর অনার।"

একটু দূর থেকে গোলাম মওলা বুকভর্তি বাতাস ছেড়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। সে বুঝতে পারছে, সায়েমের জামিন হয়ে যাবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৫

দুপুরের খাবার না খেয়ে বিছানায় শুয়ে আছে আজমত। তার এখন গোসল করা উচিত, হাতে-পায়ে কবরস্তানের মাটি লেগে রয়েছে। মুরুব্বিরা বলে কবরস্তানের মাটি নিয়ে ঘরে ঢোকা ভালো না, ধুয়েমুছে সাফ-সুতরো হতে হয় কিন্তু আজমত সেটা না করেই বিছানায় এসে চুপচাপ শুয়ে পড়েছে।

গতকাল মাঝরাতের দিকে তার বাবা এ পৃথিবীর সমস্ত লেনদেন চুকিয়ে চলে গেছে অজানার দেশে। একদিক থেকে ভালোই হয়েছে সেটা। প্রায় মাসখানেক ধরে বিছানায় পড়ে পড়ে শ্বাসকষ্টে ভুগছিলো। ডাক্তার বলে দিয়েছিলো ট্রিটমেন্ট করে কোনো লাভ হবে না, তার বাপের ফুসফুস অনেক আগেই নিম্নমানের তামাকের কারণে নষ্ট হয়ে গেছিলো। তার উপর গত মাসে ব্রেইনস্ট্রোকের পর থেকে বেচারা বিছানা থেকে আর উঠতে পারে নি। আজমতের নিকটাত্মীয়েরা দোয়া করতে শুরু করে দিয়েছিলো তার বুড়ো বাপ যেনো খুব বেশি কষ্ট ভোগ না করে। মনে হচ্ছে তাদের দোয়া কাজে লেগেছে।

গ্রামের বাড়িতে আসার আগেই বুঝে গেছিলো তাকে খবর দেয়া হয়েছে বাপের শেষসময়ে উপস্থিত থাকার জন্য। তিন-চারদিন ধরেই আত্মীয়-স্বজনেরা তাকে তাড়া দিচ্ছিলো বাড়িতে আসার জন্য কিন্তু বড় একটা কাজ হাতে ছিলো, সেটা শেষ না করে চলে আসার কোনো উপায় ছিলো না।

তাদের বিশাল বাড়িটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে এখন। মৃতের বাড়ি হলো শোকের বাড়ি। বাপ মারা যাওয়ার পর থেকে তাদের বিশাল বাড়িটা খা-খা করছে। যেসব নিকটাত্মীয় বুক ফাটিয়ে কান্নাকাটি করেছে তারা ক্লান্ত হয়ে ঘুমাচ্ছে নয়তো ফিরে গেছে যার যার বাড়িতে।

আজমত জানে তার গ্রামের অনেক লোক আর আত্মীয়স্বজন নিজের বাপ মরলে যতোটুকু কেঁদেছিলো আজ সকালে তার বাপের জন্য তারচেয়ে বেশি কেঁদেছে। এজন্যে তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না। ওরা সবাই আজমতের কাছ থেকে কিছু সুবিধা চায়। ক্ষমতাবান লোকজনের সুনজরে পড়তে কে না চায়? গ্রামের এসব মানুষকে উপকার করার ক্ষমতা আজমতের আছে। এটা কারো অজানা নয়, আজমত এমন একজনের ডানহাত যার রয়েছে বিশাল ক্ষমতা।

যে ঘরে শুয়ে আছে সেটা বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। দরজা-জানালা সব বন্ধ। এই ঘরটা ছিলো তার দাদার। একটু বড় হবার পর এ-ঘরেই অন্য দুই বড়ভায়ের সাথে থাকতো সে। এখন বাড়িতে এলে এ-ঘরেই থাকে।

www.BanglaBook.org

অনিচ্ছায় বিছানায় উঠে বসলো সে। গোসল না করলেও হাত-পা ধুয়ে আসা উচিত। কবরস্তানের কাদামাটি নিয়ে শুয়ে থাকতে আর ইচ্ছে করছে না। বিছানা থেকে নামার আগেই দেখতে পেলো বালিশের পাশে রাখা মোবাইলফোনটার ডিসপ্লে জ্বলছে। তার ফোন দিনের বেশিরভাগ সময়েই সাইলেন্সে থাকে। গতরাতে বাপ মারা যাবার পর হাতেগোনা কয়েজনকে ফোন করে খবরটা জানিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলো। কবরস্তান থেকে আসার পথে ফোনটা আবার চালু করে। এ মুহূর্তে কোনো কল রিসিভ করতে ইচ্ছে না করলেও ডিসপ্লের নাম্বারটা দেখে ভুরু কুচকে ফেললো সে।

"তুমি?" কিছুটা বিরক্তি নিয়েই বললো।

"স্লামালেকুম ভাই, কেমন আছেন?" ওপাশ থেকে একজন বলে উঠলো বিগলিত কণ্ঠে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য আজমতের মনে হলো এই হারামজাদা তার বাবার মৃত্যুর খবর জেনে তাকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ফোন দিয়েছে কিনা, পরক্ষণেই বুঝতে পারলো এটা অসম্ভব। তার বাবার মৃত্যুসংবাদ এই লোক কিভাবে জানতে পারবে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো তার। এই জঘন্য লোকটার দুঃসাহসের কোনো তুলনাই চলে না। "আমারে ফোন দিছো ক্যান?"

"ভাই, রাগ করবেন না, বিপদে পড়ে ফোন দিয়েছি। আপনি কি ব্যস্ত? আমি কি পরে ফোন দিবো?" খুবই বিনয়ী আর নরমকণ্ঠে বললো ওপাশ থেকে।

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো আজমত। এই তুচ্ছ লোকটা সব কিছু বরবাদ করে দিচ্ছিলো আরেকটুর জন্য। তবে একে বেশি ঘাটানো ঠিক হবে না। হাতি গর্তে পড়লে চামচিকার লাথিও হজম করে।

"না, না। পরে ফোন দেওনের দরকার নাই। কি কইবা জলদি কও।"

"ইয়ে মানে, খুব বড় একটা বিপদে পড়ে গেছি, ভাই। কিভাবে যে কথাটা বলি...হঠাৎ করে এরকম একটা বিপদে না পড়লে–"

"ধানাই পানাই না কইরা জলদি কও। বেশি কথা শুনতে ইচ্ছা করতাছে না।"

"ইয়ে মানে আমার কিছু টাকার দরকার," কাচুমাচু হয়ে বললো ওপাশ থেকে।

"ট্যাকার দরকার?" এরকম একজন লোক তার কাছ থেকে টাকা চাইছে বলে আজমত অবাক হলো না, সে অবাক হলো অন্য কারণে। *শালায় আমারে ফাপড় দিতাছে!*

"না, মানে কিছু টাকা যদি ধার দিতেন খুব উপকার হতো। বিশ্বাস করেন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বিরাট বড় একটা বিপদে না পড়লে–"

"কতো ট্যাকা?" লোকটার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে উঠলো সে। রাগে রীতিমতো কাঁপছে।

"এই ধরেন বেশি না, খুব অল্প দিলেই হবে।" কণ্ঠটি খুবই নরম আর অনুগ্রাহী।

"কতো?" দাঁতে দাঁত পিষে বললো আজমত।

ফোনের ওপাশ থেকে পরিষ্কার ঢোক গেলার শব্দ শোনা গেলো। "দশ হাজার?"

গভীর করে আরেকবার নিঃশ্বাস নিয়ে চোখ বন্ধ করলো সে। "ঠিক আছে। কাইল দুপুরে পাইবা। আমি এখন ঢাকার বাইরে আছি।"

"ঠিক আছে, কোনো সমস্যা নেই। কাল-পরশুর মধ্যে দিলেও হবে।"

"তুমি আমারে ফোন দিবা না, আমি ফোন দিয়া বইলা দিমুনে কোন্‌খানে আসতে হইবো। ঠিক আছে?"

"জি, ভাই। ঠিক আছে।"

"আচ্ছা, রাখি।"

"ভাই কি আমার উপরে রাগ করেছেন?" আরো বিগলিত হয়ে জানতে চাইলো ওপাশ থেকে।

"না।" কাটাকাটাভাবে বললো আজমত। কলটা কেটে দিয়ে বার কয়েক গভীর করে দম নিয়ে নিলো সে। *শালার ব্ল্যাকমেইলার!*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৬

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে যাচ্ছে তাহিতি এখনও লাঞ্চ করে নি। মেয়ের কারণে মাও না খেয়ে বসে আছে, যদিও গ্যাস্ট্রিকের ভীষণ সমস্যা আছে তার। একটু আগে তাহিতি তার ছোটোভায়ের সাথে ফোনে কথা বলার পর থেকে সুস্থির হয়ে হুইলচেয়ারটা নিয়ে নিজের ঘরের জানালার সামনে বসে আছে। মাকে যে খেয়ে নেবার জন্য তাড়া দেবে সে খেয়াল তার নেই।

মা একটু পর পর উঁকি মেরে দেখছেন মেয়ের কী অবস্থা। নিশুর সাথে ফোনে কথা বলার পর থেকে তার মেয়ের মধ্য থেকে যে অস্থিরতা উধাও হয়ে গেছে এটা তিনি বুঝতে পারছেন কিন্তু দুপুরের খাবার না খাওয়ার কারণটা এখনও ধরতে পারেন নি। শখ করে বললো গরুর মাংসের ভুনা রান্না করতে অথচ সে খাবার মুখে দেবার নাম নেই। তাহিতির মা জানেন তার মেয়ে নিশুর জন্য অপেক্ষা করছে না। খুব কম সময়ই আছে যখন নিশু আর তাহিতি একসাথে খাবার খায়। তাদের দুই ভাই-বোনের খাওয়ার সময় একেবারেই আলাদা। তাহিতি যেখানে দুটোর আগে লাঞ্চ সারে নিশু সেখানে তিনটার পর। তাদের মা-মেয়ের রাতের খাবার নয়টা-দশটার মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। নিশুরটা কখন শেষ হয় কে জানে। সম্ভবত কখনও কখনও রাত দুটা-তিনটার পরও সে ডিনার করে। তার ঘরে অবশ্য খাবার দেয়া হয় দশটার পর পরই। সকালে দেখা যায় প্লেটগুলো খালি তবে সেটা কখন খালি হয়েছে কেউ বলতে পারবে না।

"মনে হচ্ছে নিশু বাইরে থেকেই খেয়ে আসবে," দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন তাহিতির মা। "তুই খেয়ে নে। অনেক দেরি হয়ে গেছে।"

জানালার সামনে থেকে ফিরে তাকালো তাহিতি। "না, ওরা এসে পড়বে। তুমি খাবার রেডি করো।"

ওরা? তাহিতির মা বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলেন মেয়ের দিকে। "ওরা আবার কারা?" সাহস করে বলেই ফেললেন তিনি।

কথাটা শুনে একটু বিব্রত হলো তাহিতি। যেনো লজ্জাও পেলো কিছুটা। "ইয়ে মানে...মওলা আসছে..."

মা ভিরমি খেলেন। ভুল শুনছে না তো? *মওলা আসবে!* কয়েক সেকেন্ড দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে চুপচাপ রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ালেন মেয়ের সামনে নিজের খুশিখুশি ভাবটা লুকাতে পারবেন না বলে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহিতি আবারো জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইলো। একটু পর কিভাবে নিজের অভিব্যক্তি লুকিয়ে স্বাভাবিক ব্যবহার করবে সেটা নিয়ে যে খুব বেশি চিন্তিত তা নয়, তবে ব্যাপারটা নিয়ে বেশ কয়েকবার ভেবে দেখেছে। নিজেকে বার বার বলেছে, সব ভুলে একেবারে স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে। যেনো কোনো কিছুই ঘটে নি।

কলিংবেলে বিটোফেনের *ফার-এলিস* বেজে উঠতেই চমকে তাকালো পেছনে। অনেকটা আনমনেই হুইলচেয়ারটা নিয়ে চলে গেলো মেইনগেটের দিকে।

তাহিতির মা ততোক্ষণে দরজা খুলে দিয়েছেন। ভেতরে ঢুকেছে নিশু আর মণ্ডলা। নিশুর চোখেমুখে আনন্দ, তবে মণ্ডলার চেহারায় বিব্রত একটি ভাব। তাহিতির মাকে সালাম দিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করতেই থমকে গেলো সে।

"তোমাদের এতো দেরি হলো কেন?" হুইলচেয়ারে বসা তাহিতি বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠেই জিজ্ঞেস করলো।

"কোর্ট থেকে জেলখানায় যেতে হয়েছিলো, আপু," জবাব দিলো নিশু। "সেখানেই দেরি হলো। জামিনের কাগজপত্র পৌছাতে দেরি করেছে।"

"সায়েমকে নিয়ে এলে না কেন?" এবার সরাসরি মণ্ডলাকে প্রশ্নটা করলো সে।

"বেচারার উপর দিয়ে যা গেছে...বললো বাসায় গিয়ে গোসল করে ঘুমাবে। ওর একটু বিশ্রামের দরকার আছে," আস্তে করে বললো মণ্ডলা।

তাহিতির মা চুপচাপ পাশের ঘরে চলে গেলে নিশু কয়েক মুহূর্ত বোন আর মণ্ডলার দিকে তাকিয়ে মায়ের পথ অনুসরণ করলো।

লিভিংরুমের মাঝখানে হুইলচেয়ারের সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো মণ্ডলা। তারা দু'জন কোনো কথা বললো না কয়েক সেকেন্ড।

"কেমন আছো?" নীরবতা ভাঙলো তাহিতি।

*

জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে একদল সাংবাদিকের খপ্পরে পড়েছিলো সায়েম। এদের বেশিরভাগই তার সহকর্মী, সাংবাদিকবন্ধু এবং প্রেসক্লাবকেন্দ্রীক বিভিন্ন মিডিয়ার কর্মী।

এখন নিজের বিছানায় সটান হয়ে শুয়ে আছে। সাংবাদিক-সহকর্মী আর বন্ধুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে সোজা চলে এসেছে বাড়িতে। তারপর গোসল সেরে বিছানায়। ছটকুর সাথে গাড়িতে করে আসার সময় তিনটি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্যান্ডউইচ আর কোক খেয়েছে। তার বন্ধু মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে ওগুলো কিনেছিলো। প্রচণ্ড খিদের কারণে সবগুলো এক এক করে খেয়ে নিয়েছে সায়েম।

আহ্, কী একটা দিন গেলো তার! চোখ বন্ধ করে ভাবলো। যেভাবে আচমকা পতন তেমনি হুট করে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিয়ে উত্থান। গাড়ি কিনে প্রথম দিন চালাতে গিয়েই একজন মানুষকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলা! সেই মানুষটা আবার যে সে নয়, এ সমাজের সবচাইতে ক্ষমতাবানদের একজন। তারপর যখন মনে করতে শুরু করেছিলো সব আশা তিরোহিত হয়ে গেছে তখনই নাটকীয়ভাবে ঘটনা মোড় নিলো অন্যদিকে।

তার ছোকরা আইনজীবি নিশু দারুণ দেখিয়েছে। সিনেমাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে গল্পটা। ইতিমধ্যেই পুরো দেশে তোলপাড় সৃষ্টি করেছে এই সংবাদ। অবশ্য সে নিশ্চিত, তাকে ছাপিয়ে এখন ভিক্টিম আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডটিই বেশি গুরুত্ব পাবে। এ ঘটনায় যে সে ঘটনাচক্রে ফেঁসে যাচ্ছিলো সেটাও উল্লেখ থাকবে। ভিক্টিমের ছবির সাথে তার ছবিও দেবে কিছু পত্রিকা আর টিভি চ্যানেল। সে ঠিক করলো আগামী দু'দিন ঘর থেকে বের হবে না। শুধু তার পত্রিকার সম্পাদক আর চিফরিপোর্টারের সাথে ফোনে কথা বলে ফোন অফ করে রাখবে। এখনও সেটা অফ করা আছে। গাড়িতে করে আসার সময় একশ'টা কল পেয়েছে, বেশিরভাগই বিভিন্ন টিভি-চ্যানেল আর পত্রিকা থেকে। সবাই তার ইন্টারভিউ নিতে চায়। 'এরকম একটি ঘটনা ঘটে গেলো...আপনার অনুভূতি কি?'–এই টাইপের বালখিল্য প্রশ্ন করে তাকে জর্জরিত করবে আর কি।

আজ আরেকটা ঘটনা ঘটেছে। নিজে সাংবাদিক হয়ে সাংবাদিকদের অত্যাচারেই ফোনটা অফ করতে বাধ্য হয়েছে সে। এটা অবশ্য নাটকীয় নয়, নিয়তির নির্মম পরিহাস!

একটা কথা মনে পড়তেই হঠাৎ বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে বসলো সায়েম।

নিম্মি!

এই মেয়েটার কথা বেমালুম ভুলে আছে। প্রেমিকা বহু দূরে থাকলে বোধহয় এমনই হয়!

বেডসাইড টেবিলের উপর থেকে মোবাইলফোনটা হাতে নিয়ে পাওয়ার অন করে দিলো। তার উচিত ছিলো সবার আগে নিম্মিকে ফোন করা। মেয়েটা নিশ্চয় টেনশনে মরে যাচ্ছে। নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো তার। দ্রুত

www.BanglaBook.org

ডায়াল করে কানে চেপে ধরলো ফোনটা। মাত্র দু'বার রিং হতেই কলটা রিসিভ করা হলো।

"হ্যালো!" যেনো চিৎকার আর কান্নার মিশ্রণে একটি কণ্ঠ। আর সেটা নিম্মিরই। "সায়েম?!"

"খুব চিন্তায় পড়ে গেছিলে?" একটু হেসেই বললো সে।

"তুমি এতোক্ষণ পর কেন ফোন করলে?!" কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললো নিম্মি তারপরই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না।

সায়েম যতোই বলছে "প্লিজ কেঁদো না" কান্নার তোড় যেনো ততোই বেড়ে যাচ্ছে। তবে এটা দুঃখের কান্না নয়। সায়েম এক পর্যায়ে শুধু বলতে লাগলো, "আরে পাগলি...কান্না থামাও! তোমার বাসার লোকজন কী বলবে? প্লিজ! কথা বলো। নিম্মি...নিম্মি!"

সায়েম অসহায়ের মতো বলে গেলো। তার খুব ইচ্ছে হলো এক্ষুণি ছুটে গিয়ে দু'হাতে মেয়েটার মুখ ধরে চোখের জল মুছে দিতে কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে ভৌগলিক দূরত্ব কয়েক শ' মাইল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৭

দু'জনের মধ্যে দূরত্ব বলতে মাত্র এক হাত কিন্তু মওলা জানে আসল দূরত্ব কয়েক শ' মাইল। এই দূরত্ব একদিনে হুট করেই সৃষ্টি হয়েছে। আর এজন্যে সে নিজে মোটেও দায়ি নয়।

আজ থেকে ছয়মাস আগে ঠিক এই ঘরেই তাদের দূরত্ব তৈরি হয়েছিলো। বলা ভালো তাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্কটা হোচট খেয়েছিলো সেদিন।

এখন যেভাবে তাহিতির বিছানায় বসে আছে সে, আর তার ঠিক সামনে, মাত্র এক হাত দূরে হুইলচেয়ারটা আছে, সেদিনও এমন ছিলো। তবে পার্থক্য হলো, ওই দিনটায় সরব ছিলো তাহিতি, আর চুপচাপ শুনে গেছিলো মওলা। জঘন্য সেদিনটায় প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি পড়ছিলো।

ছয় মাস আগের ঘটনা। দিনাজপুর থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই ঢাকায় ছুটে আসতো মওলা। তাদের দু'জনের সম্পর্কটার পরিণতি দরকার। বয়স তো আর কম হলো না। চাকরিতে অনেক আগেই থিতু হয়েছে সে, এখন বিয়েটা করে ফেলাই ভালো। তাহিতির মাকে যখন বললো তখন খুশিতে নিজের অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। নিশুও খুশি হয়েছিলো। এরকম পরিস্থিতিতে বেঁকে বসলো তাহিতি। কেন তার সাথে আগে কথা না বলে তার মায়ের সাথে এ নিয়ে কথা বলেছে–সে কৈফিয়ত জানতে চাইলো তার কাছে। মওলা বেশ শান্তকণ্ঠে বোঝাতে গেছিলো, কোনোরকম তর্কে যায় নি। সে জানতো তাহিতির সাথে তর্ক করে জেতা যায় না। এটা তো আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিবেটিং প্রতিযোগীতা নয়–কিছু বিচারক থাকবে, তারা নানা দিক বিবেচনা করে একজনকে জয়ি ঘোষণা করবে!

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তাহিতি দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলো সে বিয়ে করবে না। কারোর করুণা নিয়ে সে বেঁচে থাকতে চায় না।

করুণা!? যারপরনাই কষ্ট পেয়েছিলো মওলা। তাহিতিকে কোনোভাবেই বোঝাতে পারে নি সে তাকে কতোটা ভালোবাসে। মেয়েটা তার এই অনুভূতি বুঝতে পারে নি। সে ধরেই নিয়েছিলো মওলা তাকে করুণা করছে।

খুব দ্রুত তাদের কথাবার্তা ঝগড়ার দিকে গড়ায়। শেষে রেগেমেগে মওলার মুখ দিয়ে বের হয়ে আসে একটা কথা : "তুমি আসলে শারিরীকভাবে না, মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে গেছো!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এ কথা শুনে তাহিতি দু'চোখ বন্ধ করে বলে ওঠে : "তুমি চলে যাও, মওলা। আর কখনও আমার সামনে আসবে না।"

সেদিনের মতো ও-বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলেও মওলা বুঝতে পারে নি তাদের বিচ্ছেদটা কতো প্রকট হতে যাচ্ছে।

শুধুমাত্র তাহিতির সাথে যোগাযোগ রাখার জন্য ফেসবুক অ্যাকাউন্ট খুলেছিলো সে, পরদিন আবিষ্কার করে মেয়েটা তাকে ব্লক করে দিয়েছে! ভীষণ কষ্ট পেয়েছিলো মওলা। দিনাজপুর চলে যাবার তিনদিন পর সমস্ত রাগ ভুলে তাহিতিকে ফোন দিলেও তার কল রিসিভ করা হয় না। তারপরই, একটা মেসেজ পায় সে। তাহিতি জানায় তার সাথে কোনো রকম যোগাযোগ যেনো না করে।

তাদের সেই বিচ্ছেদ চলেছে দীর্ঘ ছয় মাস।

এখন তাহিতির ছোট্ট বেডরুমে বসে গতকাল রাত থেকে এ পর্যন্ত কি কি ঘটেছে সেসব বলে যাচ্ছে মওলা। তার ঠিক সামনে হুইলচেয়ারে বসে চুপচাপ শুনে যাচ্ছে মেয়েটি। যেনো ছয় মাস আগের তাদের মধ্যে কিছুই ঘটে নি। ওটা একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই ছিলো না।

"অবিশ্বাস্য ব্যাপার!" মওলার কথা শেষ হলে বলে উঠলো তাহিতি।

দীর্ঘদিন পর দু'জনের পুণরায় দেখা হবার পর পরই এক ধরণের গুমোট নীরবতায় আক্রান্ত হয়েছিলো তারা। সেটা থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যই বোধহয় সায়েমের কেসটার আদ্যোপান্ত জানতে চায় তাহিতি। মওলাও খুশিমনে পুরো ঘটনা বলতে আরম্ভ করে। নীরবতার অসহ্য অবস্থা থেকে সেও মুক্তি চেয়েছিলো। মওলা যখন ঘটনা বর্ণনা করে যাচ্ছিলো তখন এক পর্যায়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে নিজের বেডরুমে চলে আসে তাহিতি।

"হুম, একেবারেই অবিশ্বাস্য," সায় দিলো গোলাম মওলা। "নিশু না থাকলে যে কী হতো!"

তাহিতি ভুরু কুচকে তাকালো। "ও আবার কী করেছে?"

"আরে ও-ই তো সব করেছে...মানে আসল ঘটনাটা বের করে এনেছে।"

"মেডিকেলের ঐ ডাক্তার যদি ব্যাপারটা খেয়াল না করতো তাহলে ওর পক্ষে কি এটা জানা সম্ভব হতো?"

মাথা দুলিয়ে জোর দিয়ে বললো মওলা, "ভুলে যাচ্ছো কেন, মেডিকেলের কোরোনারের সাথে ও-ই যোগাযোগ করে বলেছিলো ভিক্টিম মদ্যপান করেছিলো কিনা খতিয়ে দেখতে। ভিক্টিমের ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ডটা তো জানোই। ওরা কি ভিক্টিমকে বেশিক্ষণ লাশকাটা ঘরে ফেলে রাখতে দিতো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তা অবশ্য ঠিক।"

"এভাবে দ্রুত পোস্টমর্টেম করে লাশ হস্তান্তর করা হলে চিরকালের জন্য ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যেতো। আসল সত্যটা কখনও জানা হতো না।"

তাহিতি চুপচাপ শুনে গেলো তার কথা।

"আমি প্রথমে নিশুকে বলেছিলাম অন্য একটি অ্যাঙ্গেল থেকে কেসটা মুভ করার জন্য।"

"সেটা কী রকম?"

"অতো রাতে এয়ারপোর্ট রোডের মতো একটি হাইওয়েতে আদনান সুফি কেন হাটাহাটি করবে? মানে ভিক্টিমের দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের জন্যই এই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাটি ঘটেছে, এটাই স্টাবলিশ করতে হবে। এখানে সায়েমের কোনো দোষ নেই। সে ঠিকমতো আইন মেনেই গাড়ি চালাচ্ছিলো।"

"আচ্ছা," বলার জন্যই বললো তাহিতি।

"কিন্তু নিশু সন্দেহ করেছিলো ভিক্টিম হয়তো মদ্যপান করে এরকম কাণ্ডজ্ঞানহীন আচরণ করেছে। আর এটা প্রমাণ করতে পারলে সমস্ত লায়াবিলিটিস ভিক্টিমের উপরেই বর্তাবে। সেজন্যে ওর পরিচিত ডাক্তারকে বলেছিলো পোস্টমর্টেমটা ভালোমতো যেনো করা হয়। আর সেটা করতে গিয়েই তো আসল সত্যটা বেরিয়ে পড়লো।"

একটু চুপ থেকে বললো তাহিতি, "অনেক কথা হয়েছে, চলো, খেয়ে নাও।"

মওলা সৌজন্যবশত যে কিছু বলবে সে সুযোগ পেলো না, হুইলচেয়ারটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো। দরজার কাছে গিয়ে ফিরে তাকালো তাহিতি। "আসো?"

হুইলচেয়ারটা পেছন থেকে ঠেলতে ঠেলতে ডাইনিংরুমে চলে এলো মওলা, তাহিতি তাকে বাধা দিলো না। দৃশ্যটা দেখে তাহিতির মা আর নিশু চেয়ে থাকলে মওলা একটু বিব্রত হলো। পুরনো অভ্যাসের বশে বেখেয়ালে এটা করে ফেলেছে।

"গরুর ভুনার গন্ধ পাচ্ছি!" কৃত্রিম বিস্ময় নিয়ে বললো গোলাম মওলা। তার এই কাঁচা অভিনয় সবার কাছেই ধরা পড়ে গেলো।

"হুম। তুমি আসবে তাই," তাহিতির দিকে চোখ পড়তেই কথার মাঝখানে থেমে গেলেন তার মা। "হাত-মুখ ধুয়ে নাও। অনেক বেলা হয়ে গেছে। জলদি খেয়ে নাও তো।"

"আপনিও আসেন, খালাম্মা। একসাথে খাই," মওলা বললো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না, বাবা। আমি তো খেয়েছি, তোমরা খাও।"

"মা," তাহিতি বলে উঠলো। "তুমি তো খাও নি, কেন মিথ্যে বলছো? আমাদের সাথে বসে যাও।"

তাহিতির মা একটু লজ্জা পেলেন।

"ওকে। আমি হাত ধুয়ে আসি, খালাম্মা আপনি বসে যান," মণ্ডলা হনহন করে চলে গেলো কিচেনের পাশে বেসিনের দিকে। এ বাড়ির সবকিছু তার অনেক দিনের চেনা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৮

পরদিন সকালে পত্রিকা বের হবার আগেই টিভি চ্যানেলগুলোর কল্যাণে সারা দেশের মানুষ জেনে গেলো ভাষাসৈনিক আদেল সুফির একমাত্র নাতির ভাগ্যে কি ঘটেছে। তবে ক্লান্ত শরীর নিয়ে সন্ধ্যা সাতটার পরই ঘুমিয়ে পড়ে সায়েম, তাই টিভির এইসব খবর সে দেখতে পেলো না। সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত সে ঘুমিয়ে কাটালো। তার পক্ষে টিভি চ্যানেলগুলোর দুটি ব্রেকিং নিউজও দেখা সম্ভব হলো না।

প্রথম ব্রেকিং নিউজটি হৃদয়বিদারক : ভোরের দিকে, আমেরিকান সময় সন্ধ্যা ছ'টার পর আদনান সুফির বাবা, সাবেক এমপি, বিশিষ্ট শিল্পপতি আরেফ সুফি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন। ছেলের মৃত্যুর সংবাদ পাবার পর পরই সর্বজনশ্রদ্ধেয় এই ব্যক্তি জ্ঞান হারান। সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপতালে নেয়া হয়। ওখানে কয়েক ঘণ্টা চেষ্টার পর ডাক্তাররা ব্যর্থ হয় তাকে বাঁচাতে।

আরেফ সুফি গতমাসের শেষের দিকে একমাত্র মেয়ের কাছে বেড়াতে গেছিলেন। আমেরিকা প্রবাসী আদনান সুফির বড় বোন মাত্র কয়েকদিন আগে এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছে। মেয়ের প্রথম সন্তান হবার সময়টিতে নিজে উপস্থিত থাকবেন বলেই ব্যবসা-বাণিজ্যের সমস্ত দায়িত্ব একমাত্র ছেলে আদনানের উপর ছেড়ে দিয়ে আমেরিকায় যান এক মাসের জন্য। আদনান সুফিও মামা হবার আনন্দে আমেরিকায় যেতে চেয়েছিলো কিন্তু বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য ছেড়ে তার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হয় নি। তবে তার বাবা বলেছিলেন আগামী মাসের শুরুর দিকে মেয়ে, মেয়েজামাই আর নবজাতককে নিয়ে দেশে ফিরবেন। নিয়তির নির্মম পরিহাস, মাত্র একদিনের ব্যবধানে বাবা-ছেলের করুণ মৃত্যু হলো। অবশ্য আদনান সুফির মৃত্যু নিয়ে তৈরি হয়েছে রহস্য। এটাকে আর নিছক সড়ক দুর্ঘটনা হিসেবে দেখছে না কেউ।

দ্বিতীয় আলোচিত সংবাদটি প্রচারে ঠাঁই পেলেও খুব একটা আলোচনায় উঠে এলো না আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের কারণে। অন্য কোনো সময় হলে হয়তো এই সংবাদটি আরো বেশি গুরুত্ব পেতো : ক্ষমতাসীন দলের এক উদীয়মান তরুণ নেতাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না কয়েকদিন ধরে। কী একটা কাজে ঢাকায় এসেছিলো সে। তারপর দলের এক নেতার বাসা থেকে বের হবার পর তার কোনো হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। নিখোঁজ নেতার পরিবার থেকে অভিযোগ করা হচ্ছে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় এমপি এই তরুণ নেতাকে গুম করেছে। দলের ভেতরে অত্যন্ত প্রভাশালী এই এমপি বর্তমানে বিদেশে আছেন, তাই এ ব্যাপারে তার মতামত জানা যায় নি।

www.BanglaBook.org

সংবাদপত্রের পাতা থেকে সায়েম উধাও হয়ে গেলো। সঙ্গত কারণেই আদনান সুফির হত্যাকাণ্ড নিয়ে সৃষ্ট রহস্যই গুরুত্ব পেলো সবগুলো পত্রিকায়। সায়েম মোহাইমেন নামের এক সাংবাদিকের গাড়ির নীচে চাপা পড়ার কথাটি পত্রিকাগুলো উল্লেখ করলেও মাত্র দুটো পত্রিকা সায়েমের পেশাগত পরিচয় তুলে ধরলো। এদের মধ্যে একটি মহাকাল-এর প্রতিদ্বন্দ্বী দিনলিপি আর অন্যটি যথারীতি ট্যাবলয়েড পত্রিকা আসমান-জমিন। তবে কোনো পত্রিকাই সায়েমের ছবি ছাপালো না। এমনকি গতকাল থেকে টিভি নিউজে সায়েমের কথা উল্লেখ করলেও ছবি দেয়া হয় নি। বলতে গেলে অনেকটা ধামাচাপা পড়ে গেলো সে। উপরন্তু সকাল থেকে আদনানের বাবার মৃত্যুর খবরটি যোগ হওয়ায় পুরো মনোযোগ চলে গেলো সুফি পরিবারের উপর।

আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে প্রায় সব পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলই সায়েমের তরুণ আইনজীবি নিশুর অনুমাণকে গুরুত্ব দিয়ে জানালো, সম্ভবত এই প্রতিশ্রুতিশীল তরুণ গাড়ি ছিনতাইচক্রের নির্মমতার শিকার হয়েছে। পুলিশ এখনও আদনানের প্রাইভেটকারটি উদ্ধার করতে পারে নি।

এতোসব ঘটনা যখন ঘটছে সায়েম তখন বেঘোরে ঘুমাচ্ছে নিজের বিছানায়। গোলাম মওলা, নিম্মি আর মহাকাল-এর চিফরিপোর্টার বেশ কয়েকবার তাকে কল দিয়েছিলো কিন্তু ফোনটা সাইলেন্স মুডে থাকায় সে টেরই পায় নি।

সকাল ন'টার একটু পর পরই ঘুম ভাঙলো মহাকাল-এর রিপোর্টারের। বিছানা থেকে সোজা টয়লেটে চলে গেলো, বের হয়ে এলো বিশ মিনিট পর। জামা-কাপড় পরে বাইরে যাবার আগে ফোনটা হাতে তুলে নিয়ে দেখতে পেলো কারা কারা তাকে ফোন করেছিলো। অন্যকোনো সময় হলে নিম্মিকেই সবার আগে কলব্যাক করতো কিন্তু আজ আর সেটা করলো না, আজকে অগ্রাধিকার পেলো ছটকু।

"সরি, ঘুমাচ্ছিলাম," টেনে টেনে বললো সায়েম।

"নাস্তা করিস নি?" গোলাম মওলা জানতে চাইলো।

"না।"

"চলে আয় আমার এখানে। একসাথে করি।"

"তোর অফিসে?"

"না। আমি এখনও কোয়ার্টারে আছি। নাস্তা করে বেরোবো।"

গোলাম মওলার অফিসার্স কোয়ার্টার নিকুঞ্জের কাছাকাছি অবস্থিত।

"ও...তাহলে আসছি।"

ফোনটা রেখে দ্রুত জামাকাপড় পরে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো সায়েম। নিজের ঘরে একা একা কর্নফ্লেক্স আর ঠাণ্ডা দুধ খাওয়ার চেয়ে বন্ধুর সাথে গল্প করতে করতে নাস্তা করাটা অনেক ভালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ১৯

গতরাতে আজমতের ঘুম হয় নি। বাবার মৃত্যুর কারণে এমনটি হয়েছে ব'লে সে মনে করে না। তার বাপ দীর্ঘদিন অসুখে পড়ে কষ্ট পাচ্ছিলো। এই মৃত্যুটা ছিলো সবার কাছে কাঙ্খিত।

বাবার মৃত্যুর দিনে মদ্যপান করা ঠিক মনে করে নি, আর সেটাই নির্ঘুম রাতের একমাত্র কারণ। প্রায় দশ বছর ধরে প্রতিরাতে মদ্যপানের এই অভ্যাসটি গড়ে উঠেছে। যেদিন কোনো কারণে খাওয়া হয় না সেদিনই নির্ঘুম রাত কাটে।

অস্বস্তি নিয়ে রাতটা কোনোমতে কাটিয়ে খুব সকালে রওনা দিলো সে। গ্রাম থেকে জেলা শহরে এসে তার পরিচিত এক ট্যাক্সিক্যাব নিয়ে সকাল দশটার পরই পৌঁছে গেলো ঢাকা শহরে। তবে গুলশানে যাবার আগে উত্তরার একটি জায়গায় অল্প কিছুক্ষণের জন্য থামলো। একটু আগেই ফোন করে একজনকে আসতে বলেছে এখানে।

রাস্তার পাশে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় গাড়িতে বসে অপেক্ষা করার সময় একটু অধৈর্য হয়ে উঠলো আজমত। রাতে ঘুম হয় নি বলে তার শরীরটা বেশ ক্লান্ত। তার উপর দেড় ঘন্টা ধরে গাড়িতে বসে থেকে ক্লান্ত বোধ করছে এখন। সামান্য পাঁচ-দশ মিনিট অপেক্ষা সহ্য করতে পারলো না।

বারো মিনিট পরই তার অপেক্ষার অবসান হলো। রাস্তার ওপারে হ্যাংলা মতোন এক ছেলে চোখ ডলতে ডলতে চলে এলো তার গাড়ির কাছে। পরনে লুঙ্গি আর টি-শার্ট। মাথার চুল এলোমেলো। বোঝাই যাচ্ছে আরামের ঘুম নষ্ট করে বিছানা থেকে উঠে আসাতে যারপরনাই বিরক্ত কিন্তু সেই বিরক্তি প্রকাশ করার ধৃষ্টতা তার নেই।

"সালাম ভাই," প্যাসেঞ্জার সিটের জানালার কাছে এসে বললো ছেলেটি। আজমতকে ট্যাক্সিক্যাবে দেখে অবাক হয়েছে সে।

"গাড়িতে ওঠ্।"

চুপচাপ উঠে বসলো সে।

"দে," হাত বাড়িয়ে দিলো আজমত।

রিয়ার-মিররে তাকিয়ে ট্যাক্সিক্যাবের ড্রাইভারের দিকে তাকালো হ্যাংলা। বুঝতে পারলো এই ড্রাইভার আজমতের পরিচিত। কোমর থেকে পিস্তলটা বের করে তার হাতে তুলে দিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"গুলি ঠিক আছে তো?"

"হ, ভাই। সবগুলাই আছে।"

আজমত কিছু বললো না, ছেলেটার দিকেও তাকালো না। নিজের কোমরে গুঁজে নিলো পিস্তলটা।

"ভাই, এতো তাড়াতাড়ি দ্যাশ থেইকা চইলা আইলেন? আপনের বাপের কি অবস্থা?"

হ্যাংলার দিকে তাকালো আজমত। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "মারা গেছে।"

হ্যাংলা বুঝতে পারলো না 'ইন্নালিল্লাহে রাজেউন' বলবে কিনা।

"আর কিছু কইবি?"

আজতের শীতল চোখের দিকে তাকিয়ে হ্যাংলা বললো, "না, ভাই। ঠিক আছে, আমি তাইলে যাই?" আস্তে করে গাড়ি থেকে নেমে গেলো সে।

আজমত মাথা নেড়ে সায় দিতেই গাড়িটা আবার চলতে শুরু করলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২০

মওলার অফিসে বসে আছে সায়েম। তাদের সামনে পরোটা-কলিজার ভুনা, ডিমপোচ আর দু'কাপ চা। কিন্তু খিদে থাকা সত্ত্বেও সে ছুঁয়ে দেখছে না। একটু আগে এখানে আসার পর তার বন্ধুর কাছ থেকে আদনান সুফির বাবা আরেফ সুফির মৃত্যুর খবর শুনেছে, খবরটা শোনার পর থেকে মুড অফ হয়ে গেছে তার।

"খুবই খারাপ লাগছে, দোস্ত," দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সায়েম মোহাইমেন। "প্যাথেটিক ব্যাপার।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা। "একমাত্র ছেলে এভাবে মারা গেলো, ভদ্রলোকের পক্ষে ব্যাপারটা সহ্য করা কঠিনই ছিলো।"

উদাস হয়ে সায়েম চেয়ে রইলো জানালা দিয়ে।

"তোর কি মনে হয় পুলিশ সবকিছু উদঘাটন করতে পারবে?" অনেকক্ষণ পর আস্তে করে বললো সে।

"মার্ডার কেসের ব্যাপারে পুলিশের সাকসেস রেট কিন্তু খুব ভালো। নিয়ারলি নাইনটি পার্সেন্ট।"

অবিশ্বাসে তাকালো সায়েম। "নব্বই পার্সেন্ট?!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো গুলশান-বনানীর এসি। "কথাটা শুনে সবাই অবাক হয় বাট দিস ইজ ফ্যাক্ট।"

"সাকসেস রেট যদি এরকম হয় তাহলে পুলিশের এতো বদনাম কেন?"

মুচকি হাসলো গোলাম মওলা। "আমি বলেছি মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেশনের সাকসেস রেটের কথা কিন্তু ভুলে যাবি না, পুলিশকে এছাড়া আরো অনেক কাজ করতে হয়। মেইনলি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা করার কাজ। এসব ক্ষেত্রে অবশ্য সফলতার হার ভেরি পুওর।"

"ও," সায়েম বুঝতে পেরে বললো।

"চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজি এসব প্রতিরোধে পুলিশ হয়তো প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না। সেজন্যে এতো বদনাম কিন্তু মনে রাখবি, এসবের জন্য আসলে দায়ি ফোর্সের স্বল্পতা আর আমাদের বাঞ্চ অব ডার্টি পলিটিশিয়ান্স। তাদের কারণে আমরা ফ্রিলি কাজ করতে পারি না। দে হ্যাভ ভেরি লং নোজ...অ্যান্ড দে পুট দেয়ার ডার্টি-লং নোজ ইনটু এভরি ম্যাটার উই হ্যাভ।"

www.BanglaBook.org

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম।

"মার্ডার কেসের তদন্তের সফলতা বেশি হবার কারণ কি জানিস?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সায়েম মোহাইমেন।

"একটা খুন হলে লাশ পাওয়া যায়। লাশ মানে কোনো মানুষ। তার শরীরে খুন হবার অনেক আলামত থাকে। আর সব মানুষেরই পরিচিত লোকজন, শত্রু-মিত্র রয়েছে। দুনিয়াতে এমন মানুষ পাবি না যার কেউ নেই।" একটু থেমে আবার বললো মওলা, "তো, একটা লাশের পরিচয় জানার পর বাকি সব কিছু বের করাটা তেমন কঠিন হয় না। ভালোমতো তদন্ত করলে খুনের কারণ এবং খুনিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়ে ওঠে।"

"তাহলে তো আদনান সুফির হত্যারহস্য খুব জলদিই উদঘাটিত হবে, তাই না?"

"সেটা অবশ্য জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না।"

"কেন?"

"কারণ এটা পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড ব'লে মনে হচ্ছে না। বোঝাই যাচ্ছে গাড়ি ছিনতাইকারীদের হাতে নিহত হয়েছে বেচারা–দ্যাটস মিন, কিলিং বাই চান্স। এক্ষেত্রে গাড়িটা উদ্ধার করতে না পারলে এই কেসের রহস্য বের করা খুবই কঠিন হয়ে যাবে।"

একটু ভেবে বললো সায়েম, "তা অবশ্য ঠিক। গাড়িটা খুঁজে পেলেই সব পরিস্কার হয়ে যাবে।"

"ভিক্টিমের পরিবার এতো বেশি পাওয়ারফুল যে পুলিশ উঠেপড়ে লেগেছে, আশা করা যায় আগামী কয়েক দিনের মধ্যে শত শত গাড়িচোর ধরা পড়বে। তাদের মধ্য থেকে খুনিচক্রকে খুঁজে বের করাটা কঠিন হবে না।"

"এটা হলে আমার চে' বেশি আর কেউ খুশি হবে না।"

"বাদ দে এসব কথা। শুরু কর। অনেক খিদে পেয়েছে।"

তারা দু'জনে নাস্তা খেতে শুরু করলো।

"আচ্ছা, নিশু ছেলেটাকে একটু ভালোমন্দ খাওয়ানো দরকার না?" খেতে খেতেই বললো সায়েম। "ছেলেটা কিন্তু দারুণ কাজ করেছে।"

"ওকে আর কী খাওয়াবি...উল্টো ও-ই তো আমাকে খাইয়ে দিলো কালকে," মুখে পরোটা-কলিজার ভুনা চিবোতে চিবোতে বললো ছটকু।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সায়েম। "বলিস কি," অবাকই হলো মহাকাল-এর সাংবাদিক। "ও কি তোর আত্মীয় হয় নাকি?"

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো মওলা। তার মুখ ভর্তি খাবার। "ও তাহিতির ছোটোভাই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি!" বিস্মিত হলো সায়েম। "মানে কি?"

মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে হেসে ফেললো মওলা। "তুই তো জানিস তাহিতির এক ছোটো ভাই আছে, তবে কখনও দেখিস নি। এই নিশুই হলো সেই ভাই।"

"ও," বললো সায়েম। "কিন্তু তোর সাথে না তাহিতির ব্রেকআপ হয়ে গেছে অনেক আগে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা।

"তাহলে কেমনে কী হলো?"

"লম্বা কাহিনী।"

"ছোট্ট করে বল্।"

খাবারগুলো কোনোমতে গিলে বললো সে, "নিশু এলএলবি কম্প্লিট করে কিছুদিন প্র্যাকটিস করেছিলো কিন্তু সিনিয়র আইনজীবির সাথে বনিবনা না হওয়াতে প্র্যাকটিস বন্ধ করে দেয়। ছেলেটা খুব ব্রাইট, অনেকদিন ধরেই ঘরে বসে আছে, কিছু করছে না। থানার ওসি যখন বললো যেকোনো একজন আইনজীবি ধরলেই কেসটায় জামিন হয়ে যাবে তখন নিশুর কথা মনে পড়ে গেলো আমার। তখন তো আর জানতাম না ভিক্টিম কে, কেসটা কোন্ দিকে মোড় নেবে। ভেবেছিলাম নাম-পরিচয়হীন একজন...ওসি একটু হেল্প করলেই তুই জামিন পেয়ে যাবি।"

"আচ্ছা, সেটা বুঝলাম কিন্তু তাহিতির বাড়িতে গিয়ে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারটা তো বুঝলাম না?"

মুচকি হাসলো মওলা। "গতকাল তাহিতি আমাকে কল করে বললো কোর্ট থেকে যেনো সোজা ওদের বাসায় চলে যাই। আমার ফেবারিট গরুর ভুনা রান্না করেছে।" কথাটা শেষ করতেই আবার তার মুখে চাপা হাসি দেখা গেলো।

"তার মানে তোদের রি-ইউনিয়ন হয়ে গেছে?"

মুখ টিপে শুধু হাসলো মওলা।

"শালা, এজন্যেই তো মেজাজ এতো ফুরফুরে।"

"হা-হা-হা," প্রাণখোলা হাসি দিলো সে।

"আমি তো ভেবেছিলাম সব শেষ।"

"হুম," একটু উদাস হয়ে গেলো মওলা। "আমিও ভাই ভেবেছিলাম। অনেকদিন কোনো যোগাযোগ ছিলো না।"

তাহিতির সাথে ছটকুর সমস্যার কথা সায়েম ছাড়া খুব কম বন্ধুই জানে। "ভালো। খুশি হলাম।"

মুচকি হেসে আবার পরোটার টুকরো মুখে পুরলো ছটকু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"গাড়িটা পাওয়া গেলে কেসটা দ্রুত সল্ভ হয়ে যাবে, না?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে। "পুলিশ সে চেষ্টাই করবে প্রথমে। ব্যাপারটা মোটামুটি পরিষ্কার, গাড়ি ছিনতাইকারীর খপ্পরে পড়েছিলো ঐ বেচারা। ওরা অনেক সময় বাধা পেলে খুনোখুনি করে। এরকম ঘটনা আরো অনেক ঘটেছে। ড্রাইভারকে মেরে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেছে।"

"নিশু কিন্তু বলেছে এটা গাড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনা না হয়ে অন্য কিছুও হতে পারে?"

মাথা দুলিয়ে বাতিল করে দিলো সম্ভাবনাটা। "আমি নিশ্চিত, মানে সবাই নিশ্চিত, এটা ছিনতাইকারীদের কাজ। গাড়িটা পুলিশ উদ্ধার করতে পারলেই সব ব্যাটা ধরা পড়ে যাবে।"

সায়েম কিছু না বলে চুপচাপ নাস্তা খেয়ে গেলো।

"ওহ্," যেনো কোনো কথা মনে পড়ে গেছে এমনভাবে বললো গোলাম মওলা, "তোর গাড়িটা কালকে পেয়ে যাবি। উত্তরা-থানার ওসি একটু আগে ফোন করে বলেছে আমাকে।"

সায়েম ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। তার সদ্য কেনা গাড়িটার কথা ভুলেই গেছিলো। কতো শখ করেই না এটা কিনেছিলো অথচ প্রথম দিনেই...

"তদন্তকারী কর্মকর্তা গাড়িটা পরীক্ষা করবে আজ। রুটিনওয়ার্ক। তারপরই কাল সকালে তোর কাছে হ্যান্ড-ওভার করে দেবে।"

সায়েম হ্যা-না কিছু বললো না।

"সাধারণত থানায় একবার গাড়ি ঢুকে পড়লে এতো সহজে বের করা যায় না, বাট তোর বেলায় খুব দ্রুতই হচ্ছে।"

"থ্যাঙ্কস," ছোট্ট করে বললো সায়েম।

"ভালো কথা, গাড়ির কাগজপত্র আর ড্রাইভিং লাইসেন্স সঙ্গে করে নিয়ে যাবি, ওগুলো না দেখালে হ্যান্ড-ওভার করবে না।"

"কাগজপত্র বলতে কেনার রিসিপ্ট আর লাইসেন্সের জন্য যে অ্যাপলিকেশন্স করেছিলাম সেটার ফটোকপি। ওগুলো গাড়ির ড্যাশবোর্ডেই রাখা আছে ড্রাইভিং লাইসেন্সের সাথে।"

"ওকে। সমস্যা নেই। আমি ওসিকে বলে দেবো।"

"আচ্ছা, এই মামলা থেকে কি আমাকে বাদ দেয়া হবে?" আগ্রহভরে জানতে চাইলো সায়েম।

খাবার চিবোতে চিবোতে জবাব দিলো গোলাম মওলা, "ফাইনাল চার্জশিটের আগে যদি গাড়িটা উদ্ধার করা যায় তবে বাদ পড়ে যাবি। নইলে..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"নইলে কি?"

"নইলে বাদ দেবে না।"

"কেন?"

"আসল ক্রিমিনাল ধরা না পড়লে তোর নামটা বাদ দেয় কি করে?" একটু থেমে আবার বললো, "চিন্তার কোনো কারণ নেই। পুলিশ রিপোর্ট তোর পক্ষেই থাকবে তবে মামলা থেকে খালাস দেবার কাজটা আদলত করবে।"

সায়েম কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়লো। "তার মানে কয়েকদিন পর পর আমাকে কোর্টে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে?"

"তা হয়তো দিতে হবে, বাট ডোন্ট ওরি। নিশু সব সামলাতে পারবে। তোর শুধু একটু ঝক্কি পোহাতে হবে, এই যা।"

"তোর হবু শালাকে পে করতে হবে না?" টিটকারি মারার ছলে বললো সায়েম।

"সেটা তো একটু করতেই হবে। নাথিং ইজ ফ্রি ইন দিস্ রিয়েল ওয়ার্ল্ড।"

"শালা! এখনই শালার জন্য দরদ উথলে পড়ছে।"

"হা-হা-হা," প্রাণখোলা হাসি দিলো ছটকু। "শোন, নিশু আমার শালা হোক আর না হোক, আমি তাকে খুব পছন্দ করি। ছেলেটা খুব ভালো। সেও আমাকে রেসপেক্ট করে।"

"ওর ফোন নাম্বারটা দিস্ তো, একটা থ্যাঙ্কস জানাবো।"

"ঠিক আছে।"

একটু আনমনা হয়ে বললো সায়েম, "ছেলেটা আসলেই ভালো। ওকে একদিন নিয়ে আয়, ভালোমন্দ কিছু খাই একসাথে।"

"ওকে, নিয়ে আসবো।"

"তাহিতিকেও নিয়ে আসিস।"

গোলাম মওলা খাবার চিবানো বন্ধ করে দিলো। কয়েক মুহূর্ত চুপ রইলো সে। "তাহিতি বাড়ি থেকে বের হয় না।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২১

নিশু নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে বই পড়ছে, আজ ফেসবুকে যায় নি, অরিনকে শাস্তি দিচ্ছে। মেয়েটা ফোন করলেও রিসিভ করে নি, শুধু এসএমএস করে জানিয়ে দিয়েছে সে একটা কেস নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত। পরে যোগাযোগ করবে।

টিভি চ্যানেলগুলো মিস্ করে গেলেও পত্রপত্রিকাগুলো ছোট্ট করে নিশুর নাম উল্লেখ করেছে আদনান সুফির সংবাদে। তবে সমস্যা হলো তার আসল নাম এহতেশাম উল ইসলাম খুব কম মানুষই জানে। অরিন সেটা খেয়াল করেছে কিনা তাও বুঝতে পারছে না। ফোনকল রিসিভ না করার কারণে অরিন ক্ষেপে ভুত হয়ে আছে। থাকুক। এই মেয়েকে কিভাবে লাইনে আনতে হয় নিশু তা জানে।

এখন রাত বাজে বারোটা, যথারীতি রাতের খাবার পড়ে আছে তার কম্পিউটার টেবিলে। এই খাবার দেয়া হয়েছে আরো দু'ঘণ্টা আগে। ঠাণ্ডা খাবারে নিশুর সমস্যা নেই, তার সমস্যা হলো রাত বারোটার আগে খাওয়ার যে নিয়ম সেটা পালন করা। হুইলচেয়ারের চাকার আওয়াজে মনোযোগ ভাঙলো তার। দরজার দিকে তাকালো।

"আজ ফেসবুক রেখে বই পড়ছিস?" বাঁকাহাসি দিয়ে বললো তার বড় বোন।

"না, ভালো লাগছে না, বোর হয়ে গেছি।" বিছানায় উঠে বসলো নিশু।

"তোদের ঝগড়া কি এখনও মেটে নি?"

নিশু এবার বিব্রত হলো। "আরে না, ঝগড়া হবে কেন, আজব!"

"না হলেই ভালো।" হুইলচেয়ারটা নিয়ে বিছানার কাছে চলে এলো তাহিতি। "তোর ক্লায়েন্টের সাথে যোগাযোগ হয় নি আর?"

"সায়েম ভাইয়া?" মুচকি হেসে আবার বললো সে, "হ্যা। উনি বিকেলে ফোন দিয়েছিলেন। থ্যাঙ্কস দিলেন আর কি।"

"ও। আর কিছু বললো না?"

"বললো আমাদেরকে নাকি একদিন হেভি খাওয়াবে।"

"আমাদের মানে?"

"মানে তুমি আমি, মওলা ভাই..."

ভুরু কুচকে তাকালো তাহিতি। "আমি কেন?"

"বাহ্, তুমি আবার বাদ যাবে নাকি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহিতি কিছু বললো না।

"মওলা ভাইও ফোন দিয়েছিলো।"

নিশুর দিকে চেয়ে রইলো তার বোন।

"বললো আমাকে নাকি ফি দেবে!" হেসে ফেললো সে।

"এতে হাসির কি হলো?" নির্বিকারভাবে বললো তাহিতি। "কাজ করেছিস, ফি নিবি না?"

"কী যে বলো, ভাইয়ার কাছ থেকে ফি নেবো নাকি, আজব!"

"ফি'টা তো আর ও দিচ্ছে না, দিচ্ছে সায়েম।"

"না, না। যে-ই দিক। আমি মওলা ভাইয়ের কাছ থেকে ওসব ফি-টি নিতে পারবো না।"

হেসে ফেললো তাহিতি। "তাহলে তো ভালোই হবে। ক্লায়েন্টের লাইন পড়ে যাবে আমাদের বাড়ির সামনে। সবাই তোর কাছে আসবে। বিনে পয়সায় এমন ভালো উকিল কোথায় পাবে তারা।"

"সবাইকে তো আর ফ্রি সার্ভিস দেবো না, আপু। শুধু আপনজনদের কাছ থেকে ফি নেবো না।"

"তাহলে ঠিক আছে।"

তাহিতি হুইলচেয়ারটা নিয়ে দরজার কাছে চলে গেলো। "আজ যেহেতু ফেসবুকে ঢু মারছিস না জলদি খেয়ে শুয়ে পড়।"

*

রাত দুটো বাজে কিন্তু গোলাম মওলার ঘুম আসছে না। ঘুম না এলে তার খুব অস্বস্তি হয়। তবে এ কারণে অনেকের মতো স্লিপিং পিলের দ্বারস্থ হয় না সে। ফ্রিজ থেকে এক বোতল ঠাণ্ডা পানি বের করে দু'গ্লাস খেয়ে নেয়। এরপর যদি ঘুম না আসে তাহলে রাত তিনটার পরও আসে না। অবশ্য আরেকটা ব্যাপার আছে। ওটা হলেই তার ঘুম চলে আসে। এখন সেটা আশা করাও বোকামি। সেই দিনগুলো আর নেই।

আজকে অবশ্য ঠাণ্ডা পানির থেরাপি করারও কোনো সুযোগ নেই। দিনাজপুর থেকে ঢাকায় আসার সময় তার ছোট্ট 'পরিবার'টি স্থানান্তর করতে গিয়ে ফ্রিজটার বারোটা বেজেছে। সরকারী কোয়ার্টারে ওঠার পর ফ্রিজটা আর চালু হচ্ছে না। কিছু একটা গড়বড় হয়েছে নিশ্চয়।

একবার ইচ্ছে করলো টিভি দেখবে কিনা, তবে সে জানে টিভি দেখলে আর ঘুম আসবে না। মোবাইলফোনে অনেক প্রিয় গান স্টোর করা আছে,

www.BanglaBook.org

ইয়ারফোন লাগিয়ে কিছু গান শোনা যেতে পারে। এটা তার পছন্দ হলো। ঘর অন্ধকার করে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়বে।

ইয়ারফোন লাগিয়ে প্রিয় একটা গান প্লে করে দিলো। গানটার মাঝপথে কান ফাটিয়ে বেজে উঠলো রিংটোন। গোলাম মওলার মেজাজ বিগড়ে গেলো, চোখ খুলে ডিসপ্লের দিকে তাকালো।

তাহিতি!

আজ থেকে ছয়-সাত মাস আগেও এভাবে রাতের বেলায় তার যখন ঘুম আসতো না কিভাবে যেনো এ মেয়েটা টের পেয়ে যেতো, তাকে ফোন করে দশ-পনেরো মিনিট কথা বলতো। তারপর ফোন রাখামাত্রই ঘুমে ঢলে পড়তো সে। স্লিপিং পিলের বিকল্প হিসেবে ছিলো তাহিতির এই ফোনকল।

"হ্যালো?"

"কি, ঘুম আসছে না?" আস্তে করে বললো তাহিতি।

"না।"

"ঠাণ্ডা পানি খাও।"

"উপায় নেই।"

"কেন?"

"ফ্রিজ নষ্ট।"

"কবে থেকে?"

"এই তো, দিনাজপুর থেকে ঢাকায় আসার পরই দেখি কাজ করছে না।"

এরপর চুপ মেরে গেলো তাহিতি, যেনো কথা খুঁজে পাচ্ছে না।

"তোমারও তো ঘুম আসছে না," মওলা বললো।

"হুম।"

"কেন?"

"একটু আগে ছবি দেখেছিলাম, ওটা শেষ হয়েছে একটার দিকে, এরপর আর ঘুম আসছে না।"

"কি ছবি?"

"*টুয়েলভ অ্যাংরি মেন*।"

গোলাম মওলা অনেক দিন থেকে ছবি দেখে না, এই ছবিটার নামও সে কখনও শোনে নি। "কেমন ছবিটা?"

"খুবই ভালো, যদি ধৈর্য নিয়ে দেখতে পারো।"

"আচ্ছা, তাহলে ধৈর্য ধরে না দেখলে ছবিটার মজা পাওয়া যাবে না?"

"ছবির মজা কেন ধৈর্য ধরতে না পারলে কোনো কিছুই পাওয়া যায় না।"

"তাই নাকি?" মওলার কথায় একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত থাকলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওপাশে নীরবতা।

"আমার তা মনে হয় না," কয়েক মুহূর্ত পর বললো সে।

অস্ফুটস্বরে তাহিতি জানতে চাইলো, "কি মনে হয় না?"

"এই যে ধৈর্যের কথা বললে," একটু থেমে আবার বললো সে, "কিছু কিছু জিনিস আছে শত ধৈর্য ধরে বসে থাকলেও তুমি পাবে না।"

তাহিতি কিছু বললো না। কথাটার আঘাতে যেনো বোবা হয়ে গেছে।

"সরি!" একেবারে ফিসফিসিয়ে বললো মওলা।

"না, ঠিক আছে," নরম সুরে বললো ওপাশ থেকে। "ওসব কথা বাদ দাও তো।"

"ওকে। বাদ দিলাম।"

আবারো নীরবতা। এবার বেশ লম্বা।

নীরবতা ভাঙলো তাহিতি : "তুমি নিশুকে কেসটা দিয়ে ভালোই করেছো। এরকম একটা ব্রেক পাবার দরকার ছিলো ওর।"

"হুম," ছোট্ট করে বললো মওলা।

"আমারও!"

কথাটা খুবই আস্তে শোনালো। গোলাম মওলা বুঝতে পারলো না। "তোমারও?!"

অনেকক্ষণ পর আস্তে করে বললো তাহিতি, "জানো, অনেক দিন পর কাল রাতে আমি আর ওই দুঃস্বপ্নটা দেখি নি!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২২

তাহিতির গল্প এবং একটি দুঃস্বপ্ন

তাহিতি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রিই ছিলো না ছিলো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। আবৃত্তি, বিতর্ক, নাচ করতো। এসব বাদ দিলেও অসম্ভব সুন্দরী হিসেবে ক্যাম্পাসে ছিলো তার বাড়তি কদর। ডিপার্টমেন্টের ছেলেগুলো রীতিমতো প্রতিযোগীতা করতো তার সাথে ভাব জমানোর জন্য। তরুণ শিক্ষকেরাও সেই প্রতিযোগীতায় শামিল হতো কখনও কখনও। কমপক্ষে দু'বার তাকে নিয়ে বিরাট মারামারি হয়েছিলো দু'জন ছাত্রের মধ্যে। ব্যাপারটা শেষপর্যন্ত রাজনৈতিক হাঙ্গামায় পরিণত হয়। এসব খবর তাহিতি জানতো জানতে চাইতো না, পাত্তাও দিতো না।

ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্রি তাহিতির স্বপ্ন ছিলো শিক্ষক হবার, সেজন্যে মনপ্রাণ ঢেলে পড়াশোনা করতো। সে জানতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে গেলে তাকে কতোটা ভালো রেজাল্ট করতে হবে। অনার্স ফাইনালের রেজাল্ট যখন বের হলো তাহিতির মুখে দেখা গেলো বিজয়ীর হাসি।

দ্বিতীয়বর্ষ থেকে তাহিতির সাথে পরিচয় গোলাম মওলা ছটকুর। সংক্ষেপে বন্ধুরা তাকে বলতো জিএমসি। নিজের নামটা যতোই বদখত হোক, ছেলে হিসেবে সে মোটেও তেমন ছিলো না। দেখতে শুনতে ভালো, বেশ লম্বাও। তার একটা ব্যক্তিত্ব ছিলো সেই অল্পবয়স থেকেই, এই ব্যক্তিত্বের জোরেই তাহিতির মতো মেয়ের মনোযোগ কাড়তে পেরেছিলো।

তাহিতিকে যারা চিনতো তারা ভাবতেই পারে নি গোলাম মওলা ছটকু নামধারী কেউ তার ধারেকাছে ঘেষতে পারবে। এরকম 'অশৈল্পিক' আর প্রাচীনপন্থী নাম নিয়েও যে কেউ তার ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারবে সেটা ছিলো তাদের কাছে অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার।

ডিপার্টমেন্টের ডিবেটিং টিমের কল্যাণে তাদের পরিচয়, তাহিতির মতো মওলাও ভালো ডিবেট করতে পারতো। প্রথম দিকে তাদের সম্পর্কটা ছিলো নিছক বন্ধুত্বের। এ ব্যাপারে তাহিতি খুব সচেতন ছিলো। বন্ধুত্বের সীমানা যাতে লঙ্ঘন না হয় সেজন্যে বেশ সচেতন ছিলো সে।

অনার্সের রেজাল্ট যেদিন বের হলো সেদিন তাহিতির মনমেজাজ খুব ভালো ছিলো। সারাটা দিন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে হৈহুল্লা করে কাটিয়ে দেয় এমনিতে সে খুব অস্থিরমতি, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর এক মেয়ে। হরবর করে কথা বলতো। মওলা প্রায়শই ওকে টিপ্পনী কেটে বলতো টকিংমেশিন, তবে

www.BanglaBook.org

ভেতরে ভেতরে তাহিতির এই উদ্দামতা, উচ্ছলতা দারুণ পছন্দ করতো সে।

রেজাল্ট বের হবার দিন সন্ধ্যার দিকে গোলাম মওলা আর বন্ধুরা অনেকটা জোর করেই তাহিতিকে নিয়ে আসে বেইলি রোডে। এমন ভালো রেজাল্ট করার জন্য তাদেরকে খাওয়াতে হবে। তাহিতির কাছে সে-সময় অতো টাকা ছিলো না, কথাটা মওলাকে বলেওছিলো কিন্তু কাজ হয় নি। সঙ্গে সঙ্গে নিজের মানিব্যাগ থেকে টাকা বের করে মেয়েটার হাতে তুলে দেয়। ধার করে হলেও তাকে আজ খাওয়াতে হবে।

বন্ধুরা সবাই মিলে বেইলি রোডের একটি ফাস্টফুডে খাওয়া-দাওয়া করে বের হচ্ছিলো। তাহিতি ছিলো বেশ অস্থির আর উচ্ছ্বল। পাশের এক বন্ধুর সাথে কী নিয়ে যেনো কথা বলতে বলতে রাস্তা পার হচ্ছিলো, মওলা ছিলো একটু পেছনে। এমন সময় তাদের এক বন্ধু তাহিতিকে ভড়কে দেবার জন্য পকেট থেকে একটা প্লাস্টিকের 'তেলাপোকা' বের করে তাহিতির অগোচরে তার চুলের উপর আঁটকে দেয়। তারা সবাই জানতো তাহিতি তেলাপোকা দেখলেই মা-গো-বাবা-গো করে পালায়।

সেই বন্ধু চিৎকার করে বলে ওঠে : "তাহিতি, তোমার চুলে তেলাপোকা!"

কথাটা শুনে চিৎকার দিয়ে দৌড় দেয় সে, বুঝতেই পারে নি চলন্ত প্রাইভেটকারে সামনে পড়ে যাচ্ছে। গাড়ির ড্রাইভার অবশ্য হার্ড ব্রেক করেছিলো কিন্তু তাতে শেষরক্ষা হয় নি। তাহিতির দু'পায়ের উপর দিয়ে চলে যায় সেটা। সাথে সাথে তারা ছুটে যায় আহত বন্ধুর কাছে। আশেপাশে কিছু ক্ষুব্ধ লোকজন এসে ঘিরে ফেলে প্রাইভেটকারটি। ড্রাইভারের কোনো কথা তারা শোনে নি। গাড়ি থেকে টেনে হিচড়ে বের করে রাস্তার উপর ফেলে গণপিটুনী দিতে শুরু করে। মওলা আর বন্ধুরা এসব হট্টগোল বাদ দিয়ে আহত তাহিতিকে নিয়ে দ্রুত হাসপাতালে চলে আসে।

দুর্ঘটনার পরদিন হাসপাতালের বেডে শুয়ে পত্রিকায় একটি খবর দেখে তাহিতি। তাকে যে ড্রাইভার চাপা দিয়েছিলো সে বেচারা গণপিটুনীতে মারা গেছে। লোকটার স্ত্রী সন্তানসম্ভাবা ছিলো। খুবই দরিদ্র একজন মানুষ। অন্যের গাড়ি চালিয়ে জীবনধারণ করতো। পত্রিকামারফত আরো জানতে পারে, লোকটা মানুষ হিসেবে খুবই ভালো ছিলো। গাড়ি চাপা দেবার ঘটনায় তার আসলে কিছুই করার ছিলো না। ওরকম রাস্তায় হুট করে মাঝখানে চলে এসেছিলো সে। ড্রাইভার চেষ্টা করেও গাড়িটা থামাতে পারে নি। চাপা দেবার পর গাড়ি নিয়ে সটকে পড়ার যথেষ্ট সুযোগ পেয়েও সে গাড়ি থামিয়ে দেয়। তার জন্যে সেটাই কাল হয়ে দাঁড়ায়। চারপাশের লোকজনের গণপিটুনীতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় বেচারা।

লোকটার ক্ষত-বিক্ষত মুখের ছবি ছাপিয়েছিলো পত্রিকাগুলো। তাহিতি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেই ছবির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ, তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ে। প্রথমে হাসপাতালের নার্স-ডাক্তার কেউ বুঝতে পারে নি কেন তার এই কান্না। সবাই ধরে নিয়েছিলো নিজের দুর্ঘটনার খবর পড়েই কাঁদছে মেয়েটি। কিন্তু সত্যি কথা হলো, নিহত ড্রাইভারের করুণ মৃত্যুতে ভেঙে পড়েছিলো সে। তার সামান্য ভুলে যে একটা মানুষ এভাবে প্রাণ হারালো এটা সে মেনে নিতে পারে নি।

তাহিতি হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরে গেছিলো কোনোরকম পঙ্গু হবার আশংকা না নিয়েই। এক পায়ে হাঁড় জোড়া লাগাতে অপারেশনও করা হয়েছিলো কিন্তু ক'দিন পরই দেখা গেলো তার পায়ে গ্যাংরিন হয়ে গেছে। ডান পা'টা হাটুর নীচ থেকে কেটে ফেলে দেয়া হয়, বাম পায়ের গোড়ালীটা মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হলেও সেটা রক্ষা করার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিলো কিন্তু মাসখানেক পর সেখানেও সমস্যা দেখা দেয়। অনেক চেষ্টা করেও সারিয়ে তোলা যায় নি। ধীরে ধীরে অকেজো হয়ে পড়ে পা-টা।

এক পা হারিয়ে আর অন্য একটা আহত পা নিয়ে হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফিরে আসে তাহিতি। তার মধ্যে বিরাট পরিবর্তন দেখা যায়। পা হারানোর ফলে যেমন মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে তেমনি ড্রাইভারের মৃত্যুটাকে মেনে নিতে পারে নি কোনোদিন। অনুশোচনার তীব্র আঘাতে জর্জরিত হতে শুরু করে। প্রতিরাতে একটা দুঃস্বপ্ন স্থায়ী হয়ে যায় তার জীবনে : পত্রিকায় দেখা ড্রাইভারের ক্ষতবিক্ষত মুখ!

এ ঘটনায় মণ্ডলা নিজেও ভীষণ ভেঙে পড়েছিলো। তার চাপাচাপিতে ঐদিন বেইলি রোডে না গেলে তাহিতির এমন দশা হতো না। কিন্তু এজন্যে তাকে একটুও দোষ দেয় নি মেয়েটা। নিয়তি বলে মেনে নিয়েছিলো সব। অবাক করার ব্যাপার, সেই থেকে মণ্ডলার সাথে তার সম্পর্ক আরো গাঢ় হয়ে যায়।

পরবর্তীতে তাহিতির মা আর গোলাম মণ্ডলা অনেক সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে গেলেও এই দুঃস্বপ্নটা থেকে মুক্তি মেলে নি তার। এক সময়ের উচ্ছ্বল, প্রাণবন্ত আর বাকপটু তাহিতি আমূল পাল্টে যায়। নিষ্প্রাণ, নির্জীব আর চুপচাপ হয়ে যায় সে। যেনো বিশাল এক দুঃখবোধে আক্রান্ত হুইলচেয়ারে বন্দিনী একজন। জীবন নামের একটি বোঝা বহন করে যাচ্ছে একান্ত অনিচ্ছায়!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৩

আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের চারদিন পর আমেরিকা থেকে তারা বাবার লাশ এসে পৌছালো ঢাকায়, নবজাতক আর অধ্যাপক স্বামীকে নিয়ে চলে এলো তার বড়বোন আদিবা। ঐদিনই আদনানের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট হাতে পেলো পুলিশ। ভিক্টিমের কজ অব ডেথের জায়গায় স্পষ্ট করে লেখা থাকলো প্রাণঘাতি বুলেটের কারণেই এই মৃত্যু। পেছন থেকে, ডান কানের ঠিক উপরে বুলেটটি বিদ্ধ হলেও মাথার অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে যায় নি। হন্তারক বুলেটের স্লাগটি ভিক্টিমের মাথার ভেতরে রয়ে যায়। আলামত হিসেবে ওটা জব্দ করা আছে—একটি নাইন মিলি-মিটারের বুলেট।

যাইহোক, আরেফ সুফির লাশ ঢাকায় আসার পরদিনই পিতা-পুত্রকে একসাথে দাফন করা হলো বনানীর বুদ্ধিজীবি কবরস্তানে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শুধু শোকবার্তাই পাঠালেন না তাদের জানাযায়ও অংশ নিলেন। বহু রাজনীতিক, ব্যবসায়ী আর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হলো সেই জানাযায়। পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো ফলাও করে প্রচার করলো সে-খবর। পুলিশের উপর মহল সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে নির্দেশনা পেলো খুনিকে অচিরেই গ্রেফতার করার জন্য। জানাযা শেষে হোমমিনিস্টারকে একঝাঁক সাংবাদিক ঘিরে ধরলো। টিভি-চ্যানেলগুলোর বাড়িয়ে দেয়া মাইক্রোফোনের সামনে মন্ত্রীমহোদয় বলে ফেললেন, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে এই হত্যারহস্য উন্মোচিত হবে। দোষি ব্যক্তিদের গ্রেফতার করা হবে শীঘ্রই।

মন্ত্রীর এই ঘোষণা শুনে প্রমাদ গুনলো পুলিশ। তারা ভালো করেই জানে, এভাবে বেধে দেয়া সময়ের মধ্যে হত্যাকারীদের খুঁজে বের করা প্রায় অসম্ভব যদি না দৈবাৎ খুনিকে তারা পাকড়াও করে ফেলে। পুলিশের কাছে ঘটনাটা পরিস্কার : একটি গাড়ি ছিনতাচক্রের কবলে পড়েছিলো ভিক্টিম। কথা কাটাকাটি কিংবা ধস্তাধস্তির এক পর্যায়ে হয়তো এই হত্যার ঘটনাটি ঘটে গেছে। কিন্তু তাদের কাছে একটা ব্যাপার খটকা লাগলো। পয়েন্ট ব্লাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করার আলামত থাকলেও নাইন-মিলিমিটার ক্যালিবারের বুলেট মাথার খুলি ভেদ করে অন্যপাশ দিয়ে বের হয়ে যায় নি। সাধারণত এই ক্যালিবারের বুলেট এরকম ক্লোজ-রেঞ্জ থেকে ফায়ার করলে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মাথার খুলি উড়ে যাবার কথা।

ডিবির এক অভিজ্ঞ তদন্তকারী কর্মকর্তা এই অসঙ্গতির ব্যাখ্যা দিলো

www.BanglaBook.org

এভাবে : যে বুলেটটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হয় ড্যামেজ ছিলো নয়তো রিফুয়েলিং করে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সন্ত্রাসী ব্যবহৃত বুলেটের খোসা পুণরায় ব্যবহার করার জন্য নিম্নমানের বারুদ কিংবা ককটেলের 'মসলা' ভরে দেয়। এরফলে বুলেটটা পুণরায় ব্যবহার করা গেলেও আসল ক্যালিবারের চেয়ে অনেক দূর্বলভাবে আঘাত হানে। সেক্ষেত্রে ক্লোজ রেঞ্জে ফায়ার করলেও বুলেটটি পূর্ণ সক্ষমতায় আঘাত হানতে পারে না।

এই অনুমাণটি গাড়ি ছিনতাইচক্রের ধারণাটিকে আরো জোড়ালো করে তুললো। এ নিয়ে কারো মনে কোনো প্রশ্ন জাগলো না, শুধু ডিবির তদন্তকারী কর্মকর্তার কাছে ছোট্ট আরেকটি অসঙ্গতি ধরা পড়লো : আদনান সুফি তার এক বন্ধুকে এয়ারপোর্টে সি-অফ করে বাসায় ফিরছিলো, পথে গাড়ি ছিনতাইকারীচক্র তাকে হত্যা করে গাড়িসহ সর্বস্ব নিয়ে পালিয়ে যায়—এই যদি ঘটনা হয়ে থাকে তাহলে তার লাশটা উল্টো দিকের রাস্তায় কেন পড়েছিলো? দুর্বৃত্তরা কেন দীর্ঘপথ ঘুরে এসে এয়ারপোর্ট অভিমুখে যাবার সময় তার লাশটা ফেলে গেলো?

এই ছোটোখাটো অসঙ্গতিটার ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারলো না, এ নিয়ে কেউ মাথাও ঘামালো না। হত্যাকারীদের খুঁজে বের করলেই এর সদুত্তর পাওয়া যাবে বলে মনে করলো তারা।

সঙ্গত কারণেই অজ্ঞাত একটি গাড়ি ছিনতাইচক্র আর আদনান সুফির গাড়িটাই হয়ে উঠলো মূল বিষয়।

পিতা-পুত্রের লাশ দাফন হবার দিনই ঢাকা শহরের বিভিন্ন থানায় ত্রিশজন লোককে গ্রেফতার করা হলো যাদের সবার বিরুদ্ধে রয়েছে গাড়ি ছিনতাই করার অভিযোগ। এরা সবাই জামিন নিয়ে ছাড়া পেয়ে হয় পুরনো পেশায় ফিরে গেছে নয়তো পেশা বদল করেছে। তবে পুলিশ কোনো বাছবিচার করলো না। সবাইকে ধরে এনে বেদম প্রহার করে একটা প্রশ্নের জবাবই শুনতে চাইলো : ঐদিন এয়ারপোর্ট রোডে কারা গাড়ি ছিনতাই করেছে?

ত্রিশজনের মধ্য থেকে চারজনের মুখ খুলতে পারলো পুলিশ। তারা স্বীকার করলো নিকট সময়ে তারা গাড়ি ছিনতাই করেছে কিন্তু তাদের একজনও স্বীকার করলো না ঐদিন এয়ারপোর্ট রোডে কোনো গাড়ি ছিনতাইয়ের কথা। ফলাফল, ছিনতাই হওয়া চারটি প্রাইভেটকার উদ্ধার। কিন্তু আদনান সুফির কেসটা যে তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেলো।

পিতা-পুত্রের লাশ দাফন হবার এক সপ্তাহ পরও কূলকিণারা করতে না পারার কারণে জনগুরুত্বপূর্ণ মামলা হিসেবে ডিবির কাছে হস্তান্তর করা হলো কেসটি। ডিবির সবচে অভিজ্ঞ কর্মকর্তাকে দায়িত্ব দেয়া হলো এই তদন্তের

www.BanglaBook.org

কিন্তু এক মাস পেরিয়ে গেলেও কোনো অগ্রগতি হলো না। আদনান সুফির গাড়িটা উদ্ধার না করা গেলে যে এই কেসের কোনো সুরাহা হবে না সেটা বুঝে গেলো সবাই। সব কিছু ছাপিয়ে মনোযোগের বিষয় হয়ে উঠলো একটি প্রাইভেটকার। কিন্তু গাড়িটা যেনো এ পৃথিবী থেকে উধাও হয়ে গেছে।

সময়ের পরিক্রমায় আদনান সুফির হত্যারহস্যটি সবার আগে উধাও হয় টিভি চ্যানেলগুলো থেকে। মাত্র সপ্তাহখানেক তাদের কভারেজ পায় সংবাদটি। তারপর সে-জায়গা উঠে আসে নতুন কোনো সংবাদ। তবে দৈনিক পত্রিকাগুলো আরেকটু বেশি সময় নিয়ে ফলো-আপ করে যায় আলোচিত এই হত্যাকাণ্ডটি নিয়ে। দুই সপ্তাহ পরে তারাও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াকে অনুসরণ করে।

মাসখানেক পরে আদনান সুফি আর তার বাবার চেহলাম অনুষ্ঠিত হলে পত্রিকাগুলোর ভেতরের পাতায় এক কলামে ঠাঁই পেলো সংবাদটি। আর টিভি চ্যানেলগুলোর নিউজে মাত্র একবাক্যে, তাও আবার প্রাইম-টাইমের সংবাদে এটা বাদ দেয়া হলো অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো জায়গা করে দেবার জন্য।

ততোদিনে গাড়ি দুর্ঘটনার শক কাটিয়ে উঠেছে সায়েম। থানা থেকে গাড়িটা খুব দ্রুত ফেরত পাবার পরও সে আর গাড়ি চালায় নি অনেকদিন। তার বন্ধু ছটকু এ নিয়ে তাকে অনেক বুঝিয়েছে। যা হয়েছে সবটাই দুর্ভাগ্যজনক একটি ব্যাপার। অন্য একটা ক্রাইমের মধ্যে সে ঢুকে পড়েছিলো ঘটনাচক্রে। সে কোনো দুর্ঘটনা বাধায় নি। তারপরও এই ব্যাপারটা ভুলে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে হাত রাখতে কিছু দিন লেগে গেলো সায়েমের।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৪

এক মাস পর

সকালে নিজের গাড়ি চালিয়ে মহাকাল-এ আসতেই সায়েমের ডাক পড়লো চিফরিপোর্টার আলী এমদাদের কামড়ায়। সবাই তাকে এমদাদ ভাই বলে ডাকে। পত্রিকা অফিসের সাথে অন্যান্য কর্পোরেট আর ব্যবসায়িক অফিসের এই এক পার্থক্য–এখানে বস্ থাকলেও মুখে মুখে কোনো বস্ নেই! স্যার বলার তো উপায়ই নেই। একটাই মাত্র সম্বোধন–'ভাই।'

এমদাদ ভায়ের অফিসটি তাদের বিশাল ওয়ার্ক-স্টেশনের এককোণে কাঁচেঘেরা একটি কিউবিকল। এটার কোনো দরজা নেই। সম্ভবত রিপোর্টার আর সংবাদকর্মীদের জন্য তার দ্বার যে সব সময় খোলা সেটা বোঝানোর জন্যই এই ব্যবস্থা। ইন্টেরিওর ডিজাইনার পত্রিকা অফিসের মূল সুরটা ভালোমতোই ধরতে পেরেছিলো।

"ভাই, ডাকছেন নাকি?" কিউবিকলের ঢোকার মুখে উঁকি মেরে বললো সায়েম।

আলী এমদাদ কম্পিউটার মনিটরে কিছু দেখছে, মুখ তুলে তাকালো সে। "আজকে তোমার কোনো অ্যাসাইনমেন্ট আছে?"

"না।" কিউবিকলের ভেতরে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে চিফরিপোর্টারের ডেস্কের সামনে বসে পড়লো সে।

"গুড।"

"মনে হচ্ছে নতুন কোনো অ্যাসাইনমেন্ট ধরিয়ে দেবেন?"

মুচকি হাসলো আলী এমদাদ। "এটাই তো আমার কাজ।"

"এক্সক্লুসিভ কিছু নাকি?"

চিফরিপোর্টার ডেস্ক থেকে কফির মগটা তুলে নিলো। মহাকাল-এর অফিসে মাত্র দু'জন লোক আছে প্রচণ্ড কাঠফাটা রোদের দিনেও কফি খাবে। তাদের কাছে চা হলো ব্রাত্যজনদের পানীয়। চিফরিপোর্টার আর বিনোদন পাতার ইন-চার্জ আকিল মাহমুদ হলো সেই দু'জন অভিজাত ব্যক্তি! সায়েম নিশ্চিত, ঐ ব্যাটা আকিল মাহমুদ আসলে চিফরিপোর্টারের দেখাদেখি কফি খাওয়া শুরু করেছে।

"অ্যাসাইনমেন্টটা কি?" জিজ্ঞেস করলো সে।

কফিতে চুমুক দিয়ে নিলো চিফরিপোর্টার। "আহকাম উল্লাহ।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অবাক হলো সায়েম। এই জাঁদরেল পলিটিশিয়ান, ক্ষমতাসীন দলের এমপি ইদানীং বেশ আলোচনায় আছে। তার বিরুদ্ধে নানান সময়ে নানান অভিযোগ থাকলেও প্রায় মাসখানেক ধরে নিজের দলে এক তরুণ নেতা কামাল পাশাকে গুম করার অভিযোগ উঠছে। বলা হচ্ছে, তার নির্বাচনী এলাকায় ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকা কামাল পাশাকে খুন করে গুম করা হয়েছে, আর কাজটা করেছে স্বয়ং এমপি সাহেব। এমন কি তার নিজের দলের মধ্যেও বিরাট একটি অংশ সন্দেহ করছে কাজটা আহকাম উল্লাহই করেছে।

কামাল পাশার পরিবার আর নিকটজনেরা এ নিয়ে দেনদরবার করে যাচ্ছে সরকারের বিভিন্ন মহলের সাথে কিন্তু এমপির বিরুদ্ধে মামলা নিচ্ছে না পুলিশ। ক্ষমতার দাপটে নিজেকে ধরাছোয়ার বাইরে রেখেছে সে। এমপির নিজের এলাকার মানুষজনও দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে জাঁদরেল এমপির বিরুদ্ধেই বেশিরভাগ মানুষ। কয়েক দিন আগে নিজের এলাকায় এমপি সাহেবকে অবাঞ্ছিত ঘোষনা করার মতো ঘটনাও ঘটেছে। প্রায়ই দেখা যায় প্রেসক্লাবের সামনে কামাল পাশার হত্যা-গুমের বিচার চেয়ে প্রতিবাদ র‍্যালির আয়োজন করা হয় কিন্তু ক্ষমতাসীন দলের উচ্চপর্যায়ের সাথে আহকাম উল্লাহ্‌র ঘনিষ্ঠতার কারণে এখনও বহাল তবিয়তে আছে সে।

আহকাম উল্লাহর ভাগ্য ভালো, কামাল পাশার গুমের ঘটনাটি যখন ঘটে তখন আদনান সুফির হত্যাকাণ্ড নিয়ে সারাদেশে তোলপাড় চলছিলো। ফলে প্রথম কয়েকদিন গুমের ঘটনাটি খুব একটা আলোচনায় আসে নি। অবশ্য সপ্তাহখানেক পর আদনান সুফির সংবাদটি জৌলুস হারিয়ে ফেললে কামাল পাশার গুমের ঘটনাটি আবার আলোচনায় চলে আসে।

"আহকাম উল্লাহর ব্যাপারে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করবো?" আগ্রহী হয়ে জানতে চাইলো সায়েম। কয়েক মাস আগে অনুসন্ধানী প্রতিবেদক হিসেবে একটি পুরস্কার পেয়েছে সে। মহাকাল-এর বড় বড় অনুসন্ধানী রিপোর্টগুলো সে-ই করে।

কফিতে চুমুক দিয়ে মুচকি হাসলো চিফরিপোর্টার। "না, তেমন কিছু না। উনার একটা ইন্টারভিউ করতে হবে।"

সায়েম ভুরু তুললো। সে জানে গুমের অভিযোগ ওঠার পর থেকে আহকাম উল্লাহ এখন পর্যন্ত কোনো পত্রিকা-টিভি চ্যানেলের মুখোমুখি হয় নি। "মনে হয় না ইন্টারভিউ দিতে রাজি হবে।"

"রাজি হয়েছেন," আলী এমদাদ বললো।

সায়েম বুঝতে পারলো এমপি'র সাথে যোগাযোগটা চিফরিপোর্টারই

www.BanglaBook.org

করেছে। তাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে রাজি করিয়েছে হয়তো। হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে।

"বাঁচা গেলো। তাকে রাজি করানোটা সহজ হতো না।"

আলী এমদাদ আবারো মুচকি হাসলো।

"অন্য কেউ তো সাক্ষাৎকার নিতে পারে নি। এটা হবে এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ।"

কফির মগটা রেখে বললো আলী এমদাদ, "হুম...তবে হাতে সময় কিন্তু বেশি নেই।"

"কবে করছি?"

"আজই।"

"কি!" দারুণ বিস্মিত হলো সায়েম। এরকম একটি ইন্টারভিউয়ের জন্য প্রস্তুতি নেবার দরকার আছে। আর এটা করতে কমপক্ষে দু'দিন তো লাগবেই অথচ চিফরিপোর্টার বলছে আজই!

"ভাই, এটা কিভাবে সম্ভব? আমার প্রস্তুতি লাগবে না? এভাবে হুটহাট করে ইন্টারভিউ করা যায় নাকি?"

"সমস্যা নেই। কি কি প্রশ্ন করবে তার একটা ধারণা আমি তোমাকে দিয়ে দেবো।"

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে চুপ্‌সে গেলো সায়েম। এটা হলো ফরমায়েশি ইন্টারভিউ। তার পত্রিকার সম্পাদক কিংবা চিফরিপোর্টারের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমে নেয়া হচ্ছে। আহকাম উল্লাহ আসলে এমন সব প্রশ্নের উত্তর দেবে যেগুলোর মাধ্যমে সে নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে পারবে। তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ উঠছে, চারপাশে যেসব ফিসফাস শোনা যাচ্ছে সেগুলোর জবাব দেবে গুছিয়ে-গাছিয়ে। ক্রিকেটে যেমন ম্যাচ-ফিক্সিং, সাংবাদিকতায় তেমনি এরকম ইন্টারভিউ।

"কায়সার ভাই অ্যারেঞ্জ করেছেন?" আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো সায়েম।

"হুম।" চোখে চোখ না রেখেই বললো চিফরিপোর্টার। আবারো কফির মগটা তুলে নিলো।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সায়েম মোহাইমেন। এ ধরণের ইন্টারভিউ আগেও সে করেছে। খুবই অপ্রিয় একটি কাজ কিন্তু সাংবাদিকতা পেশায় অনেক সময়ই এরকম কাজ করতে হয়। এখানে ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। যতো বড় বড় কথাই বলা হোক না কেন, শেষপর্যন্ত সাংবাদিকতাও এক ধরণের চাকরি।

"কখন?" জানতে চাইলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"বিকেলে," কফির মগটা ডেস্কের উপর রেখে নীচের ড্রয়ার থেকে একটা এ-ফোর সাইজের কাগজ বের করে সায়েমের দিকে বাড়িয়ে দিলো চিফরিপোর্টার। "আমি প্রশ্নগুলো লিখে রেখেছি। একটু চোখ বুলিয়ে নিলেই হবে।"

কাগজটা হাতে নিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো মহাকাল-এর রিপোর্টার। "এ কাজটা জুনিয়র কাউকে দিলেও হতো," আস্তে করে বললো সে।

"মাথা খারাপ? এমন হোমরাচোমরা রাজনীতিকের ইন্টারভিউ নেবার জন্য জুনিয়র কাউকে পাঠানো যায়?" মগে একটা চুমুক দিলো আলী এমদাদ।

সায়েম কিছু বললো না। জুনিয়র কাউকে না পাঠানোর কারণ ব্যাপারটা যেনো গোপন থাকে। একজন সিনিয়র রিপোর্টার হিসেবে জুনিয়রদের তুলনায় সে অনেক বেশি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন এবং দায়িত্ববানও বটে।

"ঠিক বিকেল পাঁচটায় উনার বাসায় চলে যাবে। বাসার ঠিকানাটা কাগজের উল্টোপিঠে লেখা আছে। ফোন নাম্বারটাও।"

"উনার নাম্বার?"

"আরে না। হয়তো উনার পিএস-টিএসের হবে।"

উঠে দাঁড়ালো সায়েম। "ঠিক আছে। আমি তাহলে যাই।"

"হুম।" কথাটা বলেই চিফরিপোর্টার ডেস্কের উপর রাখা কিছু কাগজপত্রের দিকে মনোযোগী হয়ে উঠলো। "আজকে রাতে রি-রাইট করে তৈরি করে রাখবে। কাল সকাল এগারোটার মধ্যে আমার ডেস্কে চাই।"

"ওকে।"

চিফরিপোর্টারের দরজাবিহীন রুম থেকে বেরিয়ে গেলো সায়েম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৫

গুলশান-বনানীর এসি গোলাম মওলা নিজের অফিসে বসে আছে অস্বস্তি নিয়ে। একটু আগে বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে লাঞ্চ করেছে, খাবারটা ভালো ছিলো না হয়তো। হোটেলের খাবার তার পছন্দ না হলেও উপায় নেই। এসব খাবার খেয়ে মাঝেমধ্যেই বদহজম হয় তার, আজও তাই হয়েছে। ঢাকায় আসার পর তাহিতির সাথে আবার সবকিছু ঠিকঠাক হওয়ার কারণে প্রায়ই ওদের বাড়িতে গিয়ে ভালোমন্দ কিছু খেতে পারে। ইচ্ছে করলেও কখনও নিজ থেকে ঐ বাসায় যায় না, কেবল তাহিতি ফোন করলেই যায়।

আজ সকালে তাহিতি ফোন করে তাকে বলেছে রাতের খাবারটা যেনো ওদের ওখানে খেয়ে যায়। মওলা জানে তার প্রিয় খাবারটাই রান্না করা হয়েছে। ভাবতেই ভালো লাগার অনুভূতি বয়ে গেলো তার মধ্যে। প্রিয় মানুষের সাথে বসে প্রিয় খাবার খাওয়ার মজাই আলাদা। ছয়-সাত মাস পর নতুন করে আবার যোগাযোগ হবার পর থেকে প্রায়ই তাহিতিদের বাসায় যাওয়া হচ্ছে আর প্রতিবারই উপলক্ষ্য হিসেবে থাকছে খাওয়া-দাওয়া! গত সপ্তাহে তাহিতির মা তো বলেই দিলো, ঢাকা শহরে যতোদিন আছে অন্তত রাতের খাবারটা যেনো তাদের বাসায় এসে খেয়ে যায়। ব্যাচেলর মানুষ, বাসায় গিয়ে কী খায় না খায় ঠিক আছে?

মওলা অবশ্য তাহিতির মায়ের চমৎকার রান্না করা সব আইটেমের জন্য ওদের বাসায় যায় না, সে যায় তার পুরনো অভ্যাসের কারণে। আপন মনে হেসে ফেললো। এই অভ্যাসটা হয়তো আমৃত্যু ছাড়তে পারবে না।

এমন সময় তার চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটিয়ে দরজা খুলে ঢুকে পড়লো সায়েম।

"কিরে, আজ কোনো অ্যাসাইনমেন্ট নেই?" মওলা জিজ্ঞেস করলো বন্ধুকে।

"আছে, পাঁচটার দিকে।" একটা খালি চেয়ারে বসে পড়লো সে। "লাঞ্চ করেছিস নাকি খালি পেটে দেশ সেবা করে যাচ্ছিস?"

"অনেক আগেই করেছি। তুই?"

"করেছি।"

"তাহলে চা খা?"

"না। কোল্ড ড্রিঙ্কস আনা। আজ অনেক গরম পড়েছে।"

ইন্টারকম তুলে দুটো কোল্ড ড্রিঙ্কসের কথা বলে দিলো মওলা। "অফিস থেকে এলি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না। বাসায় গেছিলাম, একটু রেস্ট নিয়ে তোর এখানে চলে এলাম। আমার আজকের অ্যাসাইনমেন্টটা গুলশানে, তাই একটু আগেভাগে এসে পড়লাম আড্ডা মারার জন্য।"

"ভালো করেছিস।"

সায়েম মুচকি হাসলো। "তাহিতির খবর কি?"

"ভালো।" ছোট্ট করে বললো মওলা।

"ভালো হলেই ভালো।"

মওলার ভেতর থেকে যেনো ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। "আজকে তোর অ্যাসাইনমেন্টটা কি?" প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্য জানতে চাইলো সে।

"বালের অ্যাসাইনমেন্ট," বিরক্ত হয়ে বললো। "মাননীয় আহকাম উল্লাহর ইন্টারভিউ নিতে হবে।"

"আহকাম উল্লাহ মানে, ঐ এমপি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। "ম্যাচ ফিক্সিংয়ের মতোই একটি ইন্টারভিউ। সব সাজানো নাটক।"

"ওই লোক নাকি কামাল পাশাকে হত্যা করে গুম করেছে। অনেকদিন থেকেই তার বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ উঠছে," গুলশান-বনানীর এসি হিসেবে মওলা এটা ভালো করেই জানে কারণ আহকাম উল্লাহ থাকে গুলশানে।

"সেজন্যেই হয়তো একটু আপারহ্যান্ড নিতে চাচ্ছে। এটা হলো সাজানো ইন্টারভিউ। এর মাধ্যমে হারামজাদা নিজের পক্ষে সাফাই গাওয়ার সুযোগ করে নেবে আর কি।"

এমন সময় ঘরে একজন আরদার্লি ঢুকে দু'গ্লাস কোল্ড ড্রিঙ্কস দিয়ে গেলো।

"ভালো। তোদের পত্রিকাগুলো এরকম ক্রিমিনাল লোকজনকে সুবিধা করে দিচ্ছে। বেশ ভালো।" ড্রিঙ্কসের গ্লাসটা তুলে নিলো সে।

গোলাম মওলার টিটকারিটা গায়ে মাখলো না সায়েম। কোল্ড ড্রিঙ্কসের গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো। "পত্রিকা বের করাটাও ব্যবসা, বন্ধু। আর ব্যবসায়িরা বেসাতি করবেই। এখানে আদর্শ, নীতি এগুলো হলো পোশাকি ব্যাপার।"

"হুম।"

ড্রিঙ্কসের গ্লাসটা ডেস্কের উপর রেখে বললো সায়েম, "আচ্ছা, তোর কি মনে হয় আহকাম উল্লাহই কামাল পাশাকে গুম করিয়েছে? আই মিন, তোদের কাছে তো অনেক ইনসাইড ইনফর্মেশন থাকে।"

"নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয় তবে পুলিশের লোকজন বিশ্বাস করে কাজটা আহকাম উল্লাহই করেছে। সে নাকি এরকম কাজ করার আগে বিদেশ চলে

www.BanglaBook.org

যায়। এ ঘটনার সময়ও তাই করেছে। তার অতীত রেকর্ড কিন্তু ভালো না।"

"হুম। কিন্তু নিজের দলের ভেতরে তার ভালো প্রভাব রয়েছে।"

"সামনে মন্ত্রীসভা রি-শাফল করা হবে, শোনা যাচ্ছে আহকাম উল্লাহ মিনিস্টার হতে পারে," বললো মণ্ডলা।

"তাই নাকি," অবাক হলো সায়েম। "যার বিরুদ্ধে এতো বড় অভিযোগ তাকে মন্ত্রী বানানো হবে?"

বাঁকাহাসি হাসলো মণ্ডলা।

"তাই তো বলি, যাকে নিয়ে এতো কানাঘুষা, এতো আলোচনা, যে মানুষটা একেবারে লো-প্রোফাইলে চলে গেছিলো হঠাৎ করে কেন মহাকাল-এর মতো পত্রিকায় ইন্টারভিউ দেবে! তাও আবার হুট করে!"

"তোর সম্পাদকের সাথে হয়তো ভালো কানেকশান আছে?"

মুচকি হাসলো সায়েম। "তা তো আছেই।"

গোলাম মণ্ডলার ফোনটা বেজে উঠলো এ সময়। "এক মিনিট।" বন্ধুর কাছ থেকে এক্সকিউজ চেয়ে কলটা রিসিভ করলো সে। "জি, স্যার..." ওপাশে উর্ধতন কাউকে কয়েকবার 'জি-স্যার' বলে ফোনটা রেখে দিলো। বন্ধুর দিকে তাকালো কাচুমাচু হয়ে। "একটু পর গুলশান দুই নাম্বারে যেতে হবে। আমাদের বস্ আসছে।"

"সমস্যা নেই, আমি একটু পরই উঠতাম। আমার অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাঁচটায়। একটু আগে গেলেও সমস্যা নেই।"

"আরেকটু বোস, একসাথেই বের হই দু'জন।"

সায়েম মাথা নেড়ে সায় দিয়ে হালকাচালে বললো, "আদনান সুফির কেসটার কি হলো রে?" পত্রপত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলোর কাছে বিস্মৃত হয়ে গেলেও সায়েম প্রায় এই কেসটার খোঁজ নেয় তার বন্ধুর কাছে।

ঠোঁট ওল্টালো ছটকু। "গাড়িটা এখনও উদ্ধার করতে পারে নি। কেসটারও কোনো অগ্রগতি হয় নি।"

"এক মাসেও ডিবি কিছু করতে পারলো না?"

"পারলো না তো," পেপারওয়েট দিয়ে কাগজগুলো ডেস্কের উপর রেখে দিলো সে। "পুলিশ অনেক চেষ্টা করেছে। ব্যাপক ধরপাকড় করেছে। ঢাকা শহরের শত শত গাড়িছিনতাইকারী ধরে রিমান্ডে নিয়েছে, বলতে পারিস এটা করতে গিয়ে কয়েকশ' চোরাই গাড়ি উদ্ধার করে ফেলেছে তারা কিন্তু ঐ গাড়িটার হদিশ পায় নি।"

"আমি ভেবেছিলাম এরকম প্রভাবশালী পরিবারের এক ছেলে খুন হলো, পুলিশ হয়তো খুব দ্রুতই সব বের করতে পারবে।"

"হুম। আমিও তাই ভেবেছিলাম। কিন্তু ঐ যে বলেছিলাম গাড়িটা, ওটা উদ্ধার করা না গেলে কিছুই বের করা যাবে না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। সেও এটা জানে। এই কেসের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ঐ অদ্ভুত গাড়িটা।

"আমার কি মনে হয় জানিস?" কাগজপত্র থেকে চোখ তুলে বললো ছটকু।

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সায়েম।

"গাড়িটা আর নেই।"

"নেই মানে?" অবাক হলো মহাকাল-এর রিপোর্টার।

"গাড়ি ছিনতাইকারীচক্র সাধারণত চেসিস আর ইঞ্জিন নাম্বার পাল্টে বিক্রি করে দেয়। তবে অনেক সময় তারা আস্ত গাড়ি বিক্রি করে না। গাড়িটা ভেঙে ওটার শত শত পার্টস বিক্রি করে দেয়া হয়।"

সায়েমও এটা জানে। আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

"আদনান সুফির কেসটা পত্রপত্রিকায়, টিভিতে যেভাবে ফলাও করে এসেছে তাতে মনে হয় ছিনতাইকারীরা ভয় পেয়ে আস্ত গাড়ি বিক্রি করে নি।"

"এরকম হলে কেসটার কী হবে?"

চুপ মেরে বন্ধুর দিকে চেয়ে রইলো মওলা।

"কেসটার সুরাহা না হলে তো ক'দিন পর থেকে আমাকে কোর্টে গিয়ে হাজিরা দিতে হবে," আক্ষেপের সাথে বললো সায়েম।

"এ নিয়ে ভাবিস না। নিশুর সাথে আমার কথা হয়েছে, উত্তরা-থানার ওসির সাথেও কথা বলেছি। মনে হয় না এই কেসে তোকে খুব বেশি ভুগতে হবে।"

"কিন্তু আদালতে গিয়ে তো হাজিরা দিতেই হবে, নাকি?"

"ওসি বলেছে ফাইনাল চার্জশিট দিতে আরো দেরি হবে। মামলার কোনো অগ্রগতি নেই, চার্জশিট কী দেবে? আর চার্জশিট না দিলে তোকে আদালতে হাজিরা দিতে হবে না।"

"তার মানে চার্জশিট দেবার পর হাজিরা দিতে হবে?"

"যদি চার্জশিটে তোর নাম থাকে..."

সায়েম ভুরু কোচকালো। "আমার নাম কি থাকা উচিত? থাকার সম্ভাবনা কতোটুকু?"

"এসব নিয়ে ভাবিস না তো...তোর কিচ্ছু হবে না।"

সায়েম কিছু বললো না। তবে মনে মনে কামনা করলো তার বন্ধুর কথাই যেনো সত্য হয়।

"চল্‌, উঠি। হোমমিনিস্টারকে বিস্মিত করতে হবে।"

ছটকুর দেখাদেখি সায়েমও উঠে দাঁড়ালো। কথা বলতে বলতে বেরিয়ে পড়লো দুই বন্ধু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৬

ঠিকানাটা সায়েমের মনেই ছিলো আর জায়গাটাও তার চেনা, তাই আহকাম উল্লাহর বাড়িটা খুঁজে বের করতে তেমন বেগ পেতে হলো না।

বিশাল মেইনগেটটা ক্ষমতার দাপট নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর সেটাকে আগলে রেখেছে পেটানো শরীরের এক দারোয়ান। মেইনগেটের পাশেই তিন ফুট চওড়া ছোটো একটি গেট আছে মানুষজন চলাচলের জন্য। বাড়ির কোনো নাম নেই, শুধু হাউজ আর রোড নাম্বার দেয়া আছে পিতলের নামফলকে। একটি বাড়ি কতোটা জমকালো, এর মালিক কতোটা ধনী আর ক্ষমতাবান সেটা বোঝা যায় মেইনগেট দেখলেই।

গেটের কাছে এসে গাড়ি থামিয়ে আশেপাশে তাকালো সায়েম। রাস্তার দু'পাশে সারি সারি গাড়ি পার্ক করা। আশেপাশে গাড়ি রাখার জায়গা খুঁজতে লাগলো।

"আপনি কি এমপি স্যারের সাথে দেখা করতে আসছেন?" পেটানো শরীরের দারোয়ান একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো তাকে।

"হুম।"

"আপনার নাম?"

"সায়েম মোহাইমেন।" বুঝতে পারলো পত্রিকার নামটাও বলা দরকার। হয়তো তার আসার ব্যাপারে দারোয়ানকে আগে থেকেই বলে দেয়া হয়েছে। "দৈনিক মহাকাল থেকে এসেছি।"

"একটু দাঁড়ান, আমি আসতাছি," বলেই ছোটো গেটটা দিয়ে যে-ই না ঢুকতে যাবে অমনি তাকে পেছন থেকে ডাকলো সায়েম।

"আমার গাড়িটা কি ভেতরে রাখা যাবে?"

"দাঁড়ান, জিজ্ঞাস কইরা আসতাছি," হাত তুলে সায়েমকে আশ্বস্ত করে ভেতরে ঢুকে পড়লো দারোয়ান।

গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করার সময় রট-আয়রনের মেইনগেটের ফাঁকফোকর দিয়ে বাড়ির ভেতরটা দেখলো সায়েম। আহকাম উল্লাহর মতো জাঁদরেল রাজনীতিকের বাড়ি যেমনটি হবার কথা ঠিক তেমনি : আয়তনে বিশাল; সাজসজ্জায় জমকালো। গেটের ওপাশে সবুজ ঘাসের বিশাল একটি লন। মূল বাড়িটা সেই লনের পরেই। আশেপাশের সবগুলো বাড়ি সুউচ্চ অ্যাপার্টমেন্ট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভবন হয়ে গেলেও আহকাম উল্লাহর বাড়িটা এখনও সেই বনেদী বাড়িগুলোর মতো ডুপ্লেক্স রয়ে গেছে।

এ দেশের ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া রাজনীতিকেরা কিভাবে যেনো অভিজাত এলাকায় ঠাঁই পেয়ে যায়। জীবনে কোনোদিন চাকরি কিংবা ব্যবসা না করেও এরা বিপুল পরিমাণে বিত্তবৈভব অর্জন করে। তাদের এই সম্পদের উৎস নিয়ে না রাষ্ট্র না জনগণ–কারোর কোনো মাথাব্যথা নেই। এই উদাসীনতা আর নীরবতার সুবিধা কড়ায়-গণ্ডায় উসুল করে নেয় আহকাম উল্লাহদের মতো লোকজন।

শব্দ করে বিশাল গেটটা এক পাশে সরে যেতেই দারোয়ানকে দেখা গেলো। "ভিতরে ঢুকে পড়েন, স্যার। সোজা গিয়া বাম দিকে যাইবেন।"

হাফ ছেড়ে বাঁচলো সায়েম। বাড়ির বাইরে গাড়ি রাখাটা তার একদম পছন্দ হচ্ছিলো না। এতো কষ্ট করে কেনা গাড়ি রাস্তার উপর রেখে গেলে টেনশনে থাকতো। ঢাকা শহরে আজকাল গাড়ি চুরি অনেক বেড়ে গেছে। সে তো আর কোটি টাকার মালিক না, একটা গাড়ি চুরি হলে পরদিন গিয়ে আরেকটা কিনে আনবে। মুশকিল হলো এ শহরের বেশিরভাগ অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ের অদ্ভুত এক নিয়ম : গেস্টদের গাড়ি-পার্কিং নিষিদ্ধ! ফলে গুলশানের মতো অভিজাত এলাকায় এসেও গেস্ট হিসেবে বাইরের রাস্তায় গাড়ি পার্ক করতে হয়।

গাড়ি নিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো সে।

মেইনগেট থেকে বিশাল সবুজ ঘাসের লন ডুপ্লেক্স বাড়িটা পর্যন্ত বিস্তৃত। বাম দিকের সীমানাপ্রাচীর ঘেষে কংক্রিটের একটি ড্রাইভওয়ে চলে গেছে বাড়িটির দিকে, তবে গেট থেকে দশ-পনেরো গজ পরেই বাম দিকে মোড় নিয়েছে ড্রাইভওয়ের আরেকটি শাখা। ভেতরে ঢুকতেই সায়েম দেখতে পেলো সানগ্লাস পরা মাঝবয়সী হালকা-পাতলা গড়নের এক লোক সেই মোড়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। হাত তুলে কী যেনো ইশারা করলে সায়েম বুঝতে না পেরে গাড়ির গতি কমিয়ে দিলো।

লোকটার দেবে যাওয়া গালকে সমৃদ্ধ করেছে মোটা গোঁফ। মাথার চুলগুলো মিলিটারিদের মতো ছোটো ছোটো করে ছাটা। কালচে ঠোঁট আর দাঁড়ানোর ভঙ্গিতে এক ধরণের বেপরোয়া লাম্পট্য রয়েছে।

"গ্যারাজের ভিতরে রাখেন," কাছে এসে বললো সানগ্লাস। তার কণ্ঠ ফ্যাসফ্যাসে।

সায়েম দেখতে পেলো হাতের বাম দিকে বেশ বড় একটি গ্যারাজ। ইটের

www.BanglaBook.org

দেয়াল আর টিনের ছাদ। তিনটা শাটার দরজা, দুটো বন্ধ, একটা তুলে রাখা হয়েছে।

গ্যারাজের সামনে এসে গাড়িটা থামালো সে। একটু সামনে, ড্রাইভওয়ের উপর ঝকঝকে বিলাসবহুল একটি পাজেরো পার্ক করা আছে।

"গ্যারাজের ভেতরে রাখেন," সানগ্লাস আবারো বলে উঠলো। "এইখানে রাখলে গেস্টের গাড়িটা বাইর হইতে পারবো না," পাজেরোটা দেখিয়ে বললো সে। "ওইটা একটু পরই বাইর হইবো।"

"ও," চওড়া একটা হাসি দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম।

"একটু আগে আইসা পড়ছেন, ফোনও করেন নাই," সানগ্লাস বললো।

"সরি। ফোন করতে ভুলে গেছিলাম," মুচকি হেসে বললো। "একটা কাজে গুলশানে এসেছিলাম, তাই আগেভাগে চলে এসেছি।"

গাড়িটা নিয়ে গ্যারাজের খোলা দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো সায়েম। ত্রিপল দিয়ে ঢাকা একটি প্রাইভেট কারের বামপাশে খালি জায়গা পেয়ে ওখানেই পার্ক করলো সে। গ্যারাজটা বেশ বড়। কমপক্ষে ছয়-সাতটা গাড়ি রাখা যাবে। অন্ধকারাচ্ছন্ন হলেও বুঝতে পারলো ভেতরে তিন-চারটা গাড়ি রয়েছে। শুল্কমুক্ত গাড়ির সুবিধা ভালোমতোই নেয়া হয়েছে! সায়েম জানে এ নিয়ে পর পর তিনবার এমপি নির্বাচিত হয়েছে আহকাম উল্লাহ। তিনবার এমপি হয়ে দেশ সেবা করেছে, চার-পাঁচটা গাড়ি থাকতেই পারে ইঞ্জিন বন্ধ হতেই ইগনিশান থেকে চাবি বের করে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো।

সামনের দিকে পা বাড়াতেই কিছু একটার সাথে হোচট খেয়ে হুরমুরিয়ে পড়ে যাবার দশা হলো তার, কভার দিয়ে ঢাকা পাশের গাড়িটার বুটের কোণা ধরে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারলো। নীচে তাকালো। গাড়িটার চাকার কাছেই একটি ইট পড়ে আছে। সম্ভবত চাকার নীচে দেয়া ছিলো, কোনো কারণে সরে গেছে, আর সেই ইটের সাথে পা লেগেই হোচট খেয়েছে সায়েম। দেখতে পেলো চাবির রিংটা পড়ে আছে গাড়ির পেছনের বাম্পারের নীচে। হোচট খাবার সময় হাত থেকে সেটা পড়ে গেছে। উপুড় হয়ে মেঝে থেকে চাবির রিংটা তুলতে যাবে অমনি তার চোখে কিছু একটা ধরা পড়লো।

কয়েক মুহূর্ত উপুড় হয়েই থাকলো সে। যেনো বজ্রাহত হয়েছে, নড়াচড়া শক্তি নেই। তার হৃদস্পন্দন হঠাৎ করে বেড়ে গেলো। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে সায়েম মোহাইমেনের। চাবিটা মেঝে থেকে তুলতে ভুলে গেলো।

এটা সে কী দেখছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পুরো গাড়িটা মোটা ত্রিপলের কভার দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে অনেকদিন থেকে এভাবে পড়ে আছে গ্যারাজে। কভারের উপরে পাতলা ধুলোর আস্তরণ। কভার দিয়ে ঢাকা থাকলেও পেছন দিকের বাম্পারের কাছে একটুখানি কভার সরে আছে ফলে নাম্বারপ্লেটটা উন্মোচিত!

অবিশ্বাসে সেই নাম্বারপ্লেটে আলতো করে হাত বোলালো সায়েম। যেনো নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না, স্পর্শ করে নিশ্চিত হতে চাইছে।

"কি হইছে, ভাই?"

চমকে উঠলো সায়েম।

সানগ্লাস গ্যারাজের দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

চাবিটা তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। "না, মানে..." চাবির রিংটা দেখালো। "এটা পড়ে গেছিলো।"

"আসেন," বলেই হাটা ধরলো সানগ্লাস।

সায়েম অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে অনুসরণ করলো কিন্তু যেতে যেতে পেছন ফিরে কয়েকবার তাকালো। ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। একদম পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে নাম্বারপ্লেটটা।

লোকটার পেছন পেছন ডুপ্লেক্স বাড়িটায় ঢুকে পড়লো বিস্ময়লাগা ঘোরের মধ্যে।

এটা এখানে!?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৭

গুলশান দুই নাম্বারের গোল চক্করের কাছে একটি বাসায় গতরাতে ডাকাতি হয়েছিলো। বাড়ির মালিক অবসরপ্রাপ্ত এক সচিব, হোমমিনিস্টারের কেমনজানি অত্মীয় হন, তাই মন্ত্রীমহোদয় নিজেই ছুটে এসেছেন ভদ্রলোককে সান্ত্বনা দিতে। সে-কারণে গুলশান-বনানীর এসি হিসেবে গোলাম মওলাকে উপস্থিত থাকতে হচ্ছে। একেবারেই ফালতু একটা কাজ। মিনিস্টার আসবেন, পাঁচ-দশ মিনিট থাকবেন তারপর নাদানের মতো 'চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অপরাধীদের গ্রেফতার করা হবে' জাতীয় আশ্বাসবাণী দিয়ে সাইরেন বাজাতে বাজাতে চলে যাবেন, মাঝখান থেকে গোলাম মওলাদের যতো পেরেসানি।

অবসরপ্রাপ্ত সেই সচিবের বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এখন। একটু আগে ওয়াকিটকিতে জানা গেছে মিনিস্টার সাহেব জ্যামে আটকা পড়ে আছেন তাই একটু দেরি হচ্ছে, তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই চলে আসবেন। তার সঙ্গে গুলশান-থানার ওসিসহ প্রচুর সংখ্যক পুলিশ রয়েছে। তবে সবচে বেশি আছে সাংবাদিক। কমপক্ষে পনেরো-ষোলোটি মাইক্রোফোন দেখা যাচ্ছে। কটকটে রঙের লোগোগুলো কিলবিল করছে তার চারপাশে। বেশ কিছু পত্রিকার সাংবাদিকও আছে, তাদেরকে চেনা যাচ্ছে হাতে নোটপ্যাড আর কলম দেখে।

গুলশান-বনানীর এসি গোলাম মওলা জানে হোমমিনিস্টারের সাথে থাকবেন আইজি এবং মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসি। মিনিস্টার অবসরপ্রাপ্ত সচিবকে সান্ত্বনা দেবেন পাঁচ মিনিট আর মাইক্রোফানওয়ালাদের তুষ্ট করবেন আধঘণ্টা! হোমমিনিস্ট্রি থেকে শুরু করে বন, ধর্ম, শিক্ষা, পররাষ্ট্র, হেনো কোনো মন্ত্রণালয়ের বিষয় নেই যে তিনি নিজের অভিমত দেবেন না। মাইক্রোফোনওয়ালারা যে-প্রশ্নই করবে তিনি সবজান্তার মতো জবাব দেবেন।

উসখুশ করতে থাকা মওলা টের পেলো তার মোবাইলফোন ভাইব্রেট করছে। একটু আগে সাইলেন্স করে রেখেছিলো যাতে হোমমিনিস্টার আর পুলিশের উধ্বর্তন কর্মকর্তাদের সামনে হুট করে রিং বেজে না ওঠে।

ফোনটা হাতে তুলে নিলো সে।

"হ্যালো?"

ওপাশে তাহিতি। "ব্যস্ত নাকি?"

"এই তো একটা ঝামেলায় আছি।"

"ও, তাহলে থাক, পরে ফোন দিচ্ছি।"

www.BanglaBook.org

"না, সমস্যা নেই। বলো।"

"রাতে আসছো তো?"

"হ্যা। এখানে কাজটা শেষ হলেই ফ্রি হয়ে যাবো।"

"ঠিক আছে, আসো। বেশি দেরি হলে ফোন দিও।"

"আচ্ছা।"

মওলা কান কাড়া করলো। সাইরেনের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। মিনিস্টার আসছে তাহলে? কয়েক সেকেন্ড পরই তাদের সামনে দিয়ে একটা অ্যাম্বুলেন্স চলে গেলো।

বিরক্ত হয়ে হাতঘড়িতে সময় দেখলো। মিনিস্টার কতোক্ষণে এসে পৌঁছায় আর কখন চলে যায় কে জানে।

*

প্রায় পনেরো মিনিট পার হয়ে গেলো, কারোর দেখা নেই। শুধু কাজের ছেলেটা এসে এক কাপ চা আর বিস্কিট দিয়ে গেছে এ সময়ের মধ্যে। সেই চা-বিস্কিট ছুঁয়েও দেখে নি সায়েম। ডুপ্লেক্স বাড়িটার নীচতলার বিশাল ড্রইংরুমে বসে আছে সে। তার ভেতরের অস্থিরতা প্রকাশ পাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পাচ্ছে। জোর করে সমস্ত উত্তেজনা চেপে রেখেছে। একটু পর যে ইন্টারভিউটা হবে তা নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই। তার ভাবনা জুড়ে এখন একটি গাড়ি। এই গাড়িটা আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে কেন–সেই প্রশ্নই মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

সানগ্লাস তাকে এই ফাঁকা ড্রইংরুমে বসিয়ে রেখে উপরে চলে গেছে। হুট করেই এমপি সাহেবের সাথে একজন ভিআইপি দেখা করতে চলে এসেছে। উনাকে বিদায় দিয়েই নীচে নামবে। কতোক্ষণ বসে থাকতে হয় কে জানে।

একবার ভাবলো ছটকুকে ফোন করবে, পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দিলো। যেকোনো সময় উপর থেকে নীচে নেমে আসতে পারে এমপি। তাছাড়া এখানে বসে বন্ধুকে ফোন করাটা ঠিক হবে না। সে লক্ষ্য করেছে একটা সার্ভিল্যান্স ক্যামেরা রয়েছে ঘরে। কে জানে, হয়তো কথাবার্তা রেকর্ড করারও ব্যবস্থা আছে!

সিদ্ধান্ত নিলো এ বাড়ির বাইরে গিয়ে ছটকুকে ফোন করবে। সেটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আপাতত নিজের ভেতরের সমস্ত উত্তেজনা দমিয়ে রাখাই ভালো।

চায়ের কাপটা তুলে নিলো। চুমুক দিয়ে দিয়ে একটু টাইম পাস করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যেতে পারে। এভাবে বসে থাকতে ভালো লাগছে না। কিন্তু এক চুমুক দিয়েই কাপটা রেখে দিলো। ঠাণ্ডা বরফ হয়ে গেছে।

"অনেকক্ষণ ধরে বসে আছেন, মনে হয়?" ড্রইংরুমের ডান দিকে যে সিঁড়িটা উপরে চলে গেছে সেটা দিয়ে নামতে নামতে বললো আহকাম উল্লাহ এমপি। "জরুরি একটা মিটিংয়ে ছিলাম।"

উঠে দাঁড়ালো সায়েম, সালাম দিলো নিঃশব্দে।

সালামের জবাবে হাত তুলে মুচকি হাসি দিলো আহকাম উল্লাহ। সাদা শার্ট আর ছাইরঙা প্যান্ট পরে আছে। বেশ আয়েশী ভঙ্গিতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বসলো সায়েমের ঠিক পাশেই।

"বসেন, বসেন। আসলে আপনিও একটু তাড়াতাড়ি চলে এসেছেন মনে হয়।" হাতঘড়িটা দেখলো সে। "আপনার আসার কথা ছিলো ঠিক পাঁচটার দিকে।" বিগলিত একটি হাসি দিলো।

"আমি সায়েম মোহাইমেন, মহাকাল-এর সিনিয়র রিপোর্টার।"

"আপনার সময়জ্ঞান খুব ভালো, মিঃ মোহাইমেন," সোফায় নড়েচড়ে বসলো এমপি, মুখে হাসিহাসি ভাবটা ধরে রেখেছে। "বাঙালী যেখানে সময়মতো আসে না আপনি সেখানে আগেভাগেই এসে পড়েছেন।"

কষ্ট করে বিনয়ী হাসিটা দিতে পারলো সায়েম। এমন সময় বাইরের ড্রাইভওয়ে'তে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট করার শব্দ শোনা গেলো। মেইনগেট দিয়ে একটা গাড়ি বের হয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারলো এই বাড়ির আরেকটা সিঁড়ি আছে পেছন দিকে। পাজেরো গাড়িতে করে যে ভিআইপি এসেছিলো সে হয়তো ঐ সিঁড়ি দিয়েই নীচে নেমে গেছে।

"আরে, আপনি তো চা খান নি," বললো আহকাম উল্লাহ।

"না, মানে খেতে ইচ্ছে করছে না।"

"কফি খাবেন?"

"না, না। কিছু লাগবে না।"

"একটু খান। খেতে খেতে ইন্টারভিউ দেই। চা-কফি ছাড়া ইন্টারভিউ হয় নাকি।"

সায়েম আর কিছু বললো না। অভিজ্ঞতা থেকে জানে ইন্টারভিউ নেবার আগে যতো কম দ্বিমত পোষণ করা যায় ততোই ভালো। অবশ্য এই ইন্টারভিউটা নিয়ে সে মোটেও চিন্তিত নয়। এখানে এসে হঠাৎ করে এমন একটা জিনিস খুঁজে পেয়েছে যে, কোনো হিসেবই মেলাতে পারছে না। শুধু বুঝতে পারছে অব্যাখ্যাত এক রহস্যের সমাধানসূত্রটি এখন তার নাগালের মধ্যে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আহকাম উল্লাহ সোফার পাশ থেকে ইন্টারকমটা তুলে দু'কাপ কফি দিতে বললো।

সায়েম বিশাল ড্রইংরুমটার চারপাশে তাকালো নিজের ভেতরের অস্থিরতা দমিয়ে রাখার জন্য। এ মুহূর্তে তারা দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। খুব সম্ভবত বিশাল এই বাড়িতে অনেক লোকজন থাকে কিন্তু বাড়ির মালিক জাঁদরেল টাইপের, তাই কারোর শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কেমন জানি সুনশান পরিস্থিতি।

এমন সময় সানগ্লাস ঘরে ঢুকলেও আহকাম উল্লাহর মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না।

"তাহলে শুরু করেন," সোফায় আয়েশী ভঙ্গিতে হেলান দিয়ে বললো আহকাম উল্লাহ।

সায়েম অপ্রস্তুত হয়ে তাকালো। তার মাথায় এখন অন্য কিছু ঘুরছে। ইন্টারভিউ কিভাবে শুরু করবে বুঝতে পারছে না। সানগ্লাস চুপচাপ এমপির পাশে এসে দাঁড়িয়ে রইলো। তাদের দু'জনের মধ্যে কয়েক মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হলে সেটা সায়েমের চোখ এড়ালো না। গাড়ি নিয়ে ঢোকার সময় এ লোককে দেখে সে ভেবেছিলো মালি কিংবা ফুটফরমায়েশ খাটার লোক হবে, তবে এখন মনে হচ্ছে আহকাম উল্লাহর খুব ঘনিষ্ঠ কেউ। দেখে অবশ্য মনে হচ্ছে না তার পিএস কিংবা এপিএস। ঘরের ভেতরেও সানগ্লাস পরে ভাবলেশহীন মুখে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। *গোঁফওয়ালা টার্মিনেটর!* ভাবলো সে। শুধু একটু হালকা-পাতলা!

পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে রেকর্ডিং অপশনে গেলো সায়েম। "ইন্টারভিউটা রেকর্ড করবো। আমি শর্টহ্যান্ড জানি না। রেকর্ড করে পরে রি-রাইট করি।"

কাঁধ তুললো এমপি। "কোনো সমস্যা নেই।"

এটা সায়েমের দ্বিতীয় মোবাইলফোন। রেকর্ডিংয়ের সময় যাতে ফোনকল এসে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্যে অফ-সিম অপশনে রাখা আছে।

"শোনা যাচ্ছে কয়েকদিন পর মন্ত্রীপরিষদ রি-শাফল হবে...আপনি নাকি মন্ত্রীত্ব পেতে পারেন?" সায়েম কেন এটা বললো জানে না। তাকে যে গাইডলাইন আর কোয়েশ্চেনেয়ার দেয়া হয়েছে তাতে এরকম কিছু নেই। একটু আগে ছটকুর সাথে আলাপের সময় এটা জানতে পেরেছে।

আহকাম উল্লাহ একটু অবাক হলেও ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা গেলো। "জানি না আপনি কোত্থেকে এসব কথা শুনেছেন, আমি কিন্তু এরকম কোনো কথা শুনি নি।"

"এরকম কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে, সামনের সপ্তাহে মন্ত্রীসভায় রদবদল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হলে সেখানে দু'একজন নতুন মুখ দেখা যাবে। আপনার নামটাও শোনা যাচ্ছে।"

"দেখুন, প্রাইমমিনিস্টার কাকে মন্ত্রী বানাবেন না বানাবেন সেটা উনিই ভালো জানেন। উনি চাইলে যে কাউকে যখন তখন মন্ত্রীসভায় নিতে পারেন আবার বাদও দিতে পারেন। তবে আমি সত্যি বলছি, আপনি যা বললেন সেরকম কোনো কথা আমি শুনি নি।"

"তার মানে বলতে চাইছেন এটা নিছক গুজব?"

একটু ভেবে জবাব দিলো এমপি। "আমি এটাকে গুজব বলবো না। রাজনীতিতে এরকম কথাবার্তা প্রায়ই শোনা যায়। ঘটনা না ঘটা পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়।"

"তার মানে বলতে চাইছেন আপনার পার্টির ভেতরে এরকম কোনো কিছু নিয়ে আলোচনা হয় নি?"

"পার্টিতে অনেক কিছু নিয়েই কথা হয়। সব কথা বাইরে বলা যায় না," বেশ মেপে জবাব দিলো সে।

"আচ্ছা," সায়েম বুঝতে পারছে না এরপর কী বলবে। একবার ভাবলো কোয়েশ্চেনেয়ারটা দেখে নেবে কিনা, পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দিলো। যদিও এমপি নিজেও জানে এই ইন্টারভিউটা একেবারেই ফিক্সড তারপরও সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে কাগজ দেখে দেখে ইন্টারভিউ নিতে তার আত্মসম্মানে লাগলো। কাগজে কি লেখা আছে মনে করার চেষ্টা করলো। তার মাথায় এখন অন্য কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে তাই মনে করতে যথেষ্ট বেগ পেলো সে।

এমন সময় কাজের ছেলেটা এসে দু'কাপ কফি দিয়ে গেলো।

"প্লিজ, নিন," আহকাম উল্লাহ বললো। সায়েমকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখছে এখন।

একটু সময়ক্ষেপন করার জন্যই কফির কাপটা তুলে নিলো মহাকাল-এর রিপোর্টার।

"আপনি কি নার্ভাস?" অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে চেয়ে বললো আহকাম উল্লাহ।

কথাটা সায়েমের আত্মসম্মানে লাগলো। প্রায় সাত-আট বছর ধরে সাংবাদিকতা করছে। মহাকাল-এর সিনিয়র রিপোর্টার। সে কেন একজন এমপির ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে নার্ভাস হবে?

"না," বেশ জোর দিয়েই বললো। "নার্ভাস হবো কেন?"

"আপনাকে দেখে মনে হচ্ছে তাই বললাম।"

"না, না। তেমন কিছু না। আসলে এই ইন্টারভিউটা নেবার জন্য যথেষ্ট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সময় পাই নি। আজ দুপুরে আমাকে বলা হয়েছে, প্রস্তুতি নেবার কোনো সুযোগই ছিলো না।"

মুচকি হাসলো এমপি।

তার এই হাসিও যেনো বলে দিচ্ছে এটা পুরোপুরি ফরমায়েশি একটি ইন্টারভিউ। এরকম জঘন্য এক লোকের পক্ষ নিতে পারলো তার সম্পাদক? হতাশ আর বিস্মিত সায়েম কাজে নেমে পড়লো। তাকে দ্রুত এখান থেকে বের হতে হবে।

"আপনার এলাকায় আপনারই দলের তরুণ এক নেতা কামাল পাশা গুমের ব্যাপারে অনেকেই আপনার দিকে সন্দেহের আঙুল তুলছে," একেবারে কাগজের লেখা কথাগুলো আউড়ে গেলো সে। "প্রথমে এ ব্যাপারে কিছু বলুন।"

"হ্যা। কিছু কিছু লোক এরকম মিথ্যে অপবাদ দিচ্ছে কিন্তু আমার প্রশ্ন, তারা আসলে কারা? খোঁজ নিয়ে দেখবেন এরা সবাই আমার প্রতিপক্ষ। রাজনীতি করি, আমার পক্ষ-প্রতিপক্ষ থাকবেই। এটা ওদেরই কাজ।"

"প্রতিপক্ষকে গুমের অভিযোগ ওঠার পরও আপনি দীর্ঘদিন মিডিয়া থেকে দূরে ছিলেন, এটা কেন করেছেন?"

"প্রথমেই বলে রাখি, কামাল আমার ছোটোভায়ের মতো ছিলো, আমার প্রতিপক্ষ ছিলো না। আমরা একই রাজনৈতিক দলের সদস্য," একটু থেমে আবার বললো, "এবার বলি অভিযোগ ওঠার পরও আমি কেন চুপ মেরে ছিলাম। দেখুন, ব্যাপারটা আমি অন্যভাবে ব্যাখ্যা করি। ধরুন কেউ একজন আপনাকে এসে বললো আপনি আসলে ছেলে নন, মেয়ে। এ ব্যাপারে সে একদম নিশ্চিত। আপনি তখন কি করবেন—ঐ লোকের কথা ভুল প্রমাণ করার জন্য নিজের প্যান্টের জিপার খুলে দেখিয়ে দেবেন আপনি আসলেই একজন পুরুষ?" মাথা দোলালো আহকাম উল্লাহ। "অতোটা বোকা নিশ্চয় আপনি নন। আমিও নই। কেউ এসে ভিত্তিহীন একটা অভিযোগ করলো আর আমি আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য উঠেপড়ে লাগলাম—এটা কি কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কাজ হতো?"

"না। তা হতো না," সায়েম বললো।

"এ কারণেই এতোদিন চুপ মেরে ছিলাম।"

"তাহলে এতোদিন পর কেন মুখ খুললেন?"

"কারণ আমার বিরুদ্ধে বিরামহীন অপপ্রচার চালানো হচ্ছে। প্রথমে আমি ভেবেছিলাম এটা কয়েক দিনের মধ্যেই থেমে যাবে...এখন মনে হচ্ছে একটা মহল চাচ্ছে আমাকে রাজনৈতিকভাবে ধ্বংস করতে। তারা এতো সহজে থামবে না।"

www.BanglaBook.org

"এই মহলটিই বলছে কামাল পাশা আপনার প্রতিপক্ষ হিসেবে আবির্ভূত হওয়াতে আপনি তাকে গুম করেছেন?"

"হ্যা। আমার তাই মনে হয়," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো এবার। "কামাল আমার এলাকার ছেলে। ছাত্রনেতা থেকে মূলদলে প্রবেশ করেছে। ওর রাজনৈতিক সম্ভাবনা প্রচুর। আমি তো পর পর তিনবার এমপি হয়ে গেছি, আর কতো? ভবিষ্যতে আমার এলাকার নেতৃত্ব তুলে নেবার মতো যোগ্য লোক দরকার। কামাল ঠিক সেভাবেই প্রস্তুত হচ্ছিলো। তার এমন পরিণতিতে আমি নিজেও ব্যথিত।"

আপনি ব্যথিত!? মনে মনে বললো সায়েম।

"যারা আমাকে নিয়ে এরকম জঘন্য মিথ্যা অপবাদ রটাচ্ছে তারা জানে না কামালের সাথে আমার সত্যিকারের সম্পর্কটা কেমন ছিলো।"

"কিন্তু এটা তো সত্যি, ইদানীং কামালের সাথে আপনার দ্বন্দ্ব চলছিলো?"

"হ্যা, তা চলছিলো। দলের মধ্যে অনেকের সাথেই আমার মতানৈক্য হয়, দ্বন্দ্ব হয়, মনোমালিন্যও হয় কিন্তু তার সাথে গুমের কী সম্পর্ক?" একটু থেমে কফির কাপে চুমুক দিলো সে। "ও বয়সে যুবক, আমি অনেক সিনিয়র একজন নেতা। আমাদের মধ্যে এলাকার উন্নয়ন আর পার্টির অনেক বিষয় নিয়ে মতানৈক্য ছিলো। আর এটা একেবারেই প্রকাশ্য ব্যাপার। কোনো রাখঢাক ছিলো না। সেজন্যেই কুচক্রিমহল আমার দিকে আঙুল তোলার সুযোগ পেয়ে গেছে।"

মনে মনে মুচকি হাসলো সায়েম। এ দেশের রাজনীতিবিদদের বিরুদ্ধে যারাই দাঁড়ায়, কথা বলে তারা সবাই কুচক্রিমহল!

"কুচক্রিমহল বলতে আপনি কাদের কথা বলছেন?"

"যারা আমার প্রতিপক্ষ। মানে সত্যিকারের প্রতিপক্ষ।"

"একটু খোলাসা করবেন কি?"

"আমি আমার এলাকায় পর পর তিনবার এমপি নির্বাচিত হয়েছি, ওখানে আমার জনপ্রিয়তা দেখে একটি মহল উঠেপড়ে লেগেছে আমাকে হেনস্তা করতে। দীর্ঘদিন ধরেই তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে, এবার অনেকটাই সফল তারা। আমার নিজের দলের জনপ্রিয় এক তরুণ নেতা কামালকে গুম করে আমাকে দায়ি করছে তারা। তাদের হিসেবটা খুব সহজ : কামালের সাথে আমার দ্বন্দ্বের ব্যাপারটা প্রকাশ্য। কামালের কিছু হলে স্বাভাবিকভাবেই লোকজনের কাছে আমাকে সন্দেহভাজন হিসেবে তুলে ধরা যাবে। তারা এখন সেটাই করে যাচ্ছে।"

"তার মানে আপনি বিরোধী রাজনৈতিক দলের দিকে ইঙ্গিত করছেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এটাও লিখিত প্রশ্ন। সায়েম যাত্রাপালার প্রম্পটারের মতো আউড়ে গেলো।

"আমার এলাকার অনেকেই এরকম সন্দেহ করছে।"

"কিন্তু আপনার নিজের দলের অনেকেই কিন্তু আপনাকে দায়ি করছে?"

"আসলে বিরোধী শক্তির সাথে আমার দলের কিছু হতাশ আর পদবঞ্চিত নেতা, বার বার নমিনেশন চেয়ে পায় নি এরকম কেউ কেউ হাত মিলিয়ে ফায়দা লোটার চেষ্টা করছে। আমি নিশ্চিত, ঠিকমতো তদন্ত করলে আসল সত্যটা বেরিয়ে আসবে।"

"ঘটনার পর থেকে কামাল পাশার পরিবারও আপনার বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে কি বলবেন?"

"আমি শুধু বলবো, তারা বিভ্রান্ত। তাদেরকে কুচক্রিমহল বিভ্রান্ত করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করার চেষ্টা করছে।"

"আপনার দলের নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায় থেকে এ ব্যাপারে আপনাকে কিছু বলেছে?"

"প্রশ্নই আসে না। তারা অতোটা দায়িত্বজ্ঞানহীন নয়। একটা গুজব উঠলেই তারা এ নিয়ে কাউকে সন্দেহ করবে না। ব্যাপারটা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। আসল সত্য বেরিয়ে আসলেই তারা কেবল এ নিয়ে কথা বলবে।"

একটু চুপ থেকে সায়েম মনে করার চেষ্টা করলো পরবর্তী প্রশ্নগুলো। "আপনি কি মনে করেন কামাল পাশার গুমের অভিযোগ আপনার রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে খারাপ প্রভাব ফেলেছে?"

"না। রাজনীতিতে এরকম ষড়যন্ত্রের শিকার কমবেশি সবাইকেই হতে হয়। এটা এমন কিছু না। সময়ই বলে দেবে আমি এ ঘটনার সাথে কোনোভাবে জড়িত নই।"

"কামাল পাশার পরিবার থেকে আরেকটি অভিযোগ করা হচ্ছে : আপনার বিরুদ্ধে মামলা নিচ্ছে না পুলিশ। আপনি প্রভাব খাটিয়ে মামলা নিতে বাধা দিচ্ছেন।"

মুচকি হাসলো এমপি। "আমি কিন্তু পুলিশ চালাই না। প্রশ্নটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিংবা পুলিশকে করলেই বেশি ভালো হতো। ওরাই ভালো বলতে পারতো কেন আমার বিরুদ্ধে মামলা নিচ্ছে না।"

"তার মানে আপনি বলতে চাইছেন এক্ষেত্রে আপনার কোনো ভূমিকা নেই?"

"অবশ্যই নেই।"

"তাহলে পুলিশ মামলা নিচ্ছে না কেন?"

"এর অনেক কারণ থাকতে পারে," একটু থেমে আবার বললো, "আপনি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চাইলেই কিন্তু যার-তার বিরুদ্ধে যেকোনো মামলা দিতে পারেন না। পুলিশ ব্যাপারটা প্রাথমিকভাবে খতিয়ে দেখার পর যদি বুঝতে পারে আপনার অভিযোগ ভিত্তিহীন, নিছক সন্দেহের বশে মামলায় নাম ঢোকাচ্ছেন, কিংবা আপনার অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে তাহলে তারা অভিযোগটি আমলে নেবে না। এক্ষেত্রে হয়তো তা-ই হয়েছে। আমি অবশ্য অনুমান করে বললাম। সত্যিকারের কারণটা আমার জানা নেই।"

"কামাল পাশা যখন গুম হয় তখন নাকি আপনি দেশে ছিলেন না?" সায়েমের মুখ দিয়ে হুট করে বেরিয়ে গেলো কথাটা।

তার দিকে চেয়ে রইলো আহকাম উল্লাহ। এরকম প্রশ্ন করার কথা ছিলো না। সায়েমের কাছে যে কোয়েশ্চেনেয়ার আছে তাতে এরকম কিছু নেইও।

"আমি ছিলাম সিঙ্গাপুরে...থরো চেকআপের জন্য গেছিলাম," কাটাকাটাভাবে বললো আহকাম উল্লাহ।

"লোকজন বলে আপনি নাকি একজন রাজনৈতিক গডফাদার। বিভিন্ন সেক্টরে চাঁদাবাজি করেন," উত্তেজনার চোটে বলে ফেললো সায়েম। নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারলো না।

আহকাম উল্লাহর পাশে দাঁড়ানো সানগ্লাস পরা হালকা-পাতলা লোকটি ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো মহাকাল-এর রিপোর্টারের দিকে।

সায়েম বুঝতে পারছে এমপি সাহেব রেগে গেলেও অনেক কষ্টে নিজের রাগ দমন করে রাখছে।

"কারা বলে এসব?" বেশ শান্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে।

সায়েম থতমত খেলো। "মানে, লোকে বলাবলি করে...পত্রিকায়ও এ নিয়ে লেখা হয়েছে..."

"পত্রিকায় লিখে দিলেই তো হবে না, প্রমাণ থাকতে হবে। এরকম কোনো প্রমাণ কি আছে ওদের কাছে?"

"না, মানে, এটা পাবলিক পারসেপ্শান..."

"আপনার পারসেপশানটা কি?"

সায়েম বুঝতে পারলো আর বেশিদূর যাওয়া ঠিক হবে না। "আপনি রেগে যাচ্ছেন। আমি আসলে ওভাবে কথাটা বলি নি। পাবলিক পারসেপশানের কথা বললাম আর কি...এ ব্যাপারে যদি আপনার কিছু বলার থাকে তাহলে বলতে পারেন?"

গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো এমপি। "আপনার কি অন্যকিছু জিজ্ঞেস করার আছে? আমাকে একটু পর বের হতে হবে। পার্লামেন্টের অধিবেশন চলছে, ওখানে যেতে হবে। আরো অনেক কাজ আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়েমের মনে পড়ে গেলো কোয়েশ্চেনেয়ারে আরো দু'তিনটি প্রশ্ন রয়ে গেছে। "ইয়ে মানে, যারা আপনার বিরুদ্ধে গুমের অভিযোগ আনছে তাদের বিরুদ্ধে কি আইনগত কোনো ব্যবস্থা নেবার কথা ভাবছেন?"

"হুম, এরকম কথা ভাবছি। কারণ কামাল পাশার পরিবারের কয়েকজন সদস্য বিভিন্ন টিভি-চ্যানেল আর পত্রিকায় আমার নাম ধরে যা তা বলে বেড়াচ্ছে। এটা তো মেনে নেয়া যায় না। আমি আমার আইনজীবির সাথে কথা বলছি। তাদেরকে উকিল নোটিশ পাঠানো হবে। এরপরও যদি তারা তাদের মুখ বন্ধ না রাখে তাহলে মানহানির মামলা করতে বাধ্য হবো আমি।"

"এর আগেও কয়েক বার আপনার বিরুদ্ধে এরকম অভিযোগ করেছিলো অনেকে, তাদের বিরুদ্ধে কিন্তু মানহানির মামলা করেন নি..." কথাটা বলার পর বুঝতে পারলো নিজের মনোভাব নিয়ন্ত্রণ করতে বেগ পাচ্ছে সে। এসব বলা ঠিক হচ্ছে না।

সায়েমের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো এমপি। "অভিযোগ উঠলেই যদি মামলা করতে হয় তাহলে তো পলিটিশিয়ানদের প্রতিদিন দশটা করে মামলা করতে হবে। সারাদিন থানা আর কোর্ট-কাচারিতে আসা-যাওয়া করেই কাটিয়ে দিতে হবে..."

আহকাম উল্লাহর পেছনে দাঁড়ানো সানগ্লাস আর স্থির থাকতে পারলো না। একটু সামনের দিকে এগিয়ে এলো সে। তার মনোভাব বেশ আগ্রাসী। মানসিকভাবে ভড়কে দিতে চাইছে হয়তো। তবে শেকলে বাধা কুকুরের মতোই আর বেশি আগে বাড়লো না। সে জানে তার গণ্ডী কতোটুকু।

"একদম ঠিক কথা বলেছেন, আমি আসলে এরকম জবাবই আশা করেছিলাম।"

ভুরু তুললো এমপি। কিছুটা অবাক হয়ে জানতে চাইলো, "মানে?"

"মানে, এই যে আপনি যেভাবে জবাবটা দিলেন সেটার কথা বলছি। আসলে ভিত্তিহীন অভিযোগ নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভালো।"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো এমপি।

"রাজনীতিবিদদের নিয়ে গাল-গল্প আর গুজব তো থাকবেই...তাই না?"

আহকাম উল্লাহর ঠোঁটে মুচকি হাসি দেখা দিলো।

মোবাইলফোনটা হাতে নিয়ে রেকর্ডিং অফ করে দিলো সায়েম। "আমাকে সময় দেয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ।"

"আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ," হাত বাড়িয়ে দিলো এমপি।

করমর্দন করে উঠে দাঁড়ালো সে। "আপনি হয়তো আমাকে ভুল বুঝেছেন। আসলে ইন্টারভিউয়ে একটু অ্যাগ্রেসিভ কোয়েশ্চেন না করলে সেটা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সাজানো ব'লে মনে হয়। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আহকাম উল্লাহ। অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ সে, বুঝতে পেরেছে। "না, না। আমি ভুল বুঝি নি। ইটস ওকে।"

সায়েম তাকালো সানগ্লাসের দিকে। মুখটা আগের মতোই ভাবলেশহীন।

"তাহলে আমি আসি, স্লামালেকুম।"

হাত তুলে সালামের জবাব নিলো এমপি।

সায়েম চুপচাপ বেরিয়ে গেলো। এক ধরণের উত্তেজনায় ছটফট করছে। মনে মনে ঠিক করলো এখান থেকে বেরিয়েই ছটকুকে ফোন করবে, তারপর কিভাবে আদনান সুফির গাড়িটা এ বাড়ি থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে তা নিয়ে ভেবে দেখবে। গাড়িটা এখান থেকে উদ্ধার করতে পারলে কতো বড় একটি ঘটনা ঘটে যাবে ভাবতেই শিহরিত বোধ করলো। ঘটনাচক্রে যে কেসে জড়িয়ে পড়েছিলো কাকতালীয়ভাবে সেই কেসের রহস্য উন্মোচন করছে সে নিজেই!

গ্যারাজের দিকে এগিয়ে যাবার সময় উত্তেজনার চোটে অস্থির হয়ে উঠলো সায়েম। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। ইন্টারভিউটা নেবার আগেই এটা করতে চেয়েছিলো, কিন্তু সেটা করলে অ্যাসাইনমেন্টটা আর করা যেতো না। তাই সমস্ত উত্তেজনা চেপে রেখে ইন্টারভিউটা নিয়েছে।

গ্যারাজের খোলা দরজার কাছে আসতেই সায়েমের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। মনে হলো নিশ্বাস বুঝি বন্ধ হয়ে গেছে।

চোখের সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছে সেটা একেবারেই অবিশ্বাস্য একটি ব্যাপার!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৮

আহকাম উল্লাহ তার সুবিশাল ড্রইংরুমে বসে ফোনে কথা বলছে নীচুস্বরে। একটু আগে এখানে বসেই মহাকাল-এর সাংবাদিককে ইন্টারভিউ দিয়েছে।

ঐ ছোকরা সাংবাদিক শেষদিকে তার মেজাজটা বিগড়ে দিলেও এখন মনমেজাজ বেশ ভালো। ফোনে যার সাথে কথা বলছে তার কথাবার্তা শোনার পরই মেজাজ ভালো হয়ে গেছে। ঐ সাংবাদিক ঠিকই অনুমাণ করতে পেরেছিলো। তার মন্ত্রী হওয়ার গুজবটা বেশ ভালোভাবেই ছড়িয়েছে। যদিও ছেলেটার প্রশ্নে সে কিছু জানে না বলে জানিয়েছে কিন্তু এটা তো ঠিক, রাজনীতি করলে সব কথা বলা যায় না। আবার বললেও সবখানে, সবার কাছে, সব সময় এটা বলা অসম্ভব। এটা হলো কথার ব্যবসা। তুমি কথা বলতে পারো না, তাহলে রাজনীতি না করাই ভালো। অন্য ব্যবসা দেখো। চাকরি জুটিয়ে নাও। কে মানা করেছে?

তবে আজকাল পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। এই যে এখন, ওপাশে যে কথা বলছে তার বেলায় অবশ্য কথার কোনো ভূমিকা নেই। এরা না-জানে কথা বলতে না-জানে কথা শুনতে। একেকটা বুদ্ধির ঢেঁকি। এইসব আমলারদল অবসরে গিয়ে রাজনীতি করে। সিন্দাবাদের ভূতের মতো রাজনীতির কাঁধে চেপে বসে। দিন দিন প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে এদের ক্ষমতা। এখন এদেরকে খুশি করতে হয় আহকাম উল্লাহদের মতো ঝানু রাজনীতিকদের।

এইসব ভূতকে নিয়ে অবশ্য চিন্তার কিছু নেই। টাকার ভূত টাকায় খুশি হয়। তাকে খুশি করা হয়েছে। আরো করা হবে। সুতরাং তার বাকি কথাগুলো টয়লেটের কমোডে ফ্ল্যাশ করে দিলেও সমস্যা নেই।

ওপাশের বকবকানির শুনতে শুনতে হু-হা করে জবাব দিতে লাগলো আহকাম উল্লাহ। হাতঘড়ি দেখলো, তাকে একটু পরই বের হতে হবে। এমন সময় আজমত ঢুকলো ঘরে। যথারীতি সানগ্লাস পরে আছে। ফোনালাপ শোনা যাবে না এমন দূরত্ব বজায় রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলো সে।

"ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলেছো?" ফোনটা রেখে জানতে চাইলো আহকাম উল্লাহ।

আজমত কথা বলার আগে সানগ্লাস খুলে নিলো। "জি, ভাই।" আহকাম উল্লাহর সাথে কথা বলার সময় কখনও সানগ্লাস পরে থাকে না। ব্যাপারটা ক্ষমতাবান এমপি একদমই পছন্দ করে না। চোখ দেখা যায় না এমন কারোর সাথে কথা বলতে অস্বস্তি বোধ করে সে।

www.BanglaBook.org

আহকাম উল্লাহ উঠে দাঁড়ালো। কিছু একটা ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেলো দরজার দিকে।

তার পেছন পেছন যেতে যেতে বললো আজমত, "ভাই, এতোগুলা টাকা, একা যাওন ঠিক হইবো না। সুপন্‌রে নিয়া গেলে ভালো হয়।"

আজমতের দিকে তাকালো এমপি। একটু ভেবে নিলো। এসব কাজে যতো কম লোক জড়িত থাকে ততোই ভালো। কয়েকদিন আগে এক মন্ত্রীর এপিএস ঘুষের টাকা নিয়ে ধরা পড়েছিলো। মিডিয়াতে এ নিয়ে বেশ শোরগোল হয়েছিলো তখন। এপিএসের ড্রাইভার বেঈমানি করার কারণে এরকম ঘটনা জানাজানি হয়ে যায়। এরপর থেকে সবাই আরো বেশি সতর্ক হয়ে উঠেছে। তবে সুপন ছেলেটা বিশ্বস্তই, দীর্ঘদিন ধরে আছে তার সঙ্গে।

"ঠিক আছে, নিয়ে যাও," বললো সে। ড্রাইভওয়ের উপরে এসে একটু থামলো। তার চোখ আকাশের দিকে। "বৃষ্টি হবে নাকি?"

আজমতও আকাশের দিকে তাকালো। "না, ভাই। মনে হয় না।"

"হুম।" আকাশ থেকে চোখ সরালো না সে। "না হলেই ভালো।"

এমপির সামনে তার বিলাশবহুল প্রাডো গাড়িটা এসে থামলে আজমত প্যাসেঞ্জার ডোরটা খুলে দিলো। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করার আগে আহকাম উল্লাহ্ বললো, "টাকাগুলো কিন্তু গুণে নিও। ব্যাঙ্ক থেকে তোলে নি। ঠিকঠাক আছে কিনা কে জানে।"

"ঠিক আছে, ভাই।" আজমত দরজাটা বন্ধ করে দিলো।

একটু আগে এক ইয়াবা-ব্যবসায়ী এসেছিলো, সে তিন কোটি টাকা দিয়ে গেছে। একেবারে নগদে। গত এক সপ্তাহে এরকম বেশ কয়েকজন ব্যবসায়ি টাকা দিয়ে গেছে। আজমত জানে আহকাম উল্লাহ্ এবার নির্ঘাত মন্ত্রী হবে। কয়েক কোটি টাকা জায়গামতো দিয়ে দেবার সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। আর সেই টাকাগুলো এমপি'র পকেট থেকে যাচ্ছে না, যাচ্ছে অন্যদের পকেট থেকে। দীর্ঘদিন ধরে আহকাম উল্লাহর সবচাইতে ঘনিষ্ঠ লোক হিসেবে আছে সে। কোরবানীর ঈদের গরুটা পর্যন্ত কেনে না এমপিসাহেব। যে মোবাইলফোনটা ব্যবহার করে সেটাও দিয়েছে এক ব্যবসায়ি। আজমত ভালো করেই জানে, রাজনীতি হলো ব্যবসার চেয়েও বড় ব্যবসা।

প্রাডোটা অভিজাত শব্দ তুলে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে আজমত আবারো সানগ্লাস পরে নিলো। আজ রাতে তার পকেট ভারি থাকবে। আর এভাবে পকেট ভারি হয়ে গেলে ইদানীং একটা নামই তার মনে পড়ে সবার আগে : ফেরদৌসি!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ২৯

গাড়িটা নেই! বার বার নিজেকে বলে যাচ্ছে সায়েম। একেবারে ভেল্কিবাজির মতো উধাও হয়ে গেছে মাত্র বিশ-পঁচিশ মিনিটের ব্যবধানে!

আহকাম উল্লাহর ইন্টারভিউটা নেবার আগেও গাড়িটা দেখেছে। তার এই দেখার মধ্যে কোনো ভুল ছিলো না। নিজের হাতে নাম্বারপ্লেটটা পর্যন্ত স্পর্শ করে দেখেছে। ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই।

গ্যারাজ থেকে নিজের গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময়ও স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে গ্যারাজের ওই জায়গাটায় গাড়ি রাখার চিহ্ন। দীর্ঘদিন গাড়ি রাখার পর যেরকম আকৃতিতে ধুলোর আস্তরণ পড়ে ঠিক তেমন একটা কিছু। এমনকি টায়ারের দাগও দেখেছে। গাড়িটা যে কিছুক্ষণ আগে গ্যারাজ থেকে বের করে নেয়া হয়েছে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

এখন নিজের গাড়িতে বসে আছে সায়েম। আস্তে আস্তে চলছে সেটা। তার চিন্তাভাবনায় যে অন্যকিছু ঘুরপাক খাচ্ছে সেটা গাড়ির গতিই বলে দিচ্ছে। পথেঘাটে টো-টো করতে থাকা গাঁজাখোর কবিদের মতো তার গাড়িটা চলছে!

এতো বড় একটা সুযোগ হাতছাড়া হলো বলে যারপরনাই আফসোসে পুড়ছে সে। ইন্টারভিউটা না নিয়েই যদি ছটকুকে ফোন করে ঘটনাটা জানাতো তাহলে আর এটা হতো না। আহকাম উল্লাহর গ্যারাজ থেকে গাড়িটা উদ্ধার করতে পারলে সব রহস্য এক নিমেষে সমাধান হয়ে যেতো।

আবার এটাও ঠিক, ইন্টারভিউ না নিয়ে ঐ বাসা থেকে হুট করে চলে আসলেও ব্যাপারটা খুবই অস্বাভাবিক দেখাতো। টের পেয়ে যেতো আহকাম উল্লাহ। আঁচ করতে পারতো কিছু একটা হয়েছে।

গুলশান এভিনু ধরে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে তার গাড়ি। একটু আগে ছটকুকে ফোন করেছিলো, কলটা রিসিভ করে নি। তার মানে খুবই ব্যস্ত আছে। সায়েমের তর সইছে না। সবার আগে ছটকুর সাথেই দেখা করতে হবে তাকে। সিদ্ধান্ত নিলো কয়েক মিনিট পর আবারো ফোন দেবে।

উদ্দেশ্যহীনভাবে গুলশান এভিনু দিয়ে ধীরগতিতে ছুটে যাবার সময় তার ভাবনা জুড়ে একটাই চিন্তা : এই গাড়িটা কেন আহকাম উল্লাহর বাড়িতে?! আর সেটা এভাবে উধাও হয়ে গেলো কেন? তাহলে কি আহকাম উল্লাহ কিংবা তার ঐ লোক টের পেয়ে গেছিলো?

www.BanglaBook.org

সে এমন কিছু করে নি যে ওরা টের পেয়ে যাবে। তাহলে গাড়িটা উধাও করে ফেললো কেন? ঐ লোকটা তো সারাক্ষণ এমপির পাশেই ছিলো।

এটা ঠিক, ইন্টারভিউ শুরুর আগে অনেকটা সময় ঐ লোক বাইরে ছিলো। ইন্টারভিউ শুরু হবার কিছুক্ষণ পর ঘরে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। যেনো পাহারাদার কুকুর। সায়েম খেয়াল করেছে লোকটা ঘরে ঢোকার পর এমপির সাথে চোখের ইশারায় কিছু একটা বলেছিলো। সে কি এটাই বলতে চেয়েছিলো, সব ক্লিয়ার! চিন্তার কোনো কারণ নেই।

নাম্বারপ্লেটটা স্পর্শ করে দেখার সময় সানগ্লাস পরা লোকটা এসে পড়েছিলো। তার ভাবভঙ্গিতে এমন কিছু দেখে নি যে লোকটা সন্দেহ করতে পারে। একেবারেই স্বাভাবিক ছিলো সে।

অভিব্যক্তি লুকিয়ে রেখেছিলো? হতে পারে। লোকটাকে দেখেই বোঝা যায় তার নার্ভ খুবই শক্তিশালী, আর এ ধরণের লোকজন সহজে ঘাবড়ায় না। ঘাবড়ে গেলেও কাউকে বুঝতে দেয় না...

রিং বাজার শব্দে সম্বিত ফিরে পেলো সায়েম। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে ড্যাশবোর্ডের উপরে রাখা ফোনটার ডিসপ্লে দেখে নিলো। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা রাস্তার একপাশে থামিয়ে রিসিভ করলো কলটা। আদনান সুফির ঐ ঘটনার পর থেকে গাড়ি চালানোর সময় কোনো ফোনকল রিসিভ করে না।

"হ্যা, তুই কই?!" বেশ উত্তেজিত হয়ে বললো সায়েম। "আমি তোকে ফোন দিয়েছিলাম।"

"আর বলিস না," ওপাশ থেকে গুলশান-বনানীর এসি বললো। "এতোক্ষণ হোমমিনিস্টারকে সার্ভিস দিলাম। ফ্রি হলাম মাত্র। দেখি তুই ফোন—"

"তুই কি গুলশানেই আছিস?" বন্ধুর কথা শেষ করতে দিলো না সায়েম।

"হ্যা।"

"কোথায়, তোর অফিসে?"

"না। একটা কাজে গুলশান-থানায় এসেছি।"

"তাহলে আমি গুলশান-থানায় আসছি। তোর সাথে আমার অনেক জরুরি কথা আছে।"

"কি হয়েছে?" অবাক হলো ছটকু। "তোর গলা শুনে তো মনে হচ্ছে কিছু একটা হয়েছে।"

"বিরাট ঘটনা, ছটকু। তুই বিশ্বাসও করতে পারবি না।"

"বিরাট ঘটনা মানে? আমি তো টেনশনে পড়ে গেলাম। কি হয়েছে, বল তো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুই বিশ্বাস করতে পারবি না, ঐ গাড়িটা!" উত্তেজনার চোটে সায়েমের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুতগতির হয়ে গেলো। "আদনান সুফির নিখোঁজ গাড়িটা খুঁজে পেয়েছি আমি!"

"গাড়িটা খুঁজে পেয়েছিস?!" ছটকুর কণ্ঠে বিস্ময়। "কোথায়?"

"আহকাম উল্লাহ্‌র বাড়িতে! ওই এমপি আহকাম উল্লাহ্‌র গ্যারাজে!"

"কি!" ওপাশ থেকে বিস্ময়ে বলে উঠলো গোলাম মওলা। "আদনান সুফির গাড়িটা আহকাম উল্লাহ্‌র বাড়িতে!?"

"হ্যা, হ্যা! ওর বাড়ির গ্যারাজে! বিশ্বাস করতে পারিস?"

"আশ্চর্য!"

"একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রেখেছে। মনে হচ্ছে ঘটনার পর থেকে ওখানেই রাখা আছে গাড়িটা।"

"কিন্তু?" ছটকুর কণ্ঠে সংশয়। "তুই কেমনে বুঝলি ওটা আদনান সুফির গাড়ি? তুই তো কোনো দিন ওই গাড়িটা দেখিস নি!"

"আরে বাবা, গাড়িটার নাম্বারপ্লেট দেখে চিনেছি।"

"নাম্বারপ্লেট দেখে চিনে ফেললি?"

ছটকুর সংশয় দেখে জোর দিয়ে বললো সায়েম, "আমি নিজের চোখে দেখেছি। কোনো ভুল নেই। বিশ্বাস কর, ওটা আদনান সুফির গাড়ি। ভুল হবার চান্সই নেই। ঐ নাম্বারের গাড়ি দুনিয়াতে একটাই আছে।"

"আশ্চর্য! এক নাম্বারে তো একটা গাড়িই থাকবে," বললো গোলাম মওলা।

"তুই এখনও বুঝতে পারছিস না, এই গাড়ির নাম্বারটা একেবারেই অন্যরকম।"

"যেরকমই হোক, আদনান সুফির গাড়ির নাম্বারপ্লেট তুই কিভাবে মনে রাখলি এতোদিন পরও?" গোলাম মওলার কণ্ঠে এখনও সন্দেহ।

সায়েম উত্তেজনায় হাসফাস করছে। দম নিয়ন্ত্রণে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বললো, "ঐ গাড়ির নাম্বারটা কতো জানিস?" মওলা কিছু বলার আগেই বললো সে, "১৯৫২!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩০

"এটা কী করে সম্ভব?"

গোলাম মওলা নিজের অফিসে ঢুকেই প্রশ্নটা আবার করলো। টেলিফোনে সবটা খুলে বলে নি সায়েম। আক্ষেপ আর হতাশায় বিমর্ষ হয়ে পড়েছে সে। একটু আগে তারা দু'জন গুলশান-থানার সামনে দেখা করে সোজা চলে এসেছে এখানে। তার সামনে একটা চেয়ার টেনে বসলো সায়েম।

"অবাক হবারই কথা।"

"১৯৫২! এটা কিভাবে গাড়ির লাইসেন্স নাম্বার হয়?"

সায়েম জানে যে কেউ কথাটা শুনলে এই একই প্রশ্ন করবে। আদনান সুফির গাড়ির লাইসেন্স নাম্বারটার কথা প্রথমবার যখন জেনেছিলো তারও একই অবস্থা হয়েছিলো। তাদের জুনিয়র এক রিপোর্টার আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের একসপ্তাহ পর ছোট্ট একটি রিপোর্ট করে এ নিয়ে। পত্রিকার ভেতরের পাতায় মাত্র এক কলামে সেটা ছাপা হয়। খবরটা চোখে পড়তেই সায়েম অবাক হয়েছিলো। ঢাকা শহরে যেসব গাড়ি আছে সেগুলোর লাইসেন্স ছয় সংখ্যার হয়ে থাকে। সংখ্যার আগে ঢাকা-ক,খ,গ এরকম বর্ণও থাকে। শুধু ১৯৫২?! অসম্ভব।

কিন্তু রিপোর্ট পড়েই সে জেনে যায় কেন গাড়িটার এমনতর লাইসেন্সপ্লেট। তা পরও ঐ জুনিয়র রিপোর্টারকে ডেকে বিস্তারিত জেনে নিয়েছিলো সে। ছেলেটা ডিটেইল তথ্য সংগ্রহ করলেও নিউজ ট্রিটমেন্টটা অতো ভালো ছিলো না।

"স্পেশাল একটি নাম্বার," বন্ধুকে বললো সে। "খুবই স্পেশাল।"

"বুঝলাম। কিন্তু কেন?"

"লম্বা ইতিহাস, বন্ধু।"

"সংক্ষেপে বল।"

"ঐ গাড়িটা আসলে ব্যবহার করতেন আদনান সুফির দাদা ভাষাসৈনিক আদেল সুফি। উনি মারা যাবার পর থেকে আদনান সুফি এটা ব্যবহার করে আসছিলো।"

"আদেল সুফি ভাষাসৈনিক এটা সবাই জানে, তাই বলে উনার গাড়ির নাম্বারপ্লেট ১৯৫২ কেন হবে? আজব কথা!"

"তিন বছর আগে আদেল সুফিকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের প্রধানমন্ত্রী উনার ছাত্র ছিলেন। ভাষাসৈনিককে উনি খুব রেসপেক্ট করতেন। তো, সিগনিফিকেন্ট নাম্বারের প্রতি আদেল সুফির এক ধরণের ঝোঁক ছিলো।" একটু থেমে আবার বললো সায়েম, "উনার সেলফোন নাম্বারের শেষ আটটা ডিজিট কতো ছিলো জানিস?" এই তথ্যটাও সেই ছোট্ট রিপোর্টে উল্লেখ করা ছিলো। "১৯২৫১৯৫২!"

"১৯৫২ বুঝলাম কিন্তু ১৯২৫ কেন?"

মুচকি হাসলো সায়েম। "আদেল সুফি ১৯২৫ সালে জন্মেছিলেন।"

ভুরু তুললো গোলাম মওলা। সে জানে অনেকেই সেলফোনে এরকম বিশেষ নাম্বারের সিম বাড়তি টাকা খরচ করে সংগ্রহ করে। টেলিফোন কোম্পানিগুলোও এরকম স্পেশাল নাম্বার বিশেষ মূল্যে বিক্রি করে থাকে।

"তো প্রাইমিনিস্টারের কাছ থেকে একুশে পদক নেবার সময় আদেল সুফি তার ছাত্রের কাছে একটি অদ্ভুত আব্দার করে বসেন। উনি কয়েক দিন আগেই ছেলের কাছ থেকে একটি গাড়ি উপহার পেয়েছিলেন...প্রাইমিনিস্টারকে উনি বলেন উনার সেই গাড়ির লাইসেন্স নাম্বারটা যেনো ১৯৫২ হয়। শুধুই ১৯৫২–আর কিছু না। তোর নিশ্চয় মনে আছে আদেল সুফির বিখ্যাত বইটির নাম?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা। "হ্যা। বইটি খুবই বিখ্যাত।"

"ওটা কিন্তু কথায় নয়, সংখ্যায় লেখা ছিলো। ১৯৫২। একজন ভাষাসৈনিক হিসেবে ১৯৫২ সংখ্যাটির প্রতি আদেল সুফির অন্যরকম একটি ঝোঁক ছিলো, এ নামে বই লিখে বিখ্যাত তিনি...সংখ্যাটাকে যেনো নিজের করে নিতে চেয়েছিলেন ভদ্রলোক।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা।

"তো, প্রাইমিনিস্টারের পক্ষে এরকম অনুরোধ রক্ষা করা কোনো ব্যাপারই ছিলো না। তিনি সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেন, এ নাম্বারটা তাকে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন শীঘ্রই।"

"এবার বুঝতে পেরেছি," গোলাম মওলা বললো। "কিন্তু এটা বুঝতে পারছি না গাড়িটা আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে কেন?"

"এটা তো আমিও বুঝতে পারছি না। মোটেই সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানে এটার কোনো ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছি না।"

"আহকাম উল্লাহ যদি আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থেকে থাকে তাহলে গাড়িটা নিজের বাড়িতে রাখার মতো বোকামি করবে কেন? স্ট্রেইঞ্জ!"

ঠোঁট উল্টে মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। "কিন্তু হত্যাকাণ্ডের সাথে যদি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঐ এমপির কোনো কানেকশান না-ই থাকে তাহলে গাড়িটা ওখানে গেলো কি করে?"

চুপ মেরে রইলো মওলা।

"পুরো ব্যাপারটা গোলকধাঁধার মতো। তবে গাড়িটা আহকাম উল্লাহর বাড়ি থেকে উদ্ধার করতে পারলে সব রহস্য উন্মোচিত হতো।"

"আচ্ছা, তুই শিওর তো ঐ গাড়িটাই দেখেছিস?"

"আমি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর।"

মওলা কিছু বললো না, তাকে খুবই চিন্তিত মনে হলো।

"তোর মতো আমিও এটা নিয়ে ভেবেছি, কোনো কূলকিণারা করতে পারি নি। ঘটনা যা-ই হোক গাড়িটা ওখানে থাকার কারণ তো আছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা। "তোর কাছ থেকে যা শুনলাম তাতে তো মনে হচ্ছে না তুই এমন কিছু করেছিস যে ওরা টের পেয়ে যাবে?"

"হুম।"

"তারচেয়েও বড় কথা গাড়িটা যদি ঐ গ্যারাজে লুকিয়ে রাখে ওরা তাহলে তোর মতো আউটসাইডারের গাড়ি কেন রাখতে দেবে ওখানে?"

সায়েম বুঝতে পারলো, মওলার কথায় যুক্তি আছে। সাধে কি আর চ্যাম্পিয়ন ডিবেটার ছিলো!

"মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।"

সায়েমেরও একই অবস্থা। একেবারে হতবুদ্ধিকর একটি ঘটনা। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে গেলে সব উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না।

"এই কথাটা কি আমরা পুলিশকে জানাতে পারি না?" অনেকক্ষণ পর বললো সায়েম।

সঙ্গে সঙ্গে মাথা দোলালো গোলাম মওলা। "কী বলবি? এমপির বাড়িতে গাড়িটা দেখেছিস? তারপর কয়েক মিনিট পর হাওয়া হয়ে গেছে?" মেকি হাসি হাসলো। "অন্য কেউ এটা বললে তাকে মাতাল কিংবা পাগল ভাববে পুলিশ কিন্তু তুই বললে অন্য কিছু মনে করবে।"

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো সায়েম। "কেন?"

বন্ধুর দিকে ঝুঁকে এলো মওলা। "কারণ তুই আদনান সুফির কেসের একমাত্র আসামী। এখন জামিনে আছিস।"

বুঝতে পেরে মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম মোহাইমেন।

"গাড়িটা যদি হাতেনাতে ধরা যেতো, ঐ লোকের বাড়ি থেকে রিকভারি করা যেতো তাহলে কাজের কাজ হতো।" একটু থেমে আবার বললো মওলা, "কিন্তু সেটা তো আর সম্ভব হচ্ছে না। ওরা নিশ্চয় গাড়িটা সরিয়ে ফেলেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো সায়েমের ভেতর থেকে। তার মাথায় এখন একটাই চিন্তা, ১৯৫২ কেন আহকাম উল্লাহর বাড়িতে। আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের সাথে আহকাম উল্লাহ সরাসরি জড়িত—এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কেন? আদনান সুফির মতো উদীয়মান এক ব্যবসায়ি-শিল্পপতির সাথে একজন এমপির কী এমন দ্বন্দ্ব থাকতে পারে? সায়েম নিশ্চিত, বিরাট কোনো ঘটনা আছে।

আনমনে থাকা সায়েমের অগোচরে হাতঘড়ির দিকে তাকালো মওলা। "আমাকে একটু উঠতে হবে রে।" বললো সে।

সম্বিত ফিরে পেয়ে বন্ধুর দিকে তাকালো সায়েম। "তাহিতির সাথে দেখা করতে যাবি?"

মওলা একটু লজ্জা পেলো যেনো। "না, মানে...জরুরি একটা কাজ আছে। ওটা সেরে তারপর যাবো।"

"ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই।" উঠে দাঁড়ালো সায়েম। "ট্র্যাজেডি কাকে বলে দেখ, বাসায় গিয়ে আমাকে এখন ঐ খুনি আহকাম উল্লাহর ইন্টারভিউ রি-রাইট করতে হবে।"

মওলা কিছু বললো না, চুপ করে থাকলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩১

সন্ধ্যা সাতটার কিছু পরে সায়েমের গাড়িটা যখন ধীরগতিতে গুলশান এভিনু থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তখন আকাশে মেঘ জমতে শুরু করেছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলো বৃষ্টি হলেও হতে পারে।

এটা এখন পরিষ্কার জঘন্য ক্ষমতাবান ঐ লোকটি শুধু কামাল পাশাকেই গুম করে নি, আদনান সুফির মতো তরুণকেও নির্মমভাবে হত্যা করেছে। সাংবাদিকতার চাকরি করে বলে আজ তাকে সব জেনেশুনেও ইন্টারভিউটা করতে হয়েছে। তার মনে হচ্ছে বাসায় গিয়ে কোনোভাবেই সেটা রি-রাইট করতে পারবে না। কাল সকালে চিফরিপোর্টারের কাছে ইন্টারভিউটা জমা দিতে না পারার জন্য একটা অজুহাত দাঁড় করাতে হবে। হয়তো দু'একটা দিন পর এটা লেখার মতো মানসিক জোর পাবে সে।

তার গাড়িটা বেশ ধীরগতিতে এগোচ্ছে। যেনো গুলশান এভিনু থেকে অনিচ্ছায় বের হয়ে যাচ্ছে সেটা। কামাল আতাতুর্ক এভিনুতে আসতেই তার ফোনের রিং বাজতে লাগলো। একটু সামনের দিকে ঝুঁকে ড্যাশবোর্ডের উপর রাখা ফোনের ডিসপ্লেটা দেখে নিলো সে।

নিম্মি।

আস্তে করে গাড়িটা রাস্তার এক পাশে থামিয়ে ফোনটা তুলে নিলো।

"কি খবর, কেমন আছো?"

"মুড অফ নাকি?" ওপাশ থেকে নিম্মি বললো।

চুপ মেরে রইলো সায়েম। *মেয়েদের ইনটুইশন এতো বেশি হয় কেন?*

"কথা বলছো না যে? কি হয়েছে?"

"না। তেমন কিছু না।"

"আহ্, বলো তো কি হয়েছে?"

সায়েমের মনে হচ্ছে একটু আগে যা হয়েছে তা নিম্মিকে বলা ঠিক হবে কিনা। "মাইগ্রেনের ব্যথা।" মিথ্যেই বললো সে।

"গাড়িতে নাকি?"

"হুম। তবে চিন্তার কোনো কারণ নেই। গাড়ি থামিয়েই কল রিসিভ করেছি।"

"গুডবয়," হেসে বললো নিম্মি। "সারাক্ষণ গাড়ির এসির মধ্যে বসে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকলে তো মাইগ্রেন হবেই। তোমার না এসি সহ্য হয় না, তারপরও কেন গাড়িতে এসি লাগিয়েছো?"

হেসে ফেললো সায়েম। সে যখন গাড়ি চালায় তখন বেশিরভাগ সময় এসিটা বন্ধই থাকে। এখনও তাই আছে। "গাড়িটা কি আমি একা ব্যবহার করবো সারাজীবন? আর কেউ করবে না?"

"বাপ্‌রে! আরো কেউ আছে নাকি?"

"থাকবে না কেন, আমি কি সিঙ্গেল?"

"সিঙ্গেলই তো, বিয়ে করেছো? করার নামগন্ধও তো নেই।"

"হা-হা-হা," শুধু হাসলো সে। "তোমরা মেয়েরা কেন যে এতো বিয়ে বিয়ে করো বুঝি না।"

"থাক, আর বুঝতে হবে না। এখন বলো মুড কেন অফ?"

"বললাম না, মাইগ্রেন।"

"সত্যি? আমার কিন্তু তা মনে হচ্ছে না।"

"সব কিছু নিয়ে সন্দেহ কোরো না তো, আসলেই মাইগ্রেনের ব্যথা হচ্ছে।" কথাটা বলেই গাড়ির দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। চমৎকার বাতাস বইছে, বৃষ্টি আসার আগে যেমনটি হয়। গাড়ির গায়ে হেলান দিয়ে আকাশের দিকে তাকালো।

আদুরে গলায় বললো নিম্মি, "ওকে, বিশ্বাস করলাম। এখন বলো বাসায় ফিরবে কখন?"

"একটা অ্যাসাইনমেন্ট ছিলো, ওটা শেষ করে বাসার দিকেই যাচ্ছিলাম।"

"ও।"

"আচ্ছা, তুমি কি কোনো দরকারে ফোন দিয়েছিলে? নাকি এমনি?" সায়েমের মনে পড়ে গেলো প্রয়োজন না পড়লে নিম্মি সাধারণত এ সময়ে ফোন দেয় না।

"দেখো কি অবস্থা, আসল কথা বাদ দিয়ে ঘ্যানঘ্যানি করে যাচ্ছি," বলে উঠলো নিম্মি।

"আসল কথা?" দুর্যোগপূর্ণ আকাশের দিকে তাকিয়েই বললো। "ঘটনা কি?"

"ভয় পাবার কিছু নেই, বাবা।"

"বুঝলাম। এখন তাড়াতাড়ি বলো, ঘটনা কি।"

"বড় মামা তোমার সাথে দেখা করতে চাইছেন।"

চুপ মেরে গেলো সায়েম। নিম্মির পরিবারে এই বড় মামা হলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গডফাদার। এই তার অমতে ওদের পরিবার কোনো কাজই করে না।

"পাত্র দর্শন?"

হি-হি করে হেসে উঠলো নিম্মি। "পাত্রদর্শনে অসুবিধা আছে?"

"না। কোনো অসুবিধা নেই। দেখতে-শুনতে আমি খারাপ না। কনফিডেন্স আছে।"

"গুড। কনফিডেন্স থাকা ভালো।"

"কবে আসবেন উনি?"

"সামনের সপ্তায়।"

"ওকে, কী আর করা।"

"আরেকটা কথা..."

"কি?"

"মামা বলছিলেন আমাদের কাবিনটা হয়ে গেলে ভালো হতো। উনি হজ্বে যাবেন...যাবার আগেই এটা করে যেতে চাচ্ছেন।"

"কি?" বুঝতে না পেরে বললো সায়েম। কানে ফোন চেপে রাখলেও তার চোখ আটকে আছে অন্য কোথাও।

"তুমি কি আমার কথা শুনতে পাও নি? হ্যালো? কথা বলছো না কেন? হ্যালো!"

রাস্তার ওপাড়ে চমৎকার একটি গাড়ি পার্ক করা। পেছন থেকে দেখতে পাচ্ছে সে। সচরাচর ঢাকা শহরের রাস্তায় এমন গাড়ি চোখে পড়ে না। গাড়ির প্রতি তার অবসেশনের কারণে এক দেখাতেই চিনতে পারলো : আলফা রোমিও। এই মডেলের গাড়ির মধ্যে কনভার্টিবল আলফা রোমিও সবচে বেশি জনপ্রিয়। ষাট আর সত্তর দশকের অনেক ইংরেজি সিনেমায় নায়ককে এই মডেলের গাড়ি ব্যবহার করতে দেখা যায়। লাল রঙের গাড়িটার কুচকুচে কালো চামড়ার ছাদ। ইটালিয়ান লেদারের এই রুফটি যখন-তখন গুটিয়ে হুডখোলা গাড়িতে রূপান্তরিত করা যায়—সেজন্যেই এটা কনভার্টিবল।

কিন্তু অটোমোবাইলপ্রেমী সায়েমের চোখ গাড়িটার সৌন্দর্য আর আভিজাত্য দেখার চেয়ে অন্যকিছুতে বেশি মনোযোগী। পেছনে বাম্পারের উপরে নাম্বারপ্লেটটার দিকে সেটা নিবদ্ধ।

১৯৫২!

"হ্যালো? হ্যালো! চুপ করে আছো যে কেন? আমার কথার জবাব দিচ্ছো না কেন? হ্যালো!" ফোনের ওপাশ থেকে ক্রমাগত বলে যাচ্ছে নিম্মি।

সম্বিত ফিরে পেলো সায়েম। "আমি তোমাকে একটু পরে ফোন দিচ্ছি..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাড়াহুড়া করে বললো সে, ওপাশ থেকে জবাবের অপেক্ষা না করেই কলটা কেটে দিলো। তার চোখ এখনও রাস্তার ওপাড়ে, এক মুহূর্তের জন্যেও দৃষ্টি সরাতে পারে নি।

মন্ত্রতাড়িত হয়ে এগিয়ে গেলো সে। রাস্তা পার হতে যাবে অমনি দেখতে পেলো ১৯৫২ চলতে শুরু করেছে। ভেতরের বাতি নেভানো, বোঝা যাচ্ছে না ড্রাইভিং সিটে কে বসে আছে।

দ্বিধাগ্রস্ত সায়েম মোহাইমেন দু'এক পা সামনে বাড়িয়েই আবার পিছু হটে গেলো। এক দৌড়ে ফিরে এলো নিজের গাড়িতে। মোবাইলফোনটা ড্যাশবোর্ডের উপর রেখেই ইগনিশানে চাবি ঘোরালো।

সমস্যা হলো সায়েমের পক্ষে ১৯৫২-এর পিছু নেয়া সহজ হবে না। তাকে উল্টো দিকে কিছুটা পথ গিয়ে ইউ-টার্ন করে রাস্তার ওপাড়ে যেতে হবে।

দ্বিধা না করেই তাই করলো সে। দ্রুতগতিতে ইউ-টার্ন করেই পিছু নিলো ১৯৫২-এর। সামনের রাস্তায়, প্রায় দুশো গজ দূরে আলফা রোমিওটা এগিয়ে যাচ্ছে গুলশানের দিকে। গতি বাড়িয়ে দিলো সায়েম। ড্যাশবোর্ডের উপর ফোনটা আর্তনাদ করে রিং হচ্ছে কিন্তু সেটাকে আমলেই নিচ্ছে না।

পর পর তিনবার রিং বেজে থেমে গেলো। ডিসপ্লের দিকে না তাকিয়েই বুঝতে পারলো কলগুলো নিম্মি করেছে।

শক্ত করে স্টিয়ারিংটা ধরে রেখেছে সায়েম। তার গাড়ির গতি বিপজ্জনক মাত্রায়। কোনো পরোয়া করছে না সে। আজ বিকেলের ভুলটা দ্বিতীয়বার করতে চাইছে না। কোনোভাবেই এবার তার চোখে ফাঁকি দিতে পারবে না ১৯৫২!

খুব অল্প সময়ের মধ্যে পিছু নেয়া গাড়িটার সাথে দূরত্ব কমিয়ে আনতে পারলো, তারপরও আনুমানিক এক শ' গজ দূরে আছে ওটা। মাঝখানে আছে দুটো প্রাইভেটকার আর একটি কাভার্ড ভ্যান। দেখে মনে হচ্ছে নিশ্চিন্তেই ছুটে চলছে ১৯৫২। তার পেছনে যে কেউ লেগেছে টেরই পায় নি।

যে কাজটা সে সচরাচর করে না সেটাই করলো : পর পর দুটো প্রাইভেটকার ওভারটেক করে চলে গেলো আরো সামনে। এখন কেবলমাত্র কাভার্ড ভ্যানটি রয়েছে তাদের মাঝখানে।

উত্তেজনায় সায়েমের রক্ত টগবগ করছে, তারপরও ঠিক করলো কাভার্ড ভ্যানটার আড়ালেই থাকবে। ১৯৫২-এর পেছনে চলে আসার দরকার নেই এখন, তাহলে ওটার চালক টের পেয়ে যেতে পারে।

কামাল আতাতুর্ক এভিনুটা পার হয়ে গুলশান গোল চক্করের কাছে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আসতেই ট্রাফিক সিগন্যালের কারণে থেমে গেলো সবগুলো গাড়ি। সায়েম উত্তেজনার চোটে স্টিয়ারিংয়ের উপর চাপড় মারতে লাগলো আনমনে। বার বার জানালা দিয়ে মাথা বের করে দেখে নিলো কাভার্ড ভ্যানটার সামনে স্থির হয়ে আছে ১৯৫২।

গাড়িটার গন্তব্য কোথায় হতে পারে অনুমাণ করার চেষ্টা করলো। সিগন্যাল ছাড়ার পর যদি গোল চক্কর পার হয়ে ওটা ডান দিকে মোড় নেয় তাহলে গুলশান দুই নাম্বারের দিকে যাবে। আর বাম দিকে গেলে বনানী।

সিগন্যালের সবুজ বাতি জ্বলে উঠতেই সায়েমের ভাবনায় ছেদ পড়লো। সতর্ক হয়ে উঠলো সে। এক্সেলেটরে পা দিতে যাবে অমনি থমকে গেলো।

শিট!

১৯৫২ গোল চক্কর পার হয়ে ডান দিকে চলে যাচ্ছে!

অসহায়ের মতো চেয়ে চেয়ে দেখা ছাড়া তার কিছু করার নেই!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩২

রাগে ক্ষোভে ফোনটা ঘরের এককোণে ছুড়ে মারলো নিম্মি। মাত্র একমাস আগে পনেরো হাজার টাকা দিয়ে কেনা প্রিয় জিনিসটি চার-পাঁচ টুকরো হয়ে ঘরের এখানে সেখানে ছড়িয়ে তার দিকে বিদ্রুপের মতো চেয়ে রইলো।

বিছানার বালিশটাও ছুড়ে মারলো ঘরের সেই কোণে যেখানে ফোনটার ভবের লীলা সাঙ্গ হয়েছে!

আমার ফোন ধরছে না!? তার বিশ্বাস করতেও কষ্ট হচ্ছে। একবার নয় দু'বার নয়, পর পর তিনবার কল করেছে কিন্তু তার কলটা রিসিভ করা হয় নি। *সায়েম আমার ফোন...*আর ভাবতেও পারলো না। দু'হাতে মুখ ঢাকতেই কান্নায় ভেঙে পড়লো। *ও আমার সাথে এমন করতে পারলো!*

বাবা-মা যখন বিয়ের জন্য চাপ দিলো তখন তাদেরকে বোঝাতে পেরেছিলো আর ক'টা মাস পর বিয়েটা করলে সায়েমের জন্য ভালো হবে। ওর বড়ভাই দেশে এলেই সায়েম প্রস্তাব পাঠাবে, কিন্তু বাধ সাধলো বড় মামা। নিম্মির পরিবারে এই মুরুব্বির কথাই শেষ কথা। নিম্মির মা তো নিজের বড়ভায়ের মতের বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার সাহসই রাখে না, তার বাবাও সমন্ধীর মুখের উপরে কোনো কথা বলে না। ছোটোবেলা থেকেই এরকমটা দেখে আসছে তারা।

তো বড়মামা হজ্বে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আর সেখানে যাবার আগে নিম্মির বিয়েটা দেখে যেতে চান। নিম্মির বাবা তাকে বুঝিয়েছিলো, বিয়ের জন্য পাত্র কয়েকটা মাস সময় চাইছে। বড়মামা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেয়, ঠিক আছে, সমস্যা নেই। তাহলে কাবিনটা হয়ে থাকুক!

নিম্মির বাবা-মা'র পক্ষে এ কথা শোনার পর আর কিছু বলার উপায় ছিলো না। তারা যখন নিম্মিকে কথাটা জানালো তখন তারও মনে হয়েছিলো কাবিন করে রাখলে ক্ষতি কী।

খুব আশা নিয়ে ফোন করেছিলো সে। সায়েম এভাবে ফোন রেখে দেবে, তার ফোন ধরবে না এটা সে ভাবতেও পারে নি। নিজেকে এখন খুব ছোটো মনে হচ্ছে। তার আশংকাটাই হয়তো সত্যি।

আজ প্রায় একবছর ধরে এই ছেলেটার সাথে তার সম্পর্ক। নিম্মিদের বাড়িতেই তাদের পরিচয় হয়েছিলো। ওর ছোটো ভাই মহাকাল-এর স্থানীয় সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করতো তখন। এখানকার একটি সংঘবদ্ধ

www.BanglaBook.org

নারীপাচার দলের উপর ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করার অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে এসেছিলো, স্থানীয় সংবাদদাতা হিসেবে নিম্মির ভায়ের সাহায্য নেয় সায়েম। সেই সুবাদে তাদের বাড়িতে এসেছিলো একদিন। তখনই তাদের দেখা হয় মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য।

নিম্মির স্পষ্ট মনে আছে দিনটির কথা। মহাকাল-এর সিনিয়র সাংবাদিক সায়েম মোহাইমেন এসেছে। বাড়ির সবার সাথে পরিচিত হচ্ছে, তাকেও ডাকা হলো কিন্তু ড্রইংরুমের দিকে পা বাড়াতেই ঘন অন্ধকারে ঢেকে গেলো বাড়িটা। সন্ধ্যার পর টানা দু'ঘণ্টার লোডশেডিং তখন নিয়মিত ব্যাপার ছিলো। যাইহোক, মোমবাতির আলোতে তার সাথে যখন পরিচয় হলো তখন সায়েম কার সাথে যেনো ফোনে কথা বলছে। ঘরে আরো অনেক মানুষজন ছিলো। তার ছোটোভাই জুয়েল পরিচয় করিয়ে দেয় নিম্মিকে। মাপাহাসি আর কয়েক মুহূর্তের চাহ্‌নি–এই ছিলো তাদের প্রথম দেখা।

এরপর কী যেনো মনে করে ফেসবুকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠায় নিম্মি, সায়েম দ্রুত সেটা অ্যাকসেপ্ট করে নেয়। তারপর শুরু হয় তাদের মধ্যে যোগাযোগ। চ্যাটিং থেকে ফোনালাপ তারপর ধীরে ধীরে একটা রিলেশন।

তাদের সম্পর্ক হবার পর এখন পর্যন্ত দু'জনের সামনাসামনি দেখা হয় নি। এই ব্যাপারটা নিয়ে নিম্মির মধ্যে এক ধরণের অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। সে আহামরি কোনো সুন্দরী নয়, গায়ের রঙও শ্যামলা। ঐ দিন কয়েক মুহূর্তের জন্য মোমবাতির আলোয় তাকে দেখেছে সায়েম। এই দেখাটাকে হিসেবের মধ্যে রাখে না নিম্মি। পরবর্তীতে সায়েমও স্বীকার করেছে, ঐদিনের পরিচয়পর্বটা তার খুব একটা মনেও ছিলো না। তাকে যতোটুকু চেনে তার সবটাই বলতে গেলে ফেসবুকের মাধ্যমে। এ ধরণের প্রেম আর সম্পর্ক নিয়ে নিম্মির মধ্যে এখনও অনেক দ্বিধা কাজ করে। তার আশংকা এরপর দিনের আলোয় সামনাসামনি দেখা হলে সায়েম হয়তো তাকে দেখে হতাশ হবে।

কিন্তু সায়েমের সাথে কথা বলে তার কখনও মনে হয় নি এসব নিয়ে ছেলেটার মধ্যে কোনো দ্বিধা আছে। খুবই ভদ্র আর অমায়িক একটি ছেলে। নিম্মির চেয়ে তার রাগ, জেদ, গোয়াতুর্মি অনেক কম। তাদের মধ্যে ঝগড়াঝাটির সূচনা সব সময় নিম্মিই করে, আর সায়েম বুঝিয়ে-সুজিয়ে তার রাগ ভাঙায়। যেনো সে একটা বাচ্চামেয়ে! কিন্তু আজ? তার এমন জরুরি কথাটা শুনলো না পর্যন্ত!

তার মনে কেবল একটা আশংকাই ঘুরপাক খাচ্ছে : যে মানুষটাকে সে এতোদিন ধরে চিনতো সে আর আগের মতো নেই। হঠাৎ করেই যেনো বদলে গেছে!

www.BanglaBook.org

সায়েম অসহায়ের মতো বসে আছে, দ্বিতীয় বারের মতো তার চোখের সামনে থেকে উধাও হয়ে গেছে ১৯৫২!

রাগে-ক্ষোভে মুখ দিয়ে বিশ্রি গালি বের হতে লাগলো তার। স্টিয়ারিংয়ের উপর জোরে জোরে মুষ্টিবদ্ধ হাত দিয়ে ঘুষি মেরে বসলো।

তার সমস্ত ক্ষোভ সামনের কাভার্ড-ভ্যানটার উপর। সিগন্যালের সবুজ বাতি জ্বলার পর দেখা গেলো ওটার ইঞ্জিন স্টার্ট হচ্ছে না। একবার-দুবার-তিনবার। অবশেষে চার বারের বার ইঞ্জিন স্টার্ট হলেও ততোক্ষণে ১৯৫২ দৃশ্যপট থেকে উধাও। স্থির হয়ে থাকা কাভার্ড-ভ্যানটাকে পাশ কাটিয়ে যে সামনে এগিয়ে যাবে সে উপায়ও তার নেই।

জগদ্দল পাথরের মতো স্থির হয়ে থাকা কাভার্ড-ভ্যানটি সামনে থেকে সরে গেলে পাগলের মতো ছুটে গেলো যদিও সে জানে ১৯৫২ এখন নাগালের বাইরে চলে গেছে। উদভ্রান্তের মতো গুলশান দু'নাম্বারের গোলচক্কর থেকে ডানদিকে মোড় নিয়ে কিছুটা পথ এগিয়ে গিয়েই বুঝতে পারলো বৃথা চেষ্টা করে লাভ নেই। রাস্তার একপাশে গাড়িটা থামিয়ে গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো সে। ড্যাশবোর্ড থেকে ফোনটা তুলে নিয়ে মওলাকে ফোন করলো। সে যদি অফিসে থাকে তাহলে তাকে বলবে ১৯৫২ এখন গুলশান দুই নাম্বারের দিকে চলে গেছে। ট্রাফিক পুলিশ কিংবা থানার কোনো পেট্রলকার চেষ্টা করলে গাড়িটার পথরোধ করতে পারবে।

রিং হতে লাগলো।

একবার।

দু'বার।

অধৈর্য হয়ে উঠলো সে। একটা ফালতু কাভার্ড-ভ্যান! এসব গাড়ি কেন যে রাস্তাঘাটে চলার অনুমতি দেয় সরকার বুঝে উঠতে পারলো না।

তারপর হুট করেই ভাবনাটা তার মাথায় চলে এলে সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা রেখে ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো। আবার চলতে শুরু করলো তার গাড়িটা, বেশ দ্রুতগতিতে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৩

গুলশান-বনানীর এসি গোলাম মওলা জরুরি কিছু কাজ সেরে নিজের অফিস থেকে বের হবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আজ একটু আগে-ভাগে চলে যাবে তাহিতিদের বাসায়। রাত করে গেলে খুব বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

পুলিশের ইউনিফর্মটা খুলে একটা শার্ট আর প্যান্ট পরে নিলো। তার অফিসে সব সময় একসেট জামা-কাপড় রাখে। অফিসের অ্যাটাচ্ড বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াতে গিয়ে দেখতে পেলো দু'দিনের খোঁচা খোঁচা দাড়ি। গতকাল আর আজ সকালে ঘুম থেকে দেরি করে ওঠার কারণে তড়িঘড়ি অফিসে চলে এসেছিলো তাই শেভ করতে পারে নি।

এখন শেভ করা যেতে পারে। ক'মিনিট আর লাগবে।

ক্লিনশেভ তাহিতির খুব পছন্দ। কয়েক দিন আগে যখন খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ওদের বাড়িতে গেছিলো তখন ভুরু কুচকে চেয়েছিলো মেয়েটি।

"শেভ করো নি কেন?"

মওলা হেসে বলেছিলো, "সময় পাই নি।"

"খোঁচা খোঁচা দাড়িতে তোমাকে কেমনজানি রোগা-রোগা লাগে।"

"তাই নাকি," বোকার মতো হাসি-হাসি মুখে বলেছিলো সে।

এ ঘটনার দু'দিন পর তাহিতিদের বাসা থেকে চলে আসার সময় তার হাতে একটা জিলেট ফোম আর রেজরের প্যাকেট ধরিয়ে দিয়েছিলো।

অফিসের বাথরুমে শেভিং করার একসেট টয়লেট্রিজ রয়েছে। শেষপর্যন্ত সিদ্ধান্ত নিলো শেভ করেই যাবে।

মাত্র পাঁচ মিনিটে শেভ করে বেরিয়ে এলো বাথরুম থেকে। নিজেকে আরো বেশি তরুণ আর প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর বলে মনে হলো তার। শেভ করার পর প্রতিবারই এরকম অনুভূতি হয়।

গোলাম মওলা বেশ ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে ডেস্ক থেকে মানিব্যাগ আর মোবাইলফোন হাতে তুলে নিতেই দেখতে পেলো বাথরুমে থাকার সময় সায়েম তাকে তিনবার কল করেছিলো। ভুরু কুচকে গেলো তার।

ঘটনা কি! একটু আগেই তার এখান থেকে বাড়ির উদ্দেশ্যে চলে গেছিলো সে। দেরি না করে বন্ধুকে কলব্যাক করলো মওলা। বিজি টোন শোনা গেলো। সায়েম হয়তো কারো সাথে ফোনে কথা বলছে। নিম্মি? হতে পারে। বেচারার প্রেমিকা থাকে যশোরে, ফোনালাপ ছাড়া আর কীই বা করার আছে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মনে মনে মুচকি হাসলো সে। গত একবছর ধরে বন্ধুরা সায়েমকে কখনও রাত দশটা-এগারোটার পর ফোন দেয় না। দিলেও লাভ হয় না।

দ্বিতীয় বার রিং করার চিন্তা বাদ দিলো সে। বেশি দরকার হলে সায়েম নিজেই আবার ফোন করবে। পকেটে ফোনটা যে-ই না রাখতে যাবে অমনি রিং বাজতে শুরু করলো।

"হ্যা, কি ব্যাপার, বল?" ঝটপট কলটা রিসিভ করেই বললো মওলা।

"তুই কি অফিসে আছিস নাকি তাহিতিদের বাসায়? আমি তিন-চারবার ফোন করেছি, কোনো খবর নেই," বেশ উত্তেজিত হয়ে হরবর করে বললো সায়েম।

"আমি অফিসেই...মানে বেরোচ্ছিলাম আর কি," গোলাম মওলা তার সাংবাদিক বন্ধুর উত্তেজনাটা টের পেয়ে সতর্ক হয়ে উঠলো।

"গুড!" প্রায় চেঁচিয়ে বললো মহাকাল-এর রিপোর্টার। "তুই এক্ষুণি ফোর্স নিয়ে চলে আয়! এক্ষুণি!"

হতভম্ব গোলাম মওলা বুঝতে না পেরে বললো, "কোথায় চলে আসবো? ঘটনাটা কি, বলবি তো?"

ওপাশ থেকে সায়েমের অধৈর্য কণ্ঠটা বলে উঠলো, "দোস্ত! ১৯৫২...মানে ঐ গাড়িটা আমি আবার খুঁজে পেয়েছি! তুই জলদি আয়। সঙ্গে করে ফোর্স নিয়ে আয়!"

আবার পেয়েছে! মওলার কাছে অবিশ্বাস্য শোনালো কথাটা। এতোক্ষণে সায়েমের উত্তরায় চলে যাবার কথা। তাহলে কোথায় খুঁজে পেলো? "কেমনে খুঁজে পেলি? কোথায় পেলি?"

"রাস্তায়! সবটা পরে বলবো। আগে তুই চলে আয়!"

"আরে বাবা কোথায় আসবো, বলবি তো?" গোলাম মওলা বুঝতে পারলো তার বন্ধু উত্তেজনার চোটে আসল কথাটাই বলতে ভুলে গেছে।

"আকহাম উল্লাহ! ঐ এমপি আহকাম উল্লাহর বাড়িতে ঢুকেছে ওটা!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৪

ইনসাইড-লাইট অফ করে চুপচাপ বসে আছে সায়েম। আহকাম উল্লাহর বাড়ি থেকে ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে রাস্তার পাশে একটি অজানা গাছের নীচে পার্ক করে রেখেছে গাড়িটা। তার ভেতরের অস্থিরতা ক্রমশ বাড়ছে। অপেক্ষার প্রহর যেনো শেষ হচ্ছে না। একটু আগে ছটকু তাকে নিরাপদ দূরত্বে থাকতে বলেছে। তার আসার আগে সে যেনো কিছু না করে।

যখন ভেবেছিলো ১৯৫২ আবারো হারিয়ে ফেললো ঠিক তখনই বুঝতে পেরেছিলো সম্ভবত একটা সুযোগ নেয়া যেতে পারে। গাড়িটা যে-পথে ছুটে গেছিলো সেটা আহকাম উল্লাহর বাড়ির দিকেই। একটা সম্ভাবনা উঁকি দিয়েছিলো তার মনে–গাড়িটা ওখানেই গেছে। সঙ্গে সঙ্গে দেরি না করে ছুটে আসে এখানে। তার অনুমাণই ঠিক। আহকাম উল্লাহর বাড়ির কাছে আসতেই দেখতে পায় এমপি সাহেবের ডুপ্লেক্স বাড়ির বিশাল গেটটা খুলে যাচ্ছে আর ভেতরে ঢুকে পড়ছে ১৯৫২!

সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে ছটকুকে ফোন দেয় সে। ছটকু যখন জানতে পারলো গাড়িটা আবার আহকাম উল্লাহর বাড়িতে ঢুকেছে তখন তাকে সাবধান হতে বলে দেয়। সে যেনো কোনো কিছু না করে। ব্যাপারটা খুবই বিপজ্জনক হয়ে যেতে পারে।

সে এসব বিষয় ভেবেই দেখে নি। কোনো কিছু না ভেবেই ১৯৫২-এর পিছু নিয়ে এখানে চলে এসেছে। তার ধারণা ছিলো গাড়িটা ধরতে পারলে আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের সব রহস্য উন্মোচিত হয়ে যাবে। সবাই জেনে যাবে আসল খুনি কে। আলোড়নসৃষ্টিকারী একটি ঘটনা হবে সেটি। কিন্তু ছটকুর কথায় সম্বিত ফিরে পায়। সত্যি তো! এভাবে একা একা ক্ষমতাসীন দলের একজন এমপির বাড়িতে গাড়িটা তাড়া করে ঢুকে পড়তে পারে না। তারচেয়েও বড় কথা, এমপির লোকজন যদি টের পেয়ে যায় সে গাড়িটা অনুসরণ করছে তাহলে বিরাট বিপদ নেমে আসতে পারে। যারা আদনান সুফির মতো ধনাঢ্য আর বিখ্যাত পরিবারের একমাত্র ছেলেকে হত্যা করতে পেরেছে তাদের পক্ষে বেপরোয়া হয়ে আরো খুনখারাবি করা অস্বাভাবিক নয়।

সায়েমের চোখ গেলো রিয়ার-মিররের দিকে। একজোড়া হেডলাইট এগিয়ে আসছে তার পেছনে। উৎসুক হয়ে পেছন ফিরে ভালো করে দেখলো। মাত্র একজোড়া হেডলাইট আশাহত করলো তাকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ছটকু একা এসেছে!

ঠিক তার পেছনে এসে থামলো গাড়িটা। একটু পর ছটকু গাড়ি থেকে নেমে সোজা চলে এলো তার জানালার কাছে।

"তুই একা এসেছিস?!" আশাহত সায়েম বললো। তার চোখেমুখে উত্তেজনা।

"শান্ত হ," ছটকু ঘুরে এসে ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলে তার পাশে বসলো। "মাথা ঠাণ্ডা রাখ।"

"১৯৫২ আহকাম উল্লাহর বাসায় ঢুকেছে! এই তো একটু আগে!"

বন্ধুর দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো। "বুঝেছি।"

বাইরে একটু দূরে ল্যাম্পপোস্টের হলুদাভ সোডিয়াম লাইটের আলোয় আবছা আবছা দেখা যাচ্ছে ছটকুর মুখটা।

"ভাবতে পারিস!" সায়েমের মধ্যে এখনও উত্তেজনা টগবগ করছে। "গাড়িটা ঐ বাড়িতে ঢুকেছে আবার! এখন যদি রেইড দিতে পারিস তাহলে হাতেনাতে ধরা যাবে।"

"একজন এমপির বাসায় হুটহাট করে পুলিশ দিয়ে রেইড দেয়া যায় না, সায়েম," বেশ শান্তকণ্ঠে বললো গোলাম মওলা। পুলিশের চাকরি তাকে অনেক বেশি বাস্তববাদী করে তুলেছে। "সিচুয়েশনটা বুঝতে চেষ্টা কর। লোকটা বিরোধীদলের নয়, ক্ষমতাসীন দলের এমপি, খুবই ক্ষমতাবান। শোনা যাচ্ছে আর কিছুদিন বাদে মন্ত্রীও হয়ে যেতে পারে। এমন একজনের বাড়িতে পুলিশ রেইড দেবে? এটা কি এ দেশে সম্ভব?"

সায়েম চুপ্‌সে গেলো। দপ্‌ করে নিভে গেলো তার সমস্ত উত্তেজনা। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "তাহলে কি করবো এখন? এতোবড় একটা সুযোগ নষ্ট করে বাসায় গিয়ে আরামে ঘুমাবো?"

"আমি সেটা বলি নি," বন্ধুর কাঁধে হাত রেখে বললো মওলা। "কিছু একটা করতে হবে কিন্তু এভাবে হুটহাট করে কিছু করা যাবে না।"

"তাহলে কিভাবে করতে হবে, বল্‌?"

চুপ মেরে রইলো গুলশান-বনানীর এসি। "সেটাই ভাবছি," অবশেষে বললো সে।

"যা ভাবার তাড়াতাড়ি ভাব। গাড়িটা কিন্তু যেকোনো সময় ঐ বাড়ি থেকে উধাও হয়ে যেতে পারে।"

"আমার তা মনে হয় না।"

"কেন মনে হচ্ছে না?"

"গাড়িটা ঐ বাড়িতেই থাকবে। এতোদিন ধরে যখন আছে আরো কিছুদিন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হয়তো থাকবে। আসলে ওরা তোকে সন্দেহ করে গাড়িটা সরায় নি। যদি তাই হতো গাড়িটা আবার ঐ বাড়িতে নিয়ে রাখতো না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। এটা তার কাছেও যৌক্তিক বলে মনে হচ্ছে। "হতে পারে।"

গম্ভীর হয়ে বললো মওলা, "যা-ই করতে হবে অনেক ভেবেচিন্তে করতে হবে।"

"তাহলে কি আমরা কিছু না করেই আজ ফিরে যাবো?" সায়েমকে হতাশ দেখালো আবারো। "এতো বড় একটা সুযোগ এভাবে হাতছাড়া করবো?"

মাথা দোলালো ছটকু। "বুঝতে পারছিস না। তুই বললেই ঐ লোকের বাড়িতে পুলিশ দিয়ে রেইড দেয়া যাবে না।"

"কেন দেয়া যাবে না একটু খুলে বলবি? আমি নিজের চোখে দেখেছি। ১৯৫২ আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে আছে। এখন আবার দেখলাম ঐ বাড়িটাতে ঢুকছে। গাড়িটা এখনও ভেতরে আছে, ছটকু।" সায়েম অধৈর্য হয়ে উঠলো।

"বুঝতে পারছি কিন্তু তোর কথা কেন পুলিশ বিশ্বাস করবে? তাদেরকে আরো শক্তপ্রমাণ দেখাতে হবে।"

"সবচাইতে বড় প্রমাণ তো বাড়ির ভেতরেই আছে! ওখানে একবার তল্লাশী করলেই সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে।"

"আমি তোকে বোঝাতে পারছি না," মাথা দোলালো গোলাম মওলা। "এভাবে এটা করা যাবে না। আমি পুলিশে চাকরি করি, এসব ব্যাপার আমার চেয়ে ভালো কে বুঝবে।"

"তাহলে কি তুই কিছুই করতে পারবি না?"

"এ মুহূর্তে আমি কোনোভাবেই পুলিশ দিয়ে আহকাম উল্লাহর মতো একজন এমপির বাড়িতে তল্লাশী চালাতে পারবো না। এটা আমার ক্ষমতার বাইরে।"

"শিট!" স্টিয়ারিংয়ের উপর দু'হাতে সজোরে আঘাত করলো সায়েম। "আচ্ছা," একটু পর বললো সে, "কী রকম প্রমাণ থাকলে পুলিশ রেইড দেবে, বল্ আমাকে?"

মাথা দোলালো ছটকু কিন্তু কিছু বলার আগেই সায়েমের ফোনটা বেজে উঠলো। ড্যাশবোর্ড থেকে সেটা তুলে নিয়ে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো সে। একটু অবাকই হলো। তারপরই মনে পড়ে গেলো একটু আগে নিম্মির সাথে বাকবিতণ্ডার কথা। ১৯৫২-এর পেছনে ছুটতে গিয়ে ভুলেই গিয়েছিলো। বেশ কয়েকবার ফোন দিলেও সায়েম তার কল রিসিভ করে নি।

"কে?" জানতে চাইলো ছটকু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"নিম্মির ছোটোভাই," ফোনের ডিসপ্লের দিকে চেয়েই বললো সে। ভালো করেই জানে এটা নিম্মি করেছে কিন্তু এ মুহূর্তে তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। "ধ্যাত্!" কলটা কেটে দিয়ে ফোন অফ করে রাখলো সে।

"ব্যাপার কি? ঝগড়া হলো নাকি?"

ছটকুর দিকে তাকালো সায়েম। "ফালতু সব বিষয় নিয়ে ঝগড়া করে। নাথিং সিরিয়াস। মনে হচ্ছে আছাড় মেরে ফোনটা আবার ভেঙেছে। গাল ফুলিয়ে বসে আছে এখন!"

মুচকি হাসলো ছটকু। "রাগারাগি করিস না। রাতে ফোন দিস্, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

সায়েম কিছু বললো না।

"এখানে থেকে কোনো লাভ হবে না। বরং ওরা টের পেয়ে গেলে বিরাট সমস্যা হয়ে যাবে।"

"কি সমস্যা হবে?" ভুরু কুচকে জানতে চাইলো সায়েম।

"গাড়িটা তো সরাবেই তোকেও সরিয়ে দেবার চিন্তা করবে।"

চুপ মেরে গেলো সায়েম। সামনের রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলো।

"এই ব্যাপারটা নিয়ে নিশুর সাথে কথা বলা দরকার। তোর কেসটা তো ও-ই দেখছে। এখন পর্যন্ত এই কেসে তু-ই একমাত্র আসামী।"

ছটকুর দিকে তাকালো।

"ওর সাথে কথা বলে দেখি ও কোনো আইডিয়া দিতে পারে কিনা।"

বড় করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সায়েম।

"কী যেনো একটা আইন আছে, পুলিশ চাইলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকে অর্ডার নিয়ে যে কারোর বাড়িতে তল্লাশী চালাতে পারে।"

"তাই?" সায়েমকে আশান্বিত দেখালো।

"আমি শিওর না, তবে এরকম একটা আইন আছে। নিশুর সাথে কথা বলে দেখি ও কী বলে।"

সায়েম কিছু না বলে চুপ মেরে রইলো।

"ইচ্ছে করলে আমার সাথে আসতে পারিস, নিশুদের বাসায়?"

মাথা দোলালো সায়েম, তার দৃষ্টি আহকাম উল্লাহর মেইনগেটের দিকে। "না, তুই যা। আমি বাসায় যাবো," আস্তে করে বললো সে।

বন্ধুর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে রইলো গোলাম মওলা। "ঠিক আছে। বাসায় চলে যা। কাল সকালে কথা হবে। দেখি কি করা যায়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৫

অন্যের টাকা গোনা যে মোটেও আনন্দের কোনো কাজ নয় সেটা ভালো করেই জানে আজমত, আর তা যদি পাঁচ কোটি টাকা হয় তাহলে রীতিমতো বিরক্তিকর কাজ হয়ে ওঠে। তবে আজকে টাকা গুনতে গিয়ে যে বার বা ভুল হয়ে যাচ্ছে তার কারণ অজানা এক দুশ্চিন্তা ভর করেছে মাথায়।

একটু আগে ফোনে একজনের সাথে কথা বলার পর থেকে তার মনমেজাজ খারাপ হয়ে আছে। হারামজাদার সাহস কতো! তাকে ফাপড় দেয়? সে ভেবেছিলো এই ফালতু লোকটা আর কোনোদিন ফোন দেবে না। তাকে যা বোঝানোর বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু না, তাকে বিস্মিত করে দিয়ে তিন-পয়সার লোকটি আবারো ফোন দিয়েছে! বেড়ালের মতো মিউ-মিউ করে বলছে আবারো ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে সে। বিপদটা এমনই যে তাকে ছাড়া আর কাউকে ফোন করার কথা ভাবতে পারে নি। ঐ-রাতেই বেড়ালটা মারা উচিত ছিলো, ভুল হয়ে গেছে।

তবে আজমত এবার পাত্তা দেয় নি। শীতলকণ্ঠে যা বলার বলে দিয়েছে। ভয়ে কাঁপাকাঁপি শুরু করে দিয়েছিলো ফালতু লোকটা। সামনে থাকলে নির্ঘাত পায়ে ধরে মাফ চাইতো।

শূয়োরেরবাচ্চা!

সম্বিত ফিরে পেতেই বুঝতে পারলো হাতের বান্ডিলটা মাঝপথে গুনতে গিয়ে থেমে গেছে। কতো গুনেছিলো? *ধুর!* ভুলে গেছে। আবার গুনতে শুরু করলো সে।

সবগুলো বান্ডিল এক হাজার টাকার নোটের। টাকাগুলো গুনে শেষ করতে অনেক সময় লেগে গেলো। পুরো পাঁচ কোটিই আছে। মুচকি হাসি ফুটে উঠলো আজমতের ঠোঁটে। ক্ষণিকের জন্যে হলেও মাথা থেকে দুশ্চিন্তা উবে গেলো তার।

পঞ্চাশটা বান্ডিল থেকে একটা করে নোট সরিয়ে রাখলো সে। এই পঞ্চাশ হাজার তার নিজের। এসব ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতা বেশ ভালো। আহকাম উল্লাহর সাথে কাজ করে এটুকু বুঝতে পেরেছে এ লাইনে ঘুষের কোটি কোটি টাকা কেউ গুনে দেখে না, আর দেখলেও পঞ্চাশ হাজার টাকা কম পেলে খুব একটা মাথা ঘামায় না। পাঁচ কোটির মধ্যে পঞ্চাশ হাজার কম? সামান্য একটু গণ্ডগোল। হিসেবের ভুল। এটা হতেই পারে।

www.BanglaBook.org

সবগুলো বান্ডিল একটি ডাফেলব্যাগে ভরে নিলো আজমত। আহকাম উল্লাহর বিশাল বাড়ির নীচতলার একটি ঘরে সে থাকে। এটাই তার সংসার। ঘরে সব কিছুই আছে শুধু একটা বউ নেই। বয়স তার চল্লিশের উপরে কিন্তু বিয়ে করা হয় নি। কখনও করবে ব'লে মনে হয় না। যে জীবনে ঢুকে পড়েছে সেখানে এসব কিছু মানায় না। আহকাম উল্লাহও এ ব্যাপারে কিছু বলে না। যেনো তার বিয়ে না করার সিদ্ধান্তটি মনে মনে সায় দিয়ে রেখেছে এমপি সাহেব। যেভাবে শৌখিন লোকজন একটা বটবৃক্ষকে বাড়তে না দিয়ে নিজের ঘরে রেখে দিতে চায়, ঘরের শোভা বর্ধন করতে চায়, আহকাম উল্লাহ ঠিক সেভাবেই হয়তো আজমতকে এই অবস্থায় রেখে দিতে চায় আজীবন!

ডাফেলব্যাগটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এসে গ্যারাজের দিকে তাকালো। সুপন তার জন্যে অপেক্ষা করছে। একটু আগে ফোন করে তাকে আসতে বলেছিলো। পাঁচ কোটি টাকা নিয়ে ঢাকা শহরে একা একা চলাফেরা করা নির্ঘাত বোকামি এমনকি সেটা আজমতের মতো ভয়ঙ্কর লোকের জন্যেও।

"ব্যাগটা পেছনের সিটে নিয়া রাখ," সুপনের হাতে ব্যাগটা দিয়ে বললো সে।

"অনেক ভারি তো!" ব্যাগটা হাতে নিয়ে বলে উঠলো সুপন।

"পুরা পাঁচ আছে," বললো আজমত।

"খাইছে!" ভুরু তুললো সুপন। "এতো টাকা আমি জীবনেও ধইরা দেখি নাই!" চুপচাপ গাড়ির পেছনের সিটে নিয়ে রাখলো সে।

কোমরে গুঁজে রাখা পিস্তলটা স্পর্শ করে নিশ্চিত হলো জিনিসটা তার সাথেই আছে। অস্ত্র সব সময় তাকে বাড়তি সাহস আর মনোবল দেয়।

ড্রাইভিং সিটের পাশে বসে চুপ মেরে রইলো আজমত। হঠাৎ তার মাথায় একটা কু-চিন্তা এসে গেছে। *পাঁচ কোটি টাকা?* এখন যদি টাকাগুলো নিয়ে সে উধাও হয়ে যায় তাহলে কী হবে? সুপনকে এক কোটি দিয়ে দিলেও তার কাছে থেকে যাবে পুরো চার কোটি টাকা! তার বাকি জীবনের জন্য যথেষ্ট। আজমতের চোখ দুটো ক্ষণিকের জন্যে হলেও চকচক করে উঠলো।

"ভাই, যামু?"

সুপনের কথায় ফিরে তাকালো আজমত। তবে সানগ্লাসের কারণে তার চোখ দেখে বোঝা গেলো না সে কি ভাবছে। "যা।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৬

গুলশান দুই নাম্বারের গোল চক্করের কাছে এসে অদ্ভুত একটি সিদ্ধান্ত নিলো সায়েম মোহাইমেন। গাড়িটা ঘুরিয়ে চলে গেলো ঠিক যেখান থেকে একটু আগে এসেছিলো সেখানে!

এ ঘটনার সাথে যদি সে জড়িত নাও থাকতো তারপরও একজন অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে এরকম একটি রহস্যের আকর্ষণ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে পারতো কিনা সন্দেহ। তারচেয়েও বড় কথা, গাড়িটা রাস্তার পাশে কোথাও পরিত্যক্ত অবস্থায় খুঁজে পায় নি, এটা পেয়েছে আহকাম উল্লাহর মতো জাঁদরেল এক এমপির বাড়িতে! একটা গাড়ি উদ্ধারের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র আদনান সুফির হত্যারহস্যই উন্মোচিত হবে না, সেইসাথে ভূপাতিত হবে রাজনীতির ময়দানের এক হেভিওয়েট খেলোয়াড়, বেরিয়ে আসবে চাঞ্চল্যকর সব ঘটনা, সেইসাথে মামলার মতো উটকো ঝামেলা থেকে রেহাই পাবে সে। এরকম সুযোগ তো হাতছাড়া করা যায় না।

তাই ছুটকুর কথামতো বাসার দিকে রওনা দিলেও আবার ফিরে যাচ্ছে আহকাম উল্লাহর বাড়িতে। ব্যাপারটা সে এভাবে ছেড়ে দেবে না। নতুন একটি আইডিয়া এসেছে তার মাথায়।

একটু আগে তার গাড়িটা যেখানে ছিলো সেখানে আসতেই দেখতে পেলো আহকাম উল্লাহর মেইনগেটটা খুলে যাচ্ছে! সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে ইনসাইড-লাইটটা আবারো অফ করে দিলো। ঐ বাড়ি থেকে কোনো গাড়ি বের হচ্ছে।

১৯৫২?

হতেও পারে।

যদি ১৯৫২ হয় তাহলে সে কী করবে? ওটার পিছু নেবে আবার? পিছু নিয়ে কি করবে? গাড়িটার গতিরোধ করবে? গাড়ির ভেতরে কে আছে? যে আছে সে কি ভয়ঙ্কর কেউ? তার কাছে কি অস্ত্র থাকবে?

প্রশ্নগুলো তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগলো।

খোলা মেইনগেট দিয়ে একজোড়া হেডলাইটের আলো দেখে নড়েচড়ে বসলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গোলাম মওলা সব সময় বেশি রাত করে খায় কিন্তু আজ তাহিতির মায়ের চাপাচাপিতে রাত আটটার পরই খেতে হয়েছে। যথারীতি তার প্রিয় গরুর মাংসের ভুনা ছিলো তবে সাথে ছিলো আরেকটি প্রিয় খাবার পায়েস। স্বাদের কারণে একটু বেশিই খেয়ে ফেলেছে, এখন টের পাচ্ছে কোমরের বেল্টটা একটু আলগা না করলেই নয়।

তারা এখন বসে আছে নিশুর ঘরে। তাহিতি তার হুইলচেয়ারটা নিয়ে বিছানার কাছে। মওলা বসে আছে বিছানার উপর। আর নিশু তার কম্পিউটার ডেস্কের সামনে একটি চেয়ারে।

তারা সবাই একসাথে ডিনার করে এখানে এসেছে একটু আগে। খাওয়ার টেবিলেই আজকের ঘটনাটা বলেছে মওলা। তার কাছ থেকে এটা শুনে সবাই দারুণ অবাক হয়।

"আহকাম উল্লাহর কি মাথা খারাপ নাকি?" বললো নিশু। "এরকম একটা অপরাধ করে গাড়িটা নিজের বাড়িতে লুকিয়ে রেখেছে! সাইকো নাকি? আজব! শুনেছি সাইকোপ্যাথরা খুন করার পর ভিক্টিমের জিনিসপত্র সুভেনু হিসেবে নিজের কাছে রেখে দেয়...এই লোক তো দেখছি মহা-সাইকো!"

গোলাম মওলা অবশ্য এরকম কিছু ভাবছে না, তার ধারণা এর পেছনে অন্য কোনো কারণ আছে।

"হয়তো ভেবেছে ক্ষমতাসীন দলের এমপি, তার বাড়িতে কেউ এটা খুঁজতে আসবে না," বললো তাহিতি, তার হাতে একমগ চা। রাতের খাবারের পরই চা খাওয়া তার অভ্যাস, এতে তার ঘুমের কোনো ব্যঘাত হয় না।

"আমার কিন্তু এটা মনে হচ্ছে না," গোলাম মওলা দ্বিমত পোষণ করলো। "ঐ লোক এতো বড় বোকা নয়। সে ভালো করেই জানে আদনান সুফির মতো কাউকে হত্যা করার পর তার গাড়িটা নিজের গ্যারাজে এনে রাখা কতো বড় বিপজ্জনক কাজ হতে পারে। কারোর না কারোর চোখে এটা পড়বেই। আর তাই হয়েছে। সায়েম ওটা দেখে ফেলেছে।"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো তাহিতি। "তাহলে ঐ লোক গাড়িটা নিজের বাড়িতে রেখে দিয়েছে কেন?"

"আমার কি মনে হয় জানো, আপু?" নিশু বললো। "ঐ লোক অনেক ভেবেচিন্তে এটা করেছে। গাড়িটা পথেঘাটে ফেলে রাখলে এটা বোঝানো যেতো না যে, খুনটা গাড়ি ছিনতাইকারীদের কাজ।"

মাথা দোলালো মওলা। "কিন্তু তাতেও সমস্যা আছে।"

তাহিতি কিছু বুঝতে না পেরে বললো, "কি সমস্যা?"

www.BanglaBook.org

"যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে গাড়িটা নিয়ে রাস্তায় বের হচ্ছে কেন?"

"এটার হয়তো ব্যাখ্যা আছে," বললো নিশু। "গাড়িটা আসলে ব্যবহার করা হচ্ছে না। সায়েম ভায়ের মতিগতি দেখে ওদের সন্দেহ হয়, তাই কিছুক্ষণের জন্য সরিয়ে ফেলেছিলো।"

মওলা আর তাহিতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো নিশুর দিকে।

"আমি এখন শিওর, আহকাম উল্লাহ ইচ্ছে করেই গাড়িটা ডাম্পিং করে নি। খুনটাকে সে যেভাবে চেয়েছে সেভাবেই সাজাতে পেরেছে। মিডিয়া, থানা-পুলিশ সবাই মনে করেছে এটা ছিনতাইকারীদের কাজ।"

"আচ্ছা, এমন হতে পারে না?" চায়ের মগে লম্বা একটা চুমুক দিয়ে বললো তাহিতি। "গাড়িটা সাধারণ কোনো গাড়ি নয়। ওটা নিশ্চয় স্পেশাল কিছু?"

নিশু আর মওলা বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো তার দিকে।

"তোমরা এমনভাবে তাকাচ্ছো যেনো গাঁজাখুড়ি গল্প বলছি আমি।"

"গাঁজাখুড়ি না হলেও রহস্যগল্প মনে হচ্ছে," নিশু হেসে বললো।

মুখ টিপে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা।

"আশ্চর্য, তোমরা গাড়িটার নাম্বারের কথা ভুলে যাচ্ছো কেন?" একটু থেমে আবার বললো সে, "ওরকম স্পেশাল নাম্বারের গাড়ি আর একটা আছে?"

"আমি তো বলেছি, গাড়িটার নাম্বার কেন এমন হলো। এটা আদেল সুফির ছোটোখাটো একটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু না। সিগনিফিকেন্ট নাম্বারের ব্যাপারে উনার বাতিক ছিলো। একজন ভাষাসৈনিক, ১৯৫২ নামে একটি বই লিখে বিখ্যাত, সংতরাং সংখ্যাটি নিয়ে উনার ইনফ্যাচুয়েশন থাকা স্বাভাবিক। এরমধ্যে আমি রহস্য-টহস্য কিছু দেখছি না।"

"সেটাই। ১৯৫২ নাম্বারের লাইসেন্সপ্লেট নিশ্চয় স্পেশাল কিছু কিন্তু তাই বলে গাড়িটা কেন স্পেশাল হতে যাবে?" নিশু নিজের মতামত জানালো।

"হয়তো ঐ গাড়িটা নিয়ে একটা ঘটনা আছে, কিছু একটা আছে যা আমরা এখনও জানি না," তাহিতি হাল ছেড়ে দিলো না।

"থামো থামো," দু'হাত তুলে বললো গোলাম মওলা। "আমরা আসল বিষয়টা রেখে অন্য দিকে চলে গেছি।"

নিশু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। চায়ে আবারো চুমুক দিলো তাহিতি। তবে তার দৃষ্টি গুলশান-বনানীর এসির দিকে।

"সায়েম চাচ্ছে আহকাম উল্লাহর বাড়িতে পুলিশ দিয়ে রেইড দিতে,

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাড়িটা উদ্ধার করতে। সেটা কিভাবে সম্ভব?"

"মিশন ইম্পসিবল!" নিশু বলে উঠলো।

"কেন?" চট করে বললো তাহিতি। "লোকটা এমপি বলে? ওর অনেক ক্ষমতা, তাই?"

কাঁধ তুললো নিশু।

"শুধু এমপি হলে না-হয় কথা ছিলো," বললো মণ্ডলা। "মনে রাখবে লোকটা ক্ষমতাসীন দলের এমপি। আর ক'দিন বাদে মন্ত্রী হয়ে যেতে পারে।"

"এরকম একজন লোক মন্ত্রী হয়ে যাবে?" তাহিতি স্কুলপড়ুয়া বালিকার মতো বিস্ময় নিয়ে বললো।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো গোলাম মওলা। "এতে অবাক হবার কী আছে। এটা তো নতুন কিছু না। ঐ লোকের চেয়েও অনেক খারাপ লোক এ দেশে মন্ত্রী হয়েছে।"

তাহিতি চুপচাপ চায়ের মগে চুমুক দিতে লাগলো।

"আইনের দিক থেকে কিন্তু আহকাম উল্লাহর বাড়িতে তল্লাশী চালাতে কোনো বাধা নেই।"

তাহিতি আর মওলা তাকালো নিশুর দিকে।

"মানে, থিওরিটিক্যালি এটা খুব সহজেই করা যায়। তদন্তকারী পুলিশ কর্মকর্তা যদি মনে করে তাহলে যেকোনো জায়গায় তল্লাশী চালাতে পারে।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো গুলশান-বনানীর এসি। "কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি এটা অসম্ভব।"

"একেবারে অসম্ভব নয়। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার যদি তার উধ্বর্তন কর্মকর্তার কাছ থেকে অনুমতি না পায়, কিংবা এমপি-মন্ত্রীর মতো ক্ষমতাবানদের কাছ থেকে বাধা পায় তাহলে সে সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে গিয়ে আবেদন করলে আদালত তল্লাশী করার ব্যাপারে আদেশ দিতে পারেন।"

"তাহলে তোমরা সেটাই করো?"

তাহিতির দিকে মওলা আর নিশু এমনভাবে তাকালো যেনো বালখিল্য কোনো কথা বলে ফেলেছে সে।

গোলাম মওলাই প্রথম কথা বললো। "এটা তো আমরা করতে পারবো না। এটা করতে পারবে তদন্তকারী কর্মকর্তা।"

"উনাকে গিয়ে বলো গাড়িটা আহকাম উল্লাহর বাড়িতে আছে?"

নিশু ভুরু কপালে তুলে মওলার দিকে তাকালো।

www.BanglaBook.org

"ঐ অফিসার আমাদের কথা বিশ্বাস করবে কেন? আর বিশ্বাস করলেও সে এতো বড় ঝুঁকি নেবে? নেবে না। কেউ রাজি হবে না। যদি ধরেও নেই কেউ রাজি হবে তাতেও সমস্যা দেখা দেবে।"

"কি?" তাহিতি জানতে চাইলো।

"পুলিশ যে তল্লাশী করার জন্য তার বাড়িতে আসছে সে কথা জেনে যাবে এমপি সাহেব, সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটা সরিয়ে ফেলবে সে।"

"জেনে যাবে কেন? উনাকে না জানালেই হয়।"

তাহিতির বালিকাসুলভ প্রশ্ন শুনে ঘরের দু'জন পুরুষ মুচকি হাসলো।

আস্তে করে বললো মণ্ডলা, "একজন সিটিং এমপিকে না জানিয়ে তার বাড়িতে পুলিশ রেইড দিতে পারবে না।"

তাহিতির মুখে হতাশা দেখা গেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৭

গাড়ির ভেতরটা অন্ধকার, সেই অন্ধকারে বসে আছে সায়েম মোহাইমেন। তার চোখ আটকে আছে আহকাম উল্লাহর বাড়ির মেইনগেটের দিকে। একটু আগে এখান দিয়ে যে গাড়িটা বের হয়ে গেছিলো সেটা ১৯৫২ নয়, সাদা রঙের একটি প্রাইভেটকার।

গাড়িটা তার পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় দেখতে পেয়েছে আহকাম উল্লাহর লোকটা ড্রাইভারের পাশে বসে আছে। এই রাতের বেলায়ও তার চোখে ছিলো সানগ্লাস।

লোকটাকে বাড়ির বাইরে চলে যেতে দেখে খুশিই হয়েছে সায়েম। তার প্ল্যানটা এখন খুব সহজেই বাস্তবায়ন করা যাবে।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দিলো, আহকাম উল্লাহর বাড়ির সামনে মেইনগেটের কাছে চলে এলো আবার।

ভালো করেই জানে এমপি এখন বাসায় নেই, পার্লামেন্টে গেছে। মনে হয় না রাত এগারোটা-বারোটার আগে বাসায় ফিরবে। তার ডানহাত ঐ লোকটাও বাইরে গেছে একটু আগে। সুতরাং এইমাত্র মাথায় আসা আইডিয়াটি সফল হবার দারুণ সম্ভাবনা রয়েছে।

মেইনগেটের কাছে আসতেই দারোয়ান ভুরু কুচকে তাকালো সায়েমের দিকে। তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না চিনতে পেরেছে, যদিও কয়েক ঘণ্টা আগে আহকাম উল্লাহর ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলো সে।

"কি খবর, কেমন আছেন?" ড্রাইভিং দরজা দিয়ে মাথা বের করে বললো।

কাছে এগিয়ে এলো দারোয়ান। "আপনে?"

"ঐ যে বিকেলের দিকে এলাম, মহাকাল পত্রিকা থেকে?"

"ও।" মনে হলো তাকে চিনতে পেরেছে এবার। তারপর বললো, "স্যার তো বাসায় নাই।"

"এখনও ফেরে নি?"

"না। পার্লামেন্টে গেছেন। দেরি হইবো।"

"সমস্যা নেই, উনি না থাকলেও হবে," বললো সায়েম।

দারোয়ান সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো তার দিকে।

"আহকাম স্যারের ইন্টারভিউ নিতে যখন এসেছিলাম তখন ভুল করে একটা নোটবুক ফেলে গেছিলাম গ্যারাজে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"গ্যারাজে?"

"হুম। মনে হচ্ছে গ্যারাজেই ফেলে গেছি। ঐ নোটবুকে অনেক জরুরি জিনিস আছে। ওটা না পেলে খুব সমস্যা হবে।"

"কিন্তু..." দারোয়ান আমতা আমতা করলো। "স্যার তো নাই, বাইরে গেছেন। আজমত ভাইও নাই।"

আজমত! সানগ্লাসের কথা বলছে? এই লোক না থাকলে কি ঐ বাড়িতে কেউ ঢুকতে পারে না? অবাক হলো সায়েম।

"তাদের দরকার নেই। আমি শুধু গ্যারাজে একটু খুঁজে দেখবো।"

"ঠিক আছে, আপনে স্যারেরে ফোন দেন?" দারোয়ান বললো। "উনারে বলেন গ্যারাজের ভিতর কি জানি ফালায়া গেছেন?"

ওহ্! মনে মনে বলে উঠলো সায়েম তবে সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিতে পারলো সে। "অনেকবার ফোন দিয়েছি, ফোনটা বন্ধ। মনে হয় পার্লামেন্টের ভেতরে আছেন।"

দারোয়ানের কাছে কথাটা যৌক্তিক বলেই মনে হলো। এটা হতেই পারে। এমপি সাহেব পার্লামেন্টের ভেতরে থাকলে ফোন বন্ধ করে রাখারই কথা।

"মাত্র পাঁচ মিনিট, যাবো আর আসবো," কথাটা বলেই দারোয়ানের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করলো। *কাজ হবে বোধহয়!* "গাড়ি নিয়ে ঢুকবো না। এটা বাইরেই থাকবে, শুধু আমি ঢুকবো।"

গাল চুলকে মাথা নেড়ে সায় দিলো দারোয়ান। "ঠিক আছে। তাইলে যান।"

সায়েম গাড়ি থেকে নেমে এলো সঙ্গে সঙ্গে। মেইনগেটের মধ্যে যে ছোটো গেটটা আছে মাথা নীচু করে সেটা দিয়ে ঢুকে পড়লো সে।

ভেতরে ঢুকেই কয়েক মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো। বাড়িটা আগের মতোই সুনসান। পার্থক্য হলো রাতের বেলায় শক্তিশালী হ্যালোজেন লাইটের আলোয় বিশাল সবুজ লনটি জ্বলজ্বল করছে। তবে ডুপ্লেক্স বাড়িটা এখন আগের চেয়েও বেশি ভুতুরে।

বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে দ্রুত এগিয়ে গেলো সে। টের পেলো তার হৃদস্পন্দন হুট করেই বেড়ে গেছে। ড্রাইভওয়ে দিয়ে হেটে যাবার সময় আস্তে করে প্যান্টের ডান পকেটে হাত ঢুকিয়ে স্মার্টফোনটা মুঠোয় নিয়ে নিলো। এটাই যথেষ্ট। ১২ মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা আর শক্তিশালী ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে চমৎকার আর স্পষ্ট ছবি তোলা যাবে। সুযোগ পেলে ভিডিও'ই করবে সে। কেউ যদি সন্দেহ করে এগিয়ে আসে, জানতে চায় কি করছে তাহলে কী বলবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেটাও মনে মনে ঠিক করে নিলো : অন্ধকারে নোটবুকটা খুঁজে দেখার জন্য ক্যামেরার ফ্ল্যাশলাইট ব্যবহার করছে!

আহকাম উল্লাহর বাড়ির গ্যারাজে রাখা আছে ১৯৫২! যে গাড়িটা ব্যবহার করতো ভাষাসৈনিক আদেল সুফির একমাত্র নাতি আদনান সুফি। তার হত্যাকাণ্ডের পর গাড়িটা আর পাওয়া যায় নি। সবাই ধরে নিয়েছিলো গাড়ি ছিনতাইকারী চক্রের কাজ এটি। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারবে না এদেশের একজন সংসদ সদস্য, জাঁদরেল রাজনীতিক এবং সম্ভাব্য মন্ত্রীর বাড়িতে ওটা রাখা আছে। কেন ১৯৫২ এই বাড়িতে, এর পেছনে কী রহস্য লুকিয়ে আছে তা কেউ জানে না, সায়েম শুধু আন্দাজ করতে পারছে বিশাল একটি কাহিনী বেরিয়ে আসবে। অনুসন্ধানী সাংবাদিকতায় এরচেয়ে বড় কোনো ঘটনা এ দেশে কখনও ঘটেছে কিনা সন্দেহ।

মুচকি হেসে ফেললো সে। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে–আর সাংবাদিক সব সময় খবরই খোঁজে! মনে মনে স্বীকার করলো, নিজেকে গাড়ি দুর্ঘটনার মামলা থেকে রক্ষা করার জন্যই কেবল এটা করছে না, আদনান সুফির হত্যারহস্য উদঘাটনও তার একমাত্র লক্ষ্য নয়, অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে এক্সক্লুসিভ কিছু পাবার প্রত্যাশাও রয়ে গেছে মনের গহীনে।

তার পরিকল্পনাটা খুবই সহজ। আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে থাকা ১৯৫২-এর একটি ভিডিও ফুটেজ। ইন্টারনেট, ব্লগ আর সোশ্যাল নেটওয়ার্কের যুগে এই ফুটেজ কতোটা দ্রুত প্রচার করা যাবে তা ভালো করেই জানা আছে তার। নেটে ফুটেজটা ছড়িয়ে পড়ার পর পরই অনুসন্ধানী সাংবাদিকের দল উঠেপড়ে লাগবে। অন্য অনেকের মতো আহকাম উল্লাহও সেটা জেনে যাবে খুব দ্রুত। গাড়িটা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে সঙ্গে সঙ্গে। তবে আহকাম উল্লাহ বুঝতেই পারবে না তার বাড়ির সামনে ওৎ পেতে থাকবে পুলিশ। গাড়িটা নিয়ে বের হবার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ে যাবে। তার বন্ধু ছটকু নিশ্চয় এটুকু সাহায্য তাকে করবে। সে তো বলেছিলোই, শক্ত কোনো প্রমাণ দরকার। আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে ১৯৫২-এর ছবি, এরচেয়ে শক্ত প্রমাণ আর কী চাই?

আত্মবিশ্বাস নিয়ে ড্রাইভওয়ের বাম দিকে মোড় নিলো সে। কয়েক পা এগোতেই থমকে দাঁড়ালো।

সায়েম মোহাইমেনের দু'পা যেনো আঠার মতো লেগে গেলো ড্রাইভওয়ের কংক্রিটে। সে নিশ্চিত তার নিঃশ্বাসও বন্ধ হয়ে গেছে কয়েক মুহূর্তের জন্য! ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারে নি তার জন্য এমন কিছু অপেক্ষা করছে।

শিট!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৮

"তাহলে কি এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয়?"

তাহিতির কথা শুনে নিশু বললো, "একটা উপায় অবশ্য আছে।"

"কি?" তাহিতি আর মওলা একসাথেই বলে উঠলো।

"কোনো জার্নালিস্ট যদি এটা নিয়ে রিপোর্ট করে তাহলে হয়তো কিছু একটা করা যেতে পারে।"

"জার্নালিস্ট কি রিপোর্ট করবে?" অবাক হয়ে বললো মওলা। "সায়েম নিজেই তো একজন সাংবাদিক। ও তো খুব সহজেই এটা নিয়ে রিপোর্ট করতে পারে কিন্তু তাতে কিছু হবে?"

তাহিতি মাথা দোলালো। "ঠিকই তো। সাংবাদিক রিপোর্ট করলে কী হবে?"

"রিপোর্ট মানে শুধু রিপোর্ট না, হার্ড এভিডেন্সও প্রেজেন্ট করতে হবে।"

এবার মওলা মাথা দুলিয়ে দ্বিমত পোষণ করলো। "তুমি বলতে চাচ্ছো ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিজমের কথা?"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো নিশু।

"এই কাজ তো সায়েম নিজেই করে।"

"আমি সায়েম ভায়ের কথা বলছি না। মানে অন্য কেউ যদি শক্তপ্রমাণ দিয়ে একটা রিপোর্ট করে তাহলে পুলিশ বাধ্য হবে তল্লাশী করতে।"

"কি রকম শক্তপ্রমাণ হলে এটা করা যাবে?" মওলা জানতে চাইলো।

"যেমন এমপির বাড়ির গ্যারাজে ঐ গাড়িটা রাখা আছে তার একটা ছবি?"

"ছবি?" অবাক হলো মওলা।

"হ্যা। সায়েম ভাই তো গ্যারাজে ঢুকেছিলো, মোবাইলফোন দিয়ে খুব সহজেই গাড়িটার ছবি তুলতে পারতো। সেটা একটা শক্ত প্রমাণ হতো না?"

"তারপর সায়েম ঐ ছবিটা পত্রিকায় ছাপানোর ব্যবস্থা করতো? পত্রিকার মালিক-সম্পাদক সেটা নাচতে নাচতে ছাপিয়ে দিতো?"

"কেন দেবে না? আশ্চর্য! এরকম এক্সক্লুসিভ একটা আইটেম কেউ মিস করবে?"

"তা ঠিক, কিন্তু সমস্যা অন্যখানে।"

"কি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাহিতি কিছু বলতে গিয়েও বললো না। সে এখন শ্রোতার ভূমিকায়।

"মহাকাল-এর সম্পাদকের সাথে লোকটার ভালো সম্পর্ক আছে। সায়েম আমাকে বলেছে।"

"আহ্," নিশু মাথা দোলালো। "মহাকাল ছাড়া কি অন্য কোনো পত্রিকা নেই? সবার সাথে কি আহকাম উল্লাহর ভালো সম্পর্ক আছে? মোটেই না। এরকম অনেক পত্রিকা আছে, টিভি চ্যানেল আছে যাদের সাথে লোকটার সম্পর্ক ভালো নয়। তারা লাফাতে লাফাতে এটা প্রচার করবে।"

"ওর কথায় কিন্তু যুক্তি আছে," বললো তাহিতি।

মাথা নেড়ে সায় দিলো গুলশান-বনানীর এসি। "তা আছে। কিন্তু সেটা যদি সম্ভবও হয়, মানে কোনো পত্রিকা কিংবা টিভি চ্যানেল ওটা প্রচার করেও তারপর কি হবে? পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে হাজির হবে এমপির বাসায়? গাড়িটা উদ্ধার করবে?" মাথা দোলালো সে। "তা কিন্তু হবে না। একটা সেনসেশন নিউজ নিয়ে হাউকাউ হবে, আলোচনা হবে তারপর আহকাম উল্লাহ বলবে, সবটাই তার প্রতিপক্ষের ষড়যন্ত্র। ছবিটা বানোয়াট।"

তাহিতির হাতে এখন চায়ের মগটা নেই, অনেক আগেই সেটা নিঃশেষ হয়ে গেছে। উন্মুখ হয়ে তাকালো ছোটোভায়ের দিকে।

তরুণ আইনজীবি মুচকি হেসে বললো, "আপনার কথা ঠিক। কিন্তু আমার মাথায় অন্য একটা আইডিয়া এসেছে। এটা করা গেলে আপনাদের কিছু করতে হবে না। যা করার ওরাই করবে।"

তাহিতি আর মওলা একে অন্যের দিকে তাকালো।

"আইডিয়াটা কি?" তাহিতি উদগ্রীব হয়ে জানতে চাইলো।

গোলাম মওলা চেয়ে রইলো নিশুর দিকে।

"খুব সহজ। এটা করলে সাপও মরবে আবার লাঠিও ভাঙবে না।"

"এতো কথা না বলে আসল কথাটা বলবি?" অধৈর্য হয়ে উঠলো তাহিতি।

মওলা মাথা দোলালো। "তোমার ভায়ের অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে। এতো ঘুরিয়ে পেচিয়ে কথা বলতে পারে!" মুচকি হেসে আবার বললো সে, "সায়েমের জামিনের সময় কোর্টে দাঁড়িয়ে কী নাটকটাই না করলো। সরাসরি আসল কথায় চলে আসতে পারতো, কিন্তু না, সে নাটক করা শুরু করলো।"

নিশু নিঃশব্দে হাসছে।

"কী হলো, বলছিস না কেন?" তাহিতি তাড়া দিলো ভাইকে।

মওলা আর বোনের দিকে তাকালো নিশু। "ব্যাপার হলো, পরিস্থিতিটা আগে বুঝতে হবে, আমরা ডিলিং করছি ক্ষমতাবান একজন লোককে নিয়ে। যে কিনা ক'দিন বাদে মন্ত্রীও হয়ে যেতে পারে।"

www.BanglaBook.org

"উফ!" এবার গুলশান-বনানীর এসি অধৈর্য হয়ে উঠলো। "আসল কথাটা বলবে?"

"এরকম লোকের বিরুদ্ধে কোনো কিছু করা যে সম্ভব নয় সেটা মওলা ভায়ের মতো আমিও বুঝতে পারছি। আসলেই কাজটা অসম্ভব। তবে আমরা কিন্তু একটা বিষয় ভুলে গেছি।" রহস্যভরে বোন আর মওলার দিকে তাকালো নিশু।

"কি?" তাহিতি বললো।

"আদনান সুফির পরিবার। এই পরিবারটিও ক্ষমতাশালী। আহকাম উল্লাহর চেয়ে কোনো অংশে কম নয় তারা। সত্যি বলতে, তারচেয়েও বেশি।"

নিশুর দিকে হা-করে চেয়ে থেকে গোলাম মওলা মাথা নেড়ে সায় দিলো। ছেলেটার কথা একদম সত্যি! এটা তার মাথায়ই ছিলো না। আদনান সুফির পরিবার যে এই কেসের একটি পক্ষ সেটা ভুলেই বসেছিলো। তার মাথায় ছিলো শুধু সায়েম।

"ঠিক," বলে উঠলো মওলা।

তার দিকে তাকালো তাহিতি।

"আমরা খুব সহজে ঐ পরিবারকে এনগেজ করে কাজটা করতে পারি।"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো গোলাম মওলা। "হ্যা, তা করা যেতে পারে।" নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। যেনো আরেকটু ভেবে নিতে চাইছে। "কিন্তু সেটা কিভাবে?"

"সায়েম ভাই গিয়ে ওনাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে। পুরো ঘটনাটা খুলে বলতে পারে। মানে ঐ গাড়িটা যে আহকাম উল্লাহর বাড়িতে আছে সেটা বলবে।"

"হুম।"

মওলার দিকে তাকালো তাহিতি। "ওরা কি আহকাম উল্লাহর বিরুদ্ধে কোনো কিছু করতে সাহস পাবে?"

"কেন পারবে না? ওরা তো যে-ই সেই পরিবার নয়।"

"কিন্তু তোমরা অন্য একটা কথা ভুলে বসে আছো।"

বোনের দিকে তাকালো নিশু। মওলাও আগ্রহী হয়ে তাকালো।

"আদনান সুফির পরিবার অনেক ক্ষমতাশালী, ধনী, সব ঠিক আছে কিন্তু ওদের পরিবারে আর কোনো পুরুষমানুষ নেই এখন। আদনান মারা গেলো তারপর ওর বাবাও হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। এখন তো ঐ পরিবারকে আর শক্তিশালী বলা যায় না।"

নিশু কথাটা বুঝতে পেরে চুপ মেরে গেলো আর একরাশ হতাশায় ডুবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলো গোলাম মওলা। সে জানে তাহিতি একেবারে আসল জায়গাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে।

"ওর কথায় কিন্তু যুক্তি আছে," নিশুকে বললো সে।

চুপ মেরে রইলো তরুণ আইনজীবি, তার আইডিয়াটা মাঠে মারা গেলো বলে।

"ওদের পরিবারে আর কোনো পুরুষমানুষ নেই। মানে এমন কেউ নেই যে এতো বড় একটি ব্যবসায়িক সাম্রাজ্যের হাল ধরবে," দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো গোলাম মওলার ভেতর থেকে।

"তাহলে ওদের এতো সহায়-সম্পত্তি কে পাচ্ছে? আই মিন, ওগুলো কে দেখাশোনা করছে এখন?"

নিশুর দিকে তাকালো মওলা। "সেটা তো আমি জানি না। শুধু জানি আরেফ সুফির একমাত্র ছেলে ছিলো আদনান।"

"ওর কোনো বোন নেই?" তাহিতি জানতে চাইলো।

"এক বড় বোন আছে। আমেরিকায় থাকে।"

"শিট!" নিশুর মুখ দিয়ে এটা বের হয়ে গেলে দেখতে পেলো তার বড় বোন কটমট চোখে চেয়ে আছে। "সরি।"

মওলা অবাক হলো। "সরি কেন?"

"আমার সামনে এসব ডিজুস মার্কা স্ল্যাঙ্গ ইউজ করবি না, খবরদার," নিশু কিছু বলার আগে তাহিতি বললো।

মাথা চুলকে মিটিমিটি হাসলো নিশু। তার বোন 'শিট' কথাটা শুনলেই রেগে যায়। আজকালকার ছেলেপেলেরা এটা হরহামেশা বলে কিন্তু তাহিতি এটা মেনে নিতে পারে না। ওর কড়া হুকুম, এরকম স্ল্যাঙ্গ তার সামনে বলা যাবে না।

গোলাম মওলা ভাই-বোনের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৩৯

আজমতের মেজাজ খারাপ হয়ে আছে। কতো আশা করে, কতো সাধ করেই না গেছিলো ফেরদৌসির ফ্ল্যাটে, কিন্তু সে আশা আর পূরণ হলো না। আজ যদি ফেরদৌসির ফ্ল্যাটে গিয়ে না জানতো মেয়েটার শরীর খারাপ তাহলে সারাটা রাত ওখানেই কাটিয়ে দিতো। ফেরদৌসি অবশ্য বাঁকা হাসি দিয়ে বলেছিলো থেকে যেতে। এরকম সময়েও ওসব চলতে পারে, তার দিক থেকে কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু মেয়েমানুষের এই রক্তারক্তির ব্যাপারটা তার কাছে কেমন জানি ঘেন্না ঘেন্না লাগে। এরকম সময় ওসব করার কথা ভাবতেই তার গা গুলিয়ে উঠেছিলো।

টাকাগুলো নিয়ে রওনা দেবার আগে আহকাম উল্লাহকে ফোন করে বলেছিলো, আজ একটা কাজ আছে, রাতে বাসায় ফিরবে না, কাল সকালে চলে আসবে। কথাটা শুনে এমপি সাহেব শুধু বলেছে, "আচ্ছা।"

কিছু কথা আছে যেগুলো সে ফোনেই বলে, সামনাসামনি বলতে গেলে কেমন সঙ্কোচ লাগে। দীর্ঘদিন ধরে আজমত এই লোকটার সাথে আছে, তার ভাবগতি সবই মুখস্ত। সে জানে আহকাম উল্লাহ ঠিকই আন্দাজ করতে পেরেছে সে আজ কোনো মেয়ের কাছে যাবে। চল্লিশোর্ধ আজমত বিয়ে করে নি। একা মানুষ। তার তো একটা মেয়েমানুষ লাগেই। তাই মাঝেমধ্যে সে যখন বলে আজরাতে একটা কাজ আছে, রাতে ফিরবে না তখন এমপি সাহেব ব্যাপারটা অনুমোদন করে কোনো কিছু না বলে।

ক্ষমতার শীর্ষে যেসব মানুষ বসে আছে তাদের একজনের কাছে পুরো পাঁচ কোটি টাকা দিয়ে এসেছে একটু আগে। এর আগেও কয়েক দফায় বেশ কয়েক কোটি টাকা দিয়ে এসেছে, হয়তো সামনে আরো দিতে হবে। আজমত জানে, এ টাকা খরচ করা হচ্ছে মন্ত্রীত্ব লাভের আশায়। যে লোক টাকাগুলো নিচ্ছে সে প্রধানমন্ত্রীর খুবই ঘনিষ্ঠ একজন। প্রধানমন্ত্রীকে প্রভাবিত করে কাউকে মন্ত্রী বানানোর ক্ষমতা রাখে সে। এই লোক একটু ভীতু প্রকৃতির। আর ভীতুরা সব সময় একটু বেশিই সতর্ক থাকে, এই লোকও বেশ সতর্ক। ব্যাঙ্কের মাধ্যমে লেনদেন করতে চায় না। তার এক কথা : আমাকে যা দেয়ার ক্যাশ দিতে হবে। নো চেক। নো একাউন্ট ট্রান্সফার।

আহকাম উল্লাহ যদি শেষপর্যন্ত মন্ত্রী হয়ে যায় তাহলে সেটার মূল্য হবে কমপক্ষে দশ কোটি টাকা। অঙ্কটা খুব বড় নয়। কারণ এর আগে দুই

www.BanglaBook.org

দু'বারের এমপি হলেও গতবার নমিনেশন পাবার জন্যে আহ্কাম উল্লাহকে প্রায় সাত কোটি টাকা দিতে হয়েছে পার্টির এক শীর্ষ নেতাকে। সে তুলনায় পনেরো কোটি টাকায় মন্ত্রীত্ব সস্তাই বলা চলে। অবশ্য মন্ত্রীত্বের এই লবিংটা শুরু করার আগে তাকে আরো পাঁচ কোটি টাকা খরচ করতে হয়েছে কামাল পাশার গুমের অভিযোগ ওঠার পর পর।

আর কেউ না জানুক আজমত জানে আহ্কাম উল্লাহর এতো টাকা আসে কোত্থেকে। চাকরি করে না, ব্যবসা করে না অথচ বানের জলের মতো টাকা ভেসে ভেসে চলে আসে তার হাতে। প্রতি মাসে তার যে 'ইনকাম' সেটা জানাজানি হলে অনেকেরই ভুরু কপালে উঠে যাবে। অনেকদিন ধরে এই লোকটার সাথে চলতে গিয়ে একটা বিষয় সে বুঝতে পেরেছে, টাকা কামানোর জন্য এ দেশে হাজার হাজার অলি-গলি রয়েছে। আহ্কাম উল্লাহর মতো ধুরন্ধর লোক সেইসব অলি-গলির খবর ভালোই রাখে। নেতার সাথে থাকতে থাকতে সেও অনেক কিছু চিনে ফেলেছে। দেশটা যদি পচে গিয়ে থাকে তাহলে আহ্কাম উল্লাহরা হলো পোকারদল! দেশ যতো পচবে, গলে শেষ হয়ে যাবে পোকারা ততোই হৃষ্টপুষ্ট হবে।

আর ক'দিন মন্ত্রী হয়ে যাবে তার নেতা, এ ব্যাপারে আজমত একদম নিশ্চিত। একটু আগে একব্যাগ টাকা দিয়ে আসার সময় তার মাথায় কু-চিন্তা ভর করেছিলো। পাঁচকোটি টাকা নিয়ে সে উধাও হয়ে গেলে আহ্কাম উল্লাহ কী করতো? তাকে অন্য লোক দিয়ে মেরে ফেলতো? গুম করে ফেলতো? সে যদি দেশ ছেড়ে চলে যেতো তাহলে? নিশ্চয় তাকে বিদেশে গিয়ে কিছু করার ক্ষমতা রাখে না এমপি।

কিন্তু কু-চিন্তাটা খুব দ্রুত মাথা থেকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দেয় আজমত। এতোবড় বেঈমানি সে করতে পারবে না। সে অকৃতজ্ঞ নয়। আজ থেকে বিশ-একুশ বছর আগে তার জীবনটা বাঁচিয়ে দিয়েছিলো এই লোক। নইলে পুলিশের কাছে ধরা পড়ে যেতো, খুন আর ধর্ষণের জন্য তার ফাঁসি হতো। এতোদিনে তার কবরও থাকতো কিনা সন্দেহ।

"ভাই, এখন কই যামু?"

সুপনের কথায় সম্বিত ফিরে পেলো সে। ফেরদৌসির ফ্ল্যাট থেকে ফিরে আসার সময় এক বোতল ভদকা কেনার জন্য পথে গাড়ি থামিয়েছিলো। ভদকা নিয়ে ফিরে এসেছে সুপন।

"গুলশানে," আস্তে করে বললো আজমত।

*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়েম মোহাইমেন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। কেন জানি মনে হচ্ছে বিধাতা তার সঙ্গে মশকরা করছেন বার বার।

মরুভূমির মরীচিকার মতো ১৯৫২ একবার ধরা দিচ্ছে তো পরক্ষণেই উধাও হয়ে যাচ্ছে কোথাও। এখন চোখের সামনে যেটা দেখতে পাচ্ছে এরকম দৃশ্য ঘুণাক্ষরেও কল্পনা করে নি।

আহকাম উল্লাহর বাড়ির ভেতরে যে বিশাল গ্যারাজটি রয়েছে সেটার সবগুলো দরজা বন্ধ! শুধু বন্ধ নয়, তালা মারা!

বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে সে। কী করবে বুঝতে পারছে না। হতাশায় হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। নিজেকে ধাতস্থ করতে আরো কয়েক মুহূর্ত লেগে গেলো মহাকাল-এর রিপোর্টারের।

আশেপাশে তাকালো বোকার মতো। হ্যালোজেন লাইটের উজ্জ্বল আলোয় তাজা ঘাসের লনটি বড্ড বেশি হতাশাজনক মনে হলো তার কাছে। এক রাশ সবুজ হতাশা! কাঁচা সবুজ রঙ আর কখনও এতোটা বিবর্ণ লাগে নি তার কাছে!

ডুপ্লেক্স বাড়িটার দিকে তাকালো। একতলা-দোতলার সবগুলো ঘরে বাতি জ্বলছে কিন্তু বাসিন্দাদের কোনো সাড়াশব্দ নেই। চারপাশ সুনসান হয়ে আছে। নীরবতা যে অসহ্য আরেকবার বুঝতে পারলো মর্মে মর্মে!

আবারো তাকালো গ্যারাজের বন্ধ দরজাগুলোর দিকে। তিনটা শাটার দরজা। সবগুলোই নামানো। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সবগুলোতেই তালা মারা। অথচ আজ বিকেলে যখন এখানে এসেছিলো তখন একটা দরজা তোলা ছিলো। তার ধারণা ছিলো সবগুলো দরজা কখনও বন্ধ থাকে না, একটা না একটা দরজা খোলা থাকেই।

এবার বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। হয়তো দিনের বেলায় সব দরজায় তালা না দেয়া থাকলেও রাতে তালা মেরে রাখা হয়। আহকাম উল্লাহ নিশ্চয় বেশ রাত করে বাসায় ফেরে আর তার ডানহাত ঐ সানগ্লাস হয়তো গাড়ি নিয়ে বাসায় চলে যায়। সুতরাং সন্ধ্যার পর থেকে গ্যারাজটা খোলা রাখা হয় না।

সে জানে মাত্র কয়েক হাত দূরে একটা শাটার দরজার পেছনেই আছে ১৯৫২, অথচ কিছুই করতে পারছে না।

"হ্যালো?"

কণ্ঠটা শুনে চমকে তাকালো সায়েম। পনেরো-ষোলো বছরের এক কিশোর, থ্রি-কোয়ার্টার আর গায়ে লিংকিন পার্কের টি-শার্ট, পায়ে স্যান্ডেল, মাথার চুলে জেল দেয়া, স্পাইকের মতো খাড়া হয়ে আছে তার তিন-চার ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের চুলগুলো।

www.BanglaBook.org

"আপনি কে? এখানে কি চাই?"

"আ-আমি মহাকাল থেকে এসেছি," একটু তোতলালো সে। অথচ এরকম এক কিশোরের সামনে তার তোতলানোর কথা নয়।

"মহাকাল?" ছেলেটি বুঝতে না পেরে বললো।

"দৈনিক মহাকাল। আমি সায়েম মোহাইমেন...রিপোর্টার।"

ভুরু কুচকে তাকালো স্পাইকচুলের ছেলেটি। "আপনি এখানে কি করছেন? কার কাছে এসেছেন?"

"ইয়ে মানে, কারো কাছে না।" সায়েম বুঝতে পারলো অল্পবয়সী ছেলেটার সামনে সে নার্ভাস আচরণ করছে। তাকে স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে।

"কারো কাছে না মানে?" ছেলেটি বিস্মিত হলো।

"আসলে আজ বিকেলে আমি এমপি সাহেবের ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলাম, তখন আমার সঙ্গে গাড়ি ছিলো। গ্যারাজে রেখেছিলাম গাড়িটা..."

ছেলেটা চুপচাপ শুনে যাচ্ছে।

"...তো আমার নোটবুকটা মনে হয় গ্যারাজের ভেতরে ফেলে গেছি তখন, তাই খুঁজতে এসেছি।"

"নোটবুক ফেলে গেছেন?" খুবই বিস্মিত হলো অল্পবয়সী ছেলেটি। "এতোবড় একটা জিনিস ফেলে গেছেন ওখানে? আজব!"

সায়েম প্রথমে বুঝতে পারলো না ছেলেটি কেন এতো অবাক হচ্ছে। নোটবুকের সাইজ আবার কতো বড় হয়? ছোটোখাটো একটা জিনিস। এই ছেলের তো দেখি নোটবুক সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। ছেলেটার বিস্ময় অবিশ্বাসের সমতুল্য।

তারপরই সে বুঝতে পারলো। ওহ্! মুচকি হেসে মাথা দোলালো সে। অল্পবয়সী ছেলেটা তার দিকে আরো অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো।

"নোটবুক মানে নোটবুক, একটা ছোটো ডায়রির মতো জিনিস। ল্যাপটপ না।"

কিশোর ভুরু কুচকালো এবার।

সায়েম জানে আজকালকার ছেলেপেলেরা নোটবুক বলতে ল্যাপটপ জাতীয় কিছু বুঝে থাকে। অ্যাপেল কোম্পানি বাজারে নোটবুক ছাড়ার পর থেকে এই জেনারেশনের পোলাপান হয়তো নোটবুকের আদিরূপটির কথা ভুলেই গেছে।

"ঐ নোটবুকেই এমপি সাহেবের ইন্টারভিউটা টুকে রেখেছি," মিথ্যেটা সুন্দর করে বললো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কেন, আপনার কাছে কোনো রেকর্ডার নেই? সেলফোন থাকলেও তো চলে। ওটা দিয়েই রেকর্ড করা যায়।"

একদম সত্যি কথা! উচিত কথাও বটে! মনে মনে বললো সায়েম মোহাইমেন। আর এই উচিত কাজটি সে ভালোমতোই করেছে। "না, মানে আমি সাধারণত নোটবুকেই সবকিছু টুকে রাখি। অভ্যাস আর কি।"

"ও," ছেলেটা বললো, তবে সায়েমের দিকে এমনভাবে চেয়ে রইলো যেনো তার কথাবার্তায় অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছে। "জিনিসটা কতো বড়?"

"এই তো, এরকম হবে," দু'হাত জড়ো করে পাঁচ-ছয় ইঞ্চির একটি আকার দেখালো সে।

"এরকম জিনিস কিভাবে গ্যারাজে ফেলে গেলেন?"

বাপ্‌রে! এ দেখি জেরা করতে শুরু করেছে! ভাবলো সায়েম। "ওটা আমার হাতেই ছিলো, গ্যারাজের ভেতরে গাড়ির দরজা খোলার সময় পাশের একটা গাড়ির বনেটের উপর ব্যাগ আর নোটবুকটা রেখেছিলাম, গাড়িতে ঢোকার সময় শুধু ব্যাগটা নিয়ে ঢুকে পড়ি, নোটবুকটা নিতে খেয়াল ছিলো না।"

এক নিঃশ্বাসে মিথ্যেগুলো বলে গেলো সে। অল্পবয়সী ছেলেটার কাছে মিথ্যে বলার জন্য একটুও অনুতপ্ত হলো না। অনুসন্ধানের সময় অনেক কৌশল খাটাতে হয়, মিথ্যে বলা সেই কৌশলেরই অংশ।

ছেলেটা কিছু না বলে চেয়ে রইলো সায়েমের দিকে।

"আপনি কি এমপি সাহেবের ছেলে?" জিজ্ঞেস করলো মহাকাল-এর রিপোর্টার। তার ধারণা আহকাম উল্লাহর ছেলেই হবে যদিও রাজনীতিকের সন্তানসন্ততি ক'জন সেটা তার জানা নেই।

"হ্যা।" কথাটা বলার সময় ছেলেটার মধ্যে এক ধরণের গর্বিত ভঙ্গি লক্ষ্য করলো সে। "আমার নাম পাপন।"

চওড়া হাসি দিলো সায়েম। "সুন্দর নাম।" আদতে পাপন নামটা তার কোনোদিনও সুন্দর ব'লে মনে হয় নি। এ নামটা শুনলেই মচমচে পাপড়ের কথা মনে পড়ে তার। তাদের স্কুলে এরকম একটি মচমচে পাপড় ছিলো!

"থ্যাঙ্কস," পাপন বললো।

"কোন্ ক্লাসে পড়েন?"

"এবার ও-লেভেল দিচ্ছি।"

ইংলিশ মিডিয়াম! মনে মনে বললো সায়েম। ক্ষমতার স্বাদ পাওয়া রাজনীতিকদের ছেলে-মেয়েরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে না তো কওমি মাদ্রসায় পড়বে? "গুড," বললো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাপনের মধ্যে কোনো ভাবান্তর দেখা গেলো না।

"আচ্ছা, গ্যারাজের দরজাটা কি খোলা যাবে?"

কাঁধ তুললো পাপন। "গ্যারাজের চাবি তো আব্বু আর আজমত আঙ্কেলের কাছে থাকে।"

"ও," আর কী বলবে ভেবে পেলো না সায়েম। "তাহলে এখন কী করি?"

"আব্বু রাত একটার আগে বাসায় আসেন না, আর আজমত আঙ্কেল মনে হয় না আজ রাতে ব্যাক করবেন।"

আজ ব্যাক করবে না মানে? আজমত কি তাহলে এ বাসায়ই থাকে? সায়েমের মনে প্রশ্নটার উদয় হলো।

"আপনি কাল সকালে আসতে পারেন," পাপন বললো তাকে।

"হ্যা, তা তো আসাই যায় কিন্তু নোটবুকটা খুব জরুরি, হারিয়ে গেলে বিপদে পড়বো। একটু দেখেন না স্পেয়ার চাবি আছে কিনা?"

"গ্যারাজের কোনো স্পেয়ার চাবি বাসায় নেই।"

"ওহ্," আক্ষেপের সুরে বললো সায়েম।

"সমস্যা নেই, কাল সকালে আজমত আঙ্কেলকে বলবো গ্যারাজে কোনো নোটবুক আছে কিনা খুঁজে দেখতে। ওটা পাওয়া গেলে আপনাকে ফোন করে জানিয়ে দেবো। আপনি আপনার ফোন নাম্বারটা দিয়ে যেতে পারেন।"

"ফোন নাম্বার?" অনেকটা আপন মনেই বললো সে। *দারুণ! ঐ ব্যাটা আজমত আর আহকাম উল্লাহ জেনে যাবে তার বাড়িতে আবার এসেছিলো সায়েম। এরফলে তাদের সন্দেহ আরো গাঢ় হবে। দ্রুত সরিয়ে ফেলবে ১৯৫২।*

অগত্যা অনিচ্ছাসত্ত্বে ফোন নাম্বারটা দিয়ে দিলো পাপনের কাছে।

নিজের স্মার্টফোনে নাম্বারটা স্টোর করে পাপন বললো, "ওকে। ওটা যদি ওখানে ফেলে গিয়ে থাকেন তাহলে পেয়ে যাবেন।"

ছেলেটার কথা শুনে আবারো চওড়া হাসি দিলো, খুবই যন্ত্রণাদায়ক একটি হাসি।

এমপির অল্পবয়সী ছেলেটা হাত বাড়িয়ে দিলো এবার। "নাইস টু টক উইদ ইউ।"

পাপনের সাথে করমর্দন করে মেইনগেটের দিকে পা বাড়ালো সায়েম। গেট দিয়ে বের হতেই দেখা হয়ে গেলো দারোয়ানের সাথে।

"পাইছেন?"

"না। গ্যারাজটা বন্ধ।"

"গ্যারাজ বন্ধ?" অবাক হলো দারোয়ান। "সবগুলা গেট বন্ধ?"

www.BanglaBook.org

"হুম।"

"গ্যারাজের সব গেট তো বন্ধ থাকার কথা না," বিড়বিড় করে বললো দারোয়ান। "ভালো কইরা দেখছেন তো?"

সায়েম মাথা নেড়ে সায় দিলো। "এমপি সাহেবের ছেলে বললো গ্যারাজের চাবি ওর বাবার কাছে তাই গেট খুলে ভেতরে খুঁজতে পারলাম না।" একটু থেমে আবার বললো,"এমপি সাহেব আজ অনেক রাতে বাসায় ফিরবেন, কী মুশকিল।"

"মুশকিলের কিছু নাই," দারোয়ান অভয় দিয়ে বললো তাকে। "কাল সকালে আবার আসেন। এই বাড়িতে খুব বেশি মানুষ থাকে না। কেউ আপনার জিনিস ছুঁইয়াও দেখবো না। যেখানে আছে সেখানেই থাকবো।"

"হুম। পাপনও তাই বললো।"

হতাশ সায়েম আর কিছু না বলে নিজের গাড়িতে উঠে বসলো। আহকাম উল্লাহর বাড়ির মেইনগেটের সামনেই ওটা পার্ক করে রেখে গেছিলো। ইঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ব্যাক গিয়ারে নিয়ে গাড়িটা একটু পেছালো। বাড়ির সামনে যে রাস্তাটা আছে সেটার উপর আড়াআড়ি অবস্থায় চলে এলো গাড়িটা। ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকালো। স্টিয়ারিংটা ঘড়ির কাটার বিপরীতে ঘুরিয়ে আরেকটু পিছিয়ে নিলে গাড়িটা রাস্তার উপর সোজাসুজি চলে আসবে এখন। যেই না গাড়ি ঘোরাতে যাবে অমনি দেখতে পেলো এক জোড়া হেডলাইট। সেটার আলো এসে পড়লো তার চোখেমুখে। মুখটা সরিয়ে সামনের দিকে তাকালো।

একটা প্রাইভেটকার ঠিক সায়েমের গাড়ির পেছনের বাম্পারের কাছে এসে হার্ড ব্রেক কষলো। সেই গাড়ি থেকে একটা কণ্ঠ চিৎকার করে কী যেনো বলতেই সায়েম লুকিংগ্লাস দিয়ে দেখলো। দরজা খুলে গাড়ি থেকে নেমে আসছে এক লোক। তার ভাবভঙ্গি বেশ মারমুখি!

সায়েম অবিশ্বাসে ভুরু কুচকে ফেললো। লোকটা সানগ্লাস পরা।

নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে গেলো তার। সামনের দিকে চেয়ে রইলো। আড়চোখে লুকিংগ্লাসের দিকে তাকালে দূরের সোডিয়াম লাইটের হলদেটে আলোয় দেখতে পেলো সানগ্লাস পরা আবছা এক অবয়ব তার দিকে এগিয়ে আসছে।

তার জানালার কাঁচে জোরে জোরে টোকা মারার শব্দ হলো একটু পর।

"কি ভাই, আপনি এইখানে কী করতাছেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪০

রাত সাড়ে ন'টা বাজে। বাসার সবাই রাতের খাবার খেয়ে টিভি দেখছে কিন্তু নিজের ঘরে দরজা বন্ধ করে শুয়ে আছে নিম্মি। তার বাসার সবাই বুঝে গেছে সায়েমের সাথে আবার ঝগড়া হয়েছে কিছু একটা নিয়ে। মেজাজ গরম করে কয়েক দিন আগে কেনা দামি একটি ফোনসেট নষ্ট করেছে সে। কেউ তাকে ঘাটানোর সাহস করছে না এখন।

বিছানায় শুয়ে থাকলেও নিম্মির চোখে ঘুম নেই। অনেকক্ষণ ধরে কান্নকাটি করার পর চোখের জল শুকিয়ে গেছে। বুকের ভেতর জমে থাকা অভিমানগুলো বাষ্পীভূত হয়ে প্রেসার কুকারের মতো হাসফাস করছে এখন। ইচ্ছে করছে মরে যেতে। সায়েম কেন তার সাথে এটা করলো–কেন তাকে অবজ্ঞা করলো–কেনই বা হুট করে ফোন রেখে দিলো? ভালোবাসার মানুষের সাথে কেউ এমন আচরন করে?

উঠে বসলো সে। তার আশংকাই তাহলে ঠিক?

তাদের সম্পর্কটা একটু অদ্ভুতই, যদিও আজকাল অসংখ্য ছেলেমেয়ে এরকম সম্পর্কে জড়িয়ে আছে। আগেও এরকম সম্পর্ক ছিলো। তখন হয়তো ফেসবুক ছিলো না কিন্তু পত্রমিতালী করে কি প্রেম-ভালোবাসা হতো না? তাহলে এখন ফেসবুক-এর মাধ্যমে কেন ওসব হতে পারবে না? অনেকের তো হচ্ছে। শেষপর্যন্ত বিয়ে পর্যন্তও গড়াচ্ছে। তার কলেজজীবনের বান্ধবী ইসমত আরা ফেসবুক থেকে যে ছেলের সাথে পরিচয় আর প্রেম হয়েছে তার সাথেই দিব্যি এক বছর ধরে সংসার করছে।

সমস্যা আসলে অন্যখানে। তাকে নিয়ে সায়েমের মধ্যে দ্বিধা আছে। মোমবাতির আলোয় কয়েক মুহূর্ত দেখা ছাড়া তাকে আর সামনাসামনি কখনও দেখে নি। ফেসবুকে আপলোড করা ছবিগুলো, ফোনে বলা কথাগুলোই সায়েমের কাছে তাকে জীবন্ত করে তুলেছে। বাস্তবে নিম্মি দেখতে কী রকম তা নিয়ে ছেলেটার মধ্যে দ্বিধা থাকতেই পারে। ঢাকার ছেলে, ভালো একটি পত্রিকায় কাজ করে, কতো সুন্দরী মেয়ে আছে তার চারপাশে। তাদের ছেড়ে যশোরের নিম্মিকে নিয়ে...

আর ভাবতে পারলো না। চেষ্টা করলো কান্না থামাতে। এ সম্পর্ক আর রাখবে না। এমন অনিশ্চয়তার মধ্যে সে থাকতে পারবে না। এখনই ফোন

www.BanglaBook.org

করে জানিয়ে দেবে, তার ব্যাপারে যদি এতোই দ্বিধা থাকে তাহলে সোজাসুজি বলে দিলেই হয়। এ রকম কানামাছি সম্পর্ক রাখার কোনো মানে হয় না।

ওয়ার্ডরোব হাতরিয়ে পুরনো মোবাইলফোনটা বের করে নিলো। ভাঙা ফোন থেকে সিমটা খুলে লাগিয়ে নিলো এবার। পাওয়ার বাটন অন করে দেখলো অল্প একটু চার্জ আছে। সমস্যা নেই। সে তো আর প্রেমালাপ করবে না, এতেই হবে।

সায়েমের নাম্বারটা ডায়াল করে কানে চেপে রাখলো নিম্মি।

দুঃখিত...এই মুহূর্তে সংযোগ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না...আপনি আবার ডায়াল করুন।

জীবনেও করবো না! নিম্মির মেজাজ আরো বিগড়ে গেলো। ফোন বন্ধ করে রেখেছে?! তাকে এড়িয়ে চলছে! পারলে পুরনো ফোনটাও আছাড় মেরে ভেঙে ফেলে। অনেক কষ্টে রাগ দমন করলো সে। অন্য একটা নাম্বার আছে সায়েমের, ওটা হয়তো খোলা আছে। গভীর করে দম নিয়ে সেই দ্বিতীয় নাম্বারে ফোন দিলো। *দুঃখিত...*

এবার ফোনটা আছাড় মেরে না ভেঙে সে নিজেই ভেঙে পড়লো কান্নায়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪১

আরেক সানগ্লাসের খপ্পরে পড়েছে সায়েম!

এখন তার ফ্ল্যাটের এলোমেলো ড্রইংরুমের মেঝেতে পাতা ম্যাট্রেসের উপর বসে আছে। অনেকটা জোর করেই তাকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে বললে ভুল বলা হবে। তার মনের একটা অংশ চাচ্ছিলো এখানে চলে আসতে, শেষপর্যন্ত সেই অংশটারই জয় হয়েছে।

চারপাশে তাকালো সে। বেশ দামি দামি জিনিসপত্র দিয়ে সাজানো কিন্তু সবকিছুই অগোছালো। সোফা, চেয়ার, ছোটো একটা কফি টেবিল, কিছু কুশন, একটা অ্যাকুয়েস্টিক গিটার, জিপ্‌সি, একটা হারমোনিকা, কোক আর মিনারেল ওয়াটারের বোতল। জিনিসগুলো যেখানে থাকার কথা সেখানে নেই। প্রচুর দেশি-বিদেশি বই-ম্যাগাজিন পড়ে আছে এখানে সেখানে। ড্রইংরুমের উত্তরদিকের এককোণে জানালার সামনে ট্রাইপয়েডের উপর একটা টেলিলেন্সসহ ডিএসএলআর ক্যামেরা। ক্যামেরার লম্বা লেন্স আকাশের দিকে তাক্ করা নেই, ওটা চেয়ে আছে আহকাম উল্লাহর বাড়ির দিকে!

সায়েমের পায়ের কাছে কার্পেটের উপর একটা সানগ্লাস পড়ে আছে। জিনিসটা তুলে নিলো হাতে। খুবই দামি ব্র্যান্ডের। সায়েম নিজেও সানগ্লাস খুব পছন্দ করে কিন্তু এই অ্যাপার্টমেন্টের মালিকের মতো দিনরাত সেটা পরে থাকার বাতিক তার নেই।

একটু আগে আহকাম উল্লার বাড়ির সামনে গাড়িটা ঘোরাতে গিয়ে পেছনের গাড়ি থেকে সানগ্লাস পরা একজনকে নেমে আসতে দেখে। কয়েক মুহূর্তের জন্য তার হৃদস্পন্দন বেড়ে গেছিলো। ভেবেছিলো আজমত নামের ঐ বদমাশটা বুঝি। তার জানালায় টোকা মারার পর কাঁচ নামাতেই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। এই সানগ্লাস সেই সানগ্লাস নয়!

দু'হাত উপরে তুলে আত্মসমপর্নের ভঙ্গিতে বাথরুমের দরজা খুলে বের হয়ে এলো এক যুবক। "সরি, সরি," বললো সে। "টাঙ্কি পুরা লোড হইয়া গেছিলো, ফ্রেন্ড।"

"না, না, ঠিক আছে," সায়েম হেসে বললো।

এ হলো রুডি, দেশের নামকরা একজন রকস্টার। ওর নিজের একটা ব্যান্ড আছে, তবে ব্যান্ডের চেয়ে রুডির পরিচিতি অনেক বেশি। শুধুমাত্র কিছু জনপ্রিয় গান গেয়ে এই পরিচিতি সে পায় নি, পেয়েছে খামখেয়ালি আচরণ

www.BanglaBook.org

আর মাতলামি-মারামারির কারণে। দুয়েকবার জেলে যাবার মতো ঘটনাও ঘটিয়েছে সে। আজমতের মতো সেও দিনরাত সানগ্লাস পরে থাকে। এটা তার একটা স্টাইল।

"একটু বেশি খায়া ফালাইছি, বুঝলা। শালার মালটা ছিলো কড়া। এমনভাবে ধর্‌সে, কী আর কমু। গাড়ি চালায়া এইখানে আসতে খুব কষ্ট হইছে," রুডি বলে চললো।

শুদ্ধ বাংলায় না বলে সব সময় সবখানে চলভাষায় কথা বলে সে। এটাও তার পরিচিতির একটি কারণ। শিল্প-সাহিত্যে, গান-বাজনায় চলভাষার ব্যবহারের পক্ষে যেকয়জন তরুণ সাহসী বিতর্কিত উদ্যোগ নিয়েছিলো তাদের মধ্যে রুডি অন্যতম। সে-ই প্রথম চলভাষায় একের পর এক গান গেয়ে গেছে। পত্রিকা-টিভিতে ইন্টারভিউ দেবার সময় এ ভাষাতেই কথা বলে সব সময়। এটাকে ব্রাত্যজনের ভাষা থেকে অন্যরকম একটি 'স্টাইল' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে সে।

সায়েম জানে রুডি বেসামাল হয়ে আছে, তার সাথে কেবল হু-হা করে গেলেই হবে। মাতালদের সাথে বেশি কথা বললেই সমস্যা।

"ঘরে রেড ওয়াইন আছে। লেডিস মাল। ওইসব জিনিস খাইলে আমার একটুও ধরে না। এক ফিমেল ফ্যান দিছিলো। ইচ্ছা করলে মাইরা দিতে পারো, ফ্রেন্ড।"

হাত তুলে মাথা দুলিয়ে জানালো পান করার কোনো ইচ্ছে তার নেই।

ঘরের আশেপাশে তাকালো রুডি। কিছু একটা খুঁজছে। "ঘরের অবস্থা দেখছো? পুরা চিড়িয়াখানা!"

মুচকি হাসলো সায়েম। দ্বিমত প্রকাশ করার কোনো কারণই নেই।

একটু আগে নাটকীয়ভাবে দেখা হয়ে যাবার পর রুডি যখন তাকে আহকাম উল্লাহর বাড়ির দক্ষিণ দিকের ছয়তলা ভবনটি দেখিয়ে বললো ওটার দোতলায় সে থাকে তখন কয়েক মুহূর্তের জন্য সায়েম ভেবেছিলো বিধাতা আবারো তার সাথে রসিকতা করছেন কিনা। রুডির ফ্ল্যাটটি ভবনের উত্তর দিকে, আহকাম উল্লাহর বাড়ির দক্ষিণ সীমানা প্রাচীরের ঠিক উপরেই। ফ্ল্যাটের একটা বেলকনি রয়েছে। তাতে কোনো সুরক্ষার গ্রিল দেয়া নেই। মুহূর্তেই সায়েম সিদ্ধান্ত নেয় রুডির আমন্ত্রণ রক্ষা করবে। ওখান থেকে নিশ্চয় গ্যারাজটা দেখা যাবে, হয়তো ছবিও তোলা যেতে পারে।

গাড়িটা রুডির অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনের রাস্তায় পার্ক করে রেখে এসেছে। যথারীতি গেস্ট হিসেবে অ্যাপার্টমেন্টের পার্কিংলটে ওটার জায়গা হয় নি। গাড়িটা চুরি হবার ভয় করলেও সুযোগটা নিয়েছে সে। অবশ্য

www.BanglaBook.org

অ্যাপার্টমেন্টের মেইনগেটে ওসমান নামে যে দারোয়ান আছে রুডি তাকে বলে দিয়েছে গাড়িটা দেখে রাখার জন্য। মাতাল রকার পঞ্চাশ টাকার একটি নোট দারোয়ানের পকেটে ঢুকিয়ে তার কাঁধে হাত রেখে আন্তরিকভাবে বলেছে, "মাই ডিয়ার ওসমান, গাড়িটা একটু দেইখা রাইখো। এইটা আমার জার্নালিস্ট ফ্রেন্ডের গাড়ি। বুঝলা? বিরাট জার্নালিস্ট। গাড়ির কিছু হইবো তো তোমার ছবি ছাপয়া দিবো পেপারে," বলেই পেছন ফিরে সায়েমকে চোখ টিপে দিয়েছিলো সে।

রুডি সব সময় এমনই। যার সাথে যেটা করার কথা নয় সেটাই করবে। চমকে দেয়া, ঘাবড়ে দেয়া, ভড়কে দেয়াই তার কাজ। খুব সম্ভবত সে-কারণেই হয়তোবা নিজের ব্যান্ডের নাম রেখেছে 'শকিং রক।'

"ফ্রেন্ড, কি ভাবতাছো? নো টেনশন, ওকে?" মুচকি হাসলো রকস্টার। "লাইফ হইলো কোল্ডড্রিঙ্কস আর টেনশন হইলো ভেরি হট একটা জিনিস, বুঝা গেলো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। মাতালের কথার সাথে দ্বিমত প্রকাশ করার মতো বোকা সে নয়।

"কোল্ড ড্রিঙ্কস যদি তুমি গরম করো তাইলে কী হইবো? ফুট্টুস! মজাটাই নষ্ট। সো, টেনশন করছো তো লাইফের বারোটা বাজাইছো। ওকে?"

"ওকে," হেসে বললো সায়েম।

"আচ্ছা, আমাগো ঐ ব্যাডলাকের খবর কি?"

রুডি আসলে জানতে চাইছে তাদের দু'জনের কমন-ফ্রেন্ড আখলাকের কথা। স্কুলজীবন থেকেই তাকে সবাই ব্যাডলাক বলে ডাকে। আখলাক প্রথমদিকে রুডির ব্যান্ড শকিং রকে বেইজ গিটার বাজাতো, ওর মাধ্যমেই রুডির সাথে সায়েমের পরিচয়। রুডির শান্তি নগরের ফ্ল্যাটে মদের আসর বসতো প্রায়ই, আর মাঝেমাঝে সায়েমও যেতো। তবে বছরখানেক আগে আখলাক ব্যান্ড ছেড়ে দেবার পর তাদের সেই আড্ডাটা ভেঙে যায়। শকিং রক-এর বেইজ গিটারিস্ট সব ছেড়েছুড়ে বাবার ব্যবসা দেখাশোনা করছে এখন।

"ভালো। ব্যবসা নিয়ে খুব বিজি আছে," বললো সায়েম।

"হাহ্," মুখ বেঁকিয়ে বললো রুডি। "ক্রিয়েশন ছাইড়া প্রোডাকশনে নামছে। শালা!"

সায়েম কিছু বললো না। আখলাক তার বাবার প্লাস্টিক আর পিভিসি ইন্ডাস্ট্রিজে নিয়মিত বসে। আক্ষরিক অর্থে রুডির কথাই ঠিক, নিজেদের ফ্যাক্টরির প্রোডাকশন দেখাশোনা করে সে।

www.BanglaBook.org

"নয়টা-পাঁচটা অফিসের চেয়ারে পাছা ঘষতে ঘষতে আর ফাস্টফুড গিলতে গিলতে কেমন ভোটকা হইছে দেখছো?"

মুখ টিপে হাসলো সে। রুডির কথাবার্তা খুবই উপভোগ্য।

"ওর মিউজিক সেন্সটা ভালো ছিলো, আমার লগে যাইতো। শালার ব্যাডলাক ব্যান্ডটা ছাইড়া দিবার পর খুব প্রবলেম ফেস করতে হইছে।"

"কেন?"

"ওর জায়গায় নতুন যে পোলাটারে আনলাম পুরাই গিরিঙ্গি টাইপের, বুঝলা। ব্যান্ডের মইধ্যে পলিটিক্স শুরু কইরা দিলো। সব ফোকাস তো আমার উপরে, এইটা বাকি মেম্বারগো মাইনা নিতে কষ্টই হয়।"

সায়েমের কাছে রুডির ব্যান্ডের অভ্যন্তরীণ মনোমালিন্য আর গালগল্প শুনতে ভালো লাগছে না।

"ফ্রেন্ড, তোমারে অ্যাবসেন্স মাইন্ড লাগতাছে? গাড়িটা নিয়া চিন্তা করতাছো নাকি?"

"না, না," জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করলো সায়েম। "গাড়ি নিয়ে ভাববো কেন।"

"ভাইবো না। ওসমান একেবারে শকুনের মতো চোখে চোখে রাখবো। আমার লগে ওর হেব্বি খাতির।" বলেই চোখ টিপে দিলো মাতাল।

"তাই নাকি।"

"আবার জিগায়," একটা ঢেকুর তুলে বললো রুডি, "তোমারে একটা কথা কই। সব সময় কমন-পিপলের লগে খাতির রাখবা। হোমরাচোমরাগো লগে খাতির রাখবা না। ওগো লগে খাতির রাখবো ধান্দাবাজ লোকজন। যারা ওগোর নাম ইউজ কইরা ফায়দা লুটতে পারবো। বুঝা গেলো কথাটা?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মহাকাল-এর রিপোর্টার।

"কমন-পিপলের লগে খাতির রাখলে তুমি সার্ভিস পাইবা, কিন্তু ওগো লগে খাতির রাখলে কিচ্ছু পাইবা না। উল্টা ওগোরে সার্ভিস দিতে হইবো।"

রুডির এসব কথা সায়েম এক কান দিয়ে ঢোকাচ্ছে অন্য কান দিয়ে বের করে দিচ্ছে। তার ভাবনায় আহকাম উল্লাহর বাড়ি আর ১৯৫২।

"আমার এই অ্যাপার্টমেন্টের মালিকের কথাটাই ধরো। হের লগে খাতির রাখলে আমি কি সার্ভিস পামু?" জবাবের অপেক্ষা না করেই সে বললো, "পামু আমার বাল।" বুড়ো আঙুলটা তুলে ধরলো সে। "ঐ শালা আমারে সার্ভিস তো দিবোই না উল্টা বাঁশ দিবো। বছর বছর বাড়ি ভাড়া বাড়ায়া পাছা মারবো। কিন্তু ওসমানের লগে খাতির রাখলে কি পামু?" এবারও সায়েমের জবাবের অপেক্ষা করলো না। "ওর কাছ থেইকা নানান টাইপের সার্ভিস পামু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এই যে রাইত বারোটার আগে মেইনগেট বন্ধ, এই আইনটা আর আমার উপর বর্তায় না। কিংবা তোমার গাড়িটা, ঐটা পাহারা দিবো। রাইত-বিরাইতে আমার কাছে কেউ আইলেও সমস্যা হয় না," একটু থেমে আবারো চোখ টিপে বললো, "বুঝা গেলো কথাটা?"

"হুম," বললো সায়েম। *একেবারে পরিস্কার।* শান্তিনগরের ফ্ল্যাটেও রুডির মেয়েভক্ত আর অগুণতি গার্লফ্রেন্ড নিয়মিত আসা-যাওয়া করতো। এখানেও নিশ্চয়ই একই ঘটনা ঘটে।

"তুমি যে ফটোগ্রাফি শুরু করেছো তা তো জানতাম না।"

শব্দ করে একটা ঢেঁকুর তুলে ক্যামেরাটার দিকে তাকালো রুডি, তারপর সায়েমের দিকে তাকিয়ে চাপাকণ্ঠে বললো, "ধুরো! ফটোগ্রাফি করতে যামু কোন্ দুঃখে?"

"তাহলে ক্যামেরা দিয়ে কি করো?"

মুচকি হেসে চোখ টিপে দিলো রুডি। "ঐটা দিয়া বায়োস্কোপ দেখি। মাই *রিয়ার উইন্ডো!*"

সায়েম আগ্রহী হয়ে উঠলো। "বুঝলাম না?"

লম্পটের মতো হাসি দেবার চেষ্টা করলো রুডি কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবেই সেটা দেবশিশুর মতো দেখালো। "তুমি ভালো মানুষ, তোমার বোঝোনের কাম নাই।"

আমাকে অবশ্যই বুঝতে হবে, মনে মনে বললো সায়েম। "তুমি তো আমার কিউরিসিটি বাড়িয়ে দিচ্ছো, বন্ধু।"

রেডওয়াইনের বোতল থেকে ঢক ঢক করে গিলে নিলো রুডি। "নাথিং সিরিয়াস, ফ্রেন্ড। পিপিংটম কাজকারবার।"

ভুরু কুচকে তাকালো মহাকাল-এর রিপোর্টার। "তুমি!?"

"হে-হে-হে," হেসে ফেললো রকস্টার। "কাহিনী আছে।" মদের বোতলটা মেঝেতে রেখে দিলো সে। "ব্যাসিক্যিলি আমার মইদ্যে পিপিংটম সিন্ড্রম নাই। মনে করো, এইটা এক ধরণের প্রতিশোধ থেইকা করছিলাম।"

আরো অবাক হলো সায়েম।

"ঐ বাড়িতে কে থাকে জানো?"

সায়েম বুঝতে পারলো না কী জবাব দেবে। "না।" মুখ দিয়ে শেষপর্যন্ত মিথ্যেটাই বেরিয়ে এলো।

"আকামউল্যা," নামটা বিকৃত করে চোখমুখ খিচে বললো রুডি। "আকাম করাই যার কাম। আমাগো মাননীয় এমপি মহোদয়।"

"ও।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"হেভি পাওয়ারফুল। ক্রিমিনাল নাম্বার ওয়ান। ছারপোকা টাইপের মানুষ।"

সায়েম জানে রুডির একটা গান আছে 'ছারপোকা' নামে, সেখানে পরজীবি, রক্তচোষা আর সমাজকে চুষে চুষে খাওয়া লোকজনের কথা বলেছে সে। তার এই আক্রমণের প্রধান টার্গেটি সেইসব রাজনীতিকেরা যাদের কোনো জীবিকা নেই কিন্তু অভিজাত এলাকায় আভিজাত্য নিয়ে বসবাস করে। আয়েশী জীবন যাপন করে।

"এসবের সাথে পিপিংটমের কী সম্পর্ক?"

"হা-হা-হা," প্রাণখোলা হাসি দিলো রুডি। "কইতাছি, খাড়াও," বলেই মেঝে থেকে বোতলটা তুলে নিয়ে আবারো পান করলো। "আমি এই ফ্ল্যাটে উঠছি গতবছর। উঠার পর থিইকা ঐ শালার আকাইম্যা আমার পেছনে লাগে।"

"কেন?"

"আমি প্র্যাকটিস করি ভিতরের রুমটায়, ঐ শালার এমপি আমার গিটার আর পাওয়ারফুল গলার আওয়াজ সহ্য করতে পারে না। আমি নাকি পাবলিক নুইসেন্স ক্রিয়েট করি!" একটু থেমে আবার বললো, "শালার পো, কথাটা আমারে ডাইরেক্ট কইলেই পারতো, না, তা-না কইরা পুলিশ দিয়া হ্যারাসমেন্ট করাইছে। এইটা করনের কোনো দরকার ছিলো না। ক্ষমতার দাপট দেখাইলো আর কি, বুঝলা না?"

"বুঝলাম কিন্তু এর সাথে পিপিংটম আর ঐ ক্যামেরার কী–"

সায়েমের কথার মাঝখানে হাত তুলে বাধা দিয়ে বললো রুডি, "কাহিনী তো এরপর থেইকাই শুরু।" বোতলটা রেখে দিলো সে। "আমিও ছাইড়া দিবার পোলা না। চুপচাপ এইসব বাগাড়ম্বর হজম করবার মতো ভদ্রলোক কোনোকালেই ছিলাম না। তো আমি কী করলাম জানো?"

মাথা দুলিয়ে সায়েম বোঝালো রুডির মতো শকিং রকারের কাজকারবার সম্পর্কে তার কোনোই ধারণা নেই।

"হের লোনলি শেফার্ড ওয়াইফের পিছনে লাগলাম!"

সায়েম চোখ পিটপিট করে চেয়ে রইলো। *লোনলি শেফার্ড!*

"বয়স বেশি না। এখনও চল্লিশ পার হয় নাই। ফিগারটাও ধইরা রাখছে মাশাল্লা! বাড়িতে রেগুলার ব্যায়াম করে। খুবই হেলথ-কনসাস।"

"কয় সন্তানের মা?"

"একটাই। টিনএজার এক ছেলে আছে।"

সায়েম এটা জানে।

www.BanglaBook.org

"জামাই তো ফুলটাইম পলিটিশিয়ান। সারাদিন সভা-সেমিনার নিয়া দৌড়াদৌড়ি করে আর দেশের পোঙ মাইরা বেড়ায়। এইদিকে ও পুরাই বেকার। কোনো কাম নাই। অ্যারোবিক করে, যোগব্যয়াম করে। মেনিকিউর, পেডিকিউর...সব করে। পুরা কিউরের উপর আছে, খালি আত্মার কিউর বাকি রাখছে। পারলে ওইটাও কইরা ফালায়।"

"তুমি কিভাবে এতোকিছু জানো?"

"ঐযে আমার থার্ড-আই," ক্যামেরার লেন্সের দিকে ইঙ্গিত করলো।

"তোমার কি ভয়ডর কিছু নেই? আহকাম উল্লাহ টের পেলে কি হবে জানো?"

"আরে ঐ পলিটিশিয়ানের অতো টাইম আছে নি?" মদের বোতলটা তুলে নিয়ে আরো কয়েক চুমুক পান করলো। "আমি খালি একটু ফ্লার্ট করার চিন্তা করছিলাম, আরি কিছু না।"

"টেলিস্কোপ দিয়েই?!" অবাকই হলো সায়েম।

মাথা দোলালো সে। "ওইটা হইলো ইন্সট্রুমেন্ট। বুইঝো, ঐ বাড়িটা ডুপ্লেক্স আর আমিও থাকি দোতলায়। ওর ঘরটা আবার ঠিক আমার অপোজিটে। মুখোমুখি বসিবার বনলতাসেন আর কি।"

"প্রথম কয়েকদিন খালি খালি ঐ জানালার সামনে খাড়ায়া থাকছি।"

"এতেই কাজ হতো?"

"আবার জিগায়।" রকস্টারের মুখে রহস্যময় হাসি।

"মহিলা মনে হয় তোমাকে দেখে চিনতে পেরেছিলো তুমি গায়ক রুডি।"

"হ। সে আমারে চিনতো কিন্তু চিনলেই কি কেউ আমার লগে লাইন মারা শুরু কইরা দিবো নাকি?"

"তাহলে কিভাবে পটালে? মানে তোমার টেকনিকটা কি?"

"আমার টেকনিক একটু আলাদা।"

"কি রকম?"

"প্রথমে আই কন্ট্যাক্ট, তারপর সিডিউস করতাম, শেষে মাইকেলাঞ্জেলোর ডেভিড হইয়া গেলাম...ডেভিড অন দি বেলকনি!"

ডেভিড!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪২

তাহিতিদের বাসা থেকে ফিরে এসে জামাকাপড় না খুলেই বিছানায় শুয়ে পড়েছে গোলাম মওলা। খুব ঘুম পাচ্ছিলো ব'লে হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হবারও ধার ধারে নি।

ভালো লাগার অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে তার মন। চলে আসার আগে তাহিতির সাথে একান্তে কিছুটা সময় কাটিয়েছে। মেয়েটাকে আজ অন্য রকম লাগছিলো। অনেকদিন পর তার মনে হয়েছিলো ক্যাম্পাসের সেই দিনগুলোর মতোই লাগছে তাকে। টকটকে ফর্সা গায়ের রঙ, কুচকুচে কালো কোকড়ানো চুল আর হালকা-পাতলা গড়নের লম্বা একটি মেয়ে–যেকোনো পুরুষ ওর দিকে তাকালে চোখ সরাতে পারতো না। কিন্তু এগুলো ছাপিয়ে মওলার কাছে একজোড়া মায়াবী চোখই বেশি ধরা পড়তো সব সময়।

আধো-ঘুমে তার মনে পড়ে গেলো চলে আসার সময় তাহিতির চুলের ঘ্রাণ তার নাকে আসামাত্র মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরে চুমু খেতে ইচ্ছে করেছিলো।

চোখ বন্ধ অবস্থায় মুচকি হাসলো সে। মনে মনে ভাবলো এটা যদি করতো তাহলে কেমন হতো! তাহিতি কী রকম প্রতিক্রিয়া দেখাতো তখন? বিস্ময়ে থ বনে যেতো? রাগেক্ষোভে গালাগালি করতো তাকে? নাকি লজ্জায় কুকড়ে যেতো? মওলা জানে না। আন্দাজও করতে পারলো না।

হঠাৎ চিনচিনে শব্দ তুলে তার ফোনটা বেজে উঠলে কাঁচাঘুম ভেঙে গেলো। বিরক্ত হয়ে মাথার কাছ থেকে ফোনটা তুলে নিয়ে দেখলো সে। ডিসপ্লে'তে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছে সেটা নিম্মির। জন্মদিন, ঈদ, পহেলা বৈশাখে শুভেচ্ছা জানানো ছাড়া নিম্মি কখনও তাকে ফোন দেয় না। বুঝতে পারলো ঝগড়াটা ভালোই গড়িয়েছে।

"হ্যা-লো? কি খবর, নিম্মি?" ঘুম জড়ানো কণ্ঠে বললো সে।

"স্লামালেকুম মওলা ভাই, কেমন আছেন?"

"ভালো। তুমি?"

"আছি আর কি।" একটু থেমে আবার বললো নিম্মি, "ডিস্টার্ব করলাম না তো?"

"না, না। ঠিক আছে।"

"ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এই তো চেষ্টা করছিলাম...বলো কি হয়েছে?" সরাসরি আসল কথাটা জানতে চাইলো সে।

চুপ মেরে গেলো নিম্মি।

"ঝগড়া হয়েছে? ফোন ধরছে না?"

"হুম।" আস্তে করে বললো ফোনের ওপাশ থেকে।

"সমস্যা নেই। কাল সকালে ও তোমাকে ফোন দেবে। তুমি চিন্তা কোরো না।"

"মওলা ভাই, আমি এটা নিয়ে ভাবছি না..."

"তাহলে?"

"ও তো বাসায় ফেরে নি এখনও।"

কথাটা শুনে প্রথমে বুঝতে পারলো না। "ফেরে নি মানে? তুমি কেমনে জানলে? ওর ফোন না বন্ধ?"

"আমি আকবরকে ফোন দিয়েছিলাম, ও-ই বললো, এখনও বাসায় ফেরে নি।"

আকবর হলো সায়েমের কাজের ছেলে। রান্নাবান্না থেকে শুরু করে যাবতীয় সব কাজ সে-ই করে। সায়েমের সাথে এক ফ্ল্যাটেই থাকে। "আচ্ছা," বললো সে। "এখনও ফেরে নি তাহলে?"

"হুম।"

"কিন্তু আমার সাথে দেখা করার পর সন্ধ্যার দিকেই তো বাসায় চলে গেলো।"

"কখন সেটা?" মনে হলো নিম্মি চিন্তিত হয়ে পড়েছে।

"সময়টা ঠিক মনে নেই, সন্ধ্যার পরে, মানে তোমাদের ঝগড়া হবার পর পরই।"

নিম্মি চুপ মেরে রইলো।

"টেনশন কোরো না, হয়তো কোনো কাজে আটকে গেছে।"

"আমার কেন জানি ভয় হচ্ছে," প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় বললো নিম্মি।

"ভয়ের কী আছে, আজব," মওলা এ-কথা বললেও তারমধ্যেও একটা ভয় জেঁকে বসলো। "তুমি ঘুমাও। রাতে আমার সাথে যোগাযোগ হলে বলবো, তোমাকে যেনো ফোন দেয়।"

নিম্মিকে অভয় দিয়ে ফোনটা রেখে চিন্তায় পড়ে গেলো মওলা।

সায়েম আবার আহকাম উল্লাহর বাড়িতে যায় নি তো?

তার বন্ধু একজন ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট, একটু ঝুঁকি নিতেই পারে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাছাড়া শান্তশিষ্ট সায়েমের মধ্যে যে বেপরোয়া মনোভাব আছে সেটা মওলা জানে। সেই ছোটোবেলা থেকে তাকে চেনে। একবার কোনো কিছু ওর মাথায় ঢুকলে সহজে সেটা বের হয় না।

আরেকটা সম্ভাবনা উঁকি দিলো তার মনে। সায়েম নিজের বাসায়ই আছে, ঝগড়া করে ফোন অফ করে রেখেছে, হয়তো আকবরকে বলে দিয়েছে নিম্মি ফোন করলে যেনো বলে সে বাড়িতে নেই। দুটো সম্ভাবনার মধ্যে পড়ে থাকতে চাইলো না সে, খুব সহজেই নিশ্চিত হওয়া যাবে সায়েম আসলে কোথায়।

গোলাম মওলা আকবরের নাম্বারে ডায়াল করলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৩

রুডি দিগম্বর হয়ে নিজের ঘরে হাটাহাটি করতো, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখতো। একেবারে উদাসীন আর খামখেয়ালি এক রকস্টার। এতেই কাজ হয়ে যায়। আহকাম উল্লাহর নিঃসঙ্গ স্ত্রী খুব দ্রুতই আকর্ষিত হতে শুরু করে। প্রায়ই উৎসুক হয়ে জানালার পর্দার আড়াল থেকে রুডিকে দেখার চেষ্টা করতো। মহিলার এসব কর্মকাণ্ড রুডি দেখে ফেলতো তার ক্যামেরার সাহায্যে।

আহকাম উল্লাহ যখন বাড়িতে থাকতো না, তার ছেলে যখন স্কুলে যেতো তখন ভদ্র জামা-কাপড় পরে জানালার সামনে কিংবা বেলকনিতে বসে গিটার বাজিয়ে টুং-টাং করতো সে। মহিলা জানালার সামনে এসে কফির মগ হাতে নিয়ে বসে বসে রুডির গান শুনতো, চোখাচোখি হয়ে গেলে এমন ভান করতো যেনো রুডির ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ নেই।

একদিন সুযোগ বুঝে 'হাই' দেখিয়ে দিলো রুডি, মহিলাও ভদ্রতাবশে অনেকটা অনিচ্ছায় রিপ্লাই দিয়ে বসলো। ব্যস, রুডির জন্য এটুকুই যথেষ্ট।

আহকাম উল্লাহর স্ত্রীর সাথে ফ্লার্ট করার গল্প বলতে বলতে আবার মদের দিকে মন দিয়েছে রুডি।

প্রথম দিকে এসব কথাবার্তায় তেমন আগ্রহ না পেলেও এখন বেশ উদগ্রীব হয়ে শুনতে চাচ্ছে সায়েম। রুডির কাছ থেকে আরো কিছু জানার জন্য মুখিয়ে আছে। সে-কারণে একটু আগে যখন বুঝতে পারলো রাত অনেক হয়ে গেছে, আজ বাড়ি ফিরতে বেশ দেরি হবে তখন বাসার কাজের ছেলে আকবরকে ফোন করে বলে দিয়েছে, নইলে ছেলেটা খামোখা চিন্তা করবে। সায়েমের ফোন দুটো তার গাড়িতে, ওদিকে রুডি আর তার ফোনের একই অবস্থা—ব্যালান্স নেই! তাই রুডির ল্যান্ডফোন থেকেই কলটা করেছে।

"এরপর কি করলাম জানো?" সায়েমের কাছ থেকে কোনো সাড়া পাবার আগেই বলতে শুরু করলো, "সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ শুরু কইরা দিলাম।" ওয়াক করে একটা ঢেঁকুর তুললো রুডি। "অ্যাই, কেমন আছো? কি করো? আমার গান শুনছো? ভালো লাগে? বুঝা গেলো?"

"হুম।"

www.BanglaBook.org

"এইরকম চললো কয়েকদিন, তারপর কইলাম ফোন নাম্বারটা দাও, ইশারায় আর কি।"

"দিয়ে দিলো?"

"না। ইশারা কইরা কয়, কেমতে কি? কেমনে দিমু? আমি কইলাম তোমার হাতের তালুতে লেইখা আমারে দেখাও। কয় এতো দূর থেইকা কেমনে দেখবা? কইলাম পারুম, তুমি দেখাও। আরে তখন তো ও জানে আমার সিস্টেম করা আছে।"

রুডি একটু থামলো। সায়েম নিশ্চিত, ওর নেশা খুব ধরেছে। "তুমি ক্যামেরা দিয়ে দেখে সেই ফোন নাম্বারটা টুকে নিলে?"

"আবার জিগায়।"

"তারপর ফোন দিলে?"

তর্জনী নাড়িয়ে রহস্যময় ভঙ্গি করলো রুডি। "এইটা আমার তরিকা না। এইটা করছো তো ব্যাক-ফুটে চইলা গেলা। বোলার বুইঝা গেলো তোমার উইকনেস।"

"তাহলে তুমি ফোন করলে না?"

"করছি, দুইদিন পর।"

মাথা দুলিয়ে হাসলো সায়েম। রুডির তরিকাটা বুঝতে পেরেছে।

"নাম্বার দেওনের পর ও মনে করছে আমি ফোন দিমু কিন্তু আমি তো দেই না। একদিন, দুইদিন, ও অস্থির হইয়া গেলো। জানালার সামনে আইসা আমারে ইশারা কইরা কয়, ফোন দাও না ক্যান?"

মুখে জোর করে হাসি ধরে রাখলো সায়েম।

"আমি তখন ফোন দিলাম।" হাত-পা ছড়িয়ে সিলিংয়ের দিকে চেয়ে রইলো রুডি। "ঐ দিন আমরা দেড় ঘণ্টা কথা কইছি।"

"তারপর থেকে নিয়মিত কথা বলা শুরু করলে?"

"কইলাম না, শি ইজ অ্যা লোনলি শেফার্ড। কথা কওনের মানুষ তো নাই। পুরা একলা!" ছাদের দিকে মুখ করে বেশ গম্ভীর কণ্ঠেই বললো রুডি, তার কথায় একাকীত্বের গুরুত্বটা আরো বেশি তীব্রভাবে প্রতিভাত হলো যেনো।

"মহিলার ছেলে ছাড়া বাড়িতে আর কেউ থাকে না?"

"আরো পাঁচ-ছয়জন থাকে, সবই কাজের লোক। কামের লোক নাই একটাও!"

রুডির দ্ব্যর্থবোধক কথাটা শুনে সায়েম আগ্রহী হয়ে উঠলো। সে জানে রুডি আপাদমস্তক বহুগামী এক পুরুষ। তার নিজের ভাষায় সে খুঁটিতে বাধা গরুর মতো নয়। মুক্তবিহঙ্গ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ঐ মহিলার সাথে তুমি কখনও দেখা করো নি?"

ছাদের দিকে তাকিয়ে রইলো চিৎপটাং রুডি। "না। এখনও দেখা হয় নাই। পুরাই ভার্চুয়ালের উপর আছি।"

"কী বলো!" অবাক হবার ভান করলো সায়েম। "আমি তো মনে করেছিলাম তুমি সুযোগ পেলেই ঐ বাড়িতে ঢুঁ মারো। পাশের বাড়িতে এরকম একজনের সাথে রিলেশন্স থাকার পরও তুমি চান্স নেবে না সেটা কিন্তু বিশ্বাস হয় না।"

মুচকি হাসলো রুডি। "একবার ট্রাই নিছিলাম। শালার কুত্তাটা সব বিগড়াইয়া দিলো।"

"কুত্তা?" সায়েম নড়েচড়ে উঠলো। "ঐ বাড়িতে কুত্তা আছে?" কুকুরকে দারুণ ভয় করে সে। ছোটোবেলায় পাগলা কুকুরের কামড় খেয়ে নাভির নীচে চৌদ্দটা ইনজেকশনের ভয়াবহ স্মৃতি আজো টাটকা আছে তার মনে।

"আছে, বিরাট একটা কুত্তা! কিন্তু একটুও ঘেউ ঘেউ করে না!"

এবার সায়েম বুঝতে পারলো। আহকাম উল্লাহর বাড়িতে যে কুকুর আছে সেটা বুঝতে পারে নি কেন। কুকুরের কোনো চিহ্ন দেখতে পায় নি। তার ধারণা ছিলো ঐ বাসায় এ জাতীয় কোনো প্রাণী নেই। অবশ্য অনেক বাড়িতে কুকুর থাকলেও দিনের বেলায় তাদের দেখা পাওয়া যায় না। কেবল রাতের বেলায় বাইরে ছেড়ে দেয়া হয় বাড়ি পাহারা দেবার জন্য। আহকাম উল্লাহর বাড়িতেও নিশ্চয় সেরকম ভয়ঙ্কর কুকুর আছে।

"তুমি আমারে জিগাও ঘেউ ঘেউ ক্যান করে না?" পাশ ফিরে সায়েমকে বললো রুডি।

"কেন করে না?"

"কারণ কুত্তাটার চাইর হাত-পা আছে, শরীরটা অবশ্য মানুষের মতোই!"

"তুমি কার কথা বলছো?"

"আকামউল্যার পালাকুত্তা হাসমত না কী জানি নাম। মালটা আমার মতোই সব সময় সানগ্লাস পইরা থাকে।"

আজমত! এ ব্যাপারে সায়েমের মনে কোনো সন্দেহ নেই।

"ঘটনাটা কি ছিলো?" নড়েচড়ে উঠলো সায়েম।

"তেমন কিছু না। আমি তো আমরিনের সাথে রেগুলার কথা কই ফোনে সেইটা তো তোমারে বলছিই..."

"আমরিন কি ওর নাম?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো রুডি। "মাসখানেক আগে ওর হাজব্যান্ড বিদেশে গেছিলো, ঐ কুত্তাটাও দেশের বাড়িতে গেছিলো তখন, পুরা বাড়ি ছিলো

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফাঁকা। আমরিন আমারে কইলো কাইল ওর জন্মদিন কিন্তু বাড়িতে কেউ নাই। মনটন খুব খারাপ," একটু থেমে আবার বললো রুডি। "আমি ভাবলাম কেউ নাই তো কী হইছে, আমি আছি না!"

"তারপর?"

"রোমিও-জুলিয়েট স্টাইলটা কপি মারলাম।"

সায়েম বুঝতে না পেরে বললো, "মানে?"

"আমার ফ্ল্যাটের পুবদিকের বেলকনিটা দিয়া খুব সহজে আকাইম্যার গ্যারাজের ছাদে ল্যান্ড করা যায়, বুঝলা?"

"আচ্ছা?" আরো কথা শোনার জন্য উৎসাহ দিলো সায়েম।

"রাইত বারোটা বাজার আগে গ্যারাজের ছাদ দিয়া নাইম্যা গেলাম ঐ বাড়িতে। কেউ টের পায় নাই। গ্যারাজ আর বাড়ির বাউন্ডারি-ওয়ালের মইধ্যে একটা চিপা আছে, ওইখানে ঢুইকা আমরিনরে এসএমএস করলাম। হ্যাপি বার্থ ডে। আমি তোমার বাড়িতে! জানালার সামনে আইসা দেখো আমি এখন গ্যারাজের সামনে।"

"তারপর আমরিন জানালার সামনে এসে তোমাকে দেখতে পেলো?"

"আরে কী যে কও। তার আগে ঐ কুত্তাটা আইসা পড়লো না?"

"ওহ্," সায়েম বললো।

"আমি গ্যারাজের সামনে আইসা আমরিনের জানালার দিকে চায়া আছি, হঠাৎ দেখি নীচতলা থেইকা কেউ একজন বাইর হইয়া আসতাছে। কুত্তাটা কখন বাড়িতে ফিরা আসছে সেইটা তো আমি জানতাম না...শালার নাক কুত্তার মতোই, কেমনে জানি টের পাইয়া গেছিলো।"

"তখন তুমি কি করলে?"

"কী আর করুম! অভিসারের গুষ্টি মারি। যেমনে ঢুকছিলাম তেমনেই আবার পগারপাড়। বুঝলা না, ধরা পড়লে বিরাট ক্যাচাল হইয়া যাইতো না?"

একটু ভেবে বললো সায়েম, "এরপর আর চান্স নাও নি?"

"টাইম পাইলাম কই, তার আগেই তো ফাইটিং শুরু হইয়া গেলো!"

"ফাইটিং!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৪

সচরাচর গাড়ি চালায় না গোলাম মওলা কিন্তু এখন সেটাই করতে হচ্ছে। রাতের এ সময় সরকারী ড্রাইভার থাকে না, তবে গাড়িটা থাকে তার কোয়ার্টারেই। বেশি দরকার হলে কখনও কখনও নিজেই ড্রাইভ করে। কাঁচা ঘুম নষ্ট হবার জন্য একটু বিরক্ত হলেও তারচেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা ভর করেছে সায়েমকে নিয়ে।

একটু আগে আকবরকে ফোন করলে সে জানায় সায়েম কিছুক্ষণ আগে তার মোবাইলফোনে কল করে জানিয়েছে আজ ফিরতে দেরি হবে। কথাটা শুনে স্বস্তি পেয়েছিলো মওলা, কিন্তু সেই স্বস্তি টিকেছিলো মাত্র কয়েক সেকেন্ড। আকবরের সাথে কথা বলে জানতে পারে সায়েম অপরিচিত একটি ল্যান্ডফোন থেকে ফোনটা করেছে।

আজব! ল্যান্ডফোন থেকে ফোন করবে কেন? তার মানে সায়েম কোনো বাসায় আছে! *কার বাসায়?* এক অজানা আশংকা পেয়ে বসে গোলাম মওলাকে। ল্যান্ডফোন নাম্বারটি ট্র্যাক করা গেলে সায়েমের অবস্থান জানা সম্ভব তাই ফোন করে র‍্যাবে কর্মরত তার পরিচিত একজনকে দিয়ে ঐ নাম্বার ট্র্যাক করার জন্য অনুরোধ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে।

গোলাম মওলা কোনো কিছু না ভেবেই গুলশানের উদ্দেশ্যে ছুটে যাচ্ছে। তার ধারণা সায়েম আবার আহকাম উল্লাহর বাড়ির সামনে ফিরে গেছে। এটা তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে কিন্তু মনের যুক্তিবাদী অংশটা বলছে সায়েম ওখানে যাবে না। যাবার কোনো কারণই নেই। সে একা ওখানে গিয়ে কী করবে? তার পক্ষে গাড়িটা উদ্ধার করা তো দূরের কথা আহকাম উল্লাহর বাড়িতে ঢোকাই অসম্ভব। আর যদি কোনোভাবে ঢুকে পড়তে পারে তাহলেই বা কী করবে? কিছুই করতে পারবে না। উল্টো নিজেই বিপদে পড়ে যাবে। যে লোক গুম-খুনে সিদ্ধহস্ত সে নিজেকে বাঁচাতে কোনো রকম চিন্তাভাবনা না করেই আরেকটা গুম-খুন করে বসবে।

গুলশান দুই নাম্বারের তৃতীয় এভিনুতে ঢুকে পড়লো মওলা। রাতের এ সময় এলাকাটি আরো বেশি নিরিবিলি হয়ে উঠেছে। গাড়ির গতি কমিয়ে বিশ কিমি'তে নিয়ে এলো। সামনেই আহকাম উল্লাহর বাড়িটা।

গোলাম মওলা চোখ কুচকে সামনের দিকে তাকালো। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় প্রায় একশ' গজ সামনে রাস্তার পাশে সায়েমের গাড়িটা দেখতে পেলো সে। তাহলে তার ধারণাই ঠিক!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সন্ধ্যার সময় যে জায়গাতে সায়েমের গাড়িটা ছিলো তার থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ সামনে একই রাস্তার উপরে গাড়িটা পার্ক করে রাখা। আহকাম উল্লাহর বাড়ি থেকে সেটা ত্রিশ-চল্লিশ গজ পরে।

গতি কমিয়ে সায়েমের গাড়ির কয়েক গজ পেছনে থামালো সে, ইঞ্জিন বন্ধ করে বসে রইলো কয়েক মুহূর্ত। গভীর করে দম নিয়ে বের হয়ে এলো গাড়ি থেকে।

সায়েমের গাড়ির জানালা দিয়ে উঁকি মেরে বুঝতে পারলো ভেতরে কেউ নেই। গোলাম মওলা কী করবে ভেবে পেলো না। সায়েম এভাবে তার গাড়ি ফেলে কোথায় যেতে পারে? আশেপাশে তাকালো সে। রাস্তার ওপারে ছয়তলার একটি ভবন, এই ভবনের উত্তরদিকেই আহকাম উল্লাহর বাড়িটা।

সম্ভবত সায়েম গাড়ির ভেতরে বসে থেকে লক্ষ্য রাখছিলো আহকাম উল্লাহর বাড়ি থেকে কারা বের হয়। তবে আগেরবারের মতো এমপির বাড়ি থেকে একটু দূরত্ব বজায় রেখে গাড়িটা পার্ক করেছে। মওলা বুঝতে পারলো, সম্ভবত দীর্ঘসময় আহকাম উল্লাহর বাড়ির সামনে এক জায়গায় গাড়িটা রাখলে সন্দেহের সৃষ্টি হতে পারে–এই ভাবনা থেকে জায়গা বদল করেছে তার বন্ধু। কিন্তু কথা হলো সায়েম গেছে কোথায়?

"এইখানে কি করতাছেন?"

একটা কণ্ঠ শুনে গোলাম মওলা ঘুরে তাকালো। মলিন প্যান্ট আর শার্ট পরা এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

"কি করছি মানে?" মওলা কাটাকাটাভাবে বললো।

"এই গাড়িটার সামনে ঘুরঘুর করতাছেন কেন? মতলব কি? দেইখা তো ভদ্রলোক বইলাই মনে হইতাছে।"

লোকটার পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে নিজের রাগ দমন করলো গুলশান-বনানীর এসি। "আপনি কে?"

যুবক ভড়কে গেলো না। "আমি কে সেইটা আপনের জানোনের দরকার নাই। এইখান থেইকা ফুটেন।"

"ফুটবো মানে?"

"আরে, এ দেখি বাংলা বোঝে না। আমি কইতাছি এই গাড়ির সামনে ঘুর ঘুর না কইরা অন্যখানে যান। যে মতলবে আইছেন কাম অইবো না। আমি চোখকান খোলা রাখছি।"

মওলা কিছু বলতে যাবে অমনি সেই যুবক হনহন করে চলে গেলো রাস্তার উল্টোদিকের ছয়তলা ভবনের মেইনগেটের সামনে। বুঝতে পারলো এই ব্যাটা ওই ভবনের দারোয়ান। তাকে হয়তো গাড়িচোর বলে সন্দেহ করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আশ্চর্য! আমাকে দেখে কি চোর মনে হয়? আপন মনে বলে উঠলো সে। অভিজাত এলাকার গাড়িচোরেরা অবশ্য ভদ্রবেশীই হয়। সেজন্যে দারোয়ানকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

মওলা নিজের গাড়ির কাছে ফিরে এলো। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো জানা যাবে ল্যান্ডফোনটার অবস্থান। ভাবলো গাড়ির ভেতরে বসে অপেক্ষা করাই ভালো, নইলে আরো অনেকেই সন্দেহ করতে পারে।

*

রুডির ফ্ল্যাটে প্রায়শই মেয়েরা আসে–এরা হয় তার ফ্যান নয়তো বান্ধবী। এ নিয়ে সে কোনো রাখঢাক করে না। তো এরকমই একজন তার ফ্ল্যাটে আসার পরদিন আমরিন ফোন করে জেরা করতে শুরু করে : কাল রাতে একটা মেয়েকে দেখা গেছে তার ফ্ল্যাটে, সে কে? এতো রাতে কেন তার ফ্ল্যাটে এসেছিলো? সারারাত থেকেছিলো কিনা–এরকম নানান প্রশ্ন।

"পুরা পজেসিভ হইয়া গেছে, বুঝলা," অভিযোগের সুরে নয়, যেনো আমরিনের পক্ষ নিয়েই বললো রুডি।

"ঐ মহিলা কিভাবে জানতে পারলো তোমার এখানে মেয়েটা এসেছিলো?" সায়েম জিজ্ঞেস করলো।

"কী আর কমু! আমরিনও যে ক্যামেরা দিয়া আমারে দেখতে শুরু করছে সেইটা তো আমি জানতাম না। ওর কাছেও একটা ভালো ক্যামেরা আছে, বুঝলা।"

সায়েম ভুরু তুললো।

"প্রথমে আমি সব অস্বীকার করছিলাম। কইলাম প্রশ্নই আসে না। ও কইলো ক্যামেরার লেন্স দিয়া নাকি আমার ঘরে একটা মাইয়ারে দেখছে। আমি তো পুরা কট খাইয়া গেলাম।"

"তারপর?"

"আর কী, টেলিফোনে শুরু হইলো কুরুক্ষেত্র। আধঘণ্টা ঝগড়া হইলো। পুরাই বিরতিহীন। আমি ওরে যতোই বুঝাই মাইয়াটা আসছিলো একটা কাজে, গান গায়, আমার লগে লাইভ শো করতে চায়, হাবিজাবি, ও ততোই ক্ষেইপা যায়। কয়, কাজ না কাম! তুমি একটা লুইচ্চা। এক নাম্বারের বদমাইশ। তুমি আর আমারে ফোন দিবা না।"

"তারপর কি তুমি ফোন দিয়েছিলে?"

"আরে না। মাঝেমইধ্যে এসএমএস দিয়া টোকা মাইরা দেখি রাগ কমছে কিনা, কড়া রেসপন্স দেয়।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সায়েম।

"আমারে আর এসএমএস দিবা না!" কথাটা বলেই মাতাল রুডি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। "ধুরো! কথা কইতে কইতে মেহমানদারি করার কথাই ভুইলা গেছি।" যেনো জিভ কাটলো সে। "রাইত তো অনেক হইছে, খিদাও লাগছে। কি খাইবা, ফ্রেন্ড?"

"আরে না, আমি কিছু খাবো না-"

হাত তুলে কথার মাঝখানে বাধা দিলো শকিং রকের লিড ভোকাল এবং গিটারিস্ট। "খাড়াও খাড়াও। মেহমানদারি করমু আমি, তোমারে ক্যান জিগাইতাছি! এইটা তো জিগানের কথা না," এ কথা বলেই সে দাঁড়িয়ে পড়লো, টলতে টলতে চলে গেলো ভেতরের ঘরে।

সায়েম বুঝতে পারছে না কী করবে। এই মাতালের বক-বকানি কতোক্ষণ চলবে সে জানে না।

আস্তে করে উঠে দাঁড়ালো। ড্রইংরুমের উত্তর-পূর্ব দিকের বেলকনি আছে একটা, সেখানে চলে গেলো সে।

তিনফুট বাই সাতফুটের একটি বেলকনি। আশেপাশের অন্যান্য বাড়ি এমনকি এই ভবনের বাকি বেলকনির মতো গ্রিল দিয়ে ঢাকা নয়। যদিও নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিলে দোতলার এই বেলকনিটাই সবচেয়ে বেশি অরক্ষিত, কারণ এর ঠিক নীচেই রয়েছে আহকাম উল্লাহর বাড়ির সেই গ্যারাজটা। কেউ চাইলে অনায়াসে গ্যারাজের ছাদ থেকে বেলকনিতে উঠে যেতে পারে-সঙ্গত কারণেই উল্টোটাও সম্ভব!

"আরে ফ্রেন্ড, তুমি এইখানে," একহাতে রেড ওয়াইনের বোতল আর অন্যহাতে প্যান কেক নিয়ে রুডি বেলকনিতে চলে এসেছে।

"বেলকনিটা খুব সুন্দর," বললো সায়েম।

"হুম। ফ্ল্যাটটা ভাড়া নিবার পরই গ্রিল-ট্রিল সব খুইলা ফালাইছি। বাড়ির মালিক কইছিলো চোর-টোর আইতে পারে, আমি স্ট্রেইট কইয়া দিছি, চোর আমার জন্য কোনো সমস্যা না। আমার সমস্যা খাঁচা।"

সায়েম তাকিয়ে আছে আহকাম উল্লাহর সুবিশাল লন আর গ্যারাজের দিকে।

"গ্রিল থাকলে মনে হয় খাঁচার ভিতরে ফার্মের মুরগি হইয়া বইসা আছি।"

রুডির কথা মন দিয়ে শুনছে না সায়েম। তার চোখ ঘুরে বেড়াচ্ছে আহকাম উল্লাহর বাড়িতে।

"বুঝলা, ঘরে আর কিছু নাই খালি এই দুইটা জিনিস পাইলাম," হাতে থাকা খাবারগুলোর দিকে ইশারা করে কাচুমাচু হয়ে বললো রুডি।

www.BanglaBook.org

রকারের দিকে ফিরলো সে। "এসবের কী দরকার।"

"ঘরে আসো, ফ্রেন্ড। চলো, দুইজনে মিলা মাইরা দেই।"

রুডি রেডওয়াইনের বোতল থেকে একটু পর পর পান করে যাচ্ছে। ড্রইংরুমের মেঝেতে পাতা কার্পেটের উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে পড়লো এবার। তার সামনে একটা মোড়া জাতীয় আসনের উপর বসলো সায়েম।

"এই লেডিস মাল খাইয়াও হেভি ফিলিংস হইতাছে, ফ্রেন্ড।" ঢুলু ঢুলু চোখে তাকালো সে।

সায়েম প্যান কেক খেয়ে যাচ্ছে মদ খাওয়াটা এড়ানোর জন্য। রুডি অনেক সাধলেও পান করছে না।

শকিং রকের রুডি আগে থেকেই মাতাল ছিলো, প্রচুর রেড ওয়াইন গিলে পুরোপুরি বেসামাল হবার পথে আছে এখন। তার বকবকানি অন্য মাত্রায় চলে যাচ্ছে।

হেরে গলায় নিজের কোনো গান গাইছে তো আবার মুখ দিয়ে গিটারের সুর তোলার হাস্যকর প্রচেষ্টা।

"মাতাল হইতে খুব ভালো লাগে। কসম!" চোখ টিপে দিয়ে মিটিমিটি হাসলো সে। "মনে হয় আমি *ফার ফ্রম দি ম্যাডেনিং ক্রাউড*-এ চইলা গেছি!" রেড ওয়াইনটা পুরোপুরি শেষ করে সায়েমের দিকে তাকালো সে। "কাল রাইতে খুব মুডে ছিলাম, ক্যান জানো?"

"না," জবাব দিলো সে। এখনও প্যান কেক খেয়ে যাচ্ছে।

"নতুন একটা গান বানাইছি অনেকদিন পর।"

"অনেকদিন পর কেন?"

"দুই মাস ধইরা কোনো নতুন গান বানাইতে পারি নাই," বিষন্নভাবে বললো রুডি। "পার্সোনালি আমি একটু ডিস্টার্বড আছি।"

"কি কারণে?"

হা-হা-হা করে হেসে ছাদের দিকে তাকালো সে। "এক লগে তিনটা মাইয়ার প্রেমে পইড়া গেছি, ফ্রেন্ড!"

তিনটা?! বিস্মিত হলো সায়েম। সে অবশ্য জানে নারীঘটিত ব্যাপারে রুডির বেশ সুনাম রয়েছে। এসব তার জন্য ডাল-ভাত।

"এটা কিভাবে সম্ভব?"

"সম্ভব, সম্ভব। ভেরি মাচ পসিবল!"

"ফিলিংসটা কেমন হয়?"

"তিনজন্‌রে এক লগে ভালোবাসার ফিলিংসের কথা কইতাছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম।

www.BanglaBook.org

নিষ্পাপ শিশুদের মতো বললো সে, "হজম করা টাফ। তবে করতে পারলে মনে হয় নিজেরে অনেকের মইধ্যে বিলাইয়া দিতাছি। ফানাফিল্লাহ হইয়া যাতাছি। আমি আর আমি নাই। আমি অনেকের।"

মুচকি হাসলো সায়েম।

"ফ্রেন্ড, আমার নতুন গানটা শুনবা? পুরা রোমান্টিক!"

"ওকে," একান্ত অনিচ্ছায় বললো সে। যদিও গান শোনার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে তার নেই।

রুডি টলতে টলতে ঘরের এককোণ থেকে তার অ্যাকুয়েস্টিক গিটারটা নিয়ে ফিরে এলো।

"আমার এক ছোটোভাই, বুঝলা, হেব্বি ট্যালেন্ট একটা মাল। ও লিখছে, অনেকদিন ধইরা লিরিকটা পইড়া ছিলো, কাইল রাইতে হুট কইরা সুরটা করলাম। ক্যামন হইছে কইও কিন্তু?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

গিটারে রিদম বাজাতে শুরু করলো রকস্টার। *"তোকে ভালোবেসে পাগল করে আকাশে ওড়াবো...একটা রঙ্গিন ঘুড়ি হবি তুই!"*

সায়েমের মনোযোগ অন্য কোথাও থাকলেও গানের সুরটা ভালো লাগলো। "বাহ্! দারুণ তো!" অস্ফুটস্বরে বলে উৎসাহ দিলো মাতাল গায়ককে।

"তোকে ভালোবেসে পাগল করে প্রেমের রঙে রাঙাবো...একটা প্রজাপতি হবি তুই!"

এবার ঘড়ির দিকে তাকালো সায়েম : ১১টা ৪০! মাত্র কয়েক হাত দূরেই ১৯৫২ অথচ কিছুই করতে পারছে না। এমন অসহায়ত্ব তার কাছে অসহ্য ঠেকছে।

"গানটার মইধ্যে একটা এরোটিক ব্যাপার আছে না?"

মাতালের কথা শুনে চেয়ে রইলো সায়েম। গানের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনে নি তাই কী বলবে বুঝতে পারলো না। "তাই নাকি?" সবচাইতে নিরাপদ পদবাচ্যটি ব্যবহার করলো সে।

"আহ্, বুঝলা না?" গিটারটা নিয়ে রিদম বাজাতে শুরু করলো আবার। *"তোকে ভালোবেসে পাগল করে আকাশে ওড়াবো...*বুঝা গেলো?"

মুচকি হেসে এমন ভান করলো যেনো সে বুঝতে পেরেছে।

"ভালোবাইসা কেমনে তুমি পাগল করবা, অ্যা?" চোখ টিপে দিলো আবার। "ফোরপ্লে! বুঝছো? ওইটা ছাড়া তো আর কোনো অপশন দেখতাছি না। তারপর ধরো পরের লাইনটা, 'আকাশে ওড়াবো।' আলটিমেট অর্গ্যাজম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অনেকদিন আগে একটা সিনিয়র ব্যান্ডের গানে এইটার কিন্তু ফাটাফাটি 'বাংলা' পাওয়া গেছিলো। 'শীর্ষ অনুভূতি!' " দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো রুডি। "এইটা আসলে অরিজিনাল রোমান্টিক গান। মনে রাইখো, দেহ টানলেই মন চইলা আসে," একটু থেমে আবার বললো, "কাপে চা থাকে...চায়ে কাপ থাকে না, ফ্রেন্ড। বেশিরভাগ স্টুপিড এইটা বোঝে না। দেহটারে এরা স্থূল মনে করে। মনটারে ভাবে উচ্চমার্গীয় জিনিস। ব্লাডি ফুল! দেহ না থাকলে মনেরও জন্ম হয় না। এইা মডার্ন মালগুলার চাইতে আমাগো লালন অনেক অ্যাডভান্স ছিলো। সে কইছে 'মন কি দেহের বাইরে?' "

আবারো মাথা নেড়ে সায়ে দিলো সে। যদিও রুডির এসব কথাবার্তায় খুব একটা আগ্রহ পাচ্ছে না।

গিটারটা রেখে হুট করে দাঁড়িয়ে গেলো মাতাল। তার কণ্ঠ এবার কেমনজানি শোনালো। যেনো পর্বত থেকে নেমে আসা কোনো পয়গম্বর!

"একদিন আমি মইরা যামু!" ঘোষণা দিয়ে বললো সে। "আমার এই দেহটা গইলা-পইচা মিইশ্যা যাইবো মাটির লগে! মাটিগুলা মিইশ্যা যাইবো বাতাসে। বাতাস মিইশ্যা যাইবো মহাশূন্যে। অনু-পরমানুর লগে যোগ দিমু। যেইখান থেইকা আইছিলাম সেইখানেই আবার ফিরা যামু!"

সায়েম প্রমাদ গুনলো।

"আমারে তোরা ভাসায়া দে...ভালোবাসারে খাঁচায় ভরিস না...খাঁচারে ভালোবাসার মইধ্যে ডুবাইয়া দে! আমারে প্রেমের দরিয়ায় ডুবাইয়া দে!"

সায়েম কিছুই বুঝতে পারলো না রুডি কী বলছে। সত্যি হলো এসব কথা সে মন দিয়ে শুনছেই না। জানালার সামনে রাখা ডিএসএলআর ক্যামেরাটার দিকে তাকালো। তার সমস্ত ভাবনা জুড়ে কেবল ১৯৫২!

ধুপ করে শব্দ শুনে ফিরে দেখে কার্পেটের উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে গেছে রুডি।

"আমারে ভাসায়া দে! উড়ায়া দে! ডুবাইয়া দে!" বিড়বিড় করতে করতে কিছুক্ষণ পরই চুপ মেরে গেলো সে।

কয়েক মুহূর্ত বসে রইলো সায়েম। সে বুঝতে পারছে না মাতালটা সত্যি সত্যি বেহুঁশ হয়ে গেছে কিনা। এভাবে কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর যখন হালকা নাক ডাকার শব্দ কানে এলো বুঝতে পারলো রুডি এখন গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে।

"রুডি?" সায়েম ডাকলো তাকে। "রুডি?"

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আশান্বিত হয়ে উঠলো মহাকাল-এর সিনিয়র রিপোর্টার। ভাবতেই পারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নি রুডি হুট করে বেঘোরে চলে যাবে। হুট করে তার মাথায় একটি দুঃসাহসিক চিন্তা ভর করেছে। কোনো কিছু না ভেবেই উঠে দাঁড়ালো সে। প্রথমেই ঘরের বাতি নিভিয়ে দিয়ে ড্রইংরুমের উত্তরদিকের জানালার সামনে এসে দাঁড়ালো।

আহকাম উল্লাহর বাড়ির সবুজ লনটা জ্বলজ্বল করছে হ্যালোজেন বাতির উজ্জ্বল আলোয়। বাড়িতে মানুষজন আছে বলে মনে হয় না। ডুপ্লেক্স বাড়িটার যে কয়টা জানালা দেখতে পাচ্ছে তার সবগুলো অন্ধকার। তবে নীচতলার একটা জানালা দিয়ে টিভির আলো দেখা যাচ্ছে। সম্ভবত বাড়ির কাজের লোকেরা হিন্দি সিরিয়াল গিলছে।

নীচের বাম দিকে তাকালো। গ্যারাজটা এখান থেকে আড়াআড়িভাবে দেখা যায়। জানালার কাছে ওটার লম্বা লেন্সসহ ডিএসএলআরটা স্ট্যান্ডের উপর রাখা। সায়েম ক্যামেরার ভিউফাইন্ডারে চোখ রাখলো।

গ্যারাজটার দুটো দরজা বন্ধ থাকলেও তৃতীয় দরজাটা পুরোপুরি বন্ধ নেই!

বিকেলে গাড়ি নিয়ে ঢোকার সময় যেমনটি দেখেছিলো ঠিক তেমনি আছে। শাটার দরজাটা নামিয়ে রাখা হলেও মেঝে থেকে দুই-তিন ফুটের মতো উপরে উঠে আছে এখন।

জানালা থেকে পুবদিকের বেলকনিতে চলে এলো সায়েম।

কোনো গ্রিল নেই। বেলকনি থেকে মাত্র চার-পাঁচ ফুট নীচে গ্যারাজের ছাদটা, তবে রুডির অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং আর আহকাম উল্লাহর বাড়ির সীমানা প্রাচীরের মাঝখানে চার ফুটের মতো গ্যাপ আছে। বেলকনি থেকে লাফ দিয়ে গ্যারাজের ছাদে নামা সম্ভব তবে সেটা বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। একবার যদি গ্যারাজের ছাদে নামা যায় তাহলে সেই ছাদ থেকে নীচের ড্রাইভওয়েতে নেমে পড়াটা তেমন কঠিন হবে না, কারণ গ্যারাজের ছাদ মেঝে থেকে খুব বেশি হলে আট ফুট উচ্চতায় আছে। সায়েম জানে তার পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চির শরীরটা ঝুলিয়ে দিয়ে ছাদ থেকে নেমে যাওয়াটা সহজই হবে। সম্ভবত রুডিও এভাবে নেমেছিলো।

বেলকনি থেকে চলে এলো ঘরে। রুডির ডিএসএলআরটার দিকে তাকালো। সাইজে অনেক বড়। এটা বহন করা ঝামেলা। তার দরকার একটা মোবাইলফোন। তার ফোন দুটো গাড়িতে রেখে এসেছে। একবার ভাবলো নীচে গিয়ে গাড়ি থেকে নিয়ে আসবে কি না, পরক্ষণেই সেটা বাতিল করে দিলো।

রুডির দিকে তাকালো সে। হাত-পা ছড়িয়ে ছাদের দিকে মুখ করে পড়ে আছে। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেছে এখন। তার পাশেই পড়ে আছে

www.BanglaBook.org

মোবাইলফোনটা। ঘরে ঢোকার পরই এটা পকেট থেকে বের করে রেখে দিয়েছিলো সে। সায়েম আর কিছু না ভেবে রুডির ফোনটাই তুলে নিয়ে ড্রইংরুমের বাতিটা নিভিয়ে বেলকনিতে চলে গেলো।

আহকাম উল্লাহর বাড়িটা এখন কবরের মতোই নীরব! হ্যালোজেন বাতিতে টকটকে সবুজ লনটি জ্বল-জ্বল করছে। হাতঘড়িতে সময় দেখলো : ১২:১৫। তার মনের একটা অংশ বলছে বাড়ি ফিরে যাওয়াই ভালো কিন্তু অন্য অংশটা বার বার তাগাদা দিচ্ছে হাল না ছেড়ে কিছু একটা করতে।

শক্ত কোনো প্রমাণ!

সে বুঝতে পারলো এই অংশটা তার অনুসন্ধানী সাংবাদিক সত্তা। আহকাম উল্লাহর টিনএজার ছেলের কাছ থেকে যতোটুকু শুনেছে তাতে মনে হয়েছে এমপি সাহেব বেশ দেরি করেই বাসায় ফিরবেন আর তার ডানহাত আজমত আজ ফিরে আসবে না। যা করার আজকেই করতে হবে নইলে এই সুযোগ আর আসবে না। আগামীকাল আহকাম উল্লাহ আর তার ডানহাত জেনে যাবে ঐ বাড়িতে তাদের অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয়বারের মতো ঢুকেছিলো সে। নোটবুক গ্যারাজে ফেলে গেছে–এই অজুহাতটি পাপনের মতো ছেলেকেই সহজে বিশ্বাস করানো যায় নি, জাঁদরেল রাজনীতিক আর তার ডানহাত এটা ঘুণাক্ষরেও বিশ্বাস করবে না। তারা বুঝে যাবে সে ১৯৫২-এর খোঁজে ঢুকেছিলো। দেরি না করে তারা গাড়িটা সরিয়ে ফেলবে অন্য কোথাও। কিংবা কে জানে এমন জায়গায় ওটা ফেলে আসবে কেউ কোনোদিন খুঁজেই পাবে না। সে যেটা করতে চাইছে সেটা আজকের রাতেই করতে হবে।

বুকে সাহস সঞ্চয় করে বেলকনির রেলিংটা দু'হাতে ধরে টপকে গেলো সে। এখন বেলকনির রেলিং ধরে পাটাতনে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে। নীচে চারফুটের মতো চওড়া একটি গলি কিন্তু বেলকনিটা উপরের দিকে কিছুটা এলিভেট হওয়ায় গ্যাপটা কমে গেছে।

বেলকনি থেকে মাত্র দুই ফুট নীচে গ্যারাজের টিনের ছাদ। দুই ফুট উচ্চতা এমন কিছু না, তবে টিনের ছাদ বলে একটু ভাবনায় পড়ে গেলো সায়েম। দুই ফুট উপর থেকে লাফ দিলে কেমন শব্দ হবে আন্দাজ করে নিলো। এই শব্দ শুনে বাড়ির ভেতরে থাকা মানুষগুলো টের পেয়ে যেতে পারে। ঝুঁকি নিলো না। লাফ দেবার আইডিয়া বাতিল করে দিলো সে।

আস্তে করে হাটু ভাঁজ করলো মহাকাল-এর রিপোর্টার, তারপর রেলিংয়ের মেঝের দিকে গ্রিলের অংশটা শক্ত করে ধরে শরীরটা ঝুলিয়ে দিয়ে খুব সহজেই টিনের ছাদে নেমে যেতে পারলো।

একটু নীচু হয়ে বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে টিনের ছাদ দিয়ে এগিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলো সে। ছাদটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে দরজাগুলো যেদিকে মুখ করা সেদিকে। এখন সে ছাদের শেষপ্রান্তে, ঠিক দরজাগুলোর উপরে দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকেও লাফ দিয়ে নেমে যাওয়াটা সম্ভব নয়। প্রায় আট ফুটের মতো উচ্চতা হবে। নীচে কংক্রিটের ড্রাইভওয়ে। ছাদের দক্ষিণ দিকে তাকালো। শেষ শাটার দরজাটার কাছেই একটা অজানা ফুলের গাছ আছে। বেশ বড়। উচ্চতায় দশ ফুটের মতো হবে। তবে ডালাপালা খুবই নাজুক। এরকম গাছ বেয়ে নীচে নামা যাবে না, ডাল ভেঙে পড়ে যাবে।

ডুপ্লেক্স বাড়ি আর লনের দিকে নজর রাখছে সায়েম। আহকাম উল্লাহ এখনও ফিরে আসে নি। সানগ্লাস আজমতও বাড়িতে নেই। চাকর-বাকর আর গেটের দারোয়ান ছাড়া এ বাড়িতে আছে কেবল এমপির স্ত্রী আর তার অল্পবয়সী ছেলে।

গ্যারাজের দক্ষিণ দিকের সরু গলিটার দিকে তাকালো। একটা বাইসাইকেল গ্যারাজের দেয়ালে হেলান দিয়ে রাখা আছে। আটফুট উপর থেকে লাফ দেয়ার চিন্তাটা বাদ দিলো সে। খুব সহজেই ছাদের প্রান্তসীমা ধরে শরীরটা ঝুলিয়ে দিয়ে সাইকেলের সিটের উপর পা রাখলো। এরপর নীচে নামাটা একেবারে সহজ হয়ে গেলো তার জন্য।

সম্ভবত বাড়ির কোনো কাজের লোক এই সাইকেলটা ব্যবহার করে। তবে যে-ই রেখে থাকুক মনে মনে তাকে ধন্যবাদ দিলো সায়েম। কিন্তু সে জানে না সাইকেলের সিট থেকে ঝুঁকে নামতে গিয়ে একটা জিনিস ফেলে গেলো সে।

নীচে নেমে কয়েক সেকেন্ড এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো সে। সতর্ক দৃষ্টি রাখলো বাড়িটার দিকে। না, সব ঠিক আছে। এবার ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলো তার পেছনে গ্যারাজের শাটার দরজা দুটো মেঝে থেকে দুই ফুটের মতো উঁচুতে এসে থেমে আছে। সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরের অন্ধকার ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলো না তবে সে নিশ্চিত ১৯৫২ ভেতরেই আছে।

আস্তে করে প্রথম শাটার দরজাটার কাছে গিয়ে আবারো বাড়িটার দিকে তাকালো। ডুপ্লেক্স বাড়িটার যে কয়টা জানালা দেখতে পাচ্ছে সবগুলোই অন্ধকার।

দারুণ!

পুরো বাড়িটা ঘুমাচ্ছে। তার অনুপ্রবেশের ব্যাপারটি কেউ টের পায় নি। শাটার দরজাটা ঠেলে উপরে তুললো না সায়েম, কারণ বেশিরভাগ শাটার দরজা যত্নের অভাবে এমন জং ধরে থাকে যে তুলতে গেলে কিংবা নামাতে গেলে ঘরঘর শব্দ করে উঠে। মেঝে থেকে দুই-তিন ফুট উপরে থাকার কারণে নীচু হয়ে অনায়াসে ভেতরে ঢুকে যেতে পারলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গ্যারাজের ভেতরটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার চোখ সয়ে যেতে কয়েক মুহূর্ত লাগলো। তারপরই দরজার ফাঁক দিয়ে যে আলো ঢুকেছে তাতে দেখতে পেলো কয়েকটি গাড়ির আবছায়া অবয়ব।

১৯৫২ ঠিক সেখানেই আছে যেখানে ছিলো আজ বিকেলে। আগের মতোই গাড়িটার উপর ত্রিপলের কভার দেয়া। কভারটা টেনে পেছনের নাম্বারপ্লেট উন্মোচিত করলো সে। পরিস্কার দেখতে পেলো ১৯৫২ লেখাটা। কোনো ভুল নেই। এটাই আদনান সুফির সেই হারিয়ে যাওয়া গাড়ি!

পকেট থেকে রুডির মোবাইলফোনটা বের করে ক্যামেরা অন করলো। এখানে এই অন্ধকারে ফ্ল্যাশ ছাড়া ছবি উঠবে না। আন্দাজ করলো এই সামান্য ফ্ল্যাশের আলো শাটার দরজার নীচ দিয়ে বাইরে যাবে কিনা। গেলে কতুটুকু যেতে পারে। সে আলো কি কারোর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে?

ঝুঁকি নেয়া ঠিক হবে না মনে করে আবারো শাটার দরজার কাছে চলে গেলো সে। নীচু হয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকালো। লন আর ড্রাইভওয়ে'তে কেউ নেই।

নিশ্চিত হয়ে ফিরে এলো ১৯৫২-এর কাছে। কভারটা সরিয়ে গাড়ির পেছন দিকটা পুরোপুরি উন্মুক্ত করে দিলো। অনন্য নাম্বারপ্লেটটা স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মোবাইলফোনের ফ্ল্যাশ অপশটা অন করে ভিডিও রেকর্ডিং শুরু করতেই চমকে উঠলো সায়েম।

একটা শব্দ ধেয়ে আসছে যেনো!

শাটার দরজার দিকে তাকালো। কয়েক মুহূর্ত লাগলো বুঝতে শব্দটা কিসের।

হায় হায়!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৫

একটা গাড়ি ঢুকছে বাড়িতে?! আহকাম উল্লাহ?

সায়েম নার্ভাস হয়ে পড়লো। ভিডিও রেকর্ডিং অফ করে দিয়ে ফোনটা পকেটে ভরে নিলো দ্রুত।

গাড়িটা এক্ষুণি এই গ্যারাজে চলে আসবে। গ্যারাজের শাটার দরজার নীচ দিয়ে তাকালো সে। দুই-তিন ফুটের গ্যাপ দিয়ে আগুয়ান গাড়ির তীব্র হেডলাইটের আলো দেখতে পেলো। ড্রাইভওয়ের উপর দিয়ে দ্রুত চলে আসছে ওটা! বুঝতে পারলো এখন আর এই গ্যারাজ থেকে বের হবার উপায় নেই।

সায়েম কিছু করার আগেই শাটার দরজার ওপাশে গাড়িটা এসে থামলো। হেডলাইটের আলো এখনও জ্বলে আছে। ইঞ্জিনের ঘরঘর শব্দটা চুপ্‌সে গেলো। হেডলাইট অফ হবার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির দরজা খোলার আওয়াজ!

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো সায়েম মোহাইমেন। তার নিঃশ্বাস যেনো বন্ধ হয়ে গেছে।

পায়ের আওয়াজ। দরজার কাছে কেউ চলে আসছে! এক্ষুণি দরজাটা টেনে উপরে তুলে দেবে। সায়েম আর কিছু না ভেবে দৌড়ে ১৯৫২-এর আড়ালে চলে গেলো। গাড়িটার সম্মুখভাগ আর দেয়ালের মধ্যে দুই ফুটের মতো ফাঁকা জায়গা, সেখানে বসে পড়তেই দরজাটা উপরে উঠে গেলো, লনের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো অন্ধকার গ্যারাজ।

১৯৫২-এর সামনে নীচু হয়ে বসে রইলো সায়েম। নিজের হৃদস্পন্দনের আওয়াজ কানে গেলো তার। যেনো হাতুড়ি পেটা চলছে!

শাটার দরজা তোলার পর যে লোকটা আবার গাড়ির কাছে ফিরে গেলো। সায়েম বুঝতে পারলো এই লোকটা গাড়ির ড্রাইভার।

এবার গ্যারাজের দরজা দিয়ে গাড়িটা নিয়ে ঢুকলো সে। হেডলাইটের তীব্র আলো সরাসরি এসে পড়লো ১৯৫২-এর উপর। আরেকটু নীচু হয়ে গেলো সায়েম। মনে মনে শুধু প্রার্থনা করলো ড্রাইভারের চোখে যেনো না পড়ে।

আহকাম উল্লাহর গাড়িটা পার্ক করা হলো ১৯৫২-এর বাম পাশে। হেডলাইটের আলো নিভে যাওয়ার সাথে সাথে নিজের জায়গায় বসে থেকে সায়েম শুনতে পেলো ইঞ্জিন বন্ধ করার শব্দ। তারপর দরজা খোলার

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আওয়াজ। ড্রাইভার নেমে এলো গাড়ি থেকে। গ্যারাজের বাইরে গিয়ে শাটার দরজাটা টেনে নামিয়ে দিলো আবার।

ঘুটঘুটে অন্ধকারে বসে রইলো সায়েম মোহাইমেন। টের পেলো হৃদস্পন্দন স্বাভাবিক হয়ে আসছে। হাফ ছেড়ে বাঁচলো সে। আরেকটুর জন্যে ধরা পড়ে যেতো। এখানে এভাবে ধরা পড়লে কী হতো সেটা ভালো করেই জানা আছে তার। এখন ড্রাইভার চলে গেলেই এখান থেকে সটকে পড়বে।

গভীর করে নিঃশ্বাস নিয়ে উঠতে যাবে অমনি থমকে গেলো।

"আপনে বাড়িতে?" সম্ভবত ড্রাইভারই বললো কিন্তু কাকে বললো বোঝা গেলো না। "কখন আইলেন, আজমত ভাই?"

আজমত? সায়েম ভিরমি খেলো। এই লোক কখন ফিরে এলো বাড়িতে?

"এই তো একটু আগে," জবাব দিলো আজমত। কণ্ঠ একেবারে ফ্যাসফেসে আর জড়ানো। "ভায়ে কি ক্লাবে গেছিলো?"

"হ।"

"আবার বাইর হইবো?"

"না।"

"তাইলে তালা মাইরা রাখি।"

তালা!? সতর্ক হয়ে উঠলো সায়েম। আতঙ্কে গলা শুকিয়ে গেলো।

"আমি চাবি নিয়া আসতাছি।"

"তালা মারনের কী দরকার...দরজা নামায়া রাখলেই তো হয়।"

"কয়েক দিন আগে এইখানে চোর ঢুকছিলো, মনে নাই?"

ড্রাইভার আর কিছু বললো না। কয়েক সেকেন্ড পেরিয়ে গেলো, আজমত আর ড্রাইভারের মধ্যে কোনো কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া গেলো না।

শাটার দরজার কাছে চলে গেলো সায়েম। পুরোপুরি মেঝে পর্যন্ত নামানো। সে জানে ওপাশে আহকাম উল্লাহর ড্রাইভার থাকতে পারে, কিন্তু দরজায় এমন কোনো ফুটো নেই যে দেখতে পাবে। তবে মেঝে আর শাটার দরজার মাঝখানে দেড়-দুই ইঞ্চির ফাঁক আছে। সঙ্গে সঙ্গে মেঝেতে শুইয়ে পড়লো সে। বাম কানটা ঠাণ্ডা মেঝের সাথে ঠেকিয়ে শাটার দরজার নীচ দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো।

একজোড়া পা। চামড়ার স্যান্ডেল।

আজমতকে দেখা যাচ্ছে না। তার মানে সে বাড়ির ভেতরে চলে গেছে চাবি আনার জন্য।

হায় হায়! আজমত গ্যারাজের দরজায় তালা মেরে দেবে!

ভড়কে গেলো সায়েম। তাকে এখনই গ্যারাজ থেকে বের হতে হবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নইলে সারারাত এখানেই বন্দীদশায় কাটাতে হবে। হয়তো জীবন নিয়ে এখান থেকে আর বের হওয়া সম্ভব হবে না।

চাবি নিয়ে আসতে কতোক্ষণ লাগতে পারে? মেঝেতে ওভাবে পড়ে রইলো সায়েম। কী করবে মাথায় কিছুই ঢুকছে না। তাকে এক্ষুণি গ্যারাজ থেকে বের হতে হবে নইলে বন্দী হয়ে কাটাতে হবে সারাটা রাত। আর সকালে যখন কেউ গাড়ি নেবার জন্য দরজা খুলবে তখন তার ভাগ্যে কী ঘটবে কে জানে।

কিন্তু ড্রাইভারের পা দুটো এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। বাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে লোকটি।

ভয়ে সায়েমের সমস্ত শরীর আড়ষ্ট হয়ে গেলো। যেকোনো সময় ডুপ্লেক্স বাড়ি থেকে চাবি নিয়ে বের হয়ে আসবে আজমত। ঘুটঘুটে অন্ধকারে শুধু একটা কথাই ভাবতে পারলো সে--এভাবে এখানে আসাটা বিরাট ভুল হয়ে গেছে। হয়তো জীবনের সবচে বড় ভুল। শেষ ভুলও হতে পারে এটি!

আক্ষেপে দু'চোখ বন্ধ করে ফেললো সায়েম, কিন্তু হালকা একটি শব্দ হতেই চোখ খুলে গেলো, শাটার দরজার নীচ দিয়ে তাকিয়ে দেখলো ড্রাইভারের পা দুটো সরে যাচ্ছে!

মেইনগেটের দিকে যাচ্ছে! আশান্বিত হয়ে উঠলো। মেঝেতে শুয়ে থেকেই অপেক্ষা করলো ড্রাইভার কখন চলে যায়।

কয়েক মুহূর্ত পর পা-দুটো আর দেখা গেলো না।

চলে গেছে! কিন্তু কতো দূরে?

কাছে কোথাও থাকলে সে জানবে না। শাটার দরজার নীচে দেড়-দুই ইঞ্চির ফাঁক দিয়ে কতোটুকুইবা দেখা সম্ভব! ওদিকে আজমত চাবি নিয়ে চলে এলে আর কোনো আশাই থাকবে না। *উঠে* দাঁড়ালো সায়েম। যা করার এখনই করতে হবে।

আস্তে করে শাটার দরজাটা টেনে একটু উপরের দিকে তুলতে গেলে খ্যাচ খ্যাচ শব্দ হতেই থেমে গেলো সে। অনেকদিন গ্রিজ দেয়া হয় নি তাই এমন শব্দ। এবার আরো সতর্ক হয়ে আস্তে আস্তে তুললো দরজাটা কিন্তু খ্যাচ খ্যাচ শব্দটা এড়াতে পারলো না। দুই-আড়াই ফুটের মতো তোলার পরই প্রথমে মাথাটা গলিয়ে দিলো সে। ড্রাইভওয়ের দিকে চোখ যেতেই ভিরমি খেলো।

গ্যারাজ থেকে ডান দিকে কিছুটা গিয়ে আবার ডান দিকে মোড় নিয়ে একটা এল আকৃতি তৈরি করে সেটা চলে গেছে মেইনগেটের দিকে। ড্রাইভার লোকটা এল-এর দুই বাহুর ঠিক সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছে। সায়েমের ভাগ্য ভালো, লোকটার দৃষ্টি মেইনগেটের দিকে, নইলে সঙ্গে সঙ্গে ধরা পড়ে যেতো।

www.BanglaBook.org

বরফের মতো জমে গেলো সে। শাটার দরজার বাইরে মাথা বের করে রাখলেও তার পুরো শরীরটা গ্যারাজের ভেতরে। সে অবস্থায়ই স্থির হয়ে রইলো। তার মাথা একদমই কাজ করছে না। ভালো করেই জানে একটু শব্দ হলেই লোকটা ঘুরে তাকাবে। কোনো আওয়াজ না পেলেও যেকোনো সময় লোকটা ঘুরে তাকাতে পারে।

এভাবে কয়েক মুহূর্ত কেটে গেলো। ড্রাইভার মেইনগেটের দিকে পা বাড়াচ্ছে না, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কী যেনো ভাবছে। লোকটা মেইনগেটের দিকে গেলেই দ্রুত গ্যারাজ থেকে বের হয়ে চিপা গলিতে ঢুকে পড়তে হবে, আশেপাশে লুকানোর মতো আর কোনো জায়গা নেই। সামনে বিরাট লন শক্তিশালী বাতিতে আলোকিত হয়ে আছে। লনের পরেই ডুপ্লেক্স বাড়িটা। চারপাশে এমন কিছু নেই যেখানে লুকাতে পারে।

কিন্তু সায়েম দেখতে পেলো ড্রাইভার মেইনগেটের দিকে না গিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৬

বিছানায় শুয়ে থাকলেও তার দু'চোখে ঘুম নেই। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে তাই টিভি দেখা বাদ দিয়ে বিছানায় চলে এসেছে। এখন রাত ক'টা বাজে জানে না। ঘরের বাতি নেভানো। বেডসাইড ড্রয়ারের উপর যে ডিজিটাল ঘড়িটা আছে সেটার দিকে পেছন ফিরে শুয়ে আছে। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে পারে কিন্তু দেখলো না। সময় দেখে কী লাভ? একটা বাজলেই কী, দুটা বাজলেই বা কী। অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে একাকীত্বের মুহূর্তগুলোতে যতো কম ঘড়ি দেখা যায়, সময় নিয়ে যতো কম ভাবা যায় ততোই ভালো। সময়ের হিসেব তো করবে ব্যস্ত মানুষেরা।

দু'চোখ বন্ধ করে রেখেছিলো অনেকক্ষণ ধরে, একটা শব্দে চোখ খুলে তাকালো। একটু আগে বাড়িতে একটা গাড়ি ঢুকেছে। নিশ্চয়ই তার স্বামী। সব সময়ই রাত করে বাসায় ফেরে, আজ একটু আগেই ফিরে এসেছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো আমরিন। মন্ত্রী হবার ইঁদুরদৌড়ে ব্যস্ত আছে সে। তার ধারণা ধুরন্ধর আহকাম উল্লাহর ভাগ্যে এবার মন্ত্রীত্ব জুটবেই। টাকা-পয়সা তো কম ছড়াচ্ছে না। যেখানে যা দেবার সবই দিয়েছে। কাজ না হয়ে যায়ই না।

আমরিন আবারো চোখ বন্ধ করে ফেললো।

কয়েক মিনিট পর দরজা খোলার শব্দ সেই সঙ্গে তীব্র পারফিউম আর অ্যালকোহলের গন্ধে ভরে উঠলো ঘরটা।

"ঘুমিয়ে গেছো?" বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠলো আহকাম উল্লাহ।

আমরিন চোখ বন্ধ করে পড়ে রইলো।

"ঘুমিয়ে গেছো নাকি?"

কোনো সাড়া নেই। একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেলো আমরিন। ঠিক তার পাশেই বসলো আহকাম উল্লাহ। আলতো করে কাঁধ ধরে আবার বললো, "শরীর খারাপ করেছে?"

আমরিন কোনো সাড়া দিলো না। অ্যালকোহল আর পারফিউমের তীব্র গন্ধ তার নাকে এসে লাগলো।

"আমি জানি তুমি জেগে আছো," আস্তে করে বললো এমপি। কথাটা শুনেও প্রতিক্রিয়া দেখালো না তার স্ত্রী।

"হাহ্।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা থেকে উঠে গেলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চোখ খুলে তাকালো আমরিন। "আমি জেগে থাকলে আমার সাথে এই রাত-বিরাতে গল্প করবে নাকি?"

আহকাম উল্লাহ ঢুলু ঢুলু চোখে তাকালো স্ত্রীর দিকে।

পাশ ফিরে স্বামীর দিকে তাকালো আমরিন। "মন্ত্রী হবার কাজ কতো দূর এগোলো?"

"অনেক দূর।"

বাঁকা হাসি হাসলো আমরিন। "কতো ঢালতে হলো?"

"এসব জেনে তোমার কী লাভ?"

"শুনছি দশ কোটি নাকি এরইমধ্যে খরচ করে ফেলেছো?"

ভুরু কুচকে তাকালো আহকাম উল্লাহ্।

"আরো ঢালতে হবে নাকি?"

কিছু বললো না হবু মন্ত্রী।

"অথচ আমার ছোটোভাই মাত্র পঞ্চাশ লাখ টাকা চাইলো ব্যবসা করার জন্য, দিলে না।"

"তোমার ঐ অকর্মা ভাই পঞ্চাশ লাখ টাকা নষ্ট করতো। ব্যবসা করে টাকা কামানোর মুরোদ ওর নেই। আমার পুরো টাকাটাই গচ্চা যেতো। এটা হতো ব্যাড ইনভেস্টমেন্ট।"

"আর এখন যেটা করছো সেটা খুব ভালো ইনভেস্টমেন্ট?"

"অবশ্যই," জোর দিয়ে বললো আহকাম উল্লাহ।

"টাকা খেয়ে ওরা যদি তোমাকে মন্ত্রী না বানায়, তখন?"

মুচকি হাসলো আমরিনের স্বামী। আস্তে করে বিছানায় বসে স্ত্রীর কাঁধে হাত রাখলো। "এই লেভেলের লোকজন টাকা খেয়ে বেঈমানি করে না।"

একদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আমরিন। "তাহলে তুমি মন্ত্রী হচ্ছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো এমপি। "বড়সড় কোনো অঘটন না ঘটলে হচ্ছি।"

"অঘটন ঘটার সম্ভাবনা আছে নাকি?" বাঁকা সুরে বললো সে।

গম্ভীর হয়ে গেলো আহকাম উল্লাহ। "অঘটন যেকোনো ব্যাপারে যেকোনো সময়ই ঘটতে পারে।"

"তুমি মন্ত্রী হলে কি আমরা মন্ত্রীপাড়ায় গিয়ে উঠবো? আমি কিন্তু এ বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবো না।"

এবার প্রসন্ন হাসি হাসলো হবু মন্ত্রী। "মাথা খারাপ নাকি। এরকম বাড়ি ছেড়ে সরকারী বাড়িতে কেন উঠতে যাবো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আচ্ছা, তুমি কোন্ মন্ত্রণালয় পাচ্ছো?"

আমরিনের এই প্রশ্নটা আহকাম উল্লাহকে একটু বিব্রত করলো। "সেটা তো বলতে পারবো না। প্রধানমন্ত্রী কোন্ মন্ত্রণালয় রি-শাফল করেন সেটা উনিই ভালো বলতে পারবেন।"

"হলে ভালো কোনো মিনিস্ট্রির মন্ত্রী হয়ো, পরিবার-পরিকল্পনা, মৎস ও পশু, সমবায়, এইসব হাস্যকর কিছু যেনো না হয়। বিশেষ করে পশু।"

আহকাম উল্লাহ স্থিরচোখে চেয়ে রইলো স্ত্রীর দিকে। "তুমি ঘুমাও। আমি যাই।" কথাটা বলেই উঠে দাঁড়ালো।

"ড্রিঙ্ক তো করেছোই, আর না করলে কী চলে না?"

আমরিনের এ কথার কোনো জবাব না দিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো তার স্বামী।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৭

আমি আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে বন্দী!

আজমত চাবি নিয়ে ফিরে আসার পর শাটার দরজাটা তালা মেরে দেয়া হয়েছে। সায়েম এখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে নিপতিত। বুঝতে পারছে বিরাট বিপদে পড়ে গেছে।

এরকম অসহায় মুহূর্ত এ জীবনে কখনও আসে নি। এমনকি তার বাবা যখন ক্যান্সারে মারা গেলো তখনও না। তারা জানতো তাদের বাবা মারা যাচ্ছে তাই মৃত্যুসংবাদে হকচকিয়ে যায় নি, শোকে মুহ্যমান হয়েছিলো কেবল। কিন্তু এখন নিজেকে যারপরনাই অসহায় আর বিপজ্জনক অবস্থায় দেখতে পেয়ে তার মাথাটা আক্ষরিক অর্থেই ঘুরছে।

বন্ধ শাটার দরজার ওপাশে ড্রাইভার আর আজমত কী নিয়ে যেনো নীচুস্বরে কথা বলে যাচ্ছে।

কপালে হাত দিয়ে গ্যারাজের ফ্লোরে বসে পড়লো সায়েম। আজকের এই অ্যাডভেঞ্চারটা না করলেই পারতো। কেন যে এমন একটা কাজ করে বসলো হুট করে! এখন তার জীবনটাই হুমকির মুখে। সকালে যখন এমপির লোকজন তাকে গ্যারাজের ভেতরে আবিষ্কার করবে তখন কী হবে ভাবতেই গা শিউড়ে উঠলো।

একটা কথা কানে যেতেই সম্বিত ফিরে পেলো সে। কাউকে ডাকছে আজমত! কান খাড়া করে শুনলো বন্ধ শাটার দরজার ওপাশে কেউ কথা বলছে। সঙ্গে সঙ্গে উঠে দরজার কাছে গিয়ে কান পাতলো।

"কি হইছে ভাই?" হাফাতে হাফাতে তৃতীয় কণ্ঠটা বললো। *দারোয়ান?*

"এই কলমটা এখানে পইড়া আছে কেন?"

কলম?! অবচেতন মনেই সায়েমের ডান হাত চলে গেলো তার বুক পকেটে। *আমার কলমটা নাই!*

একজন সাংবাদিক হিসেবে বুক পকেটে কলম রাখা তার অভ্যেসের অংশ। বুঝতে পারলো গ্যারাজের ছাদ থেকে লাফ দেবার সময় সেই কলমটা পড়ে গেছে ড্রাইভওয়ের উপরে। *সর্বনাশ।* পাখি উড়াল দেবার পর যেমন পালক ফেলে যায় তেমনি একজন সাংবাদিক ফেলে গেছে কলম!

"তুমি কেমনে বলবা মানে?" রেগে বললো আজমত। "আমরা বাড়ি থেইকা বাইর হইবার পর কেউ কি আসছিলো?"

সায়েমের বুকটা আরো বেশি লাফাতে শুরু করলো এবার।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ইয়ে মানে," আমতা আমতা করে বললো অন্য কণ্ঠটা। "বিকালে যে সাংবাদিক আসছিলো না...সে আবার আসছিলো সন্ধ্যার পর।"

দারোয়ান? মনে মনে বললো সায়েম।

"ইন্টারভিউ নিতে আসছিলো যে?" আজমতের ফ্যাসফেসে কণ্ঠে চাপা ক্রোধ।

"হ।"

"কখন আসছিলো আবার?"

"এই তো সাতটা-আটটার দিকে হইবো?"

"তুমি তারে ভিতরে ঢুকতে দিছো?"

"কইলো গ্যারাজের ভিতরে কী জানি ফালাইয়া গেছে।"

"কি ফালাইয়া গেছে?"

"কী জানি কইলো?" মনে করার চেষ্টা করলো দারোয়ান।

"কলম?"

"না। কলম না। কী যেনো কইলো..."

"হারামজাদা!"

সায়েমের মনে হলো দাঁতে দাঁত পিষে গালিটা যেনো তাকে উদ্দেশ্য করে দেয়া হয়েছে।

"ওই লোক গ্যারাজে ঢুকতে পারে নাই। দরজা বন্ধ ছিলো। বেশিক্ষণ থাকেও নাই।"

"কতোক্ষণ ছিলো?"

"পাঁচ মিনিটের বেশি হইবো না।"

"গ্যারাজটা তখন বন্ধ ছিলো?"

"হ।"

"তুমি কেমনে জানলা গ্যারাজ বন্ধ ছিলো?"

"ঐ লোক আমারে গ্যারাজের চাবি আইনা দিতে কইছিলো, আমি কইছি আমার কাছে চাবি নাই।"

"ঠিক আছে, যাও," আজমত বললো দারোয়ানকে।

হাফ ছেড়ে বাঁচলো সায়েম। সে ভেবেছিলো কলম পাবার পর আজমত হয়তো গ্যারাজে ঢুকে আবার চেক করে দেখবে।

আজমত আর ড্রাইভার কী নিয়ে যেনো কথা বলছে এখন, আর ঠিক তখনই সায়েমকে ভড়কে দিয়ে তার পকেটে থাকা রুডির মোবাইলফোনটা তীক্ষ্ণ শব্দে বিপ্ করে উঠলো।

টুট্! টুট্!

*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সেলফোনটা বেজে উঠলে ধরফর করে উঠলো গোলাম মওলা। গাড়িতে বসে অপেক্ষা করার সময় কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলো টেরই পায় নি। চোখ ডলে ডিসপ্লের দিকে তাকালো।

তাহিতি।

সে তো কখনও এতো রাতে ফোন করে না। "হ্যালো? কি হয়েছে?" আস্তে করে বললো।

"তুমিও ঘুমাও নি?" তাহিতির কণ্ঠে ঘুমঘুম ভাব।

"না। মানে ঘুম আসছিলো না," মিথ্যেই বললো মওলা।

"কেন? শরীর খারাপ?"

"না, না। এমনি।"

"ও।"

"তুমি ঘুমাও নি কেন? এতো রাত পর্যন্ত জেগে আছো যে?"

"ঘুমিয়ে ছিলাম, হঠাৎ একটা দুঃস্বপ্ন দেখে জেগে উঠলাম। খুব খারাপ লাগছিলো তাই তোমাকে ফোন দিলাম।"

"দুঃস্বপ্নটা কি ছিলো?"

কিছুক্ষণ চুপ মেরে রইলো তাহিতি। "থাক।"

"আহ্, বলো তো।"

"দেখলাম তোমাকে..."

"কি?"

"...একদল কুকুর তাড়া করছে। আমি সব দেখছি কিন্তু কিছুই করতে পারছি না।"

নিঃশব্দে হেসে ফেললো মওলা। আগে সব সময় অন্য একটা স্বপ্ন দেখতো তাহিতি। সেটা অবশ্য দুঃস্বপ্ন ছিলো। তার সেই দুঃস্বপ্নটা এখন তিরোহিত হয়েছে, তবে এখন যে দুঃস্বপ্নটা দেখেছে তার মধ্যে ভীতিকর কিছু নেই। এটা আসলে মিষ্টি দুঃস্বপ্ন!

"কুকুরগুলো আমাকে খুব কামড়ালো? নাকি ছিঁড়ে খুবলে শেষ করে দিলো?"

ওপাশ থেকে কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেলো না।

"হ্যালো?"

"হুম, আছি।" তাহিতির কণ্ঠ বেশ গম্ভীর।

"সরি, এমনি মজা করলাম।"

"তুমি কি বাইরে?"

মওলা সতর্ক হয়ে উঠলো। সে যে এ মুহূর্তে বাইরে আছে কিভাবে

www.BanglaBook.org

মেয়েটা বুঝে গেলো? মিথ্যে বললে ঝামেলা হবে। তাহিতির ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বেশ প্রখর। ওর কাছে মিথ্যে বলে কোনোদিন পার পায় নি মণ্ডলা।

"হুম।" সত্যিটাই বললো অবশেষে।

"এতো রাতে বাইরে?" তাহিতির কণ্ঠে উদ্বেগ। "কি হয়েছে?"

"একটা জরুরি কাজে আসতে হলো। বোঝোই তো পুলিশের চাকরি, ডিউটির কোনো টাইম-টেব্‌ল নেই।"

একটু বিরতি, তারপর আস্তে করে বললো তাহিতি, "সায়েমের কিছু হয়েছে?"

যা শালা! মণ্ডলা চিন্তায় পড়ে গেলো এখন কী বলবে। "আরে না। অন্য একটা ব্যাপার।" এবার মিথ্যেই বললো।

"লায়ার!" কথাটা খুব আস্তে করে বললো তাহিতি। "মিথ্যে বলছো কেন?"

"ইয়ে মানে, মিথ্যে বলছি না। বিশ্বাস করো। মানে..."

"থাক, আর 'ইয়ে মানে' করতে হবে না। আমাকে বলতে না চাইলে বলবে না। এটা তোমাদের দুই বন্ধুর ব্যাপার।"

"আহ্, সেটা না। তুমি আসলে আমাকে ভুল বুঝছো," মণ্ডলা বললো। "হ্যা, সায়েমকে নিয়েই ঝামেলা হয়েছে একটা কিন্তু কথাটা তোমাকে বলতে চাই নি অন্য কারণে।"

ওপাশ থেকে কোনো জবাব এলো না যেনো বাকিটা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে।

"মানে, খামোখা তুমি আমাকে আর সায়েমকে নিয়ে চিন্তা করবে তাই..."

"বুঝেছি। এখন বলো সায়েমের কী হয়েছে?" তাহিতির কণ্ঠ বেশ স্বাভাবিক।

গভীর করে দম নিয়ে বললো গোলাম মণ্ডলা, "সায়েমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। রাতে বাসায় ফেরে নি।"

"ফেরে নি মানে? কোথায় গেছে?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না। ওর দুটো মোবাইলফোনই বন্ধ।"

"আশ্চর্য!"

"তবে কিছুক্ষণ আগে ল্যান্ডফোন থেকে বাসায় ফোন করে ওর কাজের ছেলেটাকে বলেছে আজ বাসায় ফিরতে দেরি হবে। আমি এখন দেখছি ও কোথায় আছে।"

"খুবই চিন্তার বিষয়। ওর নিজের ফোন বন্ধ কেন?"

"সেটাই চিন্তার কথা।" একটু থেমে আবার বললো মণ্ডলা, "তুমি এ নিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চিন্তা কোরো না। আমি দেখছি কী করা যায়। ঘুমিয়ে পড়ো। অনেক রাত হয়েছে।"

"আচ্ছা, তুমি আমাকে জানিও কী হলো। যতো রাতই হোক। আমার ফোন খোলাই থাকবে।"

"ঠিক আছে," বলেই ফোনটা রেখে দিলো মণ্ডলা। সে জানে তাহিতি আজ আর ঘুমাবে না। তার নিজের ঘুম তো অনেক আগেই বরবাদ হয়ে গেছে।

তাকে চমকে দিয়ে আবারো ফোনটা বেজে উঠলো।

"হ্যা, বলো?"

একটু আগে র‍্যাবের এই তরুণ আইটি-অফিসারের কাছে ল্যান্ডফোনের নাম্বারটি দিয়েছিলো ট্র্যাক-ডাউন করার জন্য।

"গুলশান দুই নাম্বারে?" ওপাশ থেকে শুনে বললো মণ্ডলা। তার ধারণাই তাহলে ঠিক।

"হাউজ নাম্বার ৩, রোড নাম্বার ৭?" মণ্ডলার কপালে চিন্তা ভাঁজ পড়ে গেলো।

"ওকে। থ্যাঙ্কস।"

ফোনটা রেখে মণ্ডলা উদাস হয়ে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। এটা কি আহকাম উল্লাহর বাড়ির নাম্বার? গাড়ি থেকে বের হয়ে এলো। ধীর পদক্ষেপে এমপি'র বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো সে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৮

আজমতের সারা গা কাটা দিয়ে উঠলো। মোবাইলফোনের বিপ্ করার শব্দটা কোনোভাবেই ভুল হবার নয়। স্পষ্ট শুনেছে সে। মাত্র একবার কিন্তু সেটাই যথেষ্ট। আর শব্দটা এসেছে এইমাত্র বন্ধ করা গ্যারাজের শাটার দরজার ভেতর থেকে!

ভেতরে কেউ আছে! *না। এইটা সম্ভব না!* মনে মনে বলে উঠলো সে। পকেট থেকে গ্যারাজের চাবিটা বের করে নিলো। তার সঙ্গে পিস্তল আছে আর এই জিনিসটা থাকলে তার সাহস বেড়ে যায় পঞ্চাশ গুন। উপুড় হয়ে শাটার দরজার তালাটা খুলতে লাগলো আবার।

"কি হইছে, ভাই?" দারোয়ান অবাক হয়ে বললো তাকে।

"গ্যারাজের ভিতরে মোবাইলফোন বাজার আওয়াজ পাইলাম," তালা খুলতে খুলতে বললো সে। দরজাটা উপরের দিকে তুলতেই রাতের নীরবতা নষ্ট করে ঘরঘর শব্দ হলো।

"হ, আমিও শুনছি," সায় দিয়ে বললো ড্রাইভার।

অন্ধকার গ্যারাজের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো আজমত। বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে গ্যারাজের ভেতরে ঢুকে পড়লো। চুপচাপ বাইরে দাঁড়িয়ে রইলো দারোয়ান আর ড্রাইভার।

কোমর থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে গ্যারাজের বাম দিকের দেয়ালের কাছে গিয়ে সুইচ অন করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত হয়ে উঠলো ভেতরটা। গ্যারাজের এ-মাথা থেকে ও-মাথা ভালো করে দেখে নিলো সে। মোট পাঁচটা গাড়ি রাখা আছে। একটা গাড়ি ত্রিপল কভার দিয়ে ঢাকা, বাকি চারটা উন্মুক্ত। এখানে লুকিয়ে থাকার মতো জায়গা কৈ?

পিস্তল হাতে আজমত এগিয়ে গেলো বাম দিকে। প্রথম গাড়িটা একটু আগেই এমপির ড্রাইভার পার্ক করে গেছে। ওটার পেছনে লুকিয়ে থাকার কথা নয়, তবুও চেক করে দেখলো।

গাড়িটার সম্মুখভাগ গ্যারাজের দেয়ালের দিকে মুখ করে রাখা। দেয়াল থেকে সামনের বাম্পারটার মাঝখানে দুই ফুটের মতো গ্যাপ আছে। ওখানে নীচু হয়ে খুব সহজেই একজন মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে। আজমত গাড়িটার বাম পাশ দিয়ে হেটে গিয়ে সামনের দিকটা দেখলো।

কেউ নেই।

www.BanglaBook.org

ঠিক ওই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে থেকেই পাশাপাশি রাখা পাঁচটি গাড়ির সম্মুখভাগ দেখা যায়। গ্যারাজের দেয়াল থেকে কম-বেশি দুই-তিন ফুটের মতো দূরত্বে রাখা গাড়িগুলো। কাউকে দেখতে পেলো না সে।

কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার মনে হলো ভুল শুনেছে কি না। পরক্ষণেই বুঝতে পারলো সে একা নয়, ড্রাইভারও শুনেছে বিপ্‌টা। এরমধ্যে কোনো ভুল নেই।

গাড়ির ভেতরে লুকিয়ে নেই তো?

প্রশ্নটা মাথায় আসতেই নড়েচড়ে উঠলো সে। এখানে রাখা কোনো গাড়ির দরজাই খোলা থাকার কথা নয়। সবগুলো লক্ করা। তারপরও যদি কোনো দরজা খোলা থেকে থাকে তাহলে সেই গাড়ির ভেতরে লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয়।

দ্বিতীয় গাড়িটা ত্রিপল দিয়ে ঢাকা। ওটার পেছন দিকে চলে এলো সে। দুটো গাড়ির মাঝখানে মাত্র এক-দেড় ফুটের মতো গ্যাপ। একটু নীচু হয়ে কভারের শেষপ্রান্তটি ধরে যেই না তুলতে যাবে সঙ্গে সঙ্গে বিকট শব্দে ভড়কে গেলো আজমত!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৪৯

আহকাম উল্লাহর বাড়ির সামনে দিয়ে হেটে চলে গেলো মওলা। রাত অনেক হয়েছে, এরকম সময় ক্ষমতাসীন দলের এক এমপির বাড়ির সামনে ঘুর-ঘুর করতে থাকলে সন্দেহের শিকার হওয়াটা স্বাভাবিক। তার পেশাগত পরিচয় এরকম ঝামেলা থেকে রক্ষা করবে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত কিন্তু তার আসল চিন্তা সায়েমকে নিয়ে। যদি তার বন্ধুর সত্যি সত্যি কোনো বিপদ হয়ে থাকে, আহকাম উল্লাহর খপ্পড়ে পড়ে থাকে তাহলে এ মুহূর্তে এমন কিছু করা যাবে না যাতে করে এমপির লোকজন তার উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। সেজন্যে এমপির বাড়ির আগের বাড়িটা দেখে নিশ্চিত হতে চাইছে ৩ নাম্বার বাড়ি কোন্‌টা।

যে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো সেটার মেইনগেটে কোনো দারোয়ান দেখা যাচ্ছে না। গেটের বাম পাশে পিতলের নামফলকে লেখা :

সালাম ভিলা।

হাউস নং-৫

একটু অবাক হলো। এটার নাম্বার যদি ৫ হয় তাহলে আহকাম উল্লাহর বাড়ির নাম্বার কোনোভাবেই ৩ হবে না। পাঁচ থেকে এক যোগ করলে কিংবা এক বিয়োগ করলে তিন পাওয়া যাবে না!

গোলাম মওলা ধীরপায়ে হেটে গেলো আহকাম উল্লাহর বাড়ির সামনে দিয়ে। তার মধ্যে উত্তেজনা আর আশংকা মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। এমপির বাড়িটা অতিক্রম করার সময় স্পষ্ট দেখতে পেলো নামফলকটি।

আহকাম উল্লাহর বাড়ির নাম্বার ৪?!

কিন্তু ল্যান্ডফোনটা যে বাড়িতে আছে সেটার নাম্বার তো ৩! সিরিয়াল অনুযায়ী এমপির বাড়ির পরেরটা!

গোলাম মওলা ধন্দে পড়ে গেলেও হাটা থামালো না, চলে এলো পরের বাড়িটার কাছে। একটি অ্যাপার্টমেন্ট ভবন। ঠিক এই বিল্ডিংয়ের সামনের রাস্তায় সায়েমের গাড়িটা পার্ক করে রাখা আছে! একটু আগে এখানকার দারোয়ান তাকে গাড়িচোর বলে সন্দেহ করেছিলো।

৩ নাম্বারই তো বলেছিলো, নাকি ৪? মওলা মনে মনে বললো। *ভুল করে ৩ বলে নি তো?* সে নিশ্চিত কোথাও একটা ভুল হয়েছে। হয়তো যে কম্পিউটারে এটা ট্র্যাক-ড্রাউন করা হয় সেখানে ডাটা এন্ট্রি করার সময় ভুল হয়ে থাকবে। ৩-এর জায়গা ৪ এন্ট্রি করাটা এমন কোনো বিরাট ভুল নয়।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মওলা আনমনে এসব ভাবতে ভাবতে নিজের গাড়িতে ফিরে এলো আবার। বুঝতে পারছে না কি করবে। পকেট থেকে ফোনটা বের করে কল করলো। নিজের মাথা যখন কাজ করে না তখন অন্য কোনো ভালো মাথার সাহায্য নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

"হ্যালো?" মাত্র দু'বার রিং হতেই কলটা রিসিভ করা হলে মওলা বললো। "ঘুমিয়ে পড়েছিলে নাকি?"

"না। আমি এতো জলদি ঘুমাই না।" ওপাশ থেকে নিশু বললো।

"কি করছিলে? ফেসবুকিং?"

"এই তো..."

মওলা এটা জানে। আজকালকার ছেলেপেলে, ফেসবুকিং করে করে রাত পার করে। কী যে মজা আছে এই জিনিসটায় কে জানে। তার কাছে এটা ফালতু একটা জিনিস মনে হয়।

"শোনো, তোমাকে ফোন দিয়েছি একটা দরকারে..." আসল কথায় চলে এলো মওলা।

"কি দরকারে বলেন..." নিশু বেশ আন্তরিকতার সাথে বললো।

"ব্যাপারটা সায়েমকে নিয়ে।"

"সায়েম ভাই? উনার আবার কী হয়েছে?"

"ঘটনা তো খুব খারাপের দিকে চলে গেছে, নিশু।"

"মানে?" সতর্ক হয়ে উঠলো ফোনের ওপাশের কণ্ঠস্বর।

"আজ বিকেলে ঐ গাড়িটা আহকাম উল্লাহর বাড়িতে খুঁজে পাওয়ার ঘটনাটা তো জানোই..."

"হুম।"

"...সায়েম এটা নিয়ে কিছু একটা করতে চেয়েছিলো কিন্তু আমি তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেই," মওলা একটু থামলো। "এখন জানতে পারলাম সে বাড়িতে ফিরে যায় নি।"

"বলেন কি! তাহলে কোথায় গেছে?"

"বুঝতে পারছি না। তবে..."

"কি?" নিশু কথাটা শোনার জন্য অধীর।

গোলাম মওলা যতোটুকু সম্ভব সংক্ষেপে বলে গেলো এরপর কি হয়েছে।

"মাইগড!" সব শুনে বললো নিশু। "আপনি মনে করছেন সায়েম ভাই এখন আহকাম উল্লাহর বাড়িতে আছে?"

"আমি তো সেরকমই ভেবেছিলাম কিন্তু যে ল্যান্ডফোন থেকে ও কল

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করেছে একটু আগে সেটা আহকাম উল্লাহর বাড়ির ঠিক পাশের একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং।"

"বলেন কী।"

"হুম। সেজন্যেই শিওর হতে পারছি না।"

"ওই বাড়িটা কার?"

গাড়ির ভেতর থেকেই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনটির দিকে তাকালো। "সেটা তো বোঝার উপায় নেই। মিনিমাম দশটা ফ্ল্যাট আছে। সবগুলো নিশ্চয় একজন মালিকের নয়।"

"হুম। তা ঠিক।"

তখনই মওলার মনে পড়ে গেলো একটা কথা। "ওহ্, ভুলে গেছিলাম। ঐ অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনের রাস্তায় কিন্তু সায়েমের গাড়িটা পার্ক করা আছে।"

"তাই নাকি?" নিশুর কণ্ঠে উত্তেজনা। "তাহলে তো সায়েম ভাই ওখানকার কোনো ফ্ল্যাটেই আছেন।"

"কিন্তু ওখানে সে কেন যাবে? কার কাছে যাবে?"

একটু চুপ থেকে বললো নিশু, "এক কাজ করেন না, ঐ ল্যান্ডফোন নাম্বারে একটা কল করেন। দেখেন কার নাম্বার। সায়েম ভাই কেন ঐ নাম্বার থেকে কল করেছিলো জানা যাবে।"

ওহ্...তাই তো! নিশুর কথাটা বেশ পছন্দ হলো তার। এটা মাথায়ই আসে নি। "তা করা যেতে পারে।"

"তবে একটু সাবধানে করবেন। মানে, ভাবগতি সুবিধার মনে না হলে এমন ভান করবেন যেনো রং নাম্বারে ফোন দিয়েছেন। বুঝতে পেরেছেন তো?"

"থ্যাঙ্কস, নিশু। পরে কথা হবে। তাহ্নিতিকে আবার এসব বোলো না। রাখি," লাইনটা কেটে দিয়ে গোলাম মওলা উদাস হয়ে চেয়ে রইলো সামনের দিকে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫০

দামি একটি মোবাইলফোন হাতে নিয়ে বিস্ময়ে চেয়ে আছে আজমত। কয়েক মুহূর্ত সে কিছুই বুঝতে পারলো না। এখানে এ জিনিসটা এলো কী করে? এটা কার ফোন?

একটু আগে বিকট শব্দে ফোনটা বেজে উঠলে ভীষণ ঘাবড়ে গেছিলো সে। এরকম জংলি-মিউজিক কোনো মানুষ রিং-টোন হিসেবে ব্যবহার করতে পারে ভেবে পেলো না। শব্দটা খুব কাছ থেকে হয়েছিলো। পাশ ফিরে তাকাতেই ত্রিপল দিয়ে ঢাকা গাড়ির ছাদের উপরে এটা দেখতে পায়।

বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা ড্রাইভার আর দারোয়ানের দিকে তাকালো। উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে তারা।

"মনে হয় এইটাই ফালায়া গেছিলো ঐ সাংবাদিক," এবার বেশ জোর দিয়ে বললো দারোয়ান।

আজমতেরও তাই মনে হচ্ছে এখন। মনে পড়ে গেলো আজ বিকেলের একটা দৃশ্যের কথা। মহাকাল-এর সাংবাদিক নিজের গাড়িটা এখানে রেখেছিলো কভার দিয়ে ঢাকা এই গাড়িটার পাশেই।

টুট্! টুট্!

হাতের ফোনটা আবারো বিপ্ করে উঠলে ভুরু কুচকে তাকালো আজমত। ডিসপ্লেতে দেখলো তিন নাম্বার এসএমএসটা চলে এসেছে।

মেসেজটা ওপেন করে দেখলো। ইংরেজি টাইপে বাংলা লেখা একটি খুদে বার্তা :

রিপ্লাই দিচেছা না কেন? কলও ধরছো না। বিজি?

দ্বিতীয় মেসেজটা পড়লো :

তুমি চাইলে আমি আসতে পারি। গুলশানের এক পার্টিতে আছি। বোরিং লাগছে। ওয়ান্ট টু মেক মি হ্যাপি, টুনাইট?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এবার প্রথম মেসেজের দিকে তার চোখ গেলো :

হ্যালো। কি করো?

মেসেজগুলো পড়ে কিছুই বুঝতে পারলো না আজমত তবে সেন্ডারের নাম দেখে অবাক হলো।

সাদিয়া।

একটা মেয়ে।

উর্বশী।

আরেকজন?

লায়লা সামাদ!

এতোগুলো মেয়ে ঐ সাংবাদিককে গভীর রাতে মিস্ করছে? একজন আবার কলও করেছিলো, বাড়িতে আসতে চাইছে!

চারপাশে তাকালো। গ্যারাজের বাইরে কলম পড়ে থাকা, গাড়ির উপরে মোবাইলফোন রেখে যাওয়া, হাত থেকে চাবির রিং পড়ে যাওয়া–সবটাই নার্ভাস একজন মানুষের কর্মকাণ্ড বলেই মনে হচ্ছে। ঐ সাংবাদিক এই মোবাইলফোনটাই ফেলে গেছিলো তাহলে? পরে তাদের অনুপস্থিতিতে বাড়িতে ঢুকেছিলো এটা নেবার জন্য কিন্তু গ্যারাজের দরজায় তালা মারা ছিলো বলে ভেতরে ঢুকতে পারে নি। মাঝখান থেকে কতো আকাশ-কুসুম ভেবে গেছে আজমত।

অনেকটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো সে।

*

ফোনটা কানে চেপে রেখেছে গোলাম মওলা। এ নিয়ে চারবার রিং হলেও ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ নেই। এই ল্যান্ডফোন নাম্বার থেকেই কিছুক্ষণ আগে সায়েম ফোন করে তার বাসার কাজের লোকটাকে বলেছিলো আজরাতে বাড়ি ফিরবে না।

এই অজ্ঞাত নাম্বারে ফোন করার আগে ভেবে নিয়েছিলো কিভাবে কথাটা শুরু করবে। মানে ওপাশের কণ্ঠস্বর আর কথা বলার ভঙ্গি দেখে ঠিক করে নেবে কী বলবে, কিভাবে বলবে।

চার বার রিং করলেও তার কলটা রিসিভ করা হলো না। সম্ভবত এ মুহূর্তে ফোনের আশেপাশে কেউ নেই। ঘটনা কি? এটা তো ভালো লক্ষণ নয়!

www.BanglaBook.org

ফোনটা রেখে কয়েক মুহূর্ত ভেবে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো। সে একজন পুলিশ অফিসার। এই গুলশান-বনানীরই এসি। আহকাম উল্লাহর মতো কাউকে হয়তো ঘাটানোর ক্ষমতা তার নেই কিন্তু অ্যাপার্টমেন্টের ঐ দারোয়ানকে বাগে আনাটা তার জন্যে তেমন কঠিন কাজ হবে না। ব্যাটা একটু আগে তার পরিচয় না জেনে বেশ চোটপাট দেখিয়েছে, ভেবেছে সে কোনো গাড়িচোর। তার চেহারা-সুরত দেখে এরকম বাজে ধারণা কেউ কোনোদিন করে নি!

শালা! এবার তোমার খবর করছি!

গ্রিলের বিশাল গেটের ঠিক পেছনেই ছোট্ট একটা টুলের উপর বসে ঝিমুচ্ছে দারোয়ান। এখন রাত বারোটারও বেশি বাজে। আর কোনো গাড়ি ঢুকবে না, বের হবারও কোনো সম্ভাবনা নেই যদিনা ফ্ল্যাটের কোনো বুড়ো-বুড়ি এই মাঝরাতে হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে, তড়িঘড়ি করে তাকে হাসপাতালে নেবার দরকার হয়।

ধরফর করে উঠে দাঁড়ালো দারোয়ান। তার গালে কে যেনো আল্‌তো করে দুটো চাপড় মেরেছে। চোখ পিটপিট করে দেখতে পেলো গ্রিলের ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে এক লোক। একটু আগে রাস্তার উপরে পার্ক করা গাড়িটার চারপাশে ঘুরঘুর করছিলো এই ব্যাটা। গ্রিলের ফাঁক দিয়ে হাত গলিয়ে তার গালে চড় মেরেছে!

"কি হইছে?" ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বললো সে।

"অ্যাই, তোর নাম কি?" পুলিশি মেজাজে বললো মণ্ডলা। জানে তুই তোকারি করলে এই শ্রেণীর মানুষ গোণায় ধরে, সম্ভ্রম করে। মনে করে হোমরাচোমরা কেউ।

"ও-ওস্-ওসমান।" বেচারা যারপরনাই ঘাবড়ে গেছে।

"এই বিল্ডিংয়ের নাইটগার্ড, অ্যা?"

"জি-জি, স্যার," ওসমানের মুখ দিয়ে স্যার বের হয়ে গেলো। সে বুঝতে পারছে তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটি কোনো চোর-ছ্যাচর নয়।

"ঐ গাড়িটা কার?" সায়েমের গাড়িটা দেখিয়ে বললো।

"আপ-আপনে?" তোতলাতে তোতলাতে বললো সে।

"আমি গুলশান-বনানীর এসি। একটু আগে তুই আমার সাথে খুব খারাপ ব্যবহার করেছিস...মনে আছে?"

পিটপিট করে চেয়ে রইলো ওসমান।

"এজন্যে তোকে আমি কী করতে পারি জানিস?" একটু থেমে আবার বললো, "এখন বল্, ঐ গাড়িটা কার।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওসমানের বিশ্বাস হচ্ছে না একটু আগে তার প্যাদানি খেয়ে চুপচাপ চলে যাওয়া লোকটি পুলিশ অফিসার। তাও আবার গুলশান-বনানীর এসি! সে অনেক ভুয়া পুলিশের কথা শুনেছে। খবরে দেখেছে ভুয়া পুলিশ সেজে মানুষের সাথে বাটপারি করার অনেক ঘটনা। এই ব্যাটাও সেরকম কিছু হতে পারে। তাকে পাত্তা দেয়া ঠিক হচ্ছে না।

"আপনে পুলিশ হইলে আপনের ড্রেস কই?" সাহস নিয়ে বলে ফেললো সে।

মওলা এটা আশা করে নি। সে ভেবেছিলো দারোয়ান ভড়কে গেছে পুরোপুরি। "আমি সাদা পোশাকে আছি এখন।"

"তাইলে আপনের ওয়্যারলেস কই? পিস্তল কই?"

মওলার মেজাজ খারাপ হয়ে গেলো। সে এখন ডিউটিতে নেই। পিস্তল আর ওয়াকিটকি নিয়ে বের হবার প্রশ্নই আসে না। "তুই কি আমার প্রশ্নের জবাব দিবি নাকি থানায় যাবি?"

ওসমান স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

"এই গাড়িটা আমার এক বন্ধুর...ওকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর ফোনও বন্ধ। আমি ওকে খুঁজতে বের হয়েছি। আমার কাছে খবর আছে ও এই বিল্ডিংয়েই ঢুকেছে।"

ঢোক গিললো ওসমান। এই লোকের কথা সত্যি। ঐ মাতাল গায়ক তার এক বন্ধুকে নিয়ে ফ্ল্যাটে ঢুকেছে। বিরাট বড় সাংবাদিক নাকি লোকটা।

"সে কি করে?"

মওলা বুঝতে পারলো না। "কে?"

"যারে খুঁজতাছেন...আপনের বন্ধু।"

ভুরু কুচকালো গুলশান-বনানীর এসি। বুঝতে পারলো না এই ব্যাটা দারোয়ানকে সায়েমের পেশাগত পরিচয়ের কথা বলা ঠিক হবে কিনা। "সাংবাদিক।" অবশেষে বলেই দিলো।

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো ওসমান। আবারো ঢোক গিললো সে।

"কতো তলায় গেছে ও?" দারোয়ানের ভাবভঙ্গি দেখে মওলা বুঝতে পারলো সায়েম এই বিল্ডিংয়েই আছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫১

ঠিক কতোক্ষণ নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে ছিলো সে জানে না। এইমাত্র গ্যারাজের দরজাটা বন্ধ হবার শব্দ কানে যেতেই হাফ ছেড়ে বাঁচলো যেনো। আজব এক রাত। একটু আগে যে দরজাটা বন্ধ হবার পর মনে হয়েছিলো বিশাল বিপদে পড়ে গেছে এখন সেই একই দরজা বন্ধ হতেই মনে হচ্ছে বিরাট বাঁচা বেঁচে গেছে!

কিন্তু সায়েম ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি এ যাত্রায় বেঁচে যেতে পারবে।

সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভুলটা বুঝতে পারলো। আপাতত বেঁচে গেলেও শেষরক্ষা হয় নি। এখনও সে আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে বন্দী হয়ে আছে। এখান থেকে বের হতে না পারলে শেষপর্যন্ত জানটা নিয়ে ফিরে যেতে পারবে কিনা সন্দেহ।

আপাতত এই বিপদ থেকে যে বেঁচে গেছে সেটাই বড় কথা।

রুডির মোবাইলফোনটা বিপ্ করার পর তার হৃদস্পন্দন থেমে গেছিলো কয়েক মুহূর্তের জন্যে। নিজের ফোনসেট দুটো গাড়িতে রেখে এসেছিলো বলে রুডির ফোনটা নিয়ে এসেছে, উদ্দেশ্য ১৯৫২-এর কিছু ছবি তুলবে। কিন্তু ফোনটা সাইলেন্ট মোডে রাখার কথা মনেই ছিলো না। রুডির ফোনে কেউ ফোন দিতে পারে, মেসেজ পাঠাতে পারে এটা মাথায় রাখা উচিত ছিলো।

যাইহোক, ইনকামিং মেসেজটার বিপ্ হতেই বুঝতে পারে ফোনটা সাইলেন্ট করা হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে বের করে সাইলেন্ট মোডে দিতে গেছিলো, অমনি বুঝতে পারে এটা করলে বাইরে যে আছে সে বুঝে যাবে ভেতরে একজন লুকিয়ে রয়েছে। ফোনটা আর সাইলেন্ট না করে চুপচাপ বসে থাকে বাইরে যারা আছে তারা টের পেয়েছে কিনা নিশ্চিত হবার জন্য। মাত্র কয়েক সেকেন্ড পরই বুঝতে পারে শাটার দরজাটা আবার খোলা হচ্ছে। ভয়ে দুই চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলো সে। এবার আর বাঁচার কোনো আশাই নেই। রীতিমতো তার শরীর কাঁপতে শুরু করে। কিন্তু তখনই চট করে একটা বুদ্ধি চলে আসে মাথায়।

১৯৫২-এর কাঁচ নামিয়ে রাখা ড্রাইভিং ডোর দিয়ে ভেতরে ঢুকতে গিয়ে দেখে দরজাটা লক করা নেই। সঙ্গে সঙ্গে গাড়িটার ছাদের উপরে মোবাইলফোনটা রেখে ঢুকে পড়ে সে। শাটার দরজাটা ঘ্যাচ ঘ্যাচ শব্দ করে

www.BanglaBook.org

উপরে উঠে যেতেই ভেতর থেকে হাত বের করে ত্রিপলটা নামিয়ে দিয়ে ড্রাইভিং সিটে নীচু হয়ে বসে থাকে।

তার কৌশলটা খুবই সহজ-সরল : মহাকাল-এর সাংবাদিক ভুল করে নিজের মোবাইলফোনটা গ্যারাজের ভেতরে ফেলে গেছে।

প্রথমে সে ভাবে নি এতে কাজ হবে। মরিয়া হয়ে একটা পদক্ষেপ নিয়েছিলো, এটা যে দারুণভাবে সফল হবে সে-ব্যাপানে কোনো ধারণাই ছিলো না। অবশ্য দারোয়ান লোকটা এরকম কিছু ভাবাতে সাহায্য করেছে আজমতকে।

এখন ১৯৫২-এর ভেতরে গুটিশুটি মেরে বসে থেকে ভাবতে লাগলো কিভাবে এখান থেকে বের হওয়া যায়। একটা কৌশল সফল হওয়াতে তার আত্মবিশ্বাস কিছুটা বেড়ে গেছে। গভীর করে দম নিয়ে নিজেকে ধাতস্থ করে নিলো। যেভাবেই হোক এই গ্যারাজ থেকে তাকে বের হতেই হবে আর সেটা করতে হবে আজকের রাতের মধ্যেই। সকাল হলেই সর্বনাশ হয়ে যাবে। মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবে গেলে এখান থেকে বের হবার একটা না উপায় অবশ্যই বের করা যাবে এ ব্যাপারে সায়েম নিশ্চিত।

হাতঘড়িটা দেখলো। রেডিয়াম ডায়াল বলছে : রাত ১২টা ৩৫। খুব দ্রুত শেষ হয়ে যাবে সময়, দেখতে দেখতে ভোর চলে আসবে। ভোর হলেই বিপদ। এই অভিজাত এলাকায় স্বাস্থ্য সচেতন জগারের অভাব নেই। ফজরের আজানের পর নামাজ পড়া লোকের সংখ্যাও কম হবে না। দিনের আলো ফুটতে শুরু করলে তার পক্ষে বের হওয়া কঠিন হয়ে যাবে। যা করার এই রাতের মধ্যেই করতে হবে তাকে। সেক্ষেত্রে হাতে খুব বেশি সময় নেই।

সায়েম মোহাইমেন ১৯৫২-এর ভেতরে বসে অন্ধকারে চোখ বন্ধ করে ভাবতে শুরু করলো। একটা না একটা উপায় তো আছেই। তালাবদ্ধ একটি শাটার দরজা। কোনোমতে সেটা দিয়ে বের হতে পারলেই হলো, যেভাবে এসেছিলো সেভাবে বের হয়ে যেতে পারবে এই যক্ষপুরী থেকে।

ঠিক আছে, নিজেকে সুধালো সে। *আমি একটা গ্যারাজে আটকা পড়ে গেছি। বাইরে থেকে দরজায় তালা মারা। এই শাটার দরজাটা খুলতে পারলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।*

গভীর করে বেশ কয়েকবার নিঃশ্বাস নিয়ে নিলো।

এই গ্যারাজের ভেতরে প্রাইভেটকার ছাড়া আর কিছু নেই যে ভেতর থেকে তালা মারা কোনো দরজা খুলতে পারবে। অন্ধকারে চোখ খুলে ফেললো সায়েম।

www.BanglaBook.org

অনেক কিছু আছে!

ভাবনাটা মাথায় আসতেই গায়ের সমস্ত পশম দাঁড়িয়ে গেলো। এক ধরণের চনমনে ভাব চলে এলো তার মধ্যে। তার নিজের গাড়ি আছে। সে নিজেই ড্রাইভ করে। এটা তারচেয়ে বেশি আর কে জানে?!

সঙ্গে সঙ্গে ১৯৫২-এর খোলা জানালা দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ত্রিপলটা সরিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। গ্যারাজের ভেতরে লাইটের সুইচবোর্ড আছে, একবার ভাবলো বাতি জ্বালিয়ে দেবে কিনা। *না।* বাইরে থেকে এটা কারোর চোখে পড়ে যেতে পারে। এই শেষ সুযোগটি নষ্ট করার কোনো ইচ্ছে নেই তার।

কিন্তু এই ঘুটঘুটে অন্ধকারে অন্ধের মতো হাতরে হাতরে কতোটুকুই বা কাজ করতে পারবে!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫২

কোনো কলিংবেল নেই। দরজায় একটি অ্যান্টিক কড়া লাগানো। নরমুণ্ডুর মুখ থেকে কড়াটা ঝুলছে। সেটা নাড়লে যে আওয়াজ হয় তাতে কোনো কাজ হলো না। মণ্ডলা এবার দরজায় জোরে জোরে আঘাত করতে শুরু করলো।

সায়েমের অন্তর্ধান হবার পর থেকে একটু আগে পর্যন্ত খুব চিন্তায় ছিলো সে তবে এখন অনেকটাই ভারমুক্ত। এই অ্যাপার্টমেন্টের দারোয়ান নিশ্চিত করেছে রুডি নামের এক গায়কের সাথে এই ফ্ল্যাটে ঢুকেছে সায়েম।

রুডি?!

এ নামের একজন গায়কই আছে এ দেশে। তাদের বন্ধু আখলাক এক সময় যে ব্যান্ডে ছিলো সেই ব্যান্ডের গায়ক।

রুডি এখানে থাকে? হতে পারে। মণ্ডলার সাথে ছেলেটার মাত্র একবারই পরিচয় হয়েছিলো, তাও অনেক আগে। পুলিশের চাকরি তাকে ঢাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে দীর্ঘ সময় ধরে। ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সাথেই দেখা-সাক্ষাত হয় না, বন্ধুর বন্ধুদের সাথে কিভাবে হবে!

মণ্ডলা এখন বুঝতে পারছে সায়েম কেন সিদ্ধান্ত বদল করে উত্তরায় না গিয়ে আবার গুলশানে ফিরে এসেছে। এই রুডি যে আহকাম উল্লাহর বাড়ির পাশে থাকে সেটা হয়তো হুট করে মনে পড়ে গেছিলো তার। বাইরে থেকে দেখেই মণ্ডলা বুঝতে পারছে এর কারণটা। রুডি থাকে দোতলায়। তার ফ্ল্যাট থেকে আহকাম উল্লাহর বাড়িটা স্পষ্ট দেখা যায়। সায়েম সম্ভবত কিছু একটা করার আশায় রুডির ফ্ল্যাটে এসেছে।

"মদ খাইয়া মাতাল ছিলো, হুশ আছে কি না কে জানে।"

পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ানের দিকে তাকালো গোলাম মণ্ডলা। "কে মদ খেয়েছিলো? কার কথা বলছো?"

"ঐ যে, রুডি ভাই। হে তো সব সময়ই মদ খায়।"

"ও।"

"এমনে ডাকলে হুশ ফিরবো না," দারোয়ান বললো।

"তাহলে কিভাবে ডাকলে হুশ ফিরবে?"

"তা তো জানি না।"

মণ্ডলার ইচ্ছে করলো হারামজাদার গালে একটা থাপ্পড় বসিয়ে দিতে। উপায় জানে না অথচ পরামর্শ দিচ্ছে! বেহুদা কথাবার্তা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"এর আগে একবার এমন হইছিলো," আস্তে করে বললো ওসমান।

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো মওলা।

"মদ খাইয়া বেহুশ। তার বন্ধুরা আইসা ডাকাডাকি করলো কোনো কাম হইলো না। এরপর তারা দরজার তালা ভাইঙ্গা–"

মওলা হাত তুলে থামিয়ে দিলো। "বুঝেছি।" আসলে সে একটুও বুঝতে পারছে না। রুডি নাহয় মদ খেয়ে মাতাল হয়ে বেহুশ কিন্তু সায়েম? তার তো হুশ থাকার কথা। সে কেন দরজা খুলে দিচ্ছে না? নাকি সেও মাতাল হয়ে চিৎপটাং!

না। মনে মনে বললো। এটা হবার সম্ভাবনা কম। সায়েম এখানে এসেছে বিশেষ একটা উদ্দেশ্য নিয়ে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। তার সেই উদ্দেশ্যটা বাদ দিয়ে এক মাতালের পাল্লায় পড়ে বেহুশ হয়ে পড়ে থাকবে না।

"দরজা ভাঙ্গন ছাড়া উপায় নাই," ওসমান নামের দারোয়ান আবারো তার মতামত দিলো।

"এভাবে অন্য একজনের রুমের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকাটা বে-আইনী কাজ হয়ে যাবে না?"

ওসমান সন্দেহের চোখে চেয়ে রইলো। "আপনে তো পুলিশ...পুলিশের আবার কিসের আইন?"

বিষম খেলো গুলশান-বনানীর এসি। ঠিকই তো! পুলিশ আইনের রক্ষক। সাধারণ মানুষ মনে করে আইনের রক্ষকেরা আইন মানে না! দুঃখজনক।

"না মানে...দরজা ভাঙা তো কোনো ব্যাপার না..."

"তাইলে ভাঙেন।" এখনও ওসমানের চোখেমুখে সন্দেহ।

"তুমি একটু চুপ থাকবে," ঝারি মেরে বললো মওলা। "বেশি কথা বলছো।"

কাচুমাচু হয়ে চুপ মেরে গেলো দারোয়ান।

"সায়েম! সায়েম!" দরজায় জোরে জোরে ঘুষি মারতে মারতে চেঁচিয়ে বললো গোলাম মওলা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৩

গ্যারাজের অন্ধকার জয় করতে পেরেছে সায়েম!

এখন হাতে দেয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। একটু আগে সময় কাটানোর জন্যে সিগারেট আর দেয়াশলাই কিনেছিলো সেটা মনে পড়তেই অন্ধকার ঘুচে যায়।

সে নিজে গাড়ির মালিক হিসেবে ভালো করেই জানে প্রতিটি গাড়িতে কিছু যন্ত্রপাতি থাকে। এগুলো ছাড়া গাড়ি নিয়ে রাস্তায় নামা প্রায় অসম্ভব। পথে চাকা পাংচার হয়ে গেলে এ জিনিস ছাড়া চাকা বদল করা অসম্ভব। সেজন্যে সব গাড়িতেই জ্যাকসহ একসেট টুলবক্স রাখা থাকে—স্ক্রু-ড্রাইভার, প্লাঞ্জ, রেঞ্জ, ডলি, গাড়ির চাকা বদলাবার জন্যে জ্যাক।

জ্যাক! হ্যা, তার দরকার একটি জ্যাক। সে জানে এধরণের যন্ত্রপাতি সাধারণত গাড়ির বুটে রাখে সবাই। সায়েমের গাড়ির বুটেও এসব জিনিস আছে।

হাতের কাঠিটা নিভে গেলে আরেকটা কাঠি জ্বালালো। প্রথমেই ১৯৫২-এর বুটের কাছে চলে এলো সে। ত্রিপলের কভারটা তুলে বুটটা খুলতে গিয়ে বুঝতে পারলো তার আরো কিছু জিনিসের দরকার। খালি হাতে লক করা বুট খোলা যাবে না। এটাই স্বাভাবিক। কেউ নিজের গাড়ির বুট আনলক করে রাখে না। যদি রাখে সেটা ভুল করে রাখবে। ১৯৫২-এর বেলায় এমন ভুল করা হয় নি। এখন এই বুটটা খোলার জন্যে ছোটোখাটো একটা হাতিয়ার লাগবেই। একটা স্ক্রু-ড্রাইভার হলেও কাজটা করা যেতো। কিন্তু সেটা এখন কোথায় পাবে? অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে থেকে ভাবতে লাগলো আবার।

ঠিক আছে, মনে মনে বললো সে। *আরো চারটা গাড়ি আছে!* আরেকটা কাঠি জ্বালিয়ে পরের গাড়িটার কাছে গেলো। এটার বুটও যথারীতি লকড।

একে একে সবগুলোই চেক করে দেখলো। কেউ ভুল করে বুট আনলক করে রাখে নি। আহ্! একটা ভুল তার জন্যে কতোই না উপকারী হতো!

কাঠির আগুন শেষ হয়ে গেলে নতুন করে আরেকটা না জ্বালিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলো। কিছু একটা চিন্তা তার মাথায় ঘুরছে কিন্তু নির্দিষ্ট আকার নিয়ে হাজির হচ্ছে না। তার চারপাশে অনেকগুলো গাড়ি থাকলেও কোনো উপকারে আসছে না। হতোদ্যম হয়ে পড়লো সায়েম মোহাইমেন।

যে তিমিরে ছিলো সে তিমিরেই রয়ে গেলো।

*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়েমের নাম ধরে ডাকতে গিয়ে নতুন এক ঝামেলায় পড়ে গেছিলো গোলাম মওলা।

পাশের ফ্ল্যাটের এক ভদ্রলোক দরজা খুলে মাথা বের করে তাদেরকে দেখে। জানতে চায় কি সমস্যা হয়েছে। সে কিছু বলার আগে দারোয়ান হরবর করে বলে দেয়। ভদ্রলোক তার পুলিশ পরিচয়টা জানার পর সুরুত করে মাথা ঢুকিয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে। এই রাত-বিরাতে উটকো ঝামেলায় কে জড়াতে চাইবে!

অবশেষে দারোয়ানের পরামর্শই মেনে নিয়েছে মওলা।

"স্যার, এই যে...এইটা দিয়া মোচর মারলেই কাম হইবো," নীচেরতলা থেকে একটা গাইতি জাতীয় জিনিস এনে মওলার হাতে তুলে দিলো ওসমান।

গাইতিটা হাতে নিয়ে সে বুঝতে পারলো না এটা দিয়ে কোথায় কিভাবে মোচর মারবে। "এটা দিয়ে দরজার লক খোলা যাবে?"

"হ, যাইবো।" ওসমানের কথা শুনে মনে হলো সে একদম নিশ্চিত। "এর আগেরবার এইটা দিয়াই তো তালা ভাঙছিলো হের বন্ধুরা।"

"কিভাবে?"

মওলার হাত থেকে গাইতিটা নিয়ে দরজার লকের কাছে একটা জায়গা দেখিয়ে দিলো সে। "এই যে...এই দিক দিয়া একটু ঢুকাইয়া মোচর মারেন...কাম হইবো।"

দরজার পাল্লা আর চৌকাঠের মাঝে যে অল্প একটু ফাঁক আছে সে-জায়গাটা দেখিয়ে দিলো ওসমান।

"তুমিই করো," মওলা নির্দেশ দিলো দারোয়ানকে।

ওসমান মহা উৎসাহ নিয়ে কাজটা করলো। দক্ষ সিঁধেল চোরের মতো গাইতিটা জায়গামতো ঢুকিয়ে দুটো মোচর মারতেই খুলে গেলো রুডির অ্যাপার্টমেন্টের দরজা।

ভেতরে পা রাখলো মওলা। দরজার পাশে সুইচবোর্ড থেকে বাতিটা জ্বালাতেই চোখে পড়লো ড্রইংরুমের মতো একটা ঘর। বিশাল আকারের তবে আসবাবপত্র খুব একটা নেই। ঘরের এক কোণে কার্পেটের উপর হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে আছে একজন!

দৃশ্যটা দেখেই ভিরমি খেলো মওলা।

"হায় আল্লাহ!" দারোয়ান তার পেছনে এসে দাঁড়াতেই আৎকে উঠলো। "মইরা গেছে নি!"

মওলা পেছন ফিরে ওসমানের দিকে কটমট চোখে তাকালেও কিছু বললো না। রুডি রীতিমতো নাক ডাকছে। তার পাশে একটা মদের বোতল পড়ে আছে সেটাও দেখতে পেলো। বেঘোরে পড়ে থাকা রুডির দিকে এগিয়ে গেলো গোলাম মওলা।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৪

এক কঠিন প্যারাডক্সে পড়ে গেছে সায়েম। শাটার দরজাটা খুলতে হলে কিছু যন্ত্রপাতি লাগবে, সেইসব জিনিস এই গ্যারাজের প্রতিটি গাড়ির বুটেই আছে। কিন্তু সেই বুট খুলতে হলেও কিছু যন্ত্রপাতি লাগবে!

ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেও গভীর করে বেশ কয়েকবার দম নিয়ে নিলো সে।

দরজা বন্ধ গ্যারাজের ভেতরে অক্সিজেনের স্বল্পতা থাকা স্বাভাবিক, সেটাই এখন টের পাচ্ছে। সেই সাথে যোগ হয়েছে সুতীব্র ভয়। নিজেকে কেমন অসহায় লাগছে। মনে হচ্ছে চারপাশের অন্ধকার তাকে গিলে খাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমার কি ক্লস্ট্রোফোবিয়া আছে? এরকম কোনো অভিজ্ঞতার কথা মনে করতে পারলো না। মাথা থেকে চিন্তাটা বাদ দিয়ে চলে গেলো ১৯৫২-এর কাছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে হাবিজাবি ভেবে গেলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। তাকে একটা না একটা উপায় বের করতেই হবে।

অনেকেই বুট ছাড়াও গাড়ির ভেতরে, বিশেষ করে সিটের নীচে কিছু যন্ত্রপাতি রেখে দেয়। তার গাড়ির সিটের নীচেও এরকম কিছু রাখা আছে। একটা রড কিংবা বড়সড় ডলি হলেও কাজ হয়ে যাবে।

গ্যারাজে একমাত্র ১৯৫২-এর দরজাই আনলক করা সুতরাং সেটার ভেতরেই খুঁজে দেখলো সে।

ত্রিপলটা তুলে আবারো ঢুকে পড়লো গাড়িটার ভেতরে। ঘুটঘুটে অন্ধকারে খোঁজাখুঁজির কাজ কঠিন হয়ে যাবে, ইনসাইড-লাইটটা জ্বালিয়ে দেয়া দরকার। ড্যাশবোর্ড হাতরে সুইচ খুঁজে পেলো না। দেয়াশলাইর কাঠি জ্বালিয়ে নিলো এবার। চমৎকার ড্যাশবোর্ডে সুইচটা খুঁজে পেতে সমস্যা হলো না। সুইচ অন করে দিলো।

অন্ধকারের কোনো পরিবর্তন নেই!

বেশ কয়েকবার অন-অফ করে দেখলো সুইচটা কাজ করে কিনা, কোনো লাভ হলো না। উপরের দিকে তাকিয়ে ইনসাইড-লাইটটা দেখার চেষ্টা করলো। কিন্তু আলাফা রোমিও কনভার্টিবলের ইনসাইড-লাইট কোথায় থাকে সে জানে না। দেয়াশলাইয়ের কাঠির আগুন তার আঙুলে ছ্যাকা দিয়ে নিভে গেলো। হালকা ছ্যাকা খাওয়া আঙুলটা মুখে দিয়ে চুষে নিলো সায়েম।

www.BanglaBook.org

ইনসাইড-লাইটের আশা বাদ দিয়ে সিটের নীচে মনোযোগ দিলো এবার। ড্রাইভিং সিটের নীচে দলাপাকানো ময়লা-ত্যানা ছাড়া আর কিছু খুঁজে পেলো না।

অন্ধকারেই সামনের সিটটা টপকে ১৯৫২-এর পেছনের সিটে চলে এলো সে। নীচু হয়ে সিটের নীচে হাত ঢুকিয়ে খুঁজতে গিয়ে হতাশ হলো।

বার কয়েক দম নিয়ে নিলো সায়েম। গ্যারাজের তুলনায় ত্রিপল দিয়ে ঢাকা ১৯৫২-এর ভেতরে অক্সিজেনের পরিমাণ আরো কম।

কিচ্ছু নেই!

অথচ এই সিটের ওপাশেই লক করা বুটের ভেতরে কিছু না কিছু যন্ত্রপাতি আছে, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।

সিটের ওপাশে?

নড়েচড়ে বসলো সায়েম মোহাইমেন। চিন্তাটা মাথায় আসতেই ১৯৫২-এর পেছনের সিটের হেলান দেবার অংশটা দু'হাতে ধরে সজোরে টানতে লাগলো। কয়েকবার চেষ্টা করার পরই হেডবোর্ডটা আলগা হয়ে গেলো সামান্য। নতুন উদ্যমে আবারো সজোরে টেনে বেশ ফাঁক তৈরি করতে পারলো সে। এবার পকেট থেকে দেয়াশলাইটা বের করে একটা কাঠি ধরালো। টের পেলো এটুকু পরিশ্রমেই কপাল বয়ে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে।

কাঠিটা জ্বলে উঠতেই দেখতে পেলো সিটের পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। হেডবোর্ড আর বুটের মাঝখানে পাতলা হাডবোর্ড জাতীয় জিনিস দিয়ে পার্টিশান দেয়া।

সায়েম মোহাইমেনের ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠলো। ঠিক এমনটাই আশা করেছিলো সে। একহাতে পার্টিশানটা ধরে টেনে খুলে ফেলতে সক্ষম হলো এবার। আরেকটা কাঠি জ্বালিয়ে দেখে নিলো বুটের ভেতরে থাকা যন্ত্রপাতিগুলো। সবার আগে চোখ গেলো লাল টকটকে ফ্লোর-জ্যাকটার দিকে। এতোটা ভালো জিনিস সে আশা করে নি। তার তো ঠিক এরকম জিনিসেরই দরকার!

ক্র্যাফটসম্যান কোম্পানির ফ্লোরজ্যাকটা দেখে দারুণ স্বস্তি বোধ করলো সে। তার আর কোনো যন্ত্রের দরকার নেই, ফ্লোর-জ্যাকটাই যথেষ্ট। মাঝারি সাইজের ফ্লোর-জ্যাকটা ১৯৫২-এর বুট থেকে বের করে আনলো সায়েম। আহকাম উল্লাহর বাড়ি থেকে বের হওয়া এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

লিভার রডটাসহ যন্ত্রটা সিটের উপরে রাখলো।

লিভারটা বেশ বড়, দ্রুত পাম্প করা যাবে। পার্টিশানটাসহ সিটের হেডবোর্ড আগের অবস্থায় রেখে দুটো জিনিস নিয়ে ১৯৫২ থেকে বেরিয়ে

www.BanglaBook.org

এলো সে।

তালা মারার পরও মেঝে আর শাটার দরজার মধ্যে দুই-আড়াই ইঞ্চির ফাঁক রয়েছে। ফ্লোর-জ্যাকটার পাতলা প্লাটফর্ম সেই ফাঁকে ঢুকিয়ে লিভারটা কানেক্ট করে নিলো। মাত্র কয়েকবার পাম্প করতেই মেঝে আর শাটার দরজার মধ্যেকার ফাঁকটা বেড়ে গেলো প্রায় পাঁচ ইঞ্চির মতো। পাতলা টিনের শিট দিয়ে তৈরি শাটার দরজাটা বেঁকে গিয়ে এই ফাঁক তৈরি করেছে।

আবার পাম্প করতে শুরু করলো তবে আস্তে আস্তে। ভালো করেই জানে খুব বেশি শব্দ করা যাবে না। একটু একটু করে শাটার দরজাটা উপরে ওঠার সময় মটমট করে মৃদু শব্দ হলেও সায়েম নিশ্চিত এই মাঝরাতে কেউ এটা শোনার জন্যে আশেপাশে বসে নেই। তারপরও সতর্কভাবে কাজটা করে গেলো। কোনোরকম তাড়াহুড়া করা যাবে না। তার দরকার মাত্র এক ফুটের মতো একটি গ্যাপ। সেই ফাঁক দিয়ে হালকা-পাতলা শরীরটা অনায়াসে গলিয়ে দিতে পারবে।

আরো কয়েকবার পাম্প করতেই শাটার দরজাটা বেশ ফাঁক হয়ে গেলো। সায়েমের মনে হলো এটুকুই যথেষ্ট। এখন মেঝে থেকে দরজাটা প্রায় এক ফুটের মতো ফাঁক হয়ে আছে। নীচু হয়ে বাইরে তাকালে বিশাল আর বিরাণ লনটা দেখতে পেলো। জনমানুষের কোনো চিহ্ন নেই। ডুপ্লেক্স বাড়িটার নীচতলার জানালাগুলো দেখা যাচ্ছে। সবগুলোই অন্ধকার। চারপাশটা ভালো করে দেখে নিলো একবার।

বুক ভরে দম নিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়লো, হামাগুড়ি দিয়ে শাটার দরজার ফাঁক গলে বের হয়ে এলো সায়েম মোহাইমেন। গ্যারাজের বাইরে আসতেই মুক্ত বাতাসে বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলো। মুক্তির স্বাদই আলাদা।

কংক্রিটের ড্রাইভওয়ে থেকে উঠে দাঁড়ালো। ১৯৫২ যে আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে আছে সেই প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারলেও ফোনটা হাতছাড়া হবার আক্ষেপ থেকে গেলো মনে।

সতর্ক পদক্ষেপে গ্যারাজ আর সীমানা প্রাচীরের মাঝখানে যে সঙ্কীর্ণ গলিটা আছে সেদিকে চলে গেলো সায়েম। গলিতে ঢোকার আগে সতর্ক চোখে ডুপ্লেক্স বাড়ি আর মেইনগেটের দিকে তাকালো সে।

কেউ নেই। কেউ তাকে দেখছেও না।

কিন্তু সায়েম মোহাইমেনের কোনো ধারণাই নেই মাত্র কয়েক গজ দূরে বিস্ফারিত চোখে তাকে একজন দেখছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৫

রুডির জানালার সামনে মূর্তির মতো বসে আছে মওলা। তার চোখ ডিএসএলআর-এ!

সায়েম আহকাম উল্লাহর বাড়িতে!

একটু আগে দারোয়ানকে নিয়ে রুডির ঘরে ঢুকেছে সে। বেসামাল রকস্টার এখনও নাক ডেকে ঘুমাচ্ছে। বাতি জ্বালানোর পরও তার ঘুম ভাঙে নি। পুরো ফ্ল্যাটে সায়েমকে খুঁজে দেখেছে দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে। সায়েম নেই। কিন্তু দারোয়ান ছেলেটা জোর দিয়ে বলেছে, রুডির সঙ্গে আসা গেস্ট এই বিল্ডিং থেকে বের হয়ে যায় নি। কথাটা তখন বিশ্বাস না করলেও এখন করতে হচ্ছে।

ফ্ল্যাটের কোথাও না পেয়ে ড্রইংরুমে ফিরে এসে তার চোখ পড়ে ডিএসএলআর ক্যামেরার দিকে। আহকাম উল্লাহর বাড়ির দিকে তাক্ করা সেটা। ক্যামেরার ভিউ-ফাইন্ডারে চোখ রাখতেই দেখে এমপির গ্যারাজটা। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে যায় এটা সায়েমের কাজ। সে হয়তো এই ক্যামেরা দিয়ে গ্যারাজের ছবি তোলার চেষ্টা করেছে।

কিন্তু পিকচার ফোল্ডার ওপেন করে ভুরু কুচকে যায় তার। গ্যারাজের কোনো ছবি নেই। তার বদলে একজনের আছে শত শত ছবি–সুন্দরী এক মহিলার। ছবিগুলো বিভিন্ন ভঙ্গিতে তোলা। সবগুলোই নিজের ঘরের জানালার সামনে। আর সবগুলোই তোলা হয়েছে তার অগোচরে! ছবিগুলো দেখলেই সেটা বোঝা যায়।

হতবুদ্ধিকর অবস্থায় পড়ে যায় মওলা। সে আবারো ক্যামেরায় চোখ রাখে ছবিগুলো ঠিক কোন্‌দিকে তাক করে তোলা হয়েছে সেটা দেখার জন্য, তখনই দেখতে পায় আহকাম উল্লাহর গ্যারাজের শাটার দরজার নীচ দিয়ে কিছু একটা বেরিয়ে আসছে!

চোখ কুচকে যায় মওলার। পরক্ষণেই টের পায় ওটা আর কেউ না তার বন্ধু সায়েম। মাথাটা বের করে সতর্ক দৃষ্টিতে বাড়ির ভেতরে চোখ বুলাচ্ছে।

মওলা ক্যামেরা থেকে চোখ সরানোর আগেই দৃশ্যপট থেকে সায়েম উধাও হয়ে যায়।

কয়েক মুহূর্ত ধরে হতভম্ব হয়ে বসে আছে মওলা। সায়েম গ্যারাজে আটকা পড়েছিলো! কিন্তু ওই বাড়িতে কিভাবে গেলো তার বন্ধু–কিভাবেই বা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন বের হবে? কিছুই বুঝতে পারছে না। তবে এটুকু বুঝতে পারছে ভীষণ বিপদে পড়ে গেছে তার বন্ধু।

"কি দেখতাছো ফ্রেন্ড?"

খুব কাছ থেকে অদ্ভুত একটা কণ্ঠ বলে উঠলে গোলাম মওলা চমকে গেলো। "কে!?"

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা। তার দিকে চোখ পিটপিট করে চেয়ে আছে রুডি। দু-দু'জন মানুষ একে অন্যের দিকে চেয়ে রইলো মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত।

"চোর-চোর-চোর!"

মওলা কিছু বলার আগেই রুডির গগনবিদারী চিৎকারে প্রকম্পিত হলো রাতের নীরবতা।

*

চিৎকারটা কানে যেতেই গা ছমছম করে উঠলো সায়েমের! সে এখন দাঁড়িয়ে আছে গ্যারাজ আর সীমানাপ্রাচীরের মাঝখানে সঙ্কীর্ণ জায়গাটায়।

রুডি!

সে নিশ্চিত এটা রুডির সেই বিখ্যাত গলা। এরকম শক্তিশালী আর ভাঙা গলা ঐ রকস্টারের না হয়ে যায়ই না। আর চিৎকারটাও এসেছে তার মাথার উপর থেকে, ঠিক যেখানে রুডির ফ্ল্যাটটা!

রুডি কি তাকে দেখে ফেলেছে? যদি দেখেই ফেলে তাহলে চোর চোর বলে চিৎকার করছে কেন? অসম্ভব! সে কেন এটা করবে? কিছু বুঝতে না পেরে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সায়েম। এই সঙ্কীর্ণ গলি থেকে উপরের দিকে তাকালে রুডির জানালাটা দেখা যায় না।

গলিটা বেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। লনের উজ্জ্বল আলো এখানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। রুডির এমন আচরণের কারণ খুঁজে পাচ্ছে না, শুধু এটুকু বুঝতে পারছে এই কর্মটি করে রুডি তাকে বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

চিৎকারটা শুনে আহকাম উল্লাহর বাড়ির লোকজন যদি জেগে যায়, বাইরে বেরিয়ে আসে তাহলে?

পর পর দু'বার চিৎকারটা দেবার পর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। সায়েম কান খাড়া করলো। তার কাছে মনে হলো একটা ধস্তাধস্তি চলছে। তবে সে নিশ্চিত হতে পারলো না। রুডির ফ্ল্যাটে এসব কী হচ্ছে? অজানা আশংকা জেঁকে বসলো তার মধ্যে। ছেলেটাকে বিপদে ফেলে নি তো?

এরপরই ভীতিকর সেই দৃশ্যটা দেখতে পেলো।

ডুপ্লেক্স বাড়ির উপর তলার একটি ঘরের জানালা আলোকিত হয়ে উঠেছে!

www.BanglaBook.org

*

নিজের ঘরে সব বাতি নিভিয়ে বিছানায় শুয়ে ছিলো আজমত। একটু আগে দু'দফায় পুরো একটা বোতল খালি করেছে। আনমনে খালি বোতলটা নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় একটা ঝিমঝিম ভাব চলে এসেছিলো। এটাই তার ভালো লাগে। এরজন্যেই টাকা খরচ করে এসব জিনিস খায়।

গ্যারাজের ভেতরে ঐ সাংবাদিকের মোবাইলফোনটা পাবার পর থেকে তার দুশ্চিন্তা একটু কমে আসে। ভেবেছিলো সাংবাদিক বদমাশটা বুঝি অন্য কোনো মতলবে আবারো এ বাড়িতে এসেছিলো, এখন বুঝতে পারছে লোকটা সত্যি সত্যি তার মোবাইলফোন ফেলে গেছে।

ঐ লোকের ফোনটা তার হাতে আসার পর থেকে এ-পর্যন্ত আট-নয়টি এসএমএস এসেছে। সবগুলোই করেছে মেয়েরা!

শালার সাংবাদিক! কতো মেয়ের সাথে ফষ্টিনষ্টি করছে আল্লাহই জানে। মুচকি হেসেছিলো আজমত। লোকটাকে দেখে অবশ্য সেরকম মনে হয় নি। একেবারেই গোবেচারা। ভদ্রগোছের একজন। তবে ইন্টারভিউ নেবার সময় যেভাবে কথা বলছিলো সেটা তার ভালো লাগে নি। এতো সাহস সে কোত্থেকে পেলো?

আহকাম উল্লাহর সত্যিকারের পরিচয় জানতে পারলে ঐ সাংবাদিক পেচ্ছাব করে দিতো। আজ প্রায় বিশ বছর ধরে আছে এমপির সাথে। এই বিশটি বছরে তার হয়ে আজমত যেসব কাজ করেছে সেগুলো যদি জানাজানি হয়ে যায় তাহলে কী হতো?

এক কামাল পাশার গুম নিয়ে চিল্লাফাল্লা করছে সবাই। আরো কতো কিছু আছে! এই বিশটি বছরে সব সময় তো আর আহকাম উল্লাহর দল ক্ষমতায় ছিলো না। নির্বাচনে হেরে গেলে গদি উল্টে যায়, সেইসাথে উল্টে যায় আহকাম উল্লাহদের ভাগ্য। তারা তখন ব্যাঙের মতো শীতনিদ্রায় চলে যায়। শীতকালটা শেষ হবার আগে গরম হয়ে ওঠে রাজনীতির মাঠ, গা ঝাড়া দিয়ে জেগে ওঠে আহকাম উল্লাহরা। আজমতের তখন খুব ব্যস্ত সময় কাটে। দিনের পর দিন হরতাল, ভাঙচুর, মিছিল করতে হয়। এসব কর্মসূচী সফল করার দায়িত্ব বর্তায় আজমতদের উপরে। দলের মধ্যে নিজের চাহিদা, গ্রহণযোগ্যতা বাড়াতে নির্দিষ্ট কিছু কর্মতৎপরতা দেখাতে হয় আহকাম উল্লাহকে। এই আন্দোলনের সময়গুলো আসলে পরবর্তী নির্বাচনের টিকেট পাওয়ার পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় ভালোমতো পাস করতে হয়। আহকাম উল্লাহর মতো লোকজন তো আর রাস্তায় নেমে পিকেটিং করতে পারে না, চলন্ত বাসে আগুন দিতে যায়

www.BanglaBook.org

না, ককটেল-পেট্রলবোমা মেরে আতঙ্ক সৃষ্টি করতে নামে না। এগুলো করে আজমতের মতো লোকজন। সত্যি বলতে আজমত নিজেও এসব কাজ করে না। তারও একটা স্ট্যাটাস আছে। এমপি সাহেবের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ লোক হিসেবে তার পদমর্যাদাও কম নয়। সুতরাং এ কাজগুলো করে 'কামলা'রা। আজমতের অধীনে এরকম অসংখ্য কামলা রয়েছে। এরা এক একজন একেকটা কাজ করে। এদের কাজকর্ম ভাগ করে দেয়া, সঠিক দিকনির্দেশনা দেয়া, প্রয়োজনীয় রসদ সরবরাহ করা, ধরা পড়লে উকিল নিযুক্ত করে ছাড়িয়ে আনা, সবই করতে হয় আজমতকে।

আন্দোলনের ঐ সময়গুলোতে খুবই ব্যস্ত আর ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকতে হয়। একটা পর্যায়ে তার পেছনে পুলিশ লাগে, তখন আত্মগোপনে চলে যেতে হয় কিন্তু তাতে এসব কর্মকাণ্ড থেমে থাকে না। গোপন জায়গা থেকে ঠিকই পরিচালনা করে সবকিছু। তারপর একদিন আন্দোলন সফল হয়। নির্বাচনে জিতে আহকাম উল্লাহ আর তার দল ক্ষমতায় বসে। তখন হাফ ছেড়ে বাঁচে আজমত। দীর্ঘদিনের ত্যাগ-তীতিক্ষার পুরস্কার হিসেবে সবই পায়। ইচ্ছেমতো সেই সময়টা ভোগ করে। তাই বলে কাজকর্ম একদম থেমে থাকে না। তখন আবার অন্যরকম কিছু কাজ করতে হয়। দরকার পড়লে পুরনো কাজগুলোও করা লাগে কখনও কখনও, তবে মাথার উপরে ক্ষমতার সুশীতল ছাতা থাকে বলে সেসব নিয়ে খুব একটা ভাবতে হয় না।

এই তো গত মাসে কামাল পাশাকে গুম করার আগে বিরোধীদল ফালতু একটা কারণে হরতাল দিয়েছিলো। সেই হরতালে ওরা যতো না ব্যস্ত ছিলো তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত ছিলো আজমত আর তার নেতা আহকাম উল্লাহ!

হরতালের দু'দিন আগে রাতের বেলায় তার ডাক পড়লো এ বাড়ির উপর তলায়। আজমতকে বলা হলো হরতালের দিন দুটো বাস পোড়াতে হবে। এমনভাবে পোড়াতে হবে যেনো দু'একটা জীবন্ত গ্রিল পাওয়া যায়, সারা দুনিয়াকে দেখানোর জন্য!

আদেশটা পেয়ে একটুও অবাক হয় নি সে। দীর্ঘদিন এ অঙ্গনে থেকে আজমত হারিয়েছে বিস্মিত হবার যোগ্যতা। বিরোধীদলের হরতাল যে মানুষ মারা আন্দোলন সেটা সবাই দেখুক। ঘেন্না করুক। সারাবিশ্ব জানুক বিরোধীরা কতোটা বর্বর, কতোটা পৈশাচিক। ক্ষমতা ছাড়া ওদের কাছে কোনো কিছুই মুখ্য নয়। চারদিকে ছি ছি পড়ুক ওদের নিয়ে। লোকে ওদের মুখে থুতু দিক।

কথামতো আজমত চারজন 'কামলা'কে নিয়োজিত করে এ কাজে। কামলাগুলো তার পুরনো লোক। যেমন দক্ষ তেমনি বিশ্বস্ত। কপাল খারাপ থাকলে যদি ধরাও পড়ে আজমতের নাম মুখে আনবে না। যদিও ক্ষমতায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

থাকার সময় এরকম কাজে কোনো ঝুঁকি থাকে না। তো বেশ ভালোমতোই খুশি করা হয়েছিলো আহকাম উল্লাহকে। সব মিলিয়ে দুটো বাসের তিনজন মারা যায় ঐ ঘটনায়। পত্রিকাগুলো এ নিয়ে অনেক হৈচৈ করে। সুবিধা পাওয়া দালাল বুদ্ধিজীবির দল কা-কা শুরু করে দেয় সরকারের পক্ষ নিয়ে।

এরাও কামলা! আজমত ভালো করেই জানে। তার থেকেও নীচে এদের অবস্থান। সে হলো কামলাদের বস্। আর এইসব বুদ্ধিজীবি, শিল্পী-সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র নির্মাতা, কবি, সাংবাদিক, সাবেক আমলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, পা-চাটা দালালের দল হলো সত্যিকারের 'কামলা।' এরা নিজেরাই মাঠে নেমে পড়ে উপরওয়ালার নির্দেশ পেয়ে।

এসব ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুম ঘুম ভাব চলে এসেছিলো টেরই পায় নি আজমত। হঠাৎ দূর থেকে একটা চিৎকার আর হল্লা কানে ভেসে আসতেই চোখ খুলে তাকালো। আহকাম উল্লাহর বাড়ির নীচতলার দক্ষিণ দিকের একটি রুমে থাকে সে। এই ঘরটার আলাদা একটি দরজা আছে। ডুপ্লেক্স বাড়িটার মেইনগেট ছাড়াই ওটা দিয়ে আসা-যাওয়া করা যায়।

বিছানা থেকে উঠে জানালার কাছে গেলো প্রথমে। স্পষ্ট শুনেছে একটা পুরুষ কণ্ঠ 'চোর-চোর-চোর' বলে চিৎকার দিয়েছে দু'তিন বার।

জানালা থেকে সরে বিছানার পাশে ড্রয়ার থেকে পিস্তলটা হাতে নিয়ে রুম থেকে বের হয়ে গেলো আজমত।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৬

সায়েম এখন সাইকেলের উপরে দাঁড়িয়ে আছে!

আহকাম উল্লাহর বাড়ির দক্ষিণ দিকের সীমানা প্রাচীর আর গ্যারাজের দেয়ালের মাঝখানে যে সংকীর্ণ গলিটা আছে সেখানেগ্যারাজের দেয়ালে হেলান দিয়ে একটা বাইসাইকেল রাখা আছে। এটা ব্যবহার করেই সে গ্যারাজের ছাদ থেকে নেমে গেছিলো।

ছাদটা টিনের হলেও তিন দিকে ইট দিয়ে বাধানো। সায়েম দুই হাত দিয়ে ছাদের সেই প্রান্ত ধরে উপরে ওঠার চেষ্টা করছে। এখন হাঁড়ে হাঁড়ে বুঝতে পারছে নীচে নামা যতো সহজ উপরে ওঠা ততোই কঠিন!

রুডির চিৎকারের পর পরই দোতলার একটি জানালা আলোকিত হয়ে গেছে, সেখান থেকে কেউ নীচে আসবে এ-ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। ডুপ্লেক্স বাড়িটার দিকে তাকালো চকিতে। সঙ্গে সঙ্গে তার রক্ত হিম হয়ে গেলো।

এরইমধ্যে নীচতলা থেকে একজন বেরিয়ে আসছে!

সায়েমের শ্বাসপ্রশ্বাস দ্রুত হয়ে গেলো, বুকটা হাতুড়ি পেটা করতে শুরু করলো যেনো। হাত-পায়ের মাংপেশী কাজ করছে না। সাইকেলের সিটের উপর দাঁড়িয়ে রইলো নিশ্চল। তার দু'হাত ছাদের প্রান্তসীমা ধরে রেখেছে, শরীরটা গ্যারাজের দেয়ালের সাথে সাঁটানো।

হালকা-পাতলা গড়নের লোকটা এগিয়ে আসছে–আজমত! দূর থেকেই দেখতে পেলো তার ডানহাতে একটি পিস্তল!

দৃশ্যটা দেখামাত্র তার অসাড় হাত-পা আরো বেশি ভারি হয়ে এলো। অস্ত্রধারী হনহন করে গ্যারাজের দিকে আসতে থাকলেও চেয়ে আছে রুডির জানালার দিকে। চিৎকারটার উৎসস্থল ঠিকই খুঁজে পেয়েছে। এখনও সায়েমকে দেখতে পায় নি কিন্তু সেটা মাত্র কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। আরেকটু সামনের দিকে এগিয়ে আসলেই দেখতে পাবে।

অবিশ্বাসের সাথে সায়েম মোহাইমেন টের পেলো তার হাত-পা তো চলছেই না এখন রীতিমতো কাঁপছে। ভয়ানকভাবে বেড়ে গেছে হৃদস্পন্দন। যেকোনো সময় আজমতের চোখ পড়বে গলির দিকে আর তখনই সব শেষ! এক দৌড়ে ছুটে এসে সোজা গুলি করবে নয়তো সায়েমকে নীচে নেমে আসতে বাধ্য করবে!

তীব্র আতঙ্কে অনেকটাই কাবু সায়েম, হঠাৎ করেই শেষ একটা চেষ্টা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করার তাগিদ অনুভব করলো। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে উপরের দিকে ওঠার চেষ্টা করলো প্রাণপণে। এটা করতে গিয়ে পায়ের নীচে থাকা সাইকেলটা পড়ে গেলো।

যাহ্!

সাইকেল পড়ার শব্দে চমকে উঠলো আজমত। থমকে দাঁড়ালো কয়েক মুহূর্তের জন্যে। চট করে গলির দিকে তাকালো ভুরু কুচকে। বোঝার চেষ্টা করছে ঘটনাটা।

লনের উপর উজ্জ্বল আলো থাকলেও গলিটা অপেক্ষাকৃত অন্ধকারাচ্ছন্ন, তাই ভালো করে দেখতে পাচ্ছে না। এক পা দু'পা করে আরো একটু এগিয়ে আসতেই তার চোখ দুটো বিস্ফারিত হয়ে গেলো। গলির দেয়াল বেয়ে যে কেউ উপরে উঠে যাচ্ছে সেটা বুঝতে পেরেছে।

দেরি না করে পিস্তল উঁচিয়ে ছুটে আসছে সে!

সায়েম জানে না কোত্থেকে তার মধ্যে এই জান্তব শক্তি চলে এলো, কিভাবে উপরে উঠে গেলো সে! আজমত গলির কাছে আসার আগেই গ্যারাজের ছাদের উপরে উঠে যেতে পারলো মহাকাল-এর রিপোর্টার।

"ওই! কে? কে? নাম! নাম কইতাছি!"

আজমত চিৎকার করে বলতে বলতে গলিতে ঢুকে পড়লো। সেদিকে তাকিয়েও দেখলো না সায়েম, এক সেকেন্ড সময়ও নষ্ট করা যাবে না। ছাদের উপর দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে চলে গেলো পূর্ব দিকের শেষমাথায়। গ্যারাজের ছাদটা পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে ঢালু হয়ে গেছে, হামাগুড়ি দিতে একটু বেগ পেলেও কোনো কিছুই গ্রাহ্য করলো না এ মুহূর্তে।

আজমতের পায়ের শব্দ কানে গেলো তার। সেইসাথে চিৎকারটা!

"আলতাফ! আলতাফ! গেট খোলো! জলদি!"

মেইনগেট?

সায়েম বুঝতে পারলো আজমত গ্যারাজের ছাদে ওঠার চেষ্টা বাদ দিয়ে মেইনগেটের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ঠিকই ধরতে পেরেছে হারামজাদা। গ্যারাজের ছাদে উঠতে যেটুকু সময় লেগে যাবে ততোক্ষণে সায়েম ধরা ছোয়ার বাইরে চলে যেতে পারবে।

গ্যারাজের পূর্ব দিকের দেয়াল আর আহকাম উল্লাহর বাড়ির পুব দিকের সীমানা প্রাচীরের মধ্যে আসলে কোনো গ্যাপই নেই। বুঝতে পারলো, প্রথমে সীমানা প্রাচীরটা নির্মাণ করা হয়েছে তারপর গ্যারাজটা নির্মাণের সময় এটাকে দেয়াল হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

গ্যারাজের ছাদের প্রান্তসীমা ধরে শরীরটা ঝুলিয়ে দিতে পারলে উচ্চতা কমে যেতো ছয় ফুটেরও বেশি। তখন বেশ সহজেই বাকি সাড়ে তিন-চার ফুট

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

লাফিয়ে নামা যেতো। কিন্তু সাত ফুট উঁচু সীমানা প্রাচীরের উপরে তিন ফুটের মতো দীর্ঘ কাঁটাতার। কী করবে বুঝতে পারলো না সায়েম।

রাস্তা থেকে কমপক্ষে দশ ফিট উপরে আছে সে। একটু দ্বিধা কাজ করলো তার মধ্যে। এতো উপর থেকে লাফ দিলে পা ভেঙে যাবে নির্ঘাত। টের পেলো দম ফুরিয়ে বেশ হাফাচ্ছে এখন। মূল্যবান কয়েকটি সেকেন্ড চলে গেলো সিদ্ধান্তহীনতায়। ডান দিকে তাকিয়ে বিশ গজ দূরে রাস্তার উপরে তার গাড়িটা দেখতে পেয়ে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলো। লাফ দিয়ে পা ভেঙে ফেললেও খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গাড়িটার কাছে চলে যেতে পারবে।

নীচের দিকে তাকিয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলো সায়েম। আর ঠিক তখনই শুনতে পেলো আজমত চেঁচাচ্ছে : "ছোটো গেটটা খোলো! জলদি!"

সায়েম আর কিছু ভাবলো না, সমস্ত দ্বিধা ঝেড়ে কাঁটাতারটা ডিঙিয়ে এক পা রাখলো সীমানা প্রাচীরের উপরে, তারপর অন্য পা'টা দেয়ালের উপর রাখতেই একটু বসে পড়ে লাফ দিয়ে দিলো। দশ ফুট উচ্চতাকে যতোদূর সম্ভব কমিয়ে আনার চেষ্টা।

রাস্তার উপরে পা দুটো স্পর্শ করতেই হুরমুরিয়ে পড়ে গেলো সে। সম্ভবত হাত-পায়ের কোথাও ছিলে গেছে কিন্তু সেদিকে না তাকিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বুঝতে পারলো পা দুটো অক্ষতই আছে!

সায়েম মোহাইমেন সময় নষ্ট না করে নিজের গাড়ির দিকে ছুটে গেলো। গাড়ির ড্রাইভিং ডোরের কাছে এসে চকিতে তাকালো আহকাম উল্লাহর মেইনগেটের দিকে। এখনও কেউ বের হয়ে আসে নি। বুঝতে পারলো দারোয়ান তালা খুলতে গিয়ে একটু দেরি করে ফেলেছে।

পকেট থেকে চাবির রিংটা বের করে ড্রাইভিং ডোরটা খোলার সময় আরেকবার তাকালো আহকাম উল্লাহর মেইনগেটের দিকে।

এখনও বের হতে পারে নি!

গাড়ির গেটটা যেই না খুলেছে অমনি শুনতে পেলো আজমতের চিৎকার।

"ওই শূয়োরেরবাচ্চা! ওই...!"

কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা গাড়িতে ঢুকেই ইগনিশানে চাবি ঢোকাতে গিয়ে হোচট খেলো একবার। দ্বিতীয়বারের বার সফল হলো সে। গাড়ির ইঞ্জিনটা সচল হবার যে আওয়াজ কানে এলো সেটাকে মনে হলো এ যাবত শোনা সবচাইতে মধুর শব্দ। কোনো সুমধুর সুরও তাকে কখনও এতোটা সুখি করতে পারে নি। কিন্তু সেটার স্থায়ীত্ব হলো মাত্র দুই সেকেন্ড!

শিট! সায়েম মোহাইমেনের রক্ত হিম করে ইঞ্জিনটা নিশ্চুপ হয়ে গেলো। লুকিংগ্লাস দিয়ে দেখতে পেলো অস্ত্রহাতে আজমত দৌড়ে চলে আসছে তার গাড়ির দিকে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৭

গোলাম মওলা বসে আছে রুডির ড্রইংরুমের মেঝেতে, তার ঠিক বিপরীতে হাত-পা ছড়িয়ে বসে আছে রুডি। এখন অনেকটাই স্বাভাবিক। তাদের মধ্যে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য একটা রেসলিং শুরু হয়ে গেছিলো। রুডি কিছুটা মাতাল ছিলো, তাছাড়া দারোয়ান ওসমানও সাহায্য করেছিলো তাকে, নইলে কী যে হতো কে জানে।

হুট করে কি কারণে এই মাতালের জ্ঞান ফিরে এলো মওলা জানে না। সে তো কোনো শব্দ করে নি। যাইহোক, রুডি সজাগ হবার পর মনে করেছিলো তার জানালার কাছে হয়তো সায়েমই বসে আছে। যে মুহূর্তে বুঝতে পারলো এটা সায়েম না, অন্য কেউ তখনই সে শুরু করে দিলো চিৎকার। গলাও আছে একটা! কী জোর! ঘরটা কাঁপিয়ে চোর-চোর বলে চিৎকার দিতেই মওলা তাকে হাত তুলে ফিসফিসিয়ে বলেছিলো সে সায়েমের বন্ধু। তাতেও দমে যায় নি দেখে রীতিমতো জাপটে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলে, বন্ধুকে খুঁজতেই এখানে চলে এসেছে। আচমকা তাকে জাপটে ধরে ধস্তাধস্তি শুরু করে দেয় রুডি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা দারোয়ান এসে রকস্টারকে নিবৃত্ত না করলে কিল-ঘুষি মেরে বসতো সে। দারোয়ানকে দেখেই রুডি একটু আশ্বস্ত হয়। মওলা তাকে দ্রুত বোঝাতে পেরেছিলো চিৎকার করলে সায়েমের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। সে এখন মারাত্মক বিপদে আছে। ভাগ্য ভালো রুডি খুব দ্রুত তার 'হেভি মেটাল' গলাটা নিস্তেজ করতে পেরেছে।

রুডিকে শান্ত করার পর মওলা নীচু হয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে আহকাম উল্লাহর বাড়ির ভেতর থেকে এক লোক পিস্তল হাতে গ্যারাজের দিকে যাচ্ছে। লোকটার দৃষ্টি ছিলো রুডির এই জানালার দিকে। সঙ্গে সঙ্গে জানালা থেকে সরে আসে সে।

"কিন্তু আপনে আমার ঘরে ঢুকলেন কেমনে?" ফিসফিসিয়ে বললো রুডি।

"লক খুলে," ছোট্ট করে বললো মওলা। তার কণ্ঠও নীচে নামানো। "ঐ দারোয়ান হেল্প করেছে।"

"ওসমান?" বিস্মিত হলো রুডি।

"হুম।"

"ওসমান আমার লক ভাইঙ্গা ফেলছে?"

কথাটা শুনে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা ওসমান কাচুমাচু খেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো গুলশান-বনানীর এসি। "পুরোপুরি ভাঙে নি। কিভাবে যেনো মোচর মেরে খুলেছে।"

মাথার পেছনটা চুলকে নিলো রুডি। "সায়েম ঐ বাড়িতে হান্দাইলো কেমনে?"

"আমি কী করে জানবো। এটা তো আপনার জানা কথা।"

"আজব কারবার," রুডি কপাল চুলকালো। "আমি তো পুরা বেহুশ। একটু বেশি খাইছিলাম...বুঝলেন? সায়েম কেমনে ঐখানে গেলো কিছুই বুঝতাছি না।"

মওলা কিছু বললো না। তার ধারণা সায়েম এখনও ওই বাড়ির ভেতরেই আছে, বের হতে পারে নি।

"আচ্ছা, সায়েম কেন আকাইম্যার বাড়িতে ঢুকলো? আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।"

রুডির প্রশ্নটা শুনে মওলা চুপ মেরে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "অনেক ঘটনা আছে। পরে সব বলবো।"

*

লুকিংগ্লাস দিয়ে যখন দেখতে পায় আজমত পিস্তল হাতে ছুটে আসছে গাড়ির দিকে তখন সায়েমের হৃদস্পন্দন থেমে গেছিলো। রাস্তার সোডিয়াম লাইটের বিভ্রান্তিকর আলোতেও পাণ্ডাটার চোখেমুখের হিংস্রতা স্পষ্ট দেখতে পেয়েছে সে। তার প্রিয় গাড়িটা যে এরকম সময়ে 'বিট্রে' করবে কল্পনাও করে নি। কয়েক মুহূর্তের জন্যে ভেবেছিলো এরচেয়ে ভালো হতো দৌড়ে অন্য একটা রোডে ঢুকে পড়লে। গুলশান এভিনুতে অসংখ্য রোড আছে। সেগুলোর যেকোনো একটায় ঢুকে পড়লে আজমত বিভ্রান্ত হয়ে যেতো। তাকে খুঁজেই পেতো না।

আজমত যখন তার গাড়ির খুব কাছে চলে আসে তখনই মনের অজান্তে ইগনিশানের চাবি ঘুরিয়ে দেয় আবার। ইঞ্জিন চালু হবার যে শব্দটা শুনতে পায় সেটা প্রথমে বিশ্বাস করতে পারে নি কিন্তু তাকে বিস্মিত করে দিয়ে ইঞ্জিনটা গর্জে উঠে ফোঁস ফোঁস করতে থাকে। সায়েম টের পায় মুহূর্তেই পা থেকে সমস্ত রক্ত যেনো এক লাফে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। উল্লাসের চোটে একটা চিৎকার দিতে ইচ্ছে করেছিলো, কিন্তু দেরি না করে এক্সলেটরে পা চাপিয়ে দেয় সে।

আজমত ড্রাইভিং দরজার কাছে আসার আগেই ভোস্ করে শব্দ তুলে

www.BanglaBook.org

সামনের দিকে এগিয়ে যায় তার গাড়িটা। আর কোনো দিকে তাকায় নি সে। রাতের এরকম সময়ে রাস্তা একদম ফাঁকা। স্পিড তুলতে একটুও দ্বিধা করে নি।

প্রচণ্ড গতিতে গাড়িটা ছুটে যাবার মুহূর্তে সায়েমের নিঃশ্বাস বন্ধ হয়েছিলো। কিছুটা পথ এগোবার পরই দেখতে পায় সামনে চার রাস্তার মোড়। ডানে-বামে যেকোনো একটা বেছে নিতে হবে। নয়তো সোজা।

সায়েম ডান দিকে মোড় নেয়। তার দরকার মেইনরোডে যাওয়া।

ডান দিকে মোড় নেবার সময় গতি যখন কিছুটা কমাতে হয়েছিলো তখন চকিতে লুকিংগ্লাসে চোখ রাখে, দেখতে পায় অনেক পেছনে রাস্তার উপরে আজমত দাঁড়িয়ে আছে। সে দৌড়ে গাড়িটার পিছু নেবার কোনো চেষ্টাই করে নি।

বুদ্ধিমান লোক! মনে মনে বলে উঠেছিলো সায়েম। দৌড়ালেও কোনো কাজ হতো না।

পাঁচ মিনিট পর তার গাড়িটা চলে এলো বনানীর কামাল আতাতুর্ক এভিনুতে। ওখানকার মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের বিরাট পার্কিংলটের সামনে থামলো। সে জানে কতো বড় বিপদ থেকে বেঁচে গেছে আজ। অল্পের জন্যে মরতে বসেছিলো।

হাতঘড়িতে সময় দেখলো : ২-৩৫ বাজে।

হঠাৎ করে মনে পড়লো গাড়িতে তার দুটো মোবাইলফোন অফ করে রাখা আছে। ড্যাশবোর্ড থেকে একটা ফোন হাতে তুলে নিলো। নিম্মির যন্ত্রণায় বন্ধ করে রেখেছিলো দুটো ফোনই। পাওয়ার বাটন অন করে দেবার কিছুক্ষণ পরই মিসকল অ্যালার্টের মেসেজ চলে এলো।

নিম্মি যে বেশ কয়েকবার ফোন দিয়েছিলো তাতে সে মোটেও অবাক হয় নি। তার যতো বিস্ময় ছটকুর নাম্বারটা দেখে। অনেকবার তাকে ফোন দিয়েছে। শেষ কলটা করেছে মাত্র এক ঘণ্টা আগে!

এতো রাতে ছটকু কেন তাকে ফোন দেবে? কোনো কিছু না ভেবেই বন্ধুর নাম্বারটা ডায়াল করলো সে। মাত্র একবার রিং হতেই কলটা রিসিভ করা হলো।

"সায়েম!" প্রায় চিৎকার করে বললো তার বন্ধু। তাকে আর কোনো কিছু বলার সুযোগই দিলো না। "তুই এখন কই? আহকাম উল্লাহর বাড়ি থেকে কখন বের হলি?"

কি! সায়েম মোহাইমেন যারপরনাই বিস্মিত হলো। অনেকটা ইলেক্ট্রিক শক খাওয়ার মতো। "আমি ওই বাড়িতে ঢুকেছিলাম সেটা তুই জানলি কিভাবে?"

www.BanglaBook.org

বন্ধুর বিস্ময় বুঝতে পারলো মওলা। "লম্বা গল্প। আগে বল এখন তুই কোথায়?"

"আমি কামাল আতাতুর্ক এভিনুতে আছি।"

"তুই ওখানেই থাক। আমি আসছি।"

"এক্ষুণি আসছি মানে?!" সায়েম আবারো অবাক হলো। নিকুঞ্জ থেকে কামাল আতাতুর্ক এভিনুতে হুট করে চলে আসা কি সম্ভব? "তুই এখন কোথায়?"

"বললে বিশ্বাস করবি না..." আস্তে করে বললো গুলশান-বনানীর এসি। "আমি এখন রুডির ফ্ল্যাটে।"

"কি!" দ্বিতীয়বার ইলেক্ট্রিক শক খেলো সায়েম। "রুডির ফ্ল্যাটে?! মানে কি? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। তুই কিভাবে জানলি আমি ওখানে ছিলাম?"

"লম্বা গল্প। সব বলবো, এখন ফোন রাখি। আমি এক্ষুণি আসছি। আমি না আসা পর্যন্ত কোথাও যাবি না।"

ফোনটা রেখে হতবিহ্বল হয়ে বসে রইলো সায়েম। রুডির ফ্ল্যাটে ছটকু?! *এটা কিভাবে হলো?*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৮

আজমত অনেকক্ষণ ঠাঁয় দাঁড়িয়ে ছিলো। রাগেক্ষোভে গজগজ করতে করতে অবশেষে ফিরে আসে আহকাম উল্লাহর বাড়িতে। ভেতরে না ঢুকে গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরায় সে মেজাজ ঠিক করার জন্য।

একটু আগেও নিজের ঘরের বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভেবেছিলো ঐ সাংবাদিক আসলেই তার মোবাইলফোনটা ফেলে গেছে, সেটা নিতেই আবার ফিরে এসেছিলো সন্ধ্যার পর, কিন্তু গ্যারাজের দরজা বন্ধ থাকায় জিনিসটা উদ্ধার করতে পারে নি। একটু আগে গ্যারাজের বাইরে কলম পড়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয় তার, এরপরই মোবাইলফোনের বিপ্ শুনে গ্যারাজের গেট খুলে চেক করে দেখে, সেখানে একটা মোবাইলফোন খুঁজে পায়। ফোনটা ওভাবে গাড়ির ছাদের উপরে দেখে তার মনে হয় সাংবাদিক নিজের গাড়িতে করে চলে যাবার সময় ভুল করে ফেলে গেছে। দৃশ্যটা সে কল্পনা করতে পেরেছিলো : হাতের মোবাইলেফোনটা পাশের গাড়ির ছাদের উপরে রেখে পকেট থেকে চাবি বের করে গাড়ির দরজা খোলে, তারপর আর মোবাইলটা না নিয়েই বেখেয়ালে ঢুকে পড়ে গাড়িতে।

কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি ঐ সাংবাদিক আবারো ফিরে আসবে। তাও আবার এরকম রাতের বেলায়। লোকটার এতো দুঃসাহস! একজন ক্ষমতাবান এমপির বাড়িতে চোরের মতো ঢুকে পড়েছে!

যদিও লোকটার মুখ স্পষ্ট দেখে নি তবে সে একদম নিশ্চিত, ওটা ঐ সাংবাদিকই ছিলো। এতে কোনো ভুল নেই। যে সাদা-রঙের গাড়িতে করে বিকেলে এসেছিলো সেই গাড়িতে করেই তো পালালো। এটা কিভাবে সম্ভব হলো? কখন সে ঢুকলো? দারোয়ান এতোটা ভুলোমনা নয় যে ব্যাপারটা খেয়াল করবে না। এতো বড় ভুল সে করবে না কখনও। যে-ই ঢুকে থাকুক মেইনগেট দিয়ে যে ঢোকে নি এটা নিশ্চিত।

তাহলে?

নিশ্চয় বড়সড় কোনো ঘাপলা হয়ে গেছে। সে বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা আহকাম উল্লাহকে জানাবে কিনা, আর জানালেও সেটা এখনই নাকি সকালে।

গেটের দারোয়ান আলতাফ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে অবশেষে মুখ খুললো, "কি হইছে, ভাইজান? ঘটনা কি?"

"চোর ঢুকছিলো।"

www.BanglaBook.org

"চোর?" দারোয়ান বিস্মিত কণ্ঠে বলে উঠলো। "কি কন? কেমনে ঢুকলো?"

আজমত এ প্রশ্নের উত্তর দিলো না, ছোটো গেটটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়লো সিগারেটটা ফেলে। "দরজা বন্ধ করে দাও।"

"আচ্ছা।"

চুপচাপ ড্রাইভওয়ে দিয়ে গ্যারাজের সামনে আসতেই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলো না সে।

গ্যারাজের একটি শাটার দরজা নীচ থেকে দুমরে মুচরে উপরে উঠে গেছে! কাছে গিয়ে দেখতে পেলো কাজটা করা হয়েছে গাড়ি তোলার জ্যাক দিয়ে! তার মানে ঐ লোকটা গ্যারাজের ভেতরেই ছিলো? *অসম্ভব!* সে নিজে গ্যারাজটা চেক করে দেখেছে, কেউ ছিলো না। শুধু মোবাইলফোনটা পেয়েছিলো।

তার বিস্ময়ের সীমা রইলো না লাল রঙের অদ্ভুত ফ্লোর-জ্যাকটা দেখে। এরকম জিনিস সে কখনও দেখে নি। *শুয়োরেরবাচ্চা!* এরকম একটা জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো!

বুঝতে পারলো ঘটনাটা। সে বাড়িতে ফিরে আসার পর গ্যারাজের দরজা খোলা রেখেছিলো কারণ রাতে এমপির গাড়িটা ভেতরে রাখা হবে। সেই সুযোগে গ্যারাজের ভেতরে কোথাও লুকিয়েছিলো লোকটা। আরো বুঝতে পারলো, তাকে ভালো ধোকাই দিতে পেরেছে। আজমত যেনো ফোনটা পেয়ে ভাবে এটাই সে ফেলে গেছিলো মনের ভুলে, আর ঠিক তাই হয়েছে!

"কি হয়েছে?"

গম্ভীর কণ্ঠটা শুনে আজমত ঘুরে তাকাতেই দেখতে পেলো নীচতলার দরজা খুলে বেরিয়ে আসছে আহকাম উল্লাহ!

*

"তুই কি পাগল হয়ে গেছিস?"

গুলশান দুই নাম্বারে এসে নিজের গাড়ি থেকে নেমে সায়েমের গাড়িতে ওঠার পর প্রথম কথাটা বললো গোলাম মওলা, বেশ চেঁচিয়ে।

চুপ মেরে রইলো মহাকাল-এর রিপোর্টার। গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে বন্ধুর দিকে চেয়ে রইলো সে।

"আমি বিশ্বাস করতেও পারছি না তুই এরকম একটা ছেলেমানুষী কাজ করবি!"

নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো সায়েম। "কিন্তু তুই কিভাবে রুডির ফ্ল্যাটে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গেলি? কেন গেলি? কিছুই তো বুঝতে পারছি না!"

"বললাম না লম্বা গল্প।"

"সেই গল্পটা কি এখন বলা যাবে না?"

"না। আগে বল, এরকম ছেলেমানুষীর কাজ কেন করতে গেলি। এটা...এটা তো অ্যাবসলিউটলি ম্যাডনেস!"

"জানি," আস্তে করে বললো সায়েম মোহাইমেন। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে, হাফ ছেড়ে বাঁচলো যেনো।

মওলা মাথা দোলালো আক্ষেপে। "আমার মনে হচ্ছে ঐ রুডির পাল্লায় পড়ে মদ খেয়ে হুশ-জ্ঞান হারিয়ে এটা করেছিস।"

"আরে ধুর্!" মদের প্রসঙ্গটা বাতিল করে দিলো সায়েম। "আমি ওসব মদ-টদ খাই নি।"

"তাহলে এমন কাণ্ডজ্ঞানহীণ কাজ করলি কোন্ আক্কেলে?"

বন্ধুর দিকে তাকালো সে। "কারণটা তুইও জানিস।"

এবার মওলার ভেতর থেকে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। "ঐ গাড়িটার জন্যে?"

চুপ মেরে রইলো সায়েম। তার দৃষ্টি সামনের দিকে।

"আহকাম উল্লাহর বাড়িতে ঢুকে তুই আসলে কি করতে চেয়েছিলি, বল তো?"

বন্ধুর দিকে তাকালো। "ওই বদমাশটার গ্যারাজে যে ১৯৫২ আছে সেটার ছবি তুলতে চেয়েছিলাম। হার্ড এভিডেন্স।"

"ওটার ছবি?!"

"হুম।"

"ওটার ছবি জোগার করলেই কাজ হয়ে যেতো? ঐ এক ছবি দিয়ে বাজিমাত করে দিতি?"

সায়েম আবারো সামনের দিকে তাকিয়ে রইলো।

"এভাবে কাজ হতো? আজব!"

বন্ধুর দিকে ফিরলো আবার। "কেন, হতো না?"

"বাল হতো!" রেগেমেগে বললো মওলা। দীর্ঘদিন পুলিশের চাকরি করলেও সচরাচর তার মুখ দিয়ে কোনো গালিগালাজ বের হয় না।

"তাহলে কি করলে প্রমাণ করা যাবে ১৯৫২ আহকাম উল্লাহর বাড়িতে আছে?" সায়েম অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলো।

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে গোলাম মওলা শান্তকণ্ঠে বললো বন্ধুকে, "বাসায় চল, বলছি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৫৯

আহকাম উল্লাহর চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছে সে বজ্রাহত। আজমতের কাছ থেকে সব শুনে চুপ মেরে রইলো কিছুক্ষণ। তারা বসেছে নীচতলার ড্রইংরুমে যেখানে কয়েক ঘণ্টা আগে মহাকাল-এর রিপোর্টার ইন্টারভিউ নিয়েছিলো।

রুডির 'চোর-চোর' বলে চিৎকার দেয়ার সময় নিজের ঘরে বসে একটু মদ্যপান করছিলো এমপি। অনেকদিন থেকেই সে বউয়ের সাথে একঘরে শোয় না, আলাদা ঘরে ঘুমায়। সেই ঘরের জানালা দিয়ে লনটা দেখা যায়। তার জানালা এতোটাই সাউন্ডপ্রুফ যে চিৎকারটা শুনতে পায় নি। তবে মদের গ্লাস নিয়ে বিশাল জানালার সামনে দাঁড়াতেই দেখতে পায় পিস্তল হাতে আজমত গ্যারাজের গলি থেকে বের হয়ে মেইনগেটের দিকে যাচ্ছে। খুবই অবাক হয় সে। তার জানালা থেকে মেইনগেটটাও ভালোমতো দেখা যায়। গেট খুলতে সামান্য দেরি হওয়াতে আজমতের মেজাজ বিগড়ে যাওয়াটাও উপর থেকে টের পেয়েছিলো। ঘটনা কি জানার জন্য উদগ্রীব হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে জানালার কাছে। তার ধারণা ছিলো আবারো বুঝি কোনো চোর হানা দিয়েছে বাড়িতে। একটু পর আজমতকে বাড়িতে ফিরে আসতে দেখে নীচে নেমে আসে ঘটনাটা জানার জন্য।

"কী বলছো এসব, কিছুই তো বুঝতে পারছি না!" অবশেষে নীরবতা ভেঙে বললো এমপি। "ওই রিপোর্টার কেন চোরের মতো ঢুকবে আমার বাড়িতে? ভুল দেখো নি তো?"

"আমার মনে হয় ঐ সাংবাদিকই ঢুকছিলো।"

"মনে হলো মানে কি? তুমি তাকে স্পষ্ট দেখো নি?"

"গ্যারাজের সামনে একটা কলমও পাইছি..."

"তাই নাকি?"

আজমত মাথা চুলকালো। "তারে আমি স্পষ্ট দেখি নাই কিন্তু সে যে সাদা-রঙের গাড়িতে কইরা পালাইছে ওইটা নিয়াই বিকালে আসছিলো।"

"সাদ-রঙের গাড়ি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আজমত।

"তুমি জানো বেশিরভাগ প্রাইভেটকারই সাদা রঙের হয়? আমারও তো সাদা রঙের একটা গাড়ি আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আজমত চুপ করে রইলো।

"তুমি কি গাড়িটার লাইসেন্সপ্লেট নাম্বার দেখেছো?"

সোডিয়াম লাইটের আলোয় অতো দূর থেকে সেটা দেখা সম্ভব ছিলো না আজমতের পক্ষে, তারচেয়েও বড় কথা এটা তার মাথায়ই আসে নি। মাথা দোলালো সে।

"শুধু গাড়ি দেখে এতোটা নিশ্চিত হলে কেমনে?"

"আমার কাছে তো সেরকমই মনে হইলো।"

"আবারো বলছো মনে হলো," রেগেমেগে অন্য দিকে তাকালো আহকাম উল্লাহ।

"আমারে দূর থেইকা দেইখা গ্যারাজের ছাদে উইঠা পালাইয়া গেছে। চেহারাটা ভালোমতো দেখার উপায় ছিলো না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আহকাম উল্লাহ। "কখন ঢুকলো? কিভাবে ঢুকলো? দারোয়ান ছিলো না?"

"সে কেমনে ঢুকছে বুঝবার পারতাছি না, তয় ঢুকছে অনেক আগে। গ্যারাজের ভিতর লুকাইয়া ছিলো। মেইনগেট দিয়া ঢোকে নি, এইটা শিওর।"

"ওকে। এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। এটা খুব সহজেই বের করা যাবে," সোফার হাতলে তাল ঠুকতে ঠুকতে বললো আহকাম উল্লাহ। "কিভাবে ঢুকেছে, কি করেছে সব জানা যাবে।"

আজমত বুঝতে পারলো না এমপি সাহেব কিভাবে এসব বের করবেন। "কেমনে বাইর করবেন?" সাহস করে বলেই ফেললো অবশেষে।

"তুমি ভুলে গেছো, কয়েকদিন আগে কিছু সিসিক্যাম লাগিয়েছিলাম মেইনগেটে, ড্রইংরুমে আর লনের উপরে।"

আজমত চেয়ে রইলো। সত্যিই তো! এটা সে ভুলেই গেছে। কয়েক দিন আগে এক চোর হানা দিয়েছিলো এ বাড়িতে। সেবারও আজমত টের পেয়ে যায়, তার কারণেই চোরটা কোনো কিছু চুরি করার আগেই জান নিয়ে পালাতে পারে। এরপর আহকাম উল্লাহ বাড়িতে সিসিক্যাম বসায়। কিন্তু পরবর্তীতে আর সেরকম কিছু ঘটে নি যে সিসিক্যামগুলোর কথা মনে থাকবে।

"লনের উপরে যেটা বসানো আছে ওটা গ্যারেজ পর্যন্ত কাভার করে।"

"ওইগুলা কি কাজ করে?"

"করার তো কথা," বললো আহকাম উল্লাহ। "যে সিকিউরিটি কোম্পানি ইন্সটল করেছে ওরা খুব নামকরা।"

"ওর মোবাইলফোনটা কিন্তু গ্যারাজে ফালায়া গেছে, ওইটা আমার কাছে

www.BanglaBook.org

আছে।"

কথাটা শুনে হা-করে চেয়ে রইলো এমপি। "মোবাইলফোন ফেলে গেছে!"

তাকে যে মোবাইলফোন দিয়ে বোকা বানিয়েছে সেটা বললো না আজমত।

"ফোনটা কই?"

"আমার ঘরে।"

"যাও, নিয়ে আসো।"

আজমত তার নিজের ঘরের দিকে চলে গেলে আহকাম উল্লাহর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেলো।

আমার বাড়িতে ঐ সাংবাদিক কী খুঁজতে এসেছিলো?!

*

সায়েম আর নিজের বাড়িতে ফিরে যায় নি, ছটকুর কথায় চলে এসেছে তার সরকারী কোয়ার্টারে। ঘরে ঢুকতেই বিছানায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো সে। ছটকু তাকে জিজ্ঞেস করলো কিছু খাবে কিনা। সায়েম জানিয়ে দিলো এক বোতল পানি ছাড়া আর কিছু খাবে না এখন। গ্যারাজের ভেতরে থাকাকালীন সময়গুলো কেটেছে অসহ্য টেনশনে, তখনই খিদে মরে গেছে।

গোলাম মওলা পাশের ঘর থেকে এক বোতল ঠাণ্ডা পানি এনে দিলো। "এখন বল, আহকাম উল্লাহর ঐ ক্যাডার কি তোকে চিনতে পেরেছে?"

বিছানা থেকে উঠে বসে পানির বোতলটা হাতে নিয়ে বললো সে, "জানি না।" তারপর ঢকঢক করে অনেকটুকু পানি পান করলো। "মনে হয় চিনতে পারে নি।"

"যদি চিনতে পেরে থাকে তাহলে তো বিপদ।"

ছটকুর দিকে চেয়ে রইলো সায়েম।

"ভুলে যাবি না, লোকটা কী রকম।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সায়েম, "জানি।"

"তোর এই আহাম্মকিপনার ফলাফল কি হলো জানিস?"

কোনো কিছু না বলে আবারো পানি খেতে লাগলো।

"ঐ বদমাশ এখন গাড়িটা হাওয়া করে দেবে। সে বুঝে গেছে গ্যারাজে গাড়িটা রাখা মোটেও নিরাপদ নয়। তুই ওটার পেছনে লেগেছিস।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়েম চুপ মেরে রইলো। সেও এটা বুঝতে পারছে।

"তুই যে ওখানে ঢুকলি, এতোক্ষণ ঐ গ্যারাজের ভেতরে ছিলি, প্রমাণ-ট্রমান কিছু জোগার করতে পারলি?"

মাথা দোলালো সায়েম। "জোগার করেছিলাম, হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

"মানে?"

"যে মোবাইলফোনে ভিডিও করেছিলাম সেটা হাতছাড়া হয়ে গেছে।"

"হাতছাড়া হয়ে গেছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"বাহ্! দারুণ। যে জিনিসের জন্য জীবনের ঝুঁকি নিয়ে গেছিলি সেটাও হাতছাড়া করে ফেলেছিস!"

"কিছু করার ছিলো না। বাঁচার জন্যেই এটা করতে হয়েছে।" ঠিক এ সময় হঠাৎ করে সায়েমের একটা কথা মনে পড়ে গেলো। "ওহ্ মাই গড!"

মওলা ভুরু কুচকে তাকালো বন্ধুর দিকে। "কি হয়েছে?"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬০

গ্যারাজ থেকে উদ্ধার করা ফোনসেটটি হাতে নিয়ে দেখছে আহকাম উল্লাহ। বেশ দামি একটি স্মার্টফোন। স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছে তিনটি ইনকামিং এসএমএস, ওগুলো এখনও ওপেন করা হয় নি। ফোনটা আজমতের হাতে আসার পর আরো কিছু এসএমএস এসেছিলো সেগুলো আজমত পড়েছে।

"এই ফোনটাই গ্যারাজে ভুল করে ফেলে গেছিলো?" ফোনের দিকে চেয়ে জানতে চাইলো আহকাম উল্লাহ।

"জি, ভাই।" ছোট্ট করে জবাব দিলো আজমত। "সন্ধ্যার দিকে আসছিলো এইটা নিতে...আমি আর আপনে কেউ বাসায় ছিলাম না তখন।"

"হুম," ফোনের ডিসপ্লের দিকে তাকিয়েই বললো আহকাম উল্লাহ। "কিন্তু ইন্টারভিউয়ের সময় রিপোর্টারের হাতে তো এই ফোনটা দেখি নি।" আহকাম উল্লাহর স্পষ্ট মনে আছে সায়েম মোহাইমেনের সেলফোনটার কথা। ওটা দিয়েই রেকর্ডিংয়ের কাজ করেছিলো। তবে এটাও ঠিক তার কাছে একাধিক ফোন থাকতে পারে।

এমপি সাহেব গভীর মনোযোগের সাথে ফোনের ডিসপ্লের দিকে চেয়ে কী যেনো দেখছে।

"ভাই?"

"কি?" চকিতে তাকালো আজমতের দিকে।

"সিসিক্যামটা...?"

"সকালে দেখবো...ওটা থেকে কিভাবে রেকর্ড করা ভিডিও দেখাতে হয় আমি জানি না...পাপন জানে। ওকে সকালে বললে দেখাতে পারবে।"

আজমত আর কিছু বললো না। আহকাম উল্লাহ যে খুব মনোযোগ দিয়ে কিছু পড়ছে বুঝতে পারলো। মনে মনে হাসলো। ঐ সাংবাদিকের লুইচ্চামির কাণ্ডকারখানা দেখছে। সেও মেসেজগুলো পড়েছে।

হঠাৎ করেই আহকাম উল্লাহ উঠে দাঁড়ালো। আজমতকে কিছু না বলে মোবাইলফোনটা হাতে নিয়ে দোতলায় চলে গেলো সে।

কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো আজমত।

*

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ওটা রুডির ফোন ছিলো?" সায়েমের কাছ থেকে শোনার পর বিস্ময়ে বললো মওলা।

"হুম। ওর ফ্ল্যাটে যখন যাই তখন আমার ফোন দুটো গাড়িতে ছিলো। অফ করে রেখেছিলাম, সঙ্গে করে নিয়ে যেতেও খেয়াল ছিলো না। পরে যখন ঠিক করলাম আহকাম উল্লাহর বাড়িতে ঢুকবো তখন ওর ফোনটাই নিয়ে নিয়েছিলাম। কিন্তু বিপদে পড়ে ফোনটা হাতছাড়া না করে আর কোনো উপায় ছিলো না আমার।"

"ঢোকার আগে বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়ে গেলেও বের হবার জন্য ভালোই বুদ্ধি খাটিয়েছিস," মুচকি হেসে বললো মওলা।

সায়েম কিছু বললো না। এই আইডিয়াটা পেয়েছে দারোয়ান আর আজমতের কথাবার্তা থেকে। দারোয়ান আন্দাজে বলছিলো সায়েম তার মোবাইলফোনটা গ্যারাজে ফেলে গেছে। আদতে এরকম কথা সে বলে নি। আহকাম উল্লাহর ছেলে পাপন আর দারোয়ানকে বলেছিলো নোটবুক ফেলে যাবার কথা। যাইহোক উপস্থিত বুদ্ধির জোরে ফোনটা ব্যবহার করেই সে বেঁচে যায়।

"রুডির জন্য বিপদ হয়ে যেতে পারে, ওকে এটা জানানো দরকার," আস্তে করে বললো সায়েম।

"কাল সকালে জানাস।"

মাথা দোলালো সে। "না। দেরি করা যাবে না। সমস্যা আছে।"

মওলা মাথা চুলকে বললো, "তা ঠিক। ওরা যদি জানতে পারে এটা রুডির ফোন তখন খামোখাই ওকে সন্দেহ করবে। ভাববে তুই আর রুডি মিলে কাজটা করেছিস।"

"না, ঘটনা আরো খারাপ। আরো সিরিয়াস।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো গোলাম মওলা।

"আহকাম উল্লাহর ওয়াইফের সাথে রুডির একটা রিলেশন আছে।"

"কি!" মওলা যারপরনাই বিস্মিত হলো। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে গেলো রুডির জানালার সামনে ক্যামেরার কথাটা। এক মহিলার অসংখ্য ছবি। *আচ্ছা!* এবার বুঝতে পারলো মওলা।

"মাতাল হয়ে বক বক করে সব ঘটনা আমাকে বলেছে সে। মাসখানেক আগে নাকি একবার ঐ বাড়িতে ঢোকারও চেষ্টা করেছিলো, পারে নি। আজমতের দাবড়ানি খেয়ে পালিয়েছিলো আমার মতোই।"

"ঐ গায়কের কি কোনো ভয়ডর নেই? পাগল নাকি?" বিস্মিত হয়ে বললো মওলা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মুচকি হাসলো সায়েম। "রুডি যে পাগল এটা অনেকেই জানে। সত্যি বলতে কি, ওর কাছ থেকে এই ঘটনা শোনার পরই আমার মাথায় আহকাম উল্লাহর বাড়িতে ঢোকার চিন্তাটা আসে।"

"বোকার মতো চিন্তা।"

বন্ধুর কথার কোনো প্রতিবাদ করলো না সে। "আমি জানতাম আজ এমপি আর তার ঐ ডানহাত বাড়িতে নেই, তাই একটা চান্স নিতে চেয়েছিলাম।"

"কাল সকালে মসজিদে শিরনি দিয়ে আসিস। বিরাট বড় ফাড়া কেটে গেছে।"

মুচকি হাসলো সায়েম। এটা তার চেয়ে বেশি আর কে জানে। একটা পর্যায়ে ভেবেছিলো ঐ গ্যারাজ থেকে আর বের হতে পারবে না, ধরা পড়ে যাবে আহকাম উল্লাহর লোকজনের হাতে।

একটু চুপ করে থেকে সে আবার বললো, "আচ্ছা, তুই তো বললি না এখন কিভাবে আমরা ১৯৫২ উদ্ধার করবো?"

"এই ভোররাতে আমি তোকে গাড়ি উদ্ধারের আইডিয়া শোনাবো?" সত্যি সত্যি বিরক্ত হলো ছটকু। "এখন ঘুমা। কাল সকালে এসব নিয়ে কথা হবে। আমার অফিস আছে। তোর মতো অ্যাডভেঞ্চার করার টাইম নেই।"

সায়েম আর কিছু বললো না। ক্লান্তিতে তারও ঘুম আসছে।

"ভালো কথা," মওলা বললো। "নিম্মিকে ফোন দিস।"

সায়েম স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো বন্ধুর দিকে।

"আমাকে ফোন দিয়েছিলো। খুব কষ্ট পাচ্ছে। এসব ছেলেমানুষী ঝগড়াঝাটি কেন যে করিস।"

"আমি ঝগড়া করেছি!" বিস্মিত আর মর্মাহত হলো সায়েম।

"তোরা দু'জনেই করেছিস।"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সায়েম, আর কিছু বললো না। পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে পাওয়ার বাটন অন করলো।

"এতো রাতে ফোন করার দরকার নেই, কাল সকালে করিস।"

মওলার দিকে তাকালো সায়েম। "আমি ওকে ফোন দিচ্ছি না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬১

আহকাম উল্লাহ দোতলায় নিজের ঘরে যাবার সময় আমরিনের ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালো। দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ না খোলা বুঝতে পারলো না। আমরিন কখনও দরজা লক্ করে ঘুমায় না। এটা করার দরকারও নেই। কাজের লোকজন বাদ দিলে এ বাড়িতে তারা মাত্র তিনজন থাকে। কেউ কারোর দরজায় নক্ না করে ঢোকে না। কাজের লোকেরাও এই নিয়মটি কঠিনভাবে পালন করে। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে সে ভাবলো নক করে দেখবে কিনা। একটু ভেবে নিজের ঘরেই চলে গেলো অবশেষে।

সে জানে বিছানায় গেলেও লাভ হবে না, তার চোখে এখন ঘুম নেই। রকিং চেয়ারের পাশে কফি টেবিলের উপর হুইস্কির বোতল, গ্লাস আর ছোলার প্লেটটা পড়ে আছে। নীচে নামার আগে আয়েশ করে পান করছিলো। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চেয়ারটায় বসে দোল খেতে শুরু করলো আবার।

আজ বাদে কাল মন্ত্রী হয়ে যেতে পারে অথচ তার চোখে ঘুম নেই। বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটে গেছে, কেউ চোরের মতো তার বাড়িতে ঢুকেছে। কী উদ্দেশ্যে সেটা এখন তার কাছে অনেকটাই পরিস্কার।

গ্লাসের দিকে তাকালো। অর্ধেক গ্লাস ভরা। সেটুকু পান করে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো সে। ধীরপায়ে হেটে আবারো চলে এলো আমরিনের ঘরের সামনে। ডোর লকটায় হাত রেখে আস্তে করে মোচড় দিলো।

নীলচে ডিমলাইটের আলোয় তার স্ত্রী ঘুমাচ্ছে। পকেট থেকে উদ্ধার করা সেলফোনটটা বের করে একটা নাম্বারে কল দিলো।

কোনো রিং হলো না।

হালকা আলোয় ভুরু কুচকে তাকালো আহকাম উল্লাহ। তাহলে কি তার সন্দেহটা অমূলক ছিলো? কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলো দরজার সামনে। আমরিন জেগে উঠলো না।

আস্তে করে দরজার বাইরে পা রেখে দরজাটা ভিড়িয়ে দিতে যাবে অমনি দেখতে পেলো ঘুম থেকে জেগে উঠছে তার স্ত্রী!

আহকাম উল্লাহ খোলা দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।

বালিশের নীচ থেকে একটা ফোন বের করে আনলো আমরিন। কলটা রিসিভ করে চাপাকণ্ঠে বললো সে, "আমি না বলেছি আমাকে কখনও ফোন দেবে না। কেন ফোন দিয়েছো? মদ খেয়ে মাতাল হয়েছো, না?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হাতের ফোনটা কানের কাছে নিয়ে এলো আহকাম উল্লাহ।

"কথা বলছো না কেন?"

কানে ফোনটা চেপে ঘরে ঢুকে পড়লো এমপি। ভুত দেখার মতো চমকে উঠলো আমরিন।

"তুমি!"

*

রুডি নিজের ঘরে বাতি নিভিয়ে বসে আছে। তার চোখে ঘুম নেই। মাথা ব্যথা করছে খুব। বুঝতে পারলো হ্যাংওভার হয়ে গেছে। মেজাজটা খারাপ হয়ে গেলো। এই হ্যাংওভার জিনিসটা তার একদম অপছন্দ। মদ খেয়ে পাড় মাতাল হবে, বেহুশ হয়ে পড়ে থাকবে, উঠবে পরদিন খুব বেলা করে–তাহলেই না বোঝা যাবে মদ গিলেছে।

একটু আগে বাথরুমে গিয়ে মাথাটা পানি দিয়ে ধুয়ে এসেছে। এখন একটু ভালো লাগলেও মাথা ব্যথা কমছে না। রাত অনেক হয়েছে, চোখে একফোটাও ঘুম নেই। এখন যদি সে চেষ্টা করে ঘুম একেবারে পালাবে। মেঝের মোটা কার্পেটের উপরে বসে চোখ বন্ধ করে ভাবতে লাগলো।

সায়েম কেন ও বাড়িতে ঢুকলো এ নিয়ে ভেবে কোনো কূলকিণারা করতে পারছে না। ঘটনা খুবই রহস্যজনক। সায়েমকে খুঁজতে তার এক পুলিশ বন্ধু আবার চলে এসেছিলো তার ফ্ল্যাটে। রীতিমতো লক্‌ ভেঙে ফ্ল্যাটে ঢুকেছে! ওই লোকটাই বা কিভাবে জানলো সায়েম তার ফ্ল্যাটে আছে?

কোনো কিছুই বুঝতে পারছে না। কোনো হিসেবই মেলাতে পারছে না। পুলিশের লোকটা কেবল বলেছে, সায়েম ভয়ানক বিপদে পড়ে গেছে।

বিপদ!

মাথাটা ঝাঁকিয়ে এসব চিন্তা বাদ দেবার চেষ্টা করলো। কাল সকালে সায়েমের কাছ থেকেই সব জানা যাবে। এখন খামোখা ব্রেইন স্টর্মিং করে কী লাভ।

উঠে দাঁড়ালো রুডি। মাথার যে অবস্থা একটা ডিসপিরিন না খেলেই নয়। পাশের ঘরে ড্রয়ারে ওষুধটা আছে। ওই ঘরে যাবার সময় ড্রইংরুমের জানালা দিয়ে আহকাম উল্লাহর বাড়ির দিকে তাকালো সে।

আমরিনের ঘরের বাতি জ্বলছে! আমরিন এখনও জেগে আছে?

অনেক সময়ই রাতে ঘুম না এলে, বাড়িতে আহকাম উল্লাহ না থাকলে তারা ফোনে কথা বলে রাতটা পার করে দেয়। কিন্তু এরকম শেষরাতের দিকে

www.BanglaBook.org

আমরিন কেন ঘরের বাতি জ্বালিয়ে রাখবে? তাদের মধ্যে বেশ কয়েক সপ্তাহ ধরে কথাবার্তা বন্ধ। দু'একটা এসএমএস আদান প্রদান হলেও সেগুলো সুখকর ছিলো না, অভিযোগ আর আক্ষেপে ভরপুর ছিলো। তাহলে কি তার চিৎকার-চেঁচামেচি শুনে জেগে উঠেছে?

হতে পারে।

পকেটে হাত ঢোকালো রুডি। *আমার ফোনটা কই?* ঘরের চারপাশে তাকালো। জানালা দিয়ে যে আলো আসে তাতে কিছুই দেখতে পেলো না। যতোটুকু মনে পড়ে ফোনটা তার পকেটেই ছিলো। নাকি অন্য কোথাও রেখেছে?

বিস্মিত রুডি ফোনটা না পেয়ে ডিএসএলআর-এর লেন্সে চোখ রাখলো। লেন্সটা সব সময় আমরিনের জানালার দিকে তাক্ করে রাখা থাকে কিন্তু এখন দেখতে পেলো সেটার 'দৃষ্টি' আহকাম উল্লাহর গ্যারাজের দিকে!

সায়েম? সে নিশ্চিত, এটা ওরই কাজ। *গ্যারাজে কী খুঁজতাছিলো ও?* এই চিন্তাটার পেছনে বেশি সময় ব্যয় না করে লেন্সটা আবারো তাক্ করলো আমরিনের জানালার দিকে।

যে দৃশ্যটা দেখতে পেলো তার জন্যে মোটেও প্রস্তুত ছিলো না রুডি। শক্তিশালী জুমলেন্সের কারণে আমরিনের জানালাটা চলে এসেছে তার থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূরে। সেই খোলা জানালা দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে দৃশ্যটা।

ওর মায়েরে বাপ্! এইটা কেমনে হইলো!

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬২

আমরিনের দিকে আহকাম উল্লাহ যে মোবাইলফোনটা বাড়িয়ে রেখেছে সেটা আর কারোর নয়, রুডির।

হতবিহ্বল আমরিন ফোনের ডিসপ্লেটা কয়েক মুহূর্ত দেখেই অবিশ্বাসে চেয়ে রইলো স্বামীর দিকে। ঘরে এখন বাতি জ্বলছে। সেই আলোতে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে তার সন্তানের বাবার চোখেমুখে অদ্ভুত এক শীতলতা।

বাড়িয়ে দেয়া ফোনটা আমরিন হাতে নিলো না। আহকাম উল্লাহও দীর্ঘ সময় ধরে বাড়িয়ে রেখে অবশেষে ফোনটার ডিসপ্লে নিজের দিকে ফেরালো। ইংরেজি অক্ষরে না, একেবারে বাংলা ফন্টেই কথাগুলো লেখা :

> তুমি আমাদের বাড়িতে ঢুকেছো কেন?
> তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে?
> তুমি কি পাগল হয়ে গেছো?
>
> মাতাল হয়ে চিল্লাফাল্লা করছো কেন?
> সমস্যা কি তোমার?

কিছুক্ষণ আগে পাঠানো মেসেজ দুটো দেখে নির্বাক হয়ে পড়েছে আমরিন। পর পর দুটো মেসেজ পাঠিয়েছিলো সে।

রুডির চিৎকারে তার আধো-জাগরণের ঘুম ভেঙে গেলে জানালার কাছে এসে দেখে ওর ঘরের বাতি জ্বলছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম এসএমএসটা পাঠায়। এপরই জানালার কাছে দাঁড়িয়ে যে দৃশ্যটা দেখতে পায় সেটা তার রক্তকে হিম করে দেয় মুহূর্তে।

তাদের গ্যারাজের ছাদে কালচে একটি অবয়ব হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তার দিকে চলে যাচ্ছে!

রুডি?!

অতো দূর থেকে স্পষ্ট করে বোঝা যায় নি কিন্তু তার মনে হয়েছিলো এটা রুডি ছাড়া আর কেউ হবে না। মাসখানেক আগে তার জন্মদিনের প্রথম প্রহরে এভাবে ঢোকার চেষ্টা করেছিলো, সুবিধা করতে পারে নি। তার স্বামীর ডানহাত হিসেবে পরিচিত ঐ আজমত কিভাবে যেনো টের পেয়ে গেছিলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হুট করে এসে বাগড়া দেয় সে।

কয়েক মুহূর্ত পরই দেখতে পায় অনাহুত অতিথির দিকে অস্ত্র হাতে তেড়ে যাচ্ছে আজমত। জানালা থেকে সরে আসে সে। তার বুক লাফাতে শুরু করে। প্রচণ্ড টেনশনে তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যায়। ঘটনা কি, কিছুই বুঝতে পারে না।

কয়েক মুহূর্ত চলে যাবার পর আবারো জানালা দিয়ে উঁকি মারতেই দেখে বিফল হয়ে আজমত ফিরে আসছে। হাফ ছেড়ে বাঁচে সে। বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। কিছুক্ষণ পর তার মনে হয় রুডিকে একটা এসএমএস করা দরকার, ওটা কি সত্যি সে ছিলো নাকি অন্য কেউ। কিন্তু পর পর দুটো এসএমএস করলেও রুডির কাছ থেকে কোনো জবাব আর পায় নি। একবার ফোন করার কথাও ভেবেছিলো কিন্তু মাতালের সাথে এতো রাতে কথা বলাটা ঠিক হতো না তাই ফোন করে নি। অবশ্য না করার অন্য একটা কারণও ছিলো। তাদের অনেকদিন ধরে কথাবার্তা বন্ধ হয়ে আছে। এ ক'দিনে শুধুমাত্র অল্প কিছু এসএমএস আদান-প্রদান হলেও সেগুলো ঝগড়ার রেশ হিসেবেই করা হয়েছে।

"কথা বলছো না কেন?" গম্ভীর হয়ে স্ত্রীকে বললো আহকাম উল্লাহ।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুখটা অন্যদিকে সরিয়ে আমরিন বললো, "কী বলবো?"

"ঐ শুয়োরটার সাথে তোমার কি সম্পর্ক? কতোদিন ধরে চলছে?"

"বাজে কথা বোলো না। ওর সাথে আমার আবার কিসের সম্পর্ক!"

"বাহ্! দারুণ...এখনও তুমি এটা বলছো?" বিস্মিত আহকাম উল্লাহ।

"শোনো, আমি ওর গানের ভক্ত। এর বেশি কিছু না," আমরিন জোর দিয়ে বললো।

"শুধু গানের ভক্ত? আমার বিশ্বাস হচ্ছে না।"

"বিশ্বাস না হলে আমার কিছু করার নেই।"

ঠিক এখানেই আহকাম উল্লাহ অসহায় হয়ে পড়ে সব সময়। আমরিন যখন উদ্ধত হয়ে ওঠে তখনই তার অক্ষমতাটা তীব্রভাবে ফুটে ওঠে।

জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বললো, "ছেলে বড় হচ্ছে আর তোমার..."

আমরিন চট করে ফিরে তাকালো। "আমি কি করেছি?"

এমপি রাগে কাঁপতে লাগলো।

"আমি এমন কিছু করি নি যে তুমি এ নিয়ে আজেবাজে কথা বলতে পারো!" কথাটা বলেই মুখটা অন্যদিকেই সরিয়ে রাখলো সে।

www.BanglaBook.org

স্ত্রীর এমন আচরণে কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না এমপি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললো, "ঐ শুয়োরেরবাচ্চাটাকে আমি কী করবো বুঝতে পারছো?"

আমরিন এবার স্থিরচোখে তাকালো স্বামীর দিকে, তার মধ্যে কোনো ভয়ডর নেই। সত্যি বলতে, সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এই মানুষটাকে একটুও ভয় পায় না সে। বরং আহকাম উল্লাহই স্ত্রীকে বেশি ঘাটায় না। পারতপক্ষে এড়িয়ে চলে।

"কী আর করবে, গুম করে ফেলবে!" খুব শান্তকণ্ঠে বললো কথাটা, সেইসাথে বাঁকাহাসি।

একটু ভড়কে গেলো আহকাম উল্লাহ। কী করবে, কী বলবে বুঝতে পারলো না। কয়েক মুহূর্ত অবিশ্বস্ত স্ত্রীর দিকে চেয়ে থেকে রাগে কাঁপতে কাঁপতে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৩

রুডি মেঝের কার্পেটের উপর বসে আছে, যারপরনাই হতভম্ব সে। তার মোবাইলফোনটা আহকাম উল্লাহর হাতে!

এসব কী হচ্ছে!

মাথা ভন ভন করতে শুরু করলো আবার। সায়েমকে এই ফ্ল্যাটে নিয়ে আসার পর কী এমন ঘটনা ঘটলো যে এতো কিছু হয়ে গেলো? কোনোটার সাথে কোনোটার মিল খুঁজে পাচ্ছে না। সায়েম তার ফ্ল্যাট থেকে আহকাম উল্লাহর বাড়িতে ঢুকে পড়লো কেন–সে জানে না। সায়েমের পুলিশ বন্ধু এই ফ্ল্যাটে এসে হাজির হলো, তাও আবার লক ভেঙে–কিভাবে? মাথামুণ্ডু কিচ্ছু বুঝতে পারছে না।

এখন দেখছে তার নিজের মোবাইলফোনটা আহকাম উল্লাহর হাতে! আর বদমাশটা সেই ফোন বাড়িয়ে রেখেছে আমরিনের দিকে! ভুতের কাহিনীতেও এতো গোজামিল থাকে না, এরকম বিভ্রান্তি থাকে না। *কেমতে কী হইলো?* নিজেকে সুধালো আবারো।

তারপরই মাথায় অন্য একটি চিন্তা চলে এলো : আহকাম উল্লাহর কাছে মোবাইলফোনটা যেভাবেই গিয়ে থাকুক না কেন, লোকটার পক্ষে তো জানা সম্ভব নয় এটা রুডির ফোন। আমরিনের যে নাম্বারটা ফোনবুকে আছে সেটা ভিন্ন একটি নাম্বার। যতোটুকু জানে, এই নাম্বারটা শুধুমাত্র তার সাথে যোগাযোগ করার জন্যই ব্যবহার করা হয়। তারচেয়েও বড় কথা তার ফোনবুকে আমরিন নামে কোনো কন্ট্যাক্টই নেই!

সুরঞ্জনা!

জীবনানন্দ দাশের কবিতায় অন্যের হাত ধরে চলে যাওয়া সেই নারীর নামে সেভ করেছে আমরিনকে।

তাহলে আহকাম উল্লাহ কীভাবে বুঝতে পারলো ফোনটা রুডির? ঠিক তখনই আরেকটা চিন্তা তার মাথায় চলে এলো। সে কেন এরকম সিদ্ধান্তে আসছে? আজব! ব্যাপারটা অন্য কিছুও হতে পারে।

হামাগুড়ি দিয়ে জানালার কাছে চলে গেলো সে। আস্তে করে মাথাটা উঁচু করে দেখলো আমরিনের ঘরের বাতি আর জ্বালানো নেই তবে জানালার পর্দা সরানো আছে। সাহস করে লেন্সে চোখ রাখলো রুডি। ঘরে ডিমলাইটের আলো জ্বলছে এখন। ভেতরের কোনো কিছু স্পষ্ট চোখে পড়লো না। সম্ভবত

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এখন আর ঘরে আহকাম উল্লাহ নেই। তাদের স্বামী-স্ত্রী যে আলাদা ঘরে শোয় এটা সে জানে।

রুডিকে ভড়কে দিয়ে ঘরের কোণে ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠলো এ সময়।

"ধুত্! শালা!" বিরক্ত হয়ে বলে উঠলো সে। হামাগুড়ি দিয়েই চলে গেলো ফোনটার কাছে।

"হ্যালো?" একেবারে ফিসফিসিয়ে বললো শকিং রক-এর লিডার।

"কী ব্যাপার? তোমার গলা এমন কেন? কি হয়েছে?" ওপাশ থেকে আতঙ্কিত হয়ে বললো সায়েম।

"আরে বন্ধু তুমি!" ঢোক গিললো রুডি। "এইসব কী হইতাছে? কিছুই তো বুঝতাছি না! মাথা তো পুরাই আউলাইয়া গেছে!"

"কী হয়েছে আবার?"

"আমার ফোনটা ঐ শালার আকাইম্যার কাছে কেমনে গেলো?"

ওপাশে থাকা সায়েম মোহাইমেন চুপ মেরে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

"পুরাই ভজঘট লাইগা গেছে!"

"সরি, ফ্রেন্ড," আস্তে করে বললো সায়েম। "আমি আসলে এজন্যেই তোমাকে ফোন দিয়েছি।"

"ঘটনা কি একটু খোলাসা করবা?"

"ইয়ে মানে...তোমার ফোনটা আমিই নিয়েছিলাম..." দ্বিধার সাথে বললো সে।

"সেইটা তো বুঝছি, কিন্তু আকাইম্যার কাছে গেলো কেমনে?"

"বিরাট ঘটনা, পরে তোমাকে সব বলবো, আমি শুধু এটা জাননোর জন্য তোমাকে ফোন দিয়েছি..." কথাটা বলেই সায়েম থেমে গেলো। "আচ্ছা, ফোনটা যে আহকাম উল্লাহর কাছে আছে সেটা তুমি জানলে কিভাবে?" তার কণ্ঠেও বিস্ময়।

"আর কইও না। আমি লেন্স দিয়া দেখি ঐ আকাইম্যা আমার ফোনটা আমরিন্‌রে দেখাইতেছে! বোঝো এইবার!"

"কি!" আৎকে উঠলো সায়েম।

"হ। আমি এইটাই দেখলাম এখন। ঘটনা তো পুরাই প্যাচ লাইগা গেছে। কেমনে কী?"

ওপাশে থাকা সায়েমও জানে কতো বড় প্যাঁচ লেগে গেছে। "রুডি, একটু সাবধানে থাকো। পারলে এক্ষুণি ফ্ল্যাট ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাও।"

"কি কও?" রুডি বেশ অবাক হলো। "এতো রাইতে আমি কই যামু? কেন যামু?"

www.BanglaBook.org

"তুমি বুঝতে পারছো, ওই আহকাম উল্লাহ জেনে গেছে ফোনটা তোমার। তার স্ত্রীর সাথে তোমার রিলেশন্স আছে এটা জানার পর সে কী করতে পারে জানো না?"

"আরে খাড়াও খাড়াও!" সায়েমকে থামিয়ে দিলো রুডি। "ফোনটা যে আমার সেইটা ওই লোক কেমনে বুঝলো?" সায়েম কিছু বলার আগেই আবার বললো সে, "ফোনের গায়ে তো আমার নাম লিখা নাই।"

"আমার মনে হয় আমরিন তোমাকে কল করেছিলো, কিংবা মেসেজ..." একটু চুপ থেকে বললো, "ফোনটা যখন আমার কাছে ছিলো তখন এরকম কিছু মেসেজ এসেছিলো।"

"ও," একটু পরই সে বললো, "কিন্তু আমার ফোনে তো আমরিন্‌রে আমি আমরিন নামে সেভ করি নাই, ফ্রেন্ড।"

"তাহলে?" ওপাশ থেকে সায়েমের বিস্মিত কণ্ঠটা শোনা গেলো আবার।

"সুরঞ্জনা!

"কি?!"

"ওই যে কবিতার সুরঞ্জনা আছে না? ওইটা..." রুডির কণ্ঠে লজ্জার রেশ।

"ও," সায়েম বললো। "তাহলে আহকাম উল্লাহ কেন তার স্ত্রীকে ফোনটা দেখালো?"

"আমিও তো সেইটাই কইতাছি।"

"কী জানি, আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।"

"আরে কও কী? তোমার মাথায় যদি কিছু না ঢোকে তাইলে আমার মাথা তো পুরাই এয়রাপ্রুফ! ওয়াটারপ্রুফ!"

"ঠিক আছে, এটা নিয়ে পরে ভাবা যাবে। এখন আমার কথা মন দিয়ে শোনো..."

"কও?"

"আজকের রাতটা তুমি তোমার ফ্ল্যাটে না থেকে আমার এখানে চলে আসো।"

"কি কও? ঘটনা তাইলে বহুতই খারাপ!" আস্তে করে বললো রুডি।

"বলতে পারো খারাপ এবং জটিলও। তুমি এক্ষুণি চলে আসো। দেরি কোরো না। আমি ঠিকানা বলে দিচ্ছি—"

"আরে খাড়াও! ঘটনা যতো খারাপই হোক, এই রুডি চোরের মতো পালাইয়া যাইবো না।"

"তুমি এটা কী বলছো? আহকাম উল্লাহ কী করতে পারে জানো না?"

www.BanglaBook.org

"কী আর করবো, জানে মাইরা ফালাইবো? গুম করবো?"

"রুডি, পাগলামি কোরো না, প্লিজ। আজমতের কথা ভাবো। সে তোমার কোনো ক্ষতি করতে পারে।"

"ও আমার বালও ছিড়তে পারবো না!"

"এতোটা ছেলেমানুষী কোরো না, প্লিজ। আজ রাতটা ফ্ল্যাটে থেকো না।"

"ফ্রেন্ড, তুমি কি জানো আমার কাছে পিস্তল আছে?" বেশ আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললো রুডি। "আমারেও হিসাবের মইধ্যে রাইখো!"

"পিস্তল?" বিস্ময়ে বলে উঠলো সায়েম। "তুমি কী বলছো?"

নিঃশব্দে হেসে মাথা নেড়ে সায় দিলো রুডি। "আছে, আছে। একেবারে লাইসেন্স করা!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৪

সায়েম ফোনকলটা শেষ করে চেয়ে রইলো মওলার দিকে। পুরো সময়টা বন্ধুর দিকে উৎসুক হয়ে চেয়েছিলো সে।

"কি বললো পাগলটা?"

"ওর কাছে নাকি পিস্তল আছে!"

"কি?" বিস্মিত গোলাম মওলা। "পাগল তো দেখি কঠিন একটা চিজ। শুধু গান করে না *গান*ও রাখে সঙ্গে!"

"তাই তো দেখছি। কতো বুঝালাম, আজ রাতটা অন্তত ফ্ল্যাটে না থাকতে, শুনলোই না। ওর যে খুব একটা ভয়ডর নেই তা জানি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কাণ্ডজ্ঞানও নেই।"

"অবৈধ অস্ত্র নিয়ে ক্ষমতাসীন দলের এমপির হাত থেকে বাঁচবে? হাহ্!" ছটকু মাথা দোলালো। "ঐ অস্ত্রই ওর বারোটা বাজাবে।"

"তুই ভুল করছিস," আস্তে করে বললো সায়েম। "ওর অস্ত্রটা অবৈধ না।"

বন্ধুর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো গুলশান-বনানীর এসি।

"লাইসেন্স করা।"

"ও।" মওলা আর কিছু বললো না।

"আমি রুডিকে বিশাল বিপদের মধ্যে ফেলে দিয়েছি, বন্ধু। খুব খারাপ লাগছে। ছেলেটা আসলে খুবই ভালো।"

"অসংখ্য নারীঘটিত সম্পর্ক, মাতলামি আর বিতর্কিত কর্মকাণ্ডগুলো বাদ দিলে!" টিপ্পনী কাটলো ছটকু।

মাথা দোলালো সায়েম। "না। আসলেই ছেলেটা খুব ভালো। ওর মধ্যে কোনো ঘোরপ্যাচ নেই। যা মনে আসে তাই বলে। মনটাও খুব বিশাল আর নরম। এইযে আমি ওকে এক্সপ্লয়েট করলাম, এতোবড় বিপদে ফেললাম, দামি মোবাইলফোনটা পর্যন্ত বেহাত করলাম ও কিন্তু এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাচ্ছে না।"

"আচ্ছা, ঠিক আছে, বুঝলাম। এখন ঘুমা। ভোর হয়ে যাবে এক্ষুণি।"

সায়েম বন্ধুর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললো, "কিন্তু ১৯৫২ কিভাবে ওখান থেকে উদ্ধার করা যায় সেটা তো বললি না?"

গোলাম মওলা বুঝতে পারলো কথাটা না বললে তার বন্ধু ঘুমাবে না। অগত্যা বলতেই হলো।

www.BanglaBook.org

"এটা নিশুর আইডিয়া," আস্তে করে বললো সে। "আজ রাতে ওকে আমি সব খুলে বলার পর বুদ্ধিটা দেয়। ভেবেছিলাম কাল সকালে তোকে এটা বলবো কিন্তু এখন তো বলে লাভ নেই। সব গুবলেট হয়ে গেছে।"

"আহ্, বলবি তো আইডিয়াটা কি?"

"আদনান সুফির পরিবার," একটু থেমে আবার বললো মণ্ডলা, "ওরা অনেক শক্তিশালী...যদিও এখন সেই পরিবারে পুরুষ বলে কেউ নেই তারপরও কেউ না কেউ তো আছেই—"

"আরে আসল কথাটা বল্," ধৈর্য হারিয়ে বললো সায়েম মোহাইমেন।

"ওদেরকে যদি জানিয়ে দেয়া যেতো আদনানকে খুন করেছে ঐ এমপি, তার বাড়িতেই গাড়িটা আছে, তাহলে ওরা নিশ্চয় বসে থাকতো না। আই মিন ওরাও তো বেশ পাওয়ারফুল, তাই না? আহকাম উল্লাহর মতো একজনের বিরুদ্ধে যাবার ক্ষমতা ওরা রাখে।"

সায়েম চুপ মেরে গেলো। এটা তার মাথায় আসে নি। সত্যি, নিশু ছেলেটার বুদ্ধি বেশ ভালো।

"কি ভাবছিস?" বন্ধুকে তাড়া দিলো মণ্ডলা।

সম্বিত ফিরে পেলো সায়েম। "না, ভাবছি আইডিয়াটা তো ভালোই। এভাবে চিন্তা করে দেখি নি।"

"এখন আর ভেবে কী লাভ।"

"কোনো লাভ নেই?" আশাহত হলো সায়েম।

মাথা দোলালো মণ্ডলা। "গাড়িটা হয়তো এরইমধ্যে সরিয়ে ফেলেছে ওরা।"

চুপ মেরে রইলো সায়েম।

"এসব বাদ দিয়ে এবার ঘুমা। অনেক রাত হয়েছে।"

"১৯৫২ ছাড়া কি কিছু করা যাবে না?"

"আমার তো মনে হয় না কিছু করার আছে।"

সায়েম বুঝতে পারলো তার বাড়াবাড়ির কারণেই এই অবস্থা। একটু রয়েসয়ে এগোলে নিজের জীবনটাও ঝুঁকির মধ্যে পড়তো না, এতো বড় একটি প্রমাণও হাতছাড়া হতো না। ছোট্ট একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৫

সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারে নি আহকাম উল্লাহ্। রাগে-ক্ষোভে ইচ্ছে করছিলো এক্ষুণি ঐ বদমাশটাকে গুলি করে মেরে ফেলতে। কতো বড় আস্পর্ধা! তার স্ত্রীর সাথে...? কতোদিন ধরে চলছে এসব?

আমরিনের এমন কর্মকাণ্ডে ঘেন্না বোধ করলো। স্ত্রীর প্রতি যথাযথ ক্ষোভ দেখাতে পারছে না। এই না-পারার কারণ একেবারেই গূঢ়। যে স্বামী দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখতে অক্ষম সে খুব একটা মাতব্বরি ফলাতে পারে না স্ত্রীর উপর। তাদের দু'জনের দাম্পত্য-জীবন বলে তো এখন আর কিছু অবশিষ্ট নেই। কেমন খাপছাড়া সম্পর্ক। আর এটার শুরু হয়েছে অনেক বছর আগে থেকে, পাপনের জন্মের পর পরই।

তারপরও পেশাদার রাজনীতিক হিসেবে সে সারাদিন ব্যস্ত থাকে রাজনীতি নিয়েই; আমরিনকে একদমই সময় দেয় না। এদিকে ছেলেটা বড় হচ্ছে, তার নিজের একটা জগত হয়েছে, পড়াশোনা আর বন্ধুবান্ধব নিয়ে ব্যস্ত থাকে সব সময়। পাপন যখন ছোটো ছিলো আমরিন তাকে নিয়েই ব্যস্ত থাকতো। ছেলেটা খুব চঞ্চল ছিলো, ওকে দেখাশোনা করতে করতেই দিন পার করে ফেলতো। কিন্তু এখন আমরিন কী নিয়ে ব্যস্ত থাকে?

সত্যি বলতে এ প্রশ্নটা এর আগে কখনও তার মাথায়ও আসে নি। সে এও জানে না তার স্ত্রীর সময় এখন কিভাবে কাটে। অর্থ-বিত্ত, সুযোগ-সুবিধা সবই দিয়েছে কিন্তু এসব নিয়ে আমরিন সুখে আছে কিনা সে-খবর কখনও জানার চেষ্টা করে নি। এখন বুঝতে পারছে আমরিন খুব একা হয়ে পড়েছে। আর এই একাকীত্বই এসব জঞ্জালের মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে ওকে।

তাই বলে প্রতিবেশি এক মদ্যপ আর উশৃঙ্খল গায়কের সাথে সম্পর্ক করবে? এটা সে কোনোভাবেই মেনে নিতে পারলো না।

নিজের ঘরে এসে প্রচুর মদ্যপান করে রাগ-ক্ষোভ নেভানোর চেষ্টা করে, তাতে কিছুটা কাজও হয়। শেষ রাতের দিকে একটু ঘুমঘুম ভাব চলে আসে। বাকি রাতটুকু বিছানায় না গিয়ে ইজি চেয়ারেই কাটিয়ে দেয় সে।

এখন নীচের ড্রইংরুমে বসে আছে। একটু আগে হাত-মুখ ধুয়ে ছেলেকে বলেছে সিসিক্যামের ফুটেজগুলো কালেক্ট করে দিতে। তার টিনএজার ছেলে কম্পিউটার, ভিডিও গেম্‌স আর সেলফোনের পোকা। সারাদিন এসব নিয়েই পড়ে থাকে। অবশ্য আজকালকার কোন্ টিনএজার এসব থেকে দূরে আছে?

www.BanglaBook.org

তার সামনে এক কাপ চা ধোঁয়া তুলছে। পাশেই রাখা আছে আজকের তিন-চারটি দৈনিক পত্রিকা।

কাজের লোকটা চা আর পত্রিকা দিয়ে গেছে সে নীচে নামার আগেই। নাস্তা করার আগে এক কাপ চা তার চাই-ই চাই, সেই সাথে পত্রিকায় চোখ বোলানো।

কাপটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলেও পত্রিকা পড়ার দিকে আগ্রহ দেখালো না। ড্রইংরুমের বিশাল বড় বড় ফ্রেঞ্চ জানালা দিয়ে সবুজ লনটা দেখতে লাগলো। একটা কাজের ছেলে পাইপ দিয়ে পানি দিচ্ছে ঘাসে। তার লনটা নিয়মিত পরিচর্যা করা হয়। পানি দেয়া, লনমোয়ার দিয়ে ঘাস ছাটা, মরা ঘাসের জায়গায় নতুন ঘাস লাগানো, সবই করা হয় নিয়মিত। ফুলের বাগানের চেয়ে সবুজ ঘাসের লন তার বেশি ভালো লাগে।

আহকাম উল্লাহ্ মনে মনে হাসলো। বাড়ির সামনে বিশাল লন রাখার কারণ নিছক ভালো লাগা নয়, এটা পুরোপুরিই রাজনৈতিক। নির্বাচনের সময়, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রয়োজনে বাড়িতে মাঝেমধ্যেই সামিয়ানা টাঙিয়ে প্রচুর লোকজনের বসার ব্যবস্থা করতে হয়। শৌখিন লোকজনের বাড়ি আর রাজনীতিকের বাড়ি এক চরিত্রের হয় না। হওয়া সম্ভবও নয়।

সিঁড়ি দিয়ে কারো নামার শব্দে ফিরে তাকালো আহকাম উল্লাহ। আমরিন আসছে। সঙ্গে সঙ্গে তিক্ততায় বিকৃত হয়ে গেলো মুখটা। চায়ের মজাটাই নষ্ট হয়ে গেলো তার। ইচ্ছে করেই জানালা দিয়ে লন দেখতে লাগলো আবার।

"তোমার সাথে আমার একটা কথা বলার দরকার ছিলো।"

আহকাম উল্লাহ ফিরে তাকালো। তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে আমরিন। ওর মধ্যে কোনো অপরাধবোধ দেখতে পেলো না বলে অবাক হলো।

"কি কথা?" কাটাকাটাভাবে বললো আহকাম উল্লাহ।

"ওটা রুডি ছিলো না।"

স্ত্রীর মুখে রুডি নামটা শুনে গায়ে ফসকা পড়ে গেলো তার। নিঃশ্বাস দ্রুত হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

"ওর ঘরে চোর ঢুকেছিলো। মোবাইলটা চুরি করে পালানোর সময় ও চোরচোর বলে চিৎকার দেয়। চোরটা তখন ওর ফ্ল্যাট থেকে পালিয়ে কিভাবে যেনো আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে।" একনাগারে কথাগুলো বলে গেলো আমরিন।

"এতো কিছু তুমি জানলে কিভাবে? ঐ ছোকরা তোমাকে বলেছে?"

"হ্যা।"

"আর তুমি ওর কথা বিশ্বাস করে বসে আছো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভুরু কুঁচকে চেয়ে রইলো আমরিন। "আশ্চর্য, বিশ্বাস না করার কী আছে!"

"হাহ্," বিরক্তি নিয়ে বললো আহ্কাম উল্লাহ্। "ওই ছোকরা যদি কালরাতে এখানে ঢুকে থাকে তাহলে কি এটা স্বীকার করবে?"

"ও কেন আমাদের বাড়িতে ঢুকতে যাবে?"

"সেটা আমি কি জানি! তুমি জানো ওই ছোকরা এখানে কেন ঢুকবে।" রাগে আহ্কাম উল্লাহ্র হাত কাঁপতে লাগলো আবার। যেনো গতরাতের অপ্রকাশিত রাগ এখন উগলে বের হচ্ছে। চায়ের কাপটা সশব্দে টেবিলের উপর রেখে কিছু বলতে যাবে অমনি দেখতে পেলো পাপন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছে। নীল রঙের থ্রি-কোয়ার্টার আর লাল টকটকে টি-শার্ট পরা। তার হাতে একটি ল্যাপটপ।

আমরিনও পেছন ফিরে ছেলেকে আসতে দেখে চুপচাপ চলে গেলো।

বুকের ভেতর থেকে নিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো আহ্কাম উল্লাহ্র।

চুপচাপ বাবার সামনে এসে বসলো পাপন। ছেলেটার দিকে তাকালো। চোখের নীচে কালি পড়ে গেছে। আগের চয়ে একটু রোগাও হয়ে গেছে, আমরিন যে ছেলেটার কোনো খোঁজই রাখে না সেটা পরিষ্কার। সে জানে পাপন সারারাত নেট ব্রাউজ করে সময় পার করে। আজকালকার ছেলেপেলেদের এ থেকে বিরত রাখার কোনো উপায়ই নেই। সে থাকে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। আমরিন যে ছেলেটার দিকে খুব বেশি খেয়াল রাখে না সেটা তার অজানা নয়। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেলো তার ভেতর থেকে।

"বাবা, এই যে।"

সম্বিত ফিরে তাকালো আহ্কাম উল্লাহ্।

ল্যাপটপটা দেখিয়ে বললো পাপন, "এখানে সিসিক্যামের ফুটেজ আপলোড করেছি।"

"আমাকে দেখাও," আস্তে করে বললো ছেলেকে।

পাপন ড্রইংরুমের এককোণে রাখা একটি মোড়া নিয়ে এসে ল্যাপটপটা সেটার উপর রাখলো। "আচ্ছা, তুমি কি কালরাতের ঐ চোরের ছবি দেখতে চাইছো?"

"হুম।"

"দেখে কী লাভ হবে?"

"বাহ্, সিসিক্যাম তাহলে কেন রেখেছি?"

"চোরের ছবি দেখে কী লাভ, চোর ধরার ব্যবস্থা করো, বুঝলে?"

ছেলের দিকে হাসিমুখে তাকালো এমপি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তোমার আসলে বাড়িতে কুকুর রাখা উচিত," ল্যাপটপের প্যাডে আঙুল চালাতে চালাতে বললো সে।

"তুমি তো জানো আমি কুকুর পছন্দ করি না," চায়ের কাপটা রেখে বললো আহকাম উল্লাহ।

"হুম, জানি," বাবার দিকে চেয়ে নির্দোষ হাসি দিলো সে। "তোমাকে নাকি ছোটোকালে কুকুরে কামড় দিয়েছিলো...তারপর থেকে তুমি কুকুর ভয় পাও...বড়ফুপু আমাকে বলেছে।"

মুচকি হাসলো এমপি। "ভয় পাই না। আমি কুকুর অপছন্দ করি।"

"সেম থিং। আমি ম্যাথ লাইক করি না তাই ভয় পাই।"

নিঃশব্দ হাসলো পাপনের বাবা। তার ছেলেটা দিন দিন স্মার্ট হয়ে উঠছে। আত্মীয়স্বজন থেকে শুরু করে বন্ধুবান্ধব, পরিচিত যারাই দেখে তারাই বলে বয়সের তুলনায় পাপনের পরিপক্কতা অনেক বেশি। এ বয়সেই সাঁতারকাটা, গাড়ি চালানো সব শিখে ফেলেছে। ক'দিন পর তার ছেলে এ-লেভেল দেবে, অথচ মনে হয় এই সেদিন জন্মালো। কিভাবে যে বছরগুলো চলে যাচ্ছে টেরই পাচ্ছে না।

"আমাদের সিসিক্যামটা ভালো না। রিয়েলটাইমে সব রেকর্ড করে। টাইম ল্যাপ্স করলে ভালো হতো।"

আহকাম উল্লাহ এসব টেকনিক্যাল টার্মের অর্থ বুঝলো না। চুপচাপ শুনে গেলো ছেলের কথা।

"এতো ঘণ্টার ফুটেজ দেখতে অনেক টাইম লাগবে।" পাপন বাবার দিকে তাকালো।

"তুমি সন্ধ্যা থেকে দেখাও।"

"সন্ধ্যা থেকে কেন? চোর তো এসেছিলো রাতে?" পাপনের ঠোঁটে রহস্যময় হাসি। "তুমি কি কাউকে সাসপেক্ট করছো, বাবা?"

ছেলের দিকে তাকালো আহকাম উল্লাহ। "হুম।"

"আমি জানি," সবজান্তার মতো করে বললো সে।

"কি জানো?"

"কাল এক সাংবাদিক ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলো তোমার। ঐ লোকটা সন্ধ্যার দিকে আবারও বাড়িতে এসেছিলো। তার সাথে আমার দেখা হয়েছে। সে নাকি নোটবুক ফেলে গেছিলো আমাদের গ্যারাজে।"

একটু অবাক হলো এমপি। "তোমার সাথে দেখা হয়েছিলো?"

"হুম।"

"বলেছে নোটবুক ফেলে গেছিলো?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মাথা নেড়ে সায় দিলো পাপন।

"আজমত তো বললো মোবাইলফোনের কথা?"

"না, না। নোটবুক। সে নিজে বলেছে আমাকে। আমি বাইরে যাবার জন্যে বের হচ্ছিলাম, দেখি সে গ্যারাজের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাকে বললাম কে সে, এখানে কি চাই...তখনই বললো তোমার ইন্টারভিউ নিতে এসেছিলো, ভুল করে নোটবুকটা গ্যারাজে ফেলে গেছে।"

"তারপর?"

"তারপর আবার কি, গ্যারাজের দরজা তালা মারা ছিলো, তুমি আর আজমত আঙ্কেল ছিলে বাইরে তাই গ্যারাজ খুলে সার্চ করতে পারে নি। আমি অবশ্য উনার কাছ থেকে ফোন নাম্বারটা রেখে দিয়েছি...বলেছিলাম নোটবুকটা গ্যারাজে পাওয়া গেলে তাকে জানানো হবে।"

"এরপর ঐ সাংবাদিক কি করলো?"

"কী আবার করবে, চলে গেলো।"

ছেলের দিকে চেয়ে রইলো আহকাম উল্লাহ। তার ধারণাই ঠিক। সায়েম মোহাইমেন সন্দেহভাজন নয়। ঐ চোরটা পাশের বাড়ির ফালতু গায়কই হবে। আস্ত একটা হারামজাদা। কিন্তু খটকা একটা রয়েই গেলো। যদি নোটবুক ফেলে যায় গ্যারাজে তাহলে মোবাইলফোন পাওয়া গেলো কেন?

"কষ্ট করে তোমাকে সময় নষ্ট করতে হবে না, বাবা।"

পাপনের কথায় সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো আহকাম উল্লাহ।

মিটিমিটি হেসে বললো সে, "আমি জানি চোরটা কে ছিলো।"

চমকে উঠলো এমপি। "তুমি জানো মানে? তুমি কি কালরাতে ওকে চুরি করতে দেখেছো?"

ল্যাপটপটা বাবার দিকে ঘুরিয়ে দিলো পাপন।

পর্দায় দেখা যাচ্ছে গ্যারাজের ছাদের উপর একটি আবছায়া অবয়বের ছবি। ছাদের উপরে যথেষ্ট আলো থাকলেও মানুষটাকে স্পষ্ট না দেখার কারণ বেশ দূর থেকে রেকর্ড করা হয়েছে।

সোজা হয়ে বসলো আহকাম উল্লাহ। সে নিশ্চিত, পাশের অ্যাপার্টমেন্টের বেলকনি দিয়েই তার গ্যারাজে নেমেছে। এটা অবশ্যই ঐ ছোকরা!

ছেলের দিকে তাকালো সে। সোফায় বসে আপন মনে সেলফোন নিয়ে কী যেনো করছে, ল্যাপটপের দিকে তার মনোযোগ নেই। আহকাম উল্লাহ বুঝতে পারলো পাপন গেম খেলছে।

আবারো ল্যাপটপের মনিটরে নজর দিলো এমপি। "ছবি তো স্পষ্ট নয়?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ব্লো-আপ করো," মোবাইলফোনের ডিসপ্লের দিকে চেয়ে বললো পাপন। "তাহলেই চিনতে পারবে।"

বাবার দিকে তাকালো এবার। আহকাম উল্লাহ্ যে কম্পিউটার চালাতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করে না, এসব জিনিস ভালোমতো চালাতে পারে না সেটা সে জানে।

"তুমি এসব কিছুই চালাতে পারো না। একটু শিখে নিলে কী হয়?" বলেই ল্যাপটপের কি-প্যাডে আঙুল রেখে ছবিটা বড় করে দিলো। "এবার দেখো...চিনতে পারো কিনা।"

আহকাম উল্লাহ বিস্মিত হয়ে দেখতে পেলো ছবিটা আর কারোর নয় মহাকাল-এর সাংবাদিকের। তার চোখ ল্যাপটপের পর্দা থেকে সরছে না।

"লোকটা কি আসলেই জার্নালিস্ট, বাবা?"

ছেলের দিকে তাকালো আহকাম উল্লাহ। "হুম।"

"তাহলে আমাদের বাড়িতে চুরি করতে এসেছিলো কেন?"

চুপ মেরে রইলো এমপি। এই প্রশ্নের জবাব আপাতত তার কাছে নেই। "জানি না।"

পাপন আর কিছু বললো না, মোবাইলফোন নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়লো আবার।

আহকাম উল্লাহর চোখ ল্যাপটপের মনিটরের দিকে। *এই সাংবাদিক আমার বাড়িতে কী করতে এসেছিলো? কেন এসেছিলো?*

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৬

ভোরের দিকে ঘুমালেও সকাল আটটা বাজার পর পরই উঠে গেলো গোলাম মওলা। স্বল্প ঘুমের কারণে চোখ জ্বালাপোড়া করছে, ক্লান্তিও লাগছে। বিছানা ছেড়ে কোনোভাবেই উঠতে ইচ্ছে করছিলো না কিন্তু উপায় নেই। সায়েম এখনও বেঘোরে ঘুমাচ্ছে। বন্ধুকে ঘুম থেকে না তুলেই ঝটপট দাঁত ব্রাশ করে হাত-মুখ ধুয়ে পুলিশের ইউনিফর্ম পরে রেডি হতে শুরু করলো।

"সায়েম?" কোমরে বেল্ট লাগাতে লাগাতে ডাকলো সে। "সায়েম?"

আড়মোরা ভেঙে কোনোমতে চোখ খুলে তাকালো মহাকাল-এর রিপোর্টার।

"আমি অফিসে যাচ্ছি। তুই থাক। চাবি রেখে গেলাম। ঘুম থেকে উঠে চলে আসিস আমার অফিসে, একসাথে নাস্তা করবো।"

"ক'টা বাজে?" ঘুম জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সায়েম।

"আটটা চল্লিশ।" বিছানার একপ্রান্তে বসে জুতো পরতে লাগলো এবার।

সায়েম উঠে বসলো। "তুই এখনই বের হবি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা।

"আমিও যাবো। একটু ওয়েট কর," বলেই বিছানা থেকে উঠে বাথরুমে চলে গেলো।

কিছু না বলে জুতোর ফিতে লাগিয়ে গেলো মওলা।

কোনো রকম হাত-মুখ ধুয়ে পাঁচ মিনিট পরই ফিরে এলো সায়েম। "আমি বাসায় চলে যাই। গোসল করে শেভ করতে হবে, তারপর অফিসে যাবো।"

"তুই যখন উঠেই গেলি এক কাজ করি তাহলে..."

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে তাকালো সায়েম।

"...নাস্তাটা এখানেই করে যাই।"

"না। দরকার নেই। বাড়িতে গিয়েই করবো।"

"বেশি সময় লাগবে না। আমার ড্রাইভার চলে এসেছে। ওকে দিয়ে নাস্তা আনানোর ব্যবস্থা করছি।"

একটু ভেবে মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। "চাও আনতে দিস। মাথাটা কেমন জানি ভারি হয়ে আছে।"

"ওকে।" গোলাম মওলা ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

হাত দিয়ে মাথার চুল আর জামা-কাপড় ঠিক করে নিলো সায়েম।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভোরের দিকে ঘুমাতে গেলেও ফজরের আজানের আগে ঘুম আসে নি। মাত্র তিন ঘণ্টার মতো ঘুমিয়েছে। শরীরটা বেশ ক্লান্ত। ঘটনাবহুল গতরাতের কথা মনে পড়ে গেলো তার। আহ্! একটা রাতই ছিলো! সম্ভবত নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে। এই নতুন জীবনে চেষ্টা করবে যতো কম ভুল করা যায়।

বিছানার পাশে বেডসাইড টেবিলের উপরে তার দুটো মোবাইলফোন পড়ে আছে। একটা হাতে তুলে নিলো। এটা চালু আছে। ঘুমানোর আগে আর অফ করে নি। নিম্মির নাম্বারে ছোট্ট একটা এসএমএস করলো :

সরি!

"নিম্মিকে ফোন করেছিস?" গোলাম মওলা ঘরে ঢুকে বললো।

একটু ইতস্তত করলো সে। "একটা এসএমএস দিলাম। দেখি ঠাণ্ডা হয়েছে কিনা।"

মুচকি হাসলো মওলা। "আজকালকার যুগে রেগুলার ডেটিং না হলে প্রেম ঠিক থাকে না। তোরা তো আবার দু'জন দুই মুল্লুকে থাকিস।"

বন্ধুর দিকে স্থিরচোখে চেয়ে বললো সে, "তুই তো বলতে গেলে রোজই ডেটিং করছিস, তোর প্রেম ঠিক আছে?"

মওলা কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে গেলো। কথাটা হজম করতে বেগ পেলো সে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, "আ-আমাদেরটা ঠিক প্রেম না..."

"হুম, প্রেম না। ভাই-বোনের সম্পর্ক। শালার হিপোক্রেট!"

"আমি সেটা বলি নি," বেশ শান্তকণ্ঠেই বললো গোলাম মওলা। "মানে তুই তো জানিস, তাহিতির একটা প্রবলেম আছে...ও মনে করে আমি অপরাধবোধ থেকে ওকে বিয়ে করতে চাই। এভাবে আমি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাইছি আর কি।"

"মেয়েটা জানে না ওকে বিয়ে করতে না পারলে তুই শালা সারাজীবন না-ঘরকা না-ঘাটকা হয়ে থাকবি।"

চুপ মেরে রইলো মওলা।

"তোদের এই ডেডলকটা কবে যে সমাধান হবে কে জানে। রি-ইউনিয়ন তো হলো, আশার কোনো আলো দেখতে পাচ্ছিস?"

ছটকু চেয়ে রইলো তার বন্ধুর দিকে। সত্যি বলতে তাহিতির সাথে পুণর্মিলনী হবার পর এসব নিয়ে আর ভাবে নি। তাহিতির সঙ্গ পাচ্ছে, তার সাথে নিয়মিত দেখা হচ্ছে, আর কী চাই?

"শোন, এভাবে হবে না। তোকে আরেকটু সাহসী হতে হবে।"

"কী রকম?"

www.BanglaBook.org

"মানে এই যে অতিভদ্র মার্কা একটা ভাব আছে না তোর...এটা বাদ দিতে হবে। একটু জোর খাটাতে হবে।"

"আমি তাহিতির উপর জোর খাটাবো?" অবাক হয়ে বললো ছটকু। এটা সে ভাবতেও পারে না।

"হুম," জোর দিয়ে বললো সায়েম। "মানে তুই যে ওর জন্যে ডেসপারেট ...ওর প্রতি তোর যে একটা অধিকার জন্মেছে এটা বুঝিয়ে দিতে হবে।"

"আমার আবার কী অধিকার জন্মালো, আজব!"

"শালা, এতোগুলো বছর যে ওর পেছনে ঘুরঘুর করে পার করে দিলি তাতে অধিকার জন্মাবে না তো ঘাস জন্মাবে?"

"ধুর," বন্ধুর প্রস্তাবটা বাতিল করে দিলো সে। "তাহিতি কেমন মেয়ে তুই জানিস না। ওর সাথে এসব জোর-টোর করা সম্ভব নয়।"

"একবার করেই দেখ না...এভাবে ঝুলে না থেকে একটা এসপার ওসপার না হয়-" অমনি সায়েমের ফোনটা বিপ্‌ করে উঠলে চুপ মেরে গেলো সে। একটা ইনকামিং মেসেজ। অবশ্যই নিম্মি। মেসেজটা ওপেন করে দেখলো :

আমি এই রিলেশান্সটা রাখতে চাই না। ইটস পেইনফুল। নেভার ট্রাই টু কন্ট্যাক্ট উইথ মি। বাই।

মাথা দোলালো সায়েম মোহাইমেন। নিম্মি এটা মিন করে লিখেছে কিনা বুঝতে পারলো না, তবে এর আগে যতো রাগ করেই থাকুক এরকম কোনো কথা সে লেখে নি। তার মনের একটা অংশ বলছে এটা ব্রেকআপ। চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে।

"কিরে, কি হয়েছে?" জানতে চাইলো গোলাম মওলা।

"ভাঙনের শব্দ শুনছি!"

"মানে?"

বন্ধুর দিকে স্থিরচোখে তাকালো। "বাদ দে। সব ঠিক হয়ে যাবে। ইটস নিড টাইম।"

"তুই ফোন দে...এক্ষুণি কথা বল ওর সাথে।"

মাথা দোলালো সায়েম। "এখন দিলে হিতে বিপরীত হবে। তারচেয়ে বরং পরেই দেই।"

"কি জানি। যা ভালো মনে করিস..."

সায়েম মোহাইমেন উদাস হয়ে চেয়ে রইলো। তার দৃষ্টি ফাঁকা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৭

সারারাত লাইসেন্স করা পিস্তলটা সঙ্গে নিয়ে ঝিমিয়েছে রুডি, এখন সকাল ন'টাও বাজে নি অথচ ঘুম বাদ দিয়ে গোসল করে জামা পাল্টে বাইরে যাচ্ছে সে। ছোটোখাটো একটা শোল্ডারব্যাগও গুছিয়ে নিয়েছে। এভাবে নিজের ফ্ল্যাট ছেড়ে চলে যেতে খুব খারাপ লাগছে যদিও, মনে হচ্ছে ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালানো কোনো সিংহ।

কিন্তু আমরিনকে সে কথা দিয়েছে, আর সে-কারণেই এই *এক্সোডাস*। না, 'এক্সোডাস' শব্দটার প্রতি ভীষণ অন্যায় করে ফেললো। মহামতি মূসা পরাক্রমশালী ফেরাউনের মতো শাসকের হাত থেকে নিজেকে এবং স্বজাতিকে রক্ষা করতে কিছুটা সময়ের জন্যে জন্মভূমি ছেড়েছিলো, কিন্তু সে নিজের ফ্ল্যাট ছাড়ছে আহকাম উল্লাহর মতো জঘন্য এক লোকের ভয়ে!

এইটা হইলো আপদকালীন স্ট্র্যাটেজি, মনে মনে বললো রুডি। *এইটারে এক্সোডাস বইলা গ্লোরিফাই করন ঠিক না, মাম্মা!*

সকাল সাড়ে আটটার দিকে তার ল্যান্ডফোনে আমরিন ফোন করেছিলো। তার সাথে কথা বলে রুডি অবাক হয়ে গেছে। ও নিজেকে নিয়ে মোটেও টেনশন করছে না, ওর যতো টেনশন রুডিকে নিয়ে!

"তোমার ফোন ওর হাতে কিভাবে গেলো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না...ঘটনাটা আমাকে বলবে?" কলটা রিসিভ করতেই রেগেমেগে বলেছিলো আমরিন।

শালার কী একটা ক্যারাব্যারার মইধ্যে পইড়া গেলাম! মনে মনে বলে উঠেছিলো রুডি।

"কাল রাতে আমাদের বাড়িতে কি তুমিই ঢুকেছিলো? সত্যি সত্যি বলবে। খবরদার, আমার কাছে কোনো মিথ্যে বলবে না।"

ধন্দে পড়ে যায় রুডি। সায়েমের কথা বলাটা মোটেও ঠিক হবে না। তখনই চট করে মাথায় একটা আইডিয়া চলে আসে।

"ঘটনা আসলে অন্যরকম, বুঝলা? পুরাই মিস-আন্ডারস্ট্যান্ডিং হইয়া গেছে," আস্তে করে বলে সে।

"পরিষ্কার করে বলো।"

"কাইল রাইতে তো আমি মদ খাইয়া বেহুশ হইয়া পইড়া ছিলাম, ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ করতে খেয়াল ছিলো না, কইথেকা জানি এক চোর আইসা ঢুকে আমার ফ্ল্যাটে, তারপর মোবাইলফোন চুরি কইরা পলাইয়া যায়।"

"তুমি বলতে চাইছো চোর তোমার মোবাইলফোন চুরি করে পালিয়ে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাদের বাসায় ঢুকেছে?" সন্দেহভরা কণ্ঠে বলে আমরিন।

"হুম।" মিথ্যেটা বলতে পেরে আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় রকস্টার। *এইরকম বিপদে মিথ্যা ছাড়া উপায় আছে?* মনে মনে বলে সে। "কেন, তুমি শোনো নাই, আমি চোর-চোর বইলা চিল্লাইছিলাম যে?"

"শুনেছি কিন্তু পরিস্কার করে শুনি নি, মানে তোমার চিৎকারটা আমার কানে গেছিলো, আমি তখন ঘরে শুয়ে ছিলাম।"

"আমার মনে হয় আমার চিল্লাফাল্লার কারণেই চোরটা তোমাগো বাড়িতে গিয়া লুকাইছিলো।"

"কী জানি কি হয়েছিলো। আমার মাথায় কিছুই ঢুকছে না।"

"এইটাই হইছে। বিশ্বাস করো।"

"সমস্যাটা তো ওখনেই," চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলো আমরিন।

"কোন্খানে?" বুঝতে না পেরে বলে রুডি।

"বিশ্বাস! তোমাকে বিশ্বাস করতে আমার খুব কষ্ট হয়।"

রুডি চুপ মেরে থাকে। "এইটা কিন্তু সত্য বলছি।" এছাড়া আর কিছু বলে না সে। একটা মিথ্যে বলার পর বেশি কথা না বলাই ভালো। বেশি বললেই বিপদ। মিথ্যেটা ভেঙে পড়তে পারে, সন্দেহের শিকার হতে পারে।

"ঘটনা যাইহোক, কয়েকটা দিন তুমি আর তোমার ফ্ল্যাটে থেকো না। এটা তোমার ভালোর জন্য বলছি। আমার কথা রাখবে কি রাখবে না সেটা তোমার ইচ্ছে।"

"না, না। তুমি যখন কইতাছো নিশ্চয় ভ্যালিড কোনো পয়েন্ট আছে..."

"আমি জানি আমার কথার কোনো দাম নেই তোমার কাছে। তারপরও বলার দরকার ছিলো বললাম।"

আমরিনের এ-কথা শুনে রুডি একেবারে গলে যায়। "দাম থাকবো না কেন? কী যে কও না, দুয়েকটা দিন ফ্ল্যাটে থাকলাম না...সমস্যা কি?"

"আচ্ছা, রাখি। ভালো থেকো।"

"আমরিন, সত্যি কইতাছো তোমার কিছু হইবো না?" আস্তে করে বলে রুডি।

"আমার কিচ্ছু হবে না। তুমি নিশ্চিন্তে থেকো। ও আমার সাথে কিচ্ছু করবে না।"

"আচ্ছা," আস্তে করে বলে রুডি। আর কোনো কথা খুঁজে পায় না সে।

"আরেকটা কথা, আমার সাথে যোগাযোগ কোরো না। প্লিজ।"

সে কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে লাইনটা বিচ্ছিন্ন করে দেয় আমরিন।

এরপর দ্রুত কিছু জামা-কাপড় একটা ব্যাগে গুছিয়ে নেয় রুডি।

এখন সানগ্লাসটা পরে শোল্ডারব্যাগটা হাতে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৮

আজমত চিন্তায় পড়ে গেছে। তার একটা ভুল যে এতো বড় বিপদ ডেকে আনতে পারে ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি। ভাঙা শামুকে পা কাটার কথা শুনেছে এখন হাঁড়ে হাঁড়ে টের পাচ্ছে। এখানে তারও একটা ভুল ছিলো, আর সেটা নিয়েই তার যতো চিন্তা।

সে নিশ্চিত, ঐ সাংবাদিক কামাল পাশার গুমের ঘটনার পেছনে লেগেছে। সাংবাদিক কেন তাদের অনুপস্থিতিতে মিথ্যে কথা বলে গ্যারাজের ভেতরটা খুঁজে দেখতে চেয়েছিলো, কেন রাতের বেলায় চোরের মতো গ্যারাজে ঢুকেছিলো–সবটাই তার কাছে পরিস্কার। ঐ গাড়িটা ব্যবহার না করলেই পারতো। গাড়িটার কারণেই ফালতু লোকটা চলে এসেছিলো। দু-দফা ধার দিয়ে সে ভেবেছিলো লোকটাকে বাগে আনা গেছে, কিন্তু হারামজাদা যে তৃতীয় দফায় টাকা না পেয়ে আরেক সাংবাদিককে লেলিয়ে দেবে সেটা বুঝতে পারে নি। সাংবাদিক জাতটাই এমন, তলে তলে সবাই এক।

আহকাম উল্লাহকে সব খুলে বলবে?

সিদ্ধান্ত নিতে পারলো না। কাজটা করতে গিয়ে যে ভুল সে করেছে সেটা জানতে পারলে এমপিসাহেব তার উপর খুব চটে যাবে। থাক, কিছু বলার দরকার নেই। এখনও ভুল শোধরানোর সুযোগ আছে–অবশেষে সিদ্ধান্ত নিলো আজমত।

সে এখন বসে আছে দোতলায় আহকাম উল্লাহর ঘরে। একটু আগে তাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে। খুব কম সময়ই তাকে উপরতলায় ডেকে আনা হয়, যখন আনা হয় তখন বুঝতে হবে ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

তার সামনে এমপি সাহেব গম্ভীর হয়ে বসে আছে। একটু আগে ল্যাপটপে সিসিক্যামের ফুটেজ দেখানো হয়েছে তাকে। আজমতের কাছে খুবই পরিচিত দৃশ্য–সে নিজেও ওখানে আছে।

"বাড়িতে কিভাবে ঢুকলো তাহলে?" আস্তে করে বললো আহকাম উল্লাহ। ভিডিও ফুটেজে সায়েমকে শেষপর্যন্ত চেনা গেলেও এটা স্পষ্ট নয় সে কিভাবে বাড়িতে ঢুকছে।

"ঐ বাড়ি দিয়া ঢুকছে," আজমত বললো। "বারান্দা দিয়া আমাগো গ্যারাজের ছাদে নামছে, ভাই।"

ভুরু তুলে তাকালো আহকাম উল্লাহ। "ওই বাড়ি মানে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ঐ যে গায়ক আছে না...ওর ফ্ল্যাট থেইকা..."

একটু ভাবলো এমপি। "তুমি শিওর?"

"হুম। ভিডিও দেইখা তাই মনে হইলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আহকাম উল্লাহ।

"রাস্তা দিয়া দেয়াল বাইয়া উঠতে পারবো না। সে ঐ ফ্ল্যাটের বারান্দা দিয়াই নামছে।"

"ঐ হারামজাদার সাথে তাহলে ওর সম্পর্ক আছে?"

"মনে তো হয়..."

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ক্ষমতাসীন রাজনীতিক। সাংবাদিকদের কোনো বিশ্বাস নেই। তারা নিজের স্বার্থের জন্য যেকারোর সাথে খাতির করে নিতে পারে। হয়তো ঐ বদমাশ গায়কটার সাথে ভাব জমিয়ে এটা করেছে। ঐ গায়ক হারামজাদাও এ কাজে জড়িত থাকতে পারে।

"কিন্তু ছেলেটা এই বাড়িতে কী জন্যে ঢুকছিলো? মানে ও কী চায়? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না," বললো অবশেষে।

একটু ইতস্তত করে বললো আজমত, "আমার মনে হয় পাশার ব্যাপারে লাগছে..."

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো আহকাম উল্লাহ। কামাল পাশার ব্যাপারে লেগেছে? তার কাছে এটা যুক্তিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। ঐ সাংবাদিক যে পত্রিকায় চাকরি করে তারা কখনও এরকম অ্যাসাইনমেন্ট দেবে না। প্রশ্নই ওঠে না। আর সাংবাদিক নিজে থেকে কেন এরকম একটি কাজ করবে? বিরাট বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে এভাবে একজন ক্ষমতাবান এমপির বাড়িতে ঢোকা? না, বিষয়টা পরিস্কার নয়।

"আমি যদি সেটা ধরেও নেই তারপরও কথা থাকে, ও আমার বাড়িতে কেন এভাবে চোরের মতো ঢুকবে? এখানে কী আছে? কী খুঁজছে সে?"

আজমত চুপ মেরে গেলো। ভাবছে এখনও চুপ করে থাকবে কিনা।

"পাশার ঘটনার সাথে এ বাড়ির কী সম্পর্ক?"

আজমত স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো আহকাম উল্লাহর দিকে।

"ওই ছোকরার বাড়ি থেকে এখানে ঢুকেছে, তার মানে ছোকরার সাথে সাংবাদিকের অবশ্যই সম্পর্ক আছে। কী সম্পর্ক আছে সেটা জানার চেষ্টা করো।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো আজমত, "ভাই, একটা কথা বলুম?"

"বলো।"

"সাংবাদিকের একটা ব্যবস্থা কইরা দেই। বেশি বাইড়্যা গেছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আহকাম উল্লাহ। "এসব চিন্তা এখন মাথায়ও আনবে না। আজ বাদে কাল আমি মন্ত্রী হচ্ছি, নতুন কোনো ঝামেলা হলে সমস্যায় পড়ে যাবো, বুঝতে পেরেছো?"

"কিন্তু আপনের মন্ত্রী হওনের আগেই যদি সে বাগড়া দিয়া বসে? একটা ভেজাল লাগায়া দেয়?"

আজমতের দিকে চেয়ে রইলো এমপি। কথাটা হেলাফেলা করার মতো নয়। সাংবাদিকের তৎপরতা দেখে মনে হচ্ছে মন্ত্রী হবার আগেই তার বিরুদ্ধে কিছু একটা করতে চাইছে, নইলে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এমন কাজ কেউ করবে না। তার প্রতিপক্ষ কেউ হয়তো তাকে লেলিয়ে দিয়েছে। রাজনীতিতে এরকম শত্রু থাকা খুবই স্বাভাবিক। তার নিজের দলের ভেতরে অসংখ্য প্রতিপক্ষ আছে, মন্ত্রী হবার দৌড়েও প্রতিদ্বন্দ্বী কম নেই, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুবিধা করতে না পেরে ঐ সাংবাদিককে তার পেছনে লেলিয়ে দিয়ে থাকতে পারে। প্রশাসনকে ব্যবহার করে তার বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়, হয়তো সেজন্যেই পত্রিকার সংবাদিককে বেছে নিয়েছে।

"যার জন্যে আপনে এতো কিছু করতাছেন সব নষ্ট কইরা দিতে পারে, ভাই," সাহস করে বলে ফেললো আজমত।

আহকাম উল্লাহর কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে গেলো।

"পাশার ব্যাপারটা লইয়া কিন্তু সে উল্টাপাল্টা কথা কইতাছিলো তখন।"

আজমতের দিকে তাকালো এমপি। ইন্টারভিউয়ের সময় ঐ সাংবাদিক সত্যি এটা করেছিলো। মাথা নেড়ে সায় দিয়ে বললো সে, "হুম।"

"আপনে চাইলে আমি ওর একটা ব্যবস্থা কইরা ফালাই?"

আহকাম উল্লাহ স্থিরচোখে তাকালো তার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ লোকটির দিকে। "আমাকে আগে জানতে হবে ঐ সাংবাদিক এখানে কেন এসেছিলো, সে আসলে কী খুঁজছে।"

আজমত চুপ মেরে রইলো।

আর কোনো কথা না বলে আস্তে করে উঠে চলে গেলো আহকাম উল্লাহ।

যা ভাবার ভেবে ফেলেছে আজমত, পকেট থেকে ফোনটা বের করে একটা কল করলো সে।

"ওয়ালাইকুম সালাম। জলদি আয়, জরুরি কাম আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৬৯

বাসায় গিয়ে গোসল করে একটু বিশ্রামও নিতে পারলো না সায়েম। সাড়ে এগারোটার দিকে অফিসে চলে আসতে হলো তাকে। চিফরিপোর্টার এমএসএস পাঠিয়ে জরুরি তলব করেছে। সায়েম বুঝতে পারছে ইন্টারভিউটা রেডি করে মেইল করার কথা ছিলো, সেটা করে নি বলেই এই তাগাদা।

অফিসে ঢুকেই সোজা চলে গেলো চিফরিপোর্টারের কাছে। সায়েম তাকে কী বলবে গুছিয়ে নিলো মনে মনে। কালকের ইন্টারভিউটা রেডি করতে না পারার জন্য একটা বানোয়াট অজুহাত তৈরি করে নিলো দ্রুত।

"এমদাদ ভাই, স্লামালেকুম।" চিফরিপোর্টারের কিউবিকলের সামনে দাঁড়িয়ে ভেতরে উঁকি মারলো সায়েম।

একাই আছে আলী এমদাদ। নিজের ডেস্কে বসে কী যেনো দেখছে গভীর মনোযোগ দিয়ে। মুখ তুলে তাকালো। গম্ভীরমুখে বললো, "কি খবর? ইন্টারভিউটা মেইল করো নি কেন?"

সায়েম দাঁড়িয়ে থেকেই বললো, "ভাই, কাল ইন্টারভিউটা নিয়ে বাসায় ফেরার পর এমন মাইগ্রেনের ব্যথা শুরু হলো যে একফোটাও ঘুমাতে পারি নি সারারাত। এমন পেইন...কী আর বলবো।"

আলী এমদাদ চুপ মেরে রইলো, তার নজর এখন হাতের কাগজের দিকে। সায়েম জানে এর অর্থ : তার কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করছে না। কাজে ফাঁকি দিয়ে এরকম অনেক অজুহাতই দিয়ে থাকে অধস্তনরা। চিফরিপোর্টার এ ব্যাপারে বেশ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন।

"ভাই, আপনি কি এজন্যেই আমাকে খুঁজছিলেন?"

"আমি না, কায়সার ভাই। তুমি উনার সাথে দেখা করো।"

"কায়সার ভাই আমাকে খুঁজছিলেন?" অবাক হলো সায়েম।

"হুম।"

"কেন?"

"আমাকে তো কিছু বলে নি, শুধু বললো জরুরি দরকার। জলদি যাও, উনি এখন ফ্রি আছেন।"

"ওকে, ভাই," সায়েম কিউবিকল থেকে বের হয়ে গেলো। আলী এমদাদের কিউবিকলের পাশেই সম্পাদকের রুম। সায়েম ঢুকে পড়লো ভেতরে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মহিম কায়সার গম্ভীর মুখে বসে আছে।

"স্লামালেকুম, ভাই।"

সম্পাদক মুখ তুলে সায়েমকে দেখলো। তার মুখে কোনো হাসি নেই। গম্ভীর আর থমথমে। কাটাকাটাভাবে বললো, "বসো।"

সম্পাদকের ডেস্কের সামনে একটা চেয়ারে বসে পড়লো সে। "ভাই ইন্টারভিউটা রেডি করতে পারি নি...কাল রাতে মাইগ্রেনের ব্যথায় সারারাত ঘুমাতেই পারি নি। আপনি চিন্তা করবেন না আমি আজ বিকেলের মধ্যেই ওটা রেডি করে দেবো।"

"তোমাকে আমি আহকাম উল্লাহর বাড়িতে কী করতে পাঠিয়েছিলাম?" শীতলকণ্ঠে বললো সম্পাদক।

"কেন ভাই, ইন্টারভিউ করতে..."

"তাহলে তুমি এসব কী করেছো?"

সায়েম বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। "বুঝলাম না?"

"তুমি ইন্টারভিউয়ে উনাকে উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করেছো কেন?"

"কই তেমন কিছু তো করি নি," এবার আত্মপক্ষ সমর্থন করে বললো সে। "দু'একটা অ্যাটাকিং প্রশ্ন করেছিলাম...মানে কোয়েশ্চেনেয়ারের বাইরে ছিলো ওগুলো কিন্তু প্রশ্নগুলোর জবাব উনি ভালোমতোই দিয়েছেন। তখন তো বুঝি নি উনি রাগ করেছেন।"

"উনি রাগ না করলে তো বিচার দিতেন না, তাই না?"

সায়েম চুপ মেরে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

"তোমার সমস্যা কি, বলো তো?"

সম্পাদকের এমন প্রশ্ন শুনে কিছুটা অবাক হলো সে। "আ-আমার সমস্যা মানে?" রীতিমতো তোতলাতে লাগলো।

মহিম কায়সার স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো অধস্তনের দিকে। "তুমি কি বিশ্বাস করো কামাল পাশাকে উনিই গুম করেছে?"

হাসি দিলো সায়েম। "আরে না, কী যে বলেন। ব্যাপারটা উনি এতো সিরিয়াসলি নিয়ে নেবেন আমি বুঝতে পারি নি।"

"তুমি কি জানো আজ বাদে কাল উনি মন্ত্রী হয়ে যাচ্ছেন?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। "হুম, শুনেছি।"

"তাহলে এরকম একজনের সাথে কেন বেয়াদপি করতে গেলে?"

কয়েক মুহূর্ত মাথা নীচু করে রইলো মহাকাল-এর রিপোর্টার।

"উনি কোন্ মন্ত্রণালয় পেতে পারেন, জানো?"

মুখ তুলে তাকালো সায়েম। তারপর মাথা দুলিয়ে জানালো সে জানে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"সম্ভবত তথ্যমন্ত্রণালয়।"

ওহ্! মনে মনে বলে উঠলো সে। এরকম জঘন্য একজন তথ্যমন্ত্রী হয়ে তাদের মাথার উপর ছড়ি ঘোরাবে? আশ্চর্য একটা দেশ!

"সরকারী বিজ্ঞাপনের ব্যাপারটা উনিই কন্ট্রোল করবেন, বুঝতে পারছো?"

সায়েম মাথা নেড়ে সায় দিলো। এ দেশের সরকারী বিজ্ঞাপনকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে বেয়াড়া পত্রিকাগুলোকে লাইনে রাখার চেষ্টা করা হয়।

"আপনি চাইলে আমি উনার বাসায় গিয়ে সরি বলে আসবো," আস্তে করে বললো সায়েম।

সম্পাদক তার দিকে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো। "মনে হচ্ছে উনার বাসায় যাবার ব্যাপারে তোমার আলাদা আগ্রহ আছে। ঘটনা কি?"

বুঝতে পারলো না সায়েম। "জি, ভাই?"

"ঘটনাটা কি আমাকে খুলে বলবে?"

ভুরু কুচকে ফেললো সায়েম। "আমি তো আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

মাথা দুলিয়ে বাঁকা হাসি দিলো মহিম কায়সার। "একটা ছবি হাজার গল্প বলে...কথাটা ভুলে যাও নি আশা করি?"

তারপর সায়েমকে বাকরুদ্ধ করে দিয়ে নিজের ডেস্ক কম্পিউটারে একটা ফাইল ওপেন করলো সম্পাদক। মনিটরে ভেসে উঠলো লো-রেজুলেশনের একটি ছবি!

সায়েম পাথরের মতো শক্ত হয়ে গেলো।

"এগুলো কি? এসবের মানে কি?" শান্তকণ্ঠে বললো মহাকাল-এর সম্পাদক। "আমি জানতে চাই, আমার একজন সিনিয়র রিপোর্টার চোরের মতো রাতের অন্ধকারে ক্ষমতাবান এক এমপির বাড়িতে কেন ঢুকবে?"

সায়েম বুঝতে পারলো না কী বলবে। মাথাটা ঝিমঝিম করতে শুরু করলো। আহকাম উল্লাহর বাড়িতে যে সিসিক্যাম আছে সেটা ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি। কিন্তু তার ভাবা উচিত ছিলো। মনে পড়ে গেলো বিশাল ড্রইংরুমে একটা সিসিক্যাম দেখেছিলো। যে লোক নিজের ড্রইংরুমে সিসিক্যাম বসাতে পারে সে নিশ্চয় বাড়ির অন্য জায়গাতেও এসব বসাবে। উত্তেজনার চোটে এই ব্যাপারটা তার মাথায়ই ছিলো না।

"চুপ করে আছো কেন? আমি জানতে চাইছি এরকম একটা কাণ্ড তুমি কেন করলে? আমার মাথায় তো কিছুই ঢুকছে না।"

সায়েম পড়ে গেলো মহাসঙ্কটে। বুঝতে পারছে আদনান সুফির লাপাত্তা হওয়া গাড়ি আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে আছে কথাটা বলা ঠিক হবে না। তার

www.BanglaBook.org

সামনে যে বসে আছে তার সাথে আকাম উল্লাহর বেশ সখ্যতা। এসব বলে পরিস্থিতি ভালো করা অসম্ভব। উল্টো আরো খারাপ হবে। কিন্তু ওই বাড়িতে ঢোকার অকাট্য ছবি চলে এসেছে মহিম কায়সারের হাতে, এখন ব্যাপারটা অস্বীকার করারও কোনো উপায় নেই।

"কথা বলছো না কেন?" রেগেমেগে বললো মহিম কায়সার। সচরাচর যাকে রাগতে দেখা যায় না। "তুমি উনার বাড়িতে এভাবে চোরের মতো কেন ঢুকেছো?" কথাটা আবারো বললো সে। "এর প্রোপার এক্সপ্লানেশন না দিলে তোমার চাকরি থাকবে না কিন্তু!"

মুখ তুলে তাকালো সায়েম মোহাইমেন। সে বুঝতে পারলো সব কিছু ব্যাখ্যা না করলে তার চাকরিটা থাকবে না। কিন্তু সব বলার পর কি থাকবে? *না।* সে একেবারে নিশ্চিত। বুক ভরে নিঃশ্বাস নিয়ে সাহস সঞ্চয় করলো।

"এ মুহূর্তে আমি কিছু বলতে পারবো না...আপনি যদি আমাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে চান তো আমার কিছু বলার নেই।"

"হোয়াট?!" মহিম কায়সার যেনো নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠে যাবে। "তোমার মাথা কি ঠিক আছে? কী বলছো, কার সামনে বলছো বুঝতে পারছো?"

মাথা নীচু করে রাখলো সায়েম।

"কী এমন ঘটনা যে চাকরির পরোয়া করছো না? মাথা-টাথা কি খারাপ হয়ে গেছে?"

সায়েম চুপই থাকলো।

"ঘটনা যা-ই হোক না কেন, তুমি আমাকে বলো। আমি তোমাকে সেভ করবো।"

সায়েম ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো তার সম্পাদকের দিকে। *আমাকে সেভ করবে মানে? কার কাছ থেকে?* "মহাকাল-এর উপরে ঐ এমপির এতো প্রভাব আগে জানতাম না।" কিছুটা শ্লেষের সাথেই বললো অবশেষে।

বাঁকা হাসি হাসলো মহিম কায়সার। "তুমি ভুলে যাচ্ছো, পত্রিকাটার একজন মালিক আছে। আমরা সব ক্ষমতা রাখি না।" কথাটা বলার সময় এক ধরণের অক্ষমতা অভিব্যক্তি ছড়িয়ে পড়লো তার চোখেমুখে। কোনো আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন সম্পাদকই এ কথাটা মুখে বলতে সাচ্ছন্দ্য বোধ করে না। কিন্তু কথাটা নির্মম সত্যি।

এই প্রথম সায়েমের মনে হলো, সত্যিই তো, পত্রিকার মালিকই সর্বেসর্বা। তার সাথে প্রতিদিন দেখা হয় না তাদের, কথা হয় বছরে দু'একবার, তাও নিছক সৌজন্যতাবশত। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে-ই সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। পর্দার

www.BanglaBook.org

আড়াল থেকে সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে। তার কাছে সম্পাদকও একজন কর্মচারী!

সরাসরি সম্পাদকের অধীনে কাজ করে তার মতো সাংবাদিকেরা। তাকেই সব সময় সামনে থেকে দেখে, তার কথাই মাথায় থাকে, সেজন্যে আহকাম উল্লাহর ইন্টারভিউটা যখন তাকে দেয়া হলো তখন ভেবেছিলো এটা সম্পাদক আর চিফরিপোর্টারের সাথে এমপির সম্পর্কের সূত্রেই আয়োজন করা হচ্ছে। এখন তার কাছে ব্যাপারটা পরিস্কার। ক্ষমতাসীন দলের একজন ক্ষমতাবান এমপি, তার সাথে মহাকাল-এর মালিকের সুসম্পর্ক রয়েছে। একজন আরেকজনের স্বার্থ দেখবে এটাই স্বাভাবিক।

ইন্টারভিউটা আসলে মালিকপক্ষের আয়োজনেই করা হয়েছে!

"তুমি বুঝতে পারছো ঘটনা কতো দূর গড়াবে?"

চুপ করেই থাকলো সায়েম।

"আমাকে যদি সব খুলে বলো তাহলে পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখবো। কাউকে বলবো না। এমনকি এমদাদও কিছু জানতে পারবে না।"

সায়েমকে চুপ করে থাকতে দেখে সম্পাদক আবার বললো, "আচ্ছা, তুমি কি অন্য কারোর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে কাজ করছো?"

"আপনি এসব কী বলছেন?" বললো সায়েম। "আপনি ভালো করেই জানেন আমি এরকম না।"

কথাটা সত্যি। সায়েম এরকম ছেলে নয়। নিজের কাজের প্রতি, প্রতিষ্ঠানের প্রতি তার নিষ্ঠা রয়েছে। ক্যারিয়ারিস্ট জার্নালিস্ট বলতে যা বোঝায় সে ওরকম নয় মোটেও। ওকে বলা যেতে পারে প্যাসোনেট জার্নালিস্ট। বেশ কিছু টিভি চ্যানেল ওকে প্রস্তাব দিয়েছিলো কিন্তু ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রতি কোনো আগ্রহ কিংবা টাকার প্রতি খুব একটা মোহ নেই ছেলেটার।

"কী ভাবছো এতো? তুমি কি আজ প্রমিজ করে এসেছো কোনো কথাই বলবে না?"

মহিম কায়সারের দিকে তাকালো সে। "মালিকপক্ষ কি আমাকে বরখাস্ত করার জন্য আপনাকে চাপ দিচ্ছে?"

মাথা দোলালো সম্পাদক। "আমার উপরে কে কী চাপ দিচ্ছে সেটা তোমার জানা দরকার নেই। তুমি শুধু বলো এমপির বাড়িতে কেন গেছিলে। ইউ শুড ট্রাস্ট মি।"

সায়েম স্থিরচোখে চেয়ে রইলো। সে এখনও বুঝতে পারছে না মহিম কায়সারকে বিশ্বাস করা যায় কিনা।

"আমি জানি তুমি যা-ই করেছো তার একটা স্ট্রং রিজন আছে," সম্পাদক

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বলতে লাগলো, "হয়তো এ মুহূর্তে তুমি এটা আমার সাথে শেয়ার করতে চাইছো না কিন্তু পরে এক সময় নিশ্চয় করবে। তোমার প্রতি আমার সে-বিশ্বাস আছে।"

"বললাম তো এখন বলতে পারবো না," আস্তে করে কথাটা আবারো বললো সে। একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত, ঐ আহকাম উল্লাহ সম্পাদকের মাধ্যমে একটা কথাই জানতে চাইছে : সায়েম কেন ওর বাড়িতে ঢুকেছিলো।

"আমি যদি কিছু না বলি তাহলে আমার চাকরি থাকবে না, তাই না?"

সায়েমের দিকে চেয়ে রইলো মহিম কায়সার।

"কিন্তু সমস্যাটা কি জানেন, কায়সার ভাই?"

"কি?"

"কি কারণে আমি ঐ বাড়িতে গেছিলাম সেটা বললেও আমার চাকরি থাকবে না।"

ভুরু কুচকে ফেললো সম্পাদক।

"সুতরাং আমি কিছুই বলবো না।" এবার বেশ দৃঢ়তার সাথে বললো সায়েম মোহাইমেন।

কপালে আঙুল বোলালো সম্পাদক। "তুমি কি ভেবেচিন্তে বলছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। "হয়তো একদিন এটা আপনাকে বলবো...তবে এ মুহূর্তে বলতে পারছি না। সরি।"

"তাহলে কী আর করা," হতাশ হয়ে বললো সম্পাদক। "তবে মনে রাখবে, আমি তোমার জন্য ফাইট করবো...শেষপর্যন্ত কতোটুকু পারবো তা অবশ্য জানি না।"

"থ্যাঙ্কস, কায়সার ভাই," উঠে দাঁড়ালো সায়েম। "আমি আমার রেজিগনেশান লেটারটা দিয়ে যাচ্ছি একটু পর।"

মহিম কায়সার চুপ মেরে রইলো।

"বরখাস্ত হবার চেয়ে নিজে থেকে রেজিগনেশান দেবার সুযোগটা মনে হয় আমি পেতে পারি?"

"আমার মনে হয় না এটা করার দরকার আছে...ওয়েট অ্যান্ড সি।"

সায়েম মোহাইমেন দরজার দিকে পা বাড়ালো। এভাবে মহাকাল-এর সাথে তার দীর্ঘ ছয় বছরের পাট চুকে যাবে ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি। চাকরি হারানোর কোনো কষ্ট তার মধ্যে নেই, কিন্তু আহকাম উল্লাহর মতো এক পিশাচের কারণে হারাচ্ছে বলে মেনে নিতে পারছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭০

বেলা বারোটা বাজার আগেই সায়েম মোহাইমেন মহাকাল থেকে বেরিয়ে এলো। তার সহকর্মীদের কেউ জানে না চাকরি ছাড়ার কথা। কাউকে কিছুই বলে নি। চুপচাপ নিজের ডেস্কে গিয়ে রেজিগনেশান লেটার লিখে মহিম কায়সারের কাছে দিয়ে এসেছে। সে জানে তার চাকরি ছাড়ার কথা শুনে মহাকাল-এ তোলপার শুরু হয়ে যাবে।

অফিসের নীচে এসে বুক ভরে বাতাস নিলো। এখান থেকে কোথায় যাবে ভেবে পেলো না। একটু দূরেই তার গাড়িটা পার্ক করা আছে। একবার ভাবলো সোজা চলে যাবে ছটকুর অফিসে কিন্তু এ সময়টায় গুলশান-বনানীর এসি ভীষণ ব্যস্ত থাকে। হুট করে যাওয়া ঠিক হবে না।

পকেট থেকে ফোনটা বের করে কল করলো বন্ধুকে।

"কিরে, খবর কি?" ওপাশ থেকে বললো গোলাম মওলা।

"খবর ভালো না, দোস্ত।"

"আবার কি হয়েছে?" ছটকুর ব্যাকগ্রাউন্ডে বেশ হৈচৈ।

"তুই কি খুব বিজি?"

"ইয়ে, একটু তো বিজি আছিই...আগে বল কি হয়েছে?"

"তেমন কিছু না, চাকরিটা ছেড়ে দিলাম।"

"হোয়াট!" আৎকে উঠলো গোলাম মওলা।

"হুম। বরখাস্ত হবার আগে আমিই ছেড়ে দিলাম।"

"এসব কী বলছিস?" মওলা বিস্মিত। "কিভাবে কি হলো?"

"দেখা হলে সব বলবো। এখন বল তুই ফ্রি হবি কখন।"

"লাঞ্চের সময়।"

"ওকে...দেখা হচ্ছে তখন।"

"ঘটনা কি বলবি তো? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।"

"বললাম তো দেখা হলে সব বলবো। শুধু জেনে রাখ, এটা ঐ আহকাম উল্লাহর কাজ।"

"কি বলছিস! ওই লোক কিভাবে এটা করলো, মানে সে কিভাবে জানলো সব কিছু?"

"ওই বাড়িতে সিসিক্যাম আছে।"

"ওহ্ শিট!"

"দেখা হলে কথা হবে, ওকে?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফোনটা রেখে গাড়ির দিকে পা বাড়াবে অমনি রিং বাজতে শুরু করলো আবার। কলটা রিসিভ করতে গিয়ে দেখলো একটা অপরিচিত নাম্বার।

"হ্যালো?"

"আরে ফ্রেন্ড, তুমি কই এখন?" ওপাশ থেকে বলে উঠলো রুডি।

"অফিস থেকে বের হচ্ছি," বললো সায়েম।

"তোমার সাথে আমার জরুরি দেখা করন দরকার। কি সব ঘটনা ঘইটা গেলো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতাছি না। আমি নিশ্চয়ই সব কিছু জানাটা ডিজার্ভ করি?"

সায়েম মাথা নেড়ে সায় দিলো। "অবশ্যই তুমি এটা ডিজার্ভ করো।"

"তাইলে আমারে সব খুইলা কও। মাথার মইধ্যে পুরা ক্যারাব্যারা লাইগা গেছে।"

"তুমি এখন কোথায়?"

"তোমার অফিস থেইকা খুব কাছেই।"

একটু ভেবে নিলো সায়েম। "ঠিক আছে। বসুন্ধরার ফুডকোর্টে চলে যাও, আমি আসছি পনেরো মিনিটের মধ্যে।"

"ফুডকোর্টে?"

"হ্যা, কেন? তোমার সমস্যা আছে?"

"সমস্যা মাইনে ওইখানে আমার অনেক ফ্যান থাকতে পারে। ওইটা তো টিনএজারগো আখড়া।"

"ওহ্।" সায়েম বুঝতে পারলো ব্যাপারটা। রুডি বেশ জনপ্রিয়। ওখানে প্রচুর তরুণ-তরুণী আড্ডা দেয়। ওদের মধ্যে কিছু ফ্যান থাকাটাই স্বাভাবিক।

"তাহলে তুমি–"

তার কথা শেষ হবার আগেই বললো রুডি, "নো প্রবলেম। ম্যানেজ করন যাইবো। এই সময় ওইখানে খুব একটা ভীড় থাকে না। তুমি জলদি আসো। উপরে ওঠার পর আমারে ফোন দিও।"

সায়েম কিছু বলার আগেই কলটা কেটে দিলো রুডি। একটু দূরে পার্ক করা নিজের গাড়ির দিকে এগিয়ে গেলো সায়েম।

*

বসুন্ধরা শপিংমলের বিশাল ফয়ারে এসে সুপ্রিন তার মোবাইলফোনটা বের করে একটা কল করলো।

"ভাই..." কলটা রিসিভ হতেই বললো সে। "বসুন্ধরায় ঢুকছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আজ সারাদিন কি করে, কার লগে দেখা করে সব ফলো করবি," ওপাশ থেকে নির্দেশ দিলো আজমত। "সে কি একাই আছে?"

"হ, ভাই।"

"ঠিক আছে, ঠিকঠাক মতো ফলো করিস। হারায়া ফালাইস না।"

"আচ্ছা।"

ওপাশ থেকে লাইন কেটে গেলে সুপন জোরে জোরে হাটা ধরলো। তার টার্গেট ডান দিকের ক্যাপসুল লিফটটার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

মুচকি হাসলো সুপন। এই কাজটা খুবই সহজ কারণ টার্গেট তাকে চেনে না। পত্রিকা অফিস থেকে ফলো করতে তেমন সমস্যাই হয় নি। এরকম কাজ করতেই তার বেশি ভালো লাগে। নিরাপদ, ঝুঁকিহীন কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ঘণ্টার পর ঘণ্টার, দিনের পর দিন, এমনকি মাসের পর মাস ধৈর্য নিয়ে লেগে থাকতে হয় কখনও কখনও। টার্গেট কোথায়, কখন, কি করে জানা গেলে বাকি কাজগুলো পানির মতোই সহজ হয়ে যায়। মাসখানেক আগে এভাবেই ফলো করেছিলো একজনকে। মাত্র কয়েকদিনেই নিশ্চিত হয়ে গেছিলো লোকটা কোথায় কার সাথে কখন দেখা করতে যায়। অবশ্য আরো আগেই একদফা লোকটাকে ফলো করেছিলো সুপন। ঢাকায় এলে কার সাথে দেখা করে, সঙ্গে কে থাকে–সব তথ্য সংগ্রহ করার পর আজমতের জন্য কাজটা একেবারেই সহজ হয়ে যায়। মজার ব্যাপার হলো ঐ টার্গেট গুলশানে এমপির বাড়ির কাছাকাছি এক বাড়িতে এসেছিলো কোনো এক নেতার সাথে দেখা করতে। লোকটা ঐ বাড়ি থেকে বের হয়ে সিএনজি খোঁজার আগেই আজমত তাকে গাড়িতে তুলে নেয়। বেচারার পরিণতি হয়েছিলো ভয়াবহ। এই লোকটারও হয়তো সে-রকমই কিছু হবে, ভাবলো সুপন।

চুপচাপ লিফটের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লো সে। একটু পরই দরজা খুলে গেলে ভেতর সব লোক বের হবার পর তারা দু'জন ঢুকে পড়লো। টার্গেটকে নিয়ে মাত্র চারজন।

চারতলায় এসে একজন নেমে পড়লো, অন্য দু'জন নেমে পড়লো ছয়তলায়। টার্গেট আর সে লিফট থেকে বের হয়ে এলো আটতলার ফুডকোর্টের সামনে।

এবার সুপন একটু বেশি সতর্কতা অবলম্বন করলো। আস্তে করে টার্গেট থেকে দূরত্ব বাড়িয়ে দিলো। মোবাইলফোনটা বের করে কাউকে কল করার অভিনয় করতে শুরু করলো সে।

টার্গেট ফুডকোর্টের এককোণে খালি একটা টেবিলে বসে পড়লো। সুপন চুপচাপ কানে ফোন ধরে এমন একটা জায়গা বেছে নিলো যেখান থেকে ঐ

www.BanglaBook.org

টেবিলটা স্পষ্ট দেখা যায়।

একটা ছেলে এসে মেনু দিয়ে গেলে কটমট চোখে ছেলেটার দিকে তাকালো সুপন। একটু বসারও টাইম দেয় না এরা। এই ফুডকোর্টে সে ভুলেও কিছু খাবে না। যে জিনিসের দাম পঞ্চাশ টাকা এরা নেবে একশ' টাকা। এতোবড় বোকা সে নয়। মেয়ে-ছেলে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে আসলে আলাদা কথা ছিলো। সে এসেছে কাজে। মেনুটা হাতে নিয়ে চোখ বোলাতে লাগলো, যদিও তার চোখ বার বার চলে যাচ্ছে সামনের টেবিলে।

ওই টেবিলে যে বসে আছে সে অবশ্য সুপনের মতো কিপ্টেমি না করে কিছু খাবারের অর্ডার দিয়ে দিলো। প্রায় সাত-আট মিনিট পর খাবার চলে আসার সাথে সাথেই পকেট থেকে ফোনটা বের করে কথা বললো কারো সাথে। একটু পরই এক হুজুর এসে হাজির হলো সেই টেবিলের সামনে।

মাথায় টুপি আর জোব্বা পরা। একটা মুফতি পেচিয়ে রেখেছে গলায়।

লোকটাকে চিনতে পারলো না সুপন। কোনো সমস্যা নেই। তার বস্ হয়তো ঠিকই চিনবে। আস্তে করে আবারো মোবাইলফোনটা বের করে ক্যামেরা অন করে নিলো। যে দূরত্বে টার্গেট আছে তাতে বেশ ভালো ছবিই তোলা যাবে।

মুচকি হাসলো সুপন। জুম করে ক্যামেরা ফোকাস করলো টার্গেট আর তার সাথের লোকটার উপর। হুজুর বিস্মিত হয়ে বার বার কোকের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর টার্গেট এক নাগারে কথা বলে যাচ্ছে, খাবারগুলো ছুঁয়েও দেখছে না সে।

খুব দ্রুত দুটো ছবি তুললো সুপন। দুটো ছবিই তার বস্ আজমতের কাছে এমএমএস করে দিলো সময়ক্ষেপন না করে।

এখন আজমতের কাছ থেকে কি নির্দেশনা আসে সেটাই দেখার বিষয়।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭১

"কও কি, ফ্রেন্ড?"

বিস্ময়ে হতভম্ব হয়ে গেলো শকিং রকের রুডি। মানুষকে শক দিয়ে যে আনন্দ পায় সে নিজেই এখন শক্‌ড। ফ্যানদের ধোঁকা দিতে হুজুরের বেশ ধারণ করেছে। তার এই ছদ্মবেশটা পুরোপুরি সফল। কেউ এসে তার সাথে ছবি তুলতে চাইছে না, কথা বলছে না।

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। "এই হলো ঘটনা।"

যা ঘটেছে তার সবটা জানার জন্য রুডি অস্থির হয়ে উঠেছে। ব্যাপারটা একদম স্বাভাবিক। গত মাসে সায়েমের নতুন গাড়ি কেনার পর আদনান সুফির দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে গতরাতের সব কিছু বলেছে রুডিকে। সব শুনে ছেলেটা যারপরনাই বিস্মিত।

"আকাইম্যা তো দেখি আসলেই আকামের বস্‌!" কোকের গ্লাসটা খালি করে ফেললো সে। "শালায় করছে কী! গাড়িটা আবার গ্যারাজে হান্দাইয়া রাখছে কোন্‌ আক্কেলে? পুরাই অ্যাবসার্ড!"

"এটা আমার মাথায়ও ঢুকছে না। তবে ওকে গাড়িসহ হাতেনাতে ধরা গেলে সব বেরিয়ে আসতো। সেটা তো সম্ভব হচ্ছে না।"

"ওই শালার বাড়িতে ঢুকবো পুলিশ? হাহ্‌! ওরা তো খালি পারে আমাগো মতোন পাবলিকের লগে।"

আবারো মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। "তোমাকে এই বিপদে টেনে আনার জন্যে আমি খুবই দুঃখিত, বন্ধু," আন্তরিকভাবেই বললো সে।

"আরে রাখো তোমার অ্যাপোলজি! বাঁইচা যে গেছো এইটাই বড় কথা। কি একখান কাহিনীরে বাবা! মাথা পুরা আউলাইয়া গেছে। গাড়িটার নম্বারও আজব। ১৯৫২! পুরাই জটিল!"

"হুম।"

"তোমার অবস্থা কি, বলো?"

"আমার আবার কী?" বেপরোয়াভাবে বললো রুডি। "আমারে নিয়া টেনশন কইরো না।"

"কী বলো?" বিস্মিত হলো সায়েম। "ওই বদমাশটা জেনে গেছে না ওর ওয়াইফের সাথে তোমার একটা ইয়ে আছে?"

"আরে ধুর্‌। এইসব নিয়া চিন্তা কইরো না। আমরিন অনেক শক্ত মাইয়া।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমার মনে হয় না এই বিষয়টা নিয়া ওই আকাইম্যা বেশি কিছু করবো।"

"তুমি এতোটা শিওর হলে কেমনে?"

টেবিলের উপর ঝুঁকে একটু সামনে চলে এলো রুডি। "আমি আমরিনরে বলছি মদ খাইয়া টাল ছিলাম...ফ্ল্যাটের দরজা লক্ করতে ভুইলা গেছিলাম। এই সুযোগে একটা চোর আমার মোবাইল চুরি করে...কিন্তু আমি টের পাইয়া চিল্লাফাল্লা করলে ওই শালার চোর বেলকনি দিয়া ওগোর বাড়িতে ঢুইকা যায়।"

সায়েম ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো। সে বুঝতে পারছে না এই বানোয়াট কথাটা কতোটুকু কাজে দেবে। "তোমার আমরিন এটা বিশ্বাস করলো?"

"আবার জিগায়! ও তো বিশ্বাস করছেই আকাইম্যাও বিশ্বাস করছে।"

"আমার মনে হয় না ঐ লোক এটা বিশ্বাস করবে।"

"আরে না কইরা উপায় কী?" জোর দিয়ে বললো রুডি। "সব তো খাপে খাপে মিলাইয়া দিছি, বুঝলা না?"

সায়েম তবুও আশ্বস্ত হতে পারলো না। "আমার মনে হয় কয়েকটা দিন তোমার একটু সাবধানে থাকা দরকার।"

হাত নেড়ে কথাটা উড়িয়ে দিলো রুডি। "তুমি আমারে নিয়া চিন্তা কইরো না। আমার ফ্ল্যাট হইলো সব থেইকা নিরাপদ। আকাইম্যার মতলব যদি খারাপও হয় তাইলে আমারে আমার ফ্ল্যাটে কিছু করবো না। করলে অন্যকোনোখানে করবো। ক্রিমিনাল গো মেথড তোমারে বুঝতে হইবো।" আমরিনকে কথা দিয়েছে কয়েকটা দিন ফ্ল্যাটে থাকবে না, এই ব্যাপারটা ইচ্ছে করেই সায়েমের কাছ থেকে লুকিয়ে গেলো।

"কি জানি, তুমি যেটা ভালো মনে করো..."

"আমার কথা বাদ দাও, তোমার কথা কও। ঐ আকাইম্যা কি বুইঝা গেছে তুমি ঢুকছিলা ওর বাড়িতে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। "হুম।"

"হায় হায়। তাইলে তো সে তোমার ক্ষতি করার চেষ্টা করবো।"

"এরইমধ্যে শুরু করে দিয়েছে," আস্তে করে বললো মহাকাল-এর সাবেক রিপোর্টার।

"মাইনে?" ভুরু কুচকে বলে উঠলো রুডি।

"আজ সকালে আমি চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।"

"কি?!"

"আমি না ছাড়লে ওরাই আমাকে বরখাস্ত করতো।"

"কও কি!" রুডিকে খুব চিন্তিত দেখালো।

www.BanglaBook.org

কয়েক মুহূর্ত চুপ থেকে সায়েম বললো, "তুমি যদি কিছু মনে না করো আমি একটা কথা বলবো?"

"কী কইবা কও না, এতো ফর্মালিটি মারাইতাছো কেন!"

"আমি তোমাকে একটা মোবাইলফোন কিনে দিতে চাই।"

"আরে ধুর!" কথাটা উড়িয়ে দিলো রুডি। "তুমি এহনও সামান্য একটা ফোন লইয়া চিন্তা করতাছো, আজব!" কথাটা বলেই পকেট থেকে একটা দামি সেলফোন বের করলো। "এই যে দেখো...একটা গেছে তো কী হইছে? আমার কাছে ফোন কোনো ব্যাপারই না।"

"এটা আবার কখন কিনলে?"

মুচকি হাসলো সায়েমের কথায়। "এইটা আমার নিজের ফোন। গত বছর কিনছিলাম।"

"তাহলে ওটা?" অবাক হলো সায়েম।

"ওইটা আমি গিফট পাইছিলাম। এক ফ্যান কানাডা থেইকা পাঠাইছিলো।" চোখ টিপে দিলো রুডি। "সো, ফোন-টোন নিয়া খুব বেশি রিগ্রেট ফিল কইরো না। ইজি কাম ইজি গো। বুঝা গেলো কথাটা?"

মুচকি হাসলো সায়েম। রুডির মনটা আসলেই বিরাট। যেখানে মোবাইলফোনের জন্য বন্ধু বন্ধুকে খুন করে, সম্পর্ক ভেঙে যায়, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা বেপরোয়া হয়ে উঠতেও পরোয়া করে না সেখানে দামি একটা ফোন বেহাত হয়ে যাওয়াতে রুডির মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই।

"আচ্ছা, এখন তাইলে কী করবা, ফ্রেন্ড?"

রুডির প্রশ্নটা বুঝতে পারলো না সায়েম। "চাকরির কথা বলছো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো রকস্টার।

"এখনও কিছু ভাবছি না। কয়েকটা দিন যাক তারপর দেখা যাবে।" হাতঘড়ি দেখলো সায়েম। মওলার ওখানে যেতে হবে। সময় হয়ে গেছে। "বন্ধু, আমাকে একটু উঠতে হবে। তুমি কোথায় যাবে?"

মাথা চুলকালো রুডি। "এক ফ্রেন্ডের বাড়িতে যামু।"

"গাড়ি আছে তো তোমার সঙ্গে?"

"হুম।"

"চলো, তাহলে।"

রুডি খাবারের বিল দিয়ে সায়েমকে নিয়ে লিফটের কাছে চলে গেলো। তাদের দু'জনের কোনো ধারণাই নেই একজন দূর থেকে অনুসরণ করছে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭২

একটু আগে এমএমএসটা ওপেন করার পর থেকেই আজমত চুপচাপ নিজের ঘরে বসে আছে, কিন্তু তার ভেতরে তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। বাইরে থেকে দেখলে কেউ বুঝতেই পারবে না কতোটা অস্থির সে।

ঐ সাংবাদিকের সাথে পাশের ফ্ল্যাটের গায়কের আগে থেকেই পরিচয় আছে!

হারামজাদা যতোই হুজুর সাজার চেষ্টা করুক তাকে দেখামাত্রই আজমত চিনতে পেরেছে। এই ব্যাপারটা এমপিকে জানানো দরকার কিন্তু কিভাবে জানাবে বুঝতে পারছে না। এমপিকে সব খুলে বলবে সে উপায়ও নেই। এখন এসব কথা জানলে তার উপর খুব চটে যাবে। এতোদিন কেন কথাটা বলে নি, কেন সে এসব লুকালো সে কৈফিয়ত চাইবে। তার চেয়ে বড় কথা, সব জানার পরও কিছু করতে দেবে না তাকে। মন্ত্রী হবার আগমুহূর্তে কোনো রকম ঝামেলা চাইবে না আহকাম উল্লাহ।

আজমত চিন্তায় পড়ে গেলো। কামাল পাশার কেসটা সহজ ছিলো না। সে একজন এমপি নাহলেও বেশ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠছিলো। তার মতো হোমরাচোমরা একজনের 'কিছু' করাটা সহজ কাজ ছিলো না। তবে আজমত বেশ দক্ষতার সাথে চমৎকারভাবেই কাজটা করেছিলো শুধু ঐ ঘটনাটা বাদে। যদিও ঘটনাটার উপরে তার কোনো হাত ছিলো না। তারচেয়েও বড় কথা লোকটাকে তেমন একটা গুরুত্ব দেয় নি। ভেবেছিলো তাকে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে।

এখন মনে হচ্ছে ঐ ফালতু লোকটা নতুন খেলা শুরু করেছে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মনে হলো আরো কিছু টাকা দিয়ে দিলেই হয়তো ভালো হতো। কিন্তু আজমত জানে, এভাবে টাকা দিয়ে গেলে দিন দিন লোকটা তাকে 'পেয়ে' বসতো।

এ পর্যন্ত দু'দফায় তার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা 'ধার' নিয়েছে। এমনভাবে ধার চেয়েছে যেনো সত্যি সত্যি বিপদে পড়েছে হারামজাদা। কিন্তু আজমত জানে সবটাই চালাকি। এটা হলো সবলের সাথে দুর্বলের ব্ল্যাকমেইল। বিশ হাজার টাকা নেবার পর দীর্ঘ বিরতি দিয়ে ফাজিলটা ক'দিন আগে আবারো একই সুরে 'ধার' চেয়েছিলো। আজমত আর তাকে পাত্তা দেয় নি। বলে দিয়েছে আর কোনো ধার দিতে পারবে না। লোকটাও চাপাচাপি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করে নি। সে ভেবেছিলো ফাড়া কেটে গেছে। এখন বুঝতে পারছে হারামজাদা কি করেছে। যে লোক খুব সহজে বিক্রি হয়ে যায় তাকে বিশ্বাস করা ঠিক হয় নি। এর একটা বিহিত করা দরকার ছিলো। নিজেকে ভর্ৎসনা করলো মনে মনে। তবে এখনও...

সঙ্গে সঙ্গে ফোনটা বেজে উঠলে চিন্তায় ব্যঘাত ঘটলো তার। সুপন আবার ফোন দিয়েছে।

"হুম, কও?"

"ভাই, আপনে তো বলছিলেন সাংবাদিক্‌রে ফলো করতে...কিন্তু এখন তো সেইটা করন যাইবো না!"

"কেন? কি হইছে?" নড়েচড়ে উঠলো আজমত।

"সে গুলশান-বনানীর এসির অফিসে গেছে!" ওপাশ থেকে সুপন উত্তেজিত হয়ে বলে উঠলো। "এখন আমি কি করুম?"

ভুরু কুচকে চিন্তা করতে লাগলো আজমত। পুলিশের কাছে গেছে? *সর্বনাশ!*

"তুমি জলদি আইসা পড়ো। ফলো করন লাগবো না। বুঝছো?"

"আচ্ছা ভাই।"

ফোনটা হাতে নিয়ে চুপচাপ বসে রইলো সে। এসব কী হচ্ছে মাথায় কিছু ঢুকছে না। একজন সাংবাদিক এই বাড়িতে চোরের মতো ঢুকে কিছু একটা খুঁজছিলো। তাকে সহযোগীতা করেছে পাশের বাড়ির এক গায়ক। তারা দু'জন এখন গেছে পুলিশের কাছে!

বিছানা থেকে উঠে দাঁড়ালো আজমত। পায়চারি করতে লাগলো ঘরের মধ্যে। এখনও যদি আহকাম উল্লাহকে সব খুলে না বলে তাহলে কি ভালো হবে? এমপিকে সব জানানো উচিত। নইলে বড় কোনো ঝামেলা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আজমত এবারও কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলো না।

*

"তাহলে এখন কি হবে?"

বন্ধুর প্রশ্নে সায়েমের কপালে ভাঁজ পড়লো। একটু আগে মওলার অফিসে এসে বিস্তারিত বলেছে কিভাবে তার চাকরিটা গেলো।

"আশ্চর্য, আমার আবার কী হবে? এক সপ্তাহের মধ্যে নতুন চাকরি পেয়ে যাবো। এটা কোনো সমস্যাই হবে না।"

মাথা দোলালো ছটকু। "আরে আমি এটা বলছি না। আমি বলছি

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আহকাম উল্লাহর কথা।"

চোখ কুচকে তাকালো সায়েম। "মানে?"

"ঐ খারাপ লোকটা তো এখন জেনে গেলো তুই ওর বাড়িতে ওভাবে ঢুকেছিলি, আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছিস, এখন সে নিশ্চয় হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকবে না?"

"সে আমার কি করবে?"

"তোর বিরুদ্ধে কিছু একটা তো করবেই।"

বন্ধুর কথায় সায়েম মোহাইমেন চিন্তায় পড়ে গেলো। "তোর কি মনে হয়? কি করতে পারে ঐ বদমাশটা?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মওলা। "কি করতে পারে সেটা বুঝতে পারছি না। কিন্তু চাকরি খাওয়ার মতো কিছু করে চুপ মেরে যাবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"তুই খামোখা ভয় পাচ্ছিস," বন্ধুকে অভয় দিলো সে। "ঐ এমপি আর যা-ই করুক আমাকে কামাল পাশার মতো গুম করতে পারবে না। আদনান সুফির মতো খুন করে রাস্তায়ও ফেলে রাখতে পারবে না।"

"কি করে এতোটা নিশ্চিত হলি?"

মওলার দিকে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত, তারপর কাঁধ তুললো। "জানি না। তবে আমার মনে হচ্ছে ওরকম কিছু করবে না।"

মাথা দুলিয়ে দ্বিমত পোষণ করলো গুলশান-বনানীর এসি। "দু'দুটো হাই-প্রোফাইলের খুনকে ধামাচাপা দিতে আরেকটা খুন করা তার জন্য কোনো ব্যাপারই না।"

বন্ধুর দিকে স্থির চোখে চেয়ে রইলো সায়েম। "তাহলে আমাকে কি করতে বলিস?" একটু থেমে আবার বললো, "গা-ঢাকা দেবো? পালাবো?"

চুপ মেরে রইলো গোলাম মওলা।

"একটা জঘন্য লোক...দু-দুটো মানুষকে খুন করেছে, এখন মন্ত্রী হবার স্বপ্নে দিন গুজরান করছে। কামাল পাশারটার ব্যাপারে কোনো প্রমাণ না থাকলেও আমরা দু'জনেই জানি আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের শক্তপ্রমাণ আছে। অথচ সেই লোকের ভয়ে..."

"ভুলে গেছিস, প্রমাণটা হাতছাড়া হয়ে গেছে," গম্ভীরকণ্ঠে বললো মওলা। "ওটা থাকলে না-হয়—"

হাত তুলে বন্ধুকে থামিয়ে দিলো সায়েম। "রাখ! এটা তুই বলতে পারিস না। ওটা যখন আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে ছিলো তখন কী করতে পেরেছি আমরা?"

মওলা চুপ মেরে গেলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তখন কি পুলিশ দিয়ে রেইড দিতে পেরেছিলাম? সেটা করা গেলে গাড়িটা ওখান থেকে উদ্ধার করা যেতো, এক নিমেষে বের হয়ে যেতো সব কিছু। আমাদের আর কিছুই করতে হতো না।"

আলতো করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মাথা নেড়ে সায় দিলো ছটকু।

"এই সহজ কাজটা করা যাচ্ছিলো না বলেই তো আমি ওই বাড়িতে ঢোকার মতো ঝুঁকি নিয়েছিলাম। সেটাও ভেস্তে গেলো।"

সায়েমকে খুব হতাশ দেখালো।

"সিচুয়েশনটা তো আমার চেয়ে তুই কোনো অংশে কম বুঝিস না। ভালো করেই জানিস কী করা যেতো আর কী করা যেতো না।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সায়েম মোহাইমেন।

"আচ্ছা এসব বাদ দে। এখন সিরিয়াসলি বল, তুই কি করবি। মানে কিছু একটা তো করা উচিত, তাই না?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলো সায়েম। মওলা জানে তার বন্ধু ভাবছে, গভীরভাবেই ভাবছে। সেও বন্ধুকে সময় দিলো।

"১৯৫২ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। ওটা সম্ভবত ওই বাড়িতে আর নেই," বেশ শান্তভাবে বলতে শুরু করলো সায়েম। মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা। "কিন্তু আমরা একটা সত্য জেনে গেছি : আদনান সুফির খুনটার সাথে আহকাম উল্লাহ্ সরাসরি জড়িত।"

গোলাম মওলা কিছু বললো না, বন্ধুর আসল কথাটার জন্য অপেক্ষা করলো।

"এখন যদি একটু চেষ্টা করি তাহলে খুব সহজেই বের করা যাবে খুনটা আহকাম উল্লাহ্ই করেছে।"

মওলা অবাক হলো। "এতো কিছুর পর তুই আবার এটা নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছিস?"

"হ্যা।"

"মাই গড। এমনিতেই বিরাট বিপদে পড়ে গেছিস, এখন আবার নতুন করে..." মওলা মাথা দোলালো।

"এটা করলেই বরং আমি বিপদ থেকে উদ্ধার পাবো।"

সায়েমের দিকে চেয়ে রইলো মওলা। "মানে?"

"মানে খুব সহজ। অফেন্স ইজ দ্য বেস্ট ডিফেন্স...আহকাম উল্লাহর ভয়ে গুটিয়ে থাকলে আমার বিপদ কাটবে না...ও ফেঁসে গেলে আমি বেঁচে যাবো।"

"হুম। তা ঠিক," বললো মওলা। "কিন্তু কিভাবে সেটা করবি?"

"আগে আমাকে বল, একটা মার্ডার মিস্ট্রির সবচাইতে বড় রহস্য

www.BanglaBook.org

কোন্‌টা?"

মাথা দোলালো ছটকু। একজন পুলিশ অফিসারকে এরকম মামুলি প্রশ্ন করার কোনো মানে হয় না, তবুও বন্ধুর প্রশ্নের জবাব দিলো। "হু ডান ইট। খুনটা কে করেছে।"

"একদম ঠিক। আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের বেলায় কিন্তু আমরা একটা সুবিধাজনক অবস্থাতে আছি। আর কেউ না জানুক অন্তত আমরা দু'জন জানি কাজটা করেছে আহকাম উল্লাহ।"

এ ব্যাপারে গোলাম মওলার মনেও কোনো সন্দেহ নেই। আদনান সুফির নিখোঁজ গাড়িটা ঐ এমপির বাড়িতেই আছে। *ছিলো!* সঙ্গে সঙ্গে শুধরে নিলো সে। "তা ঠিক।"

"এখন আমাদের শুধু খুঁজে বের করতে হবে সে এটা কিভাবে করলো, কেন করলো। বুঝতে পেরেছিস?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা। "বুঝলাম। কিন্তু এটা কিভাবে করবি?"

"প্রথমে আহকাম উল্লাহ আর আদনান সুফির মধ্যে কোনো কানেকশান আছে কিনা খুঁজে বের করবো। আমি নিশ্চিত, ওদের মধ্যে একটা কানেকশান অবশ্যই আছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা। আহকাম উল্লাহ যেহেতু আদনান সুফিকে খুন করেছে তাদের মধ্যে অবশ্যই কোনো কানেকশান থাকবে, নইলে এরকম বিশাল একটি পরিবারের ছেলেকে কেন হত্যা করা হবে। কোনো একটা বিষয় নিয়ে ওদের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছিলো। কিংবা পুরনো কোনো প্রতিশোধ। নাকি আহকাম উল্লাহর স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো কাজ করেছিলো আদনান?

"প্রথম কানেকশানটা বের করতে পারলেই ধাপে ধাপে এগিয়ে যেতে পারবো। তখন অনেক কিছু জানা যাবে। সেখান থেকে কোনো ক্লুও পেয়ে যাবো হয়তো।"

"প্রথম কানেকশানটা কিভাবে বের করা যাবে?"

"নিশুর আইডিয়াটা কিন্তু এখনও কাজে লাগানো যায়।"

মওলা চোখ কুচকে তাকালো বন্ধুর দিকে। "শালা!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৩

এক মাসের ছোট্ট বাচ্চাটাকে রেখে অফিসে যেতে খুব খারাপ লাগে আদিবার তাই বাড়িতেই ছোটোখাটো একটা অফিস বানিয়ে নিয়েছে। যদিও মাঝেমধ্যে জরুরি কাজে অফিসে আসতেই হয়, সব সময় তো আর ম্যানেজার কিংবা বিশ্বস্ত লোকজনকে বাড়িতে ডেকে এনে কাজ সারা যায় না। সুফি গ্রুপের বিশাল এই কর্মযজ্ঞ এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারে নি। সবকিছু বুঝতে বুঝতে আরো এক-দু মাস লেগে যাবে হয়তো।

আদিবা জানে এই এক মাসেই তার বাবার তৈরি বিশাল ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। কবে যে আবার আগের অবস্থায় ফিরে আসবে জানে না। চেষ্টার কোনো ত্রুটি করছে না সে। মাত্র একদিনের ব্যবধানে বাবা আর ছোটো ভাইটাকে হারিয়ে সে নিজেও মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলো। তার অধ্যাপক স্বামী যদি এ সময়ে পাশে না থাকতো, এতো দ্রুত মানসিকভাবে সেরে উঠতে পারতো কী না কে জানে। প্রথম সন্তান জন্ম দিয়ে মাত্র দু'-তিনটা দিন সুখের সময় পার করেছিলো তারপরই নেমে আসে বিপর্যয়। আচমকা এক ঝড়ে তাদের পুরো পরিবারটি শেষ হয়ে গেছে। আদরের ছোটোভায়ের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর শোনামাত্র তার বাবাও পাড়ি জমান না ফেরার দেশে।

শোকে মুহ্যমান আদিবা আমেরিকার সচ্ছন্দ জীবন রেখে নবজাতক বাচ্চা আর বাবার লাশ নিয়ে দেশে চলে আসে, তারপর আর ফিরে যেতে পারে নি। এতোবড় শিল্পসাম্রাজ্য, সহায়-সম্পত্তি কে দেখাশোনা করবে–তাদের পরিবারে তো আর কেউ বেঁচে নেই। সঙ্গত কারণেই দায়িত্বটা তার উপরে এসে পড়েছে। ইচ্ছে করলেও এরকম দায়িত্ব থেকে পিছুটান দেয়ার উপায় ছিলো না। আদিবার অধ্যাপক স্বামী তাকে অভয় দিয়ে বলেছিলো, সমস্যা কি, দেশেই সেটল করবে তারা। এখানকার ভালো কোনো প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা চাকরি জুটিয়ে নেয়া তার জন্য কোনো সমস্যাই হবে না। আদিবা স্বামীকে বলেছিলো অধ্যাপনার চাকরি না করে তাদের গ্রুপের হাল ধরতে, কিন্তু শিক্ষকতা থেকে সিইও হবার কোনো আগ্রহ দেখায় নি অধ্যাপক।

একটা টেক্সটাইল মিল, দুটো গার্মেন্টস, পেপারমিল আর রিয়েল এস্টেট। একদিনে সবগুলো প্রতিষ্ঠানের খোঁজ নিতে গেলে আদিবার মাথা ধরে যায়। আপাতত ঐসব প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার আর বিশ্বস্ত লোকজনের উপরে নির্ভর

www.BanglaBook.org

করা ছাড়া উপায় নেই। মালিকের অনুপস্থিতিতে বিশ্বস্ত লোকগুলো আর আগের মতো বিশ্বস্ত আছে কিনা সে ব্যাপারে তার যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। কিন্তু এ মুহূর্তে কিছু করারও নেই। এসব প্রতিষ্ঠান কিভাবে চলে সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই আদিবার।

সুফি গ্রুপ অব ইন্ড্রাস্ট্রিজের পনেরো শতাংশ যে মালিকানা ছিলো তার নামে সেই সুবাদে প্রতিমাসে পাঁচ লক্ষ টাকা জমা করে দিতো তার বাপ-ভাই। এখন সেই বাপ-ভাই হারিয়ে পুরো সাম্রাজ্যের মালিকানা তার উপরে বর্তেছে।

হাতঘড়িতে সময় দেখলো : ১টা ২০। লাঞ্চ করার টাইম চলে এসেছে। এ কয়েক বছর আমেরিকায় থেকে সময়মতো লাঞ্চ-ডিনার করার অভ্যেস হয়ে গেছে, দেড়টার আগেই লাঞ্চ সেরে নেয়।

এমন সময় মোবাইলফোনটা বেজে উঠলে কিছুটা বিরক্ত হলো। অপরিচিত নাম্বারে কল এলে তার কেমনজানি অস্বস্তি হয়।

"হ্যালো?"

"স্লামালেকুম..."

"ওয়ালাইকুম সালাম।"

"আমি দৈনিক মহাকাল পত্রিকা থেকে বলছি...আপনার সাথে একটু দেখা করতে চাই, ম্যাম।" ওপাশ থেকে হরবর করে বললো সায়েম মোহাইমেন। চাকরি ছেড়ে দিলেও পত্রিকার রেফারেন্স ব্যবহার করলো সে।

আদিবা একটু অবাক হলো। "আমার সাথে দেখা করতে চাচ্ছেন? কি ব্যাপারে জানতে পারি? মানে এটা কি আমাদের প্রতিষ্ঠান রিলেটেড ম্যাটার?"

"না।"

"তাহলে?"

"আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের ব্যাপারে..."

ভুরু কুচকে ফেললো আদিবা। তার ছোটোভায়ের কেসটা খুবই হতাশাজনকভাবে এক জায়গায় আটকে আছে। এখনও কোনো অগ্রগতি নেই।

"আমি আসলে উনার মার্ডারটা নিয়ে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করার চেষ্টা করছি, সে ব্যাপারেই আপনার সাহায্য চাইছি। একটু সময় দিলে খুব ভালো হতো।"

কয়েক মুহূর্ত ভেবে বললো আদিবা, "ওকে। আপনি কবে আসতে চাচ্ছেন?"

"আপনার যদি সমস্যা না থাকে তাহলে আমি আজই আসি?"

"আজ?" নীচের ঠোঁট কামড়ে ধরলো আদিবা। একটু পর লাঞ্চ করে পুরো দেড়ঘণ্টা বিশ্রাম নেবে তারপর বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অফিসের কাজকর্ম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

করবে। এই সময়ে সাংবাদিককে কিছুটা সময় দেয়া যেতে পারে।
"উমমম...তাহলে ঘণ্টাখানেক পরে আসুন।"

"ঠিক আছে।"

"ভালো কথা, আপনার নামটাই তো জানা হলো না?"

আদিবার এ প্রশ্নে কিছুটা দ্বিধার সাথে বললো মহাকাল-এর পরিচয় দেয়া সাংবাদিক, "সায়েম।"

"ওকে, মি: সায়েম। আমার বাসায় চলে আসুন। আপনি হয়তো জানেন আমি বাসায় অফিস করি?"

"জি, ম্যাম।"

"দ্যাটস গুড। কিন্তু খুব বেশি সময় দিতে পারবো না...ম্যাক্সিমাম হাফ-অ্যান আওয়ার?"

"থ্যাঙ্ক ইউ, ম্যাম।"

ফোনটা রেখে দিয়ে আদিবা উদাস হয়ে গেলো।

*

সুপন গাড়ি চালাচ্ছে আর সামনের সিটে বসে আছে আজমত।

আজমত যখন গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে নামে কিংবা তার বিশ্বস্ত লোকের দরকার হয় তখন সুপনের ডাক পড়ে সবার আগে। তবে কখনও খুনখারাবির মতো কাজ ছেলেটাকে দিয়ে করায় না। আজও সেরকম কিছু করানো হবে না। সবসময় গাড়ি চালানোর মতো কাজই দেয়া হয় তাকে। মাঝেমধ্যে 'ফলো' করার মতো নিরীহ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে সে।

সুপন যে একজন ভালো ড্রাইভার সেটা আজমত জানে। শুধু ভালো ড্রাইভার বললে কম বলা হবে, সুপন আসলে খুবই সাহসী ড্রাইভার। দরকার পড়লে ট্রাফিক আইন ভেঙে বিপজ্জনক গতিতে গাড়ি চালাতে একটুও ইতস্তত করে না। বরং বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালাতে পছন্দই করে।

আহকাম উল্লাহর পার্টি বিরোধীদলে থাকলে এই সুপনই হয় এমপি'র আপদকালীন ড্রাইভার। এর আগে বেশ কয়েকবার এমপিকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়া থেকে রক্ষা করেছে আজমত, আর সেটা সম্ভব হয়েছে সুপনের কারণে। তার সাথে পাল্লা দিয়ে আজপর্যন্ত কোনো পুলিশের গাড়ি পেরে ওঠে নি।

সবচাইতে বড় কথা ছেলেটার মধ্যে বিপদের গন্ধ আগেভাগে আঁচ করার দুর্লভ ক্ষমতা রয়েছে। এই গুণটার জন্য আজমত তাকে বেশি পছন্দ করে।

www.BanglaBook.org

"ভাই, গাড়ি কি ফ্লাইওভারের নীচে রাখুম?"

সুপনের কথায় সামনের দিকে ভালো করে তাকালো আজমত। "আরেকটু সামনে নিয়া রাখ।"

তাদের গাড়িটা মহাখালি ফ্লাইওভারের নীচে পার্ক করলো।

সুপন চুপচাপ বসে রইলো স্টিয়ারিং ধরে, কোনো প্রশ্নই করলো না। এই গুণটার কারণেও আজমতের পছন্দের লোক সে।

প্রায় পাঁচ মিনিট পর সেই হ্যাংলা ছেলেটা তাদের গাড়ির সামনে এসে আজমত আর সুপনকে সালাম দিলো।

"ভুট্টু, গাড়িতে ওঠ," বললো আজমত। কাজের সময় ছেলেটার সাথে বেশ নরম ব্যবহার করে সে।

ভুট্টু কোনো কথা না বলে পেছনের সিটে বসে পড়লো চুপচাপ।

"যা।"

আজমতের হুকুম পেয়ে আবার গাড়ি চালাতে শুরু করলো সুপন। সে জানে কোথায় যেতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৪

আদিবা যদিও তাকে চিনতে পারে নি তারপরও সায়েম মোহাইমেন বেশ অস্বস্তি নিয়ে বসে আছে বিশাল আর জমকালো ড্রইংরুমে।

আদনান সুফির ঘটনার সময় আদিবা আমেরিকাতে ছিলো, যখন দেশে ফিরে এলো বাবার লাশ নিয়ে তখন আদনানের ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিয়েছে। পত্রপত্রিকা আর টিভি-চ্যানেলগুলো ব্যস্ত হয়ে পড়েছে গাড়ি ছিনতাইকারীচক্র নিয়ে, বলতে গেলে দৃশ্যপট থেকে রাতারাতি উধাও হয়ে যায় সায়েম।

গুলশান দুই নাম্বারে বিশ কাঠার প্লটের উপরে নির্মিত আদেল সুফির এই বাড়িটি দেখলেই যে কেউ বুঝতে পারবে এটা বিশিষ্ট শিল্পপতির বাড়ি। এ বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে গাড়িটা পার্ক করে এখানে এসেছে সে। যে গাড়ি তার ভাইকে চাপা দিয়েছে–হোক না ততোক্ষণে মৃত–সেই গাড়ি নিয়ে এ বাড়িতে ঢোকাটা শোভন মনে করে নি সায়েম।

যাইহোক, সুফি হাভেনে ঢোকার পর পরই কাজের লোক তাকে ড্রইংরুমে বসিয়ে চলে যায়। তাদের ম্যাম অধ্যাপক স্বামীর সঙ্গে লাঞ্চ করছেন, একটু পরই নীচে নেমে আসবেন।

এরপর বাড়ির ভেতর থেকে এক কাজের মেয়ে এসে সরবত জাতীয় ড্রিঙ্কস দিয়ে গেছে, সায়েম সেটা ছুঁয়েও দেখে নি। প্রায় দশ মিনিট অতিবাহিত হবার পর প্রতীক্ষার একঘেয়েমী কাটানোর জন্য ড্রিঙ্কসের গ্লাসটা তুলে নিয়ে চুমুক দিলো। সময় কাটানোর জন্য আশেপাশে চোখ বুলালো সে। বড় বড় তিন-চার জোড়া সোফা। পার্সিয়ান কার্পেট। টেবিল, কফি টেবিল আর ফুলদানী রয়েছে অনেকগুলো। সবটাতেই টাটকা ফুল। ড্রইংরুমের দক্ষিণ দিকের দেয়ালে বিশাল বড় একটি পেইন্টিং। সায়েম চিনতে পারলো : এটা শিল্পী শাহাবুদ্দিনের একটি শিল্পকর্ম। এর মূল্য কম করে হলেও ত্রিশ-চল্লিশ লাখ টাকা হবে। এই পেইন্টিংটাকে সম্মান জানানোর জন্যেই বুঝি দক্ষিণ দিকের দেয়ালে আর কোনো জিনিস রেখে শোভা বর্ধন করা হয় নি।

বাকি দেয়ালগুলোর একটাতে বইয়ের কিছু শেলফ আছে। এটা যে নিছক একজন শিল্পপতির বাড়ি নয়, এখানে যে একজন ভাষাসৈনিকও থাকতেন সে-কথাটা মনে করিয়ে দিচ্ছে বইগুলো। অন্য দুটো দেয়ালে অসংখ্য অ্যান্টিক সামগ্রী শোভা পাচ্ছে। বেশিরভাগ অ্যান্টিকই সায়েমের কাছে দুর্বোধ্য

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ঠেকলো। এরকম জিনিস সে কখনও দেখে নি, শুধুমাত্র চমৎকার নক্সা করা বিশাল বড় একটি হাতির দাঁত ছাড়া। সে যেখানে বসেছে তার ঠিক সামনেই পার্সিয়ান কার্পেটের উপর চার-পাঁচ ফিটের মতো লম্বা একখণ্ড গাছের গুঁড়ি রাখা। জিনিসটা দেখে মোটেও কাঠ বলে মনে হচ্ছে না। সায়েম একটু ঝুঁকে স্পর্শ করে দেখলো। গাছপাথর! কম করে হলেও কয়েক হাজার বছরের পুরনো হবে।

আরো একটা জিনিস চিনতে পারলো : আদনান সুফির কয়েকটি ছবি। সিঙ্গেল; বাবা, দাদা, বোন এবং পুরো পরিবারের সাথে।

শাহাবুদ্দিনের পেইন্টিংয়ের বিপরীত দিকের দেয়ালে বিশাল সাইজের একটি পোর্ট্রেইট। এক সৌম্যকান্তি বৃদ্ধ নক্সা করা লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে আছেন, মাথায় সুপরিচিত ব্যাগিক্যাপ। *আদেল সুফি।* ভাষাসৈনিকের অন্যহাতে একটি বই। শিরোনামটি দূর থেকে স্পষ্ট বুঝতে পারলো না। পোর্ট্রেইটের চারপাশে ছোটো ছোটো অনেকগুলো ছবির ফ্রেম।

সায়েম উঠে পোর্ট্রেইটটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। যেমনটি ধারণা করেছিলো, হাতের বইটি '১৯৫২।' বাকি ছবিগুলোর দিকে নজর দিলো এবার। সবগুলোই আদনান সুফি আর তার দাদা আদেল সুফির ছবি। দাদা-নাতি একসঙ্গে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বেড়াতে গেছিলো, সে সময়কার কিছু মুহূর্তের ছবি। আদেল সুফির যৌবনের একটি ছবি দেখে সে যারপরনাই অবাক হলো। আদনান সুফির চেহারা হুবহু তার দাদার মতো ছিলো!

একটা ছবির দিকে তার চোখ আটকে গেলো। দাদা-নাতি বসে আছে হুডখোলা একটি গাড়িতে। আদনানই ড্রাইভ করছে। আদেল সুফি মাথায় সেই ব্যাগিক্যাপ আর হাতে সুদৃশ্য ছড়ি। ক্যামেরার দিকে হাসিমুখে চেয়ে আছেন।

"এটা আমার দাদা...আদেল সুফি।"

পেছন থেকে বলে উঠলো আদিবা। এইমাত্র ঝটপট লাঞ্চ সেরে চলে এসেছে।

সায়েম কিছুটা চমকে ঘুরে তাকালো। "জি...উনাকে সবাই চেনে।" হাসিমুখে বললো সে।

আদিবা কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে সায়েমের বিপরীতে একটি সোফায় বসলো। তাদের মাঝখানে থাকলো গাছপাথরের বিরল অ্যান্টিক।

"আদনানের সাথে দাদার অন্যরকম সম্পর্ক ছিলো," একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো সে। "ও আমার বাবার থেকেও বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলো দাদার সাথেই। ওর বয়স যখন পনেরো...এসএসসি দিয়েছে মাত্র...তখন থেকেই দাদা ওকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়াতো।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়েম তার আগের জায়গায় এসে বসলো।

"দাদাকে আব্বা যে গাড়িটা গিফট করেছিলেন ওটা আদনানই চালাতো। দাদা কখনও ড্রাইভিং শেখেন নি। বলতেন, আমার আদনান থাকতে ড্রাইভারের কী দরকার।"

সায়েম চকিতে ছবিটার দিকে তাকালো।

"গাড়িটা আদনান এবং দাদুর খুব প্রিয় ছিলো..." বললো আদিবা।

১৯৫২!

"ঐ গাড়িটার নাম্বারপ্লেট ছিলো একেবারেই আনইউজুয়াল।"

"জি...১৯৫২..." বললো সায়েম। "স্পেশাল একটি নাম্বার।"

"আপনি জানেন দেখি!" একটু অবাকই হলো আদিবা।

"ঐ ঘটনার কয়েকদিন পর পর এটা নিয়ে আমাদের পত্রিকায় নিউজও হয়েছিলো।"

"তাই নাকি?" বললো সুফিদের একমাত্র জীবিত বংশধর। "ইন্টারেস্টিং তো।"

"মনে হচ্ছে সংখ্যার ব্যাপারে উনার ভালোই ঝোঁক ছিলো।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আদিবা। "হুম। উনার মোবাইলফোনের শেষ আটটি ডিজিট কতো ছিলো জানেন?" সায়েমের জবাবের অপেক্ষা না করেই বললো, "১৯২৫১৯৫২।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম।

"১৯২৫ সালে দাদু জন্মেছিলেন আর ১৯৫২ কি তা তো জানেনই..."

"জি।"

"এরকম আরো অনেক মজার কাণ্ড করেছেন দাদু।" কথাটা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তার ভেতর থেকে। স্বজন হারানোর বেদনা ফুটে উঠলো চোখেমুখে।

সায়েম চুপ করে রইলো।

"এবার বলুন, আমি আপনাকে কী সাহায্য করতে পারি?" আদিবা যেনো হঠাৎ করেই সমস্ত নস্টালজিক স্মৃতিগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে কাজের কথায় চলে এলো। "আপনি বলছিলেন আদনানের মার্ডারটা নিয়ে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্ট করছেন?"

"জি।"

"ভালো," একটু থেমে আবার বললো সে, "কিন্তু এক মাস পরে করছেন কেন? ঘটনা ঘটার পরপর পত্রিকাগুলো এ নিয়ে বেশ হৈচৈ করেছিলো। তারপর আর কোনো খবর নেই।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমি ভেবেছিলাম পুলিশ কেসটা সুরাহা করতে পারবে কিন্তু একমাস পরও তারা কিছু করতে পারে নি, তাই এটা নিয়ে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করতে নেমেছি।"

আল্‌তো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো আদিবা। "আমি কেন আপনাকে সময় দিচ্ছি জানেন?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সায়েম।

"কারণ এটা নিয়ে আমার মধ্যে বেশ ডিপ্রেশন কাজ করে। আপনি একজন সাংবাদিক হয়ে ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করছেন শুনে আমি একটু আশাবাদী হয়ে উঠেছি।"

"থ্যাঙ্কস, ম্যাম," কিছুটা বিগলিত হয়ে বললো সায়েম মোহাইমেন।

"আমেরিকাতে এমন অনেক কেস আছে যেখানে ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টরা পুলিশের আগেই কেস সল্‌ভ করে ফেলে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। "দেখা যাক কতোটুকু করতে পারি।"

"আমরা তো হাল ছেড়েই দিয়েছি...ধরেই নিয়েছি এটা গাড়ি ছিনতাইকারীদেরই কাজ। আমাদের ল-ইয়ারও তাই মনে করে। আপনি হয়তো জানেন, ঐ গাড়িটা এখনও পাওয়া যায় নি।"

"জি। আমি কেসটা প্রথম থেকেই ফলো করে আসছি। ঐ গাড়িটা পাওয়া গেলেই কেস্ সল্‌ভ হয়ে যেতো, বলতে পারেন গাড়িটাই এখন সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দু।"

"আপনি কি গাড়িছিনতাই-চক্রের ব্যাপারে খোঁজ নিচ্ছেন?"

কথাটা একটু গুছিয়ে নিলো সায়েম। "আমি আসলে দুটো ব্যাপারই মাথায় রেখেছি। গাড়িছিনতাইকারী-চক্র তো আছেই...সেইসাথে অন্যকিছুও সন্দেহের বাইরে রাখছি না।"

ভুরু কুচকে ফেললো আদিবা। "অন্য কিছু?"

"মানে, এটা কোনো পরিকল্পিত খুন কিনা..."

অবিশ্বাসে তাকালো মেয়েটি। "আপনার এরকম মনে হলো কেন?"

"কারণ আদনান সুফি সাধারণ কেউ ছিলেন না। বিরাট বড় একটি গ্রুপের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী। তার নিশ্চয় অনেক শত্রু ছিলো। কাজটা তাদের কেউ করেছে কিনা খতিয়ে দেখতে চাইছি আর কি।"

আদিবা কিছু বললো না।

"এমনও তো হতে পারে এটি পূর্ব-পরিকল্পিত একটি মার্ডার...এমনভাবে করা হয়েছে যাতে সবাই মনে করে গাড়ি ছিনতাইকারীদের কাজ?"

আদিবা হ্যা-না কিছুই বললো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনাদের কি একবারও মনে হয় নি আদনানকে পরিকল্পিতভাবে খুন করে পুরো ব্যাপারটা গাড়ি ছিনতাইকারীদের কাজ হিসেবে সাজানো হয়েছে?"

কয়েক মুহূর্ত ভেবে মাথা দুলিয়ে জবাব দিলো আদনানের বড়বোন, "না। এটা কখনও মনে হয় নি, কারণ আদনানকে খুন করতে পারে এমন কোনো শত্রু আমাদের ছিলো না। এটা একেবারেই অ্যাবসার্ড।"

"অ্যাবসার্ড কেন হবে? প্রতিটি মানুষেরই শত্রু আছে। আপনাদের মতো বিরাট ধনী-পরিবারের শত্রু থাকাটা তো স্বাভাবিক ব্যাপার।"

"হুম..." মাথা নেড়ে সায় দিলো আদিবা। "আপনার কথায় যুক্তি আছে কিন্তু সত্যি বলতে কি, আমাদের জানামতে এরকম কেউ ছিলো না, এখনও নেই।"

"তার মানে আপনাদের অজান্তে কোনো শত্রু থাকতে পারে?"

"হু নোজ? থাকতে পারে...সম্ভাবনা তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। তবে আমার মনে হয় না এরকম কেউ আছে। যদি থাকতো তাহলে পুলিশ এতোদিনে সেটা বের করে ফেলতো। আপনি হয়তো জানেন, স্বয়ং প্রাইমিনিস্টার, হোমমিনিস্টার আদনানের কেসটা নিয়ে খুব কনসার্ন। উনারা আমাদের ফ্যামিলি ফ্রেন্ড।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। "জি।"

"এতোদিনেও যখন কিছু হলো না তখন ধরেই নিয়েছি ওটা ছিনতাইকারীদেরই কাজ।"

কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলো সায়েম। তারপর গভীর করে দম নিয়ে বললো, "এমপি আহকাম উল্লাহর সাথে কি আপনাদের কোনো রকম সম্পর্ক আছে?"

আদিবা স্থিরচোখে চেয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "আহকাম উল্লাহ?"

"জি।"

"উনি আমার আব্বার খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন...এটা তো সবাই জানে। উনার কথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?"

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে সায়েমের গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো।

আহকাম উল্লাহর সাথে আরেফ সুফির ঘনিষ্ঠতা ছিলো!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৫

সুপন গাড়ি চালাচ্ছে। এখন তার পাশের সিটটা ফাঁকা। আজমত আর ভুট্টু বসে আছে পেছনের সিটে। তাদের দু'জনের মাঝখানে এক লোক ভয়ে জড়োসরো হয়ে বসে আছে। রিয়ার-মিরর দিয়ে বার বার লোকটাকে দেখছে সুপন। আরেকটু হলে প্যান্ট ভিজিয়ে ফেলবে। রীতিমতো কাঁপছে, তবে জোর করে সেই কাঁপুনি আটকে রাখার চেষ্টা করছে সে।

একটু আগে উত্তর-রামপুরার একটি অফিস থেকে এই মুরগিটাকে ডেকে আনা হয়েছে। আজমত লোকটার অফিস থেকে একটু দূরে গাড়ি থামাতে বলে তাকে ফোন দেয়, দেখা করতে বলে। কথামতোই লোকটা সুরসুর করে চলে আসে তার সাথে দেখা করতে। গাড়ির কাছে আসামাত্র ভুট্টু তাকে ভেতরে ঢুকতে বাধ্য করে। তাদের হাত থেকে পালানোর চেষ্টাও করে নি। পিস্তল ঠেকানোর দরকারও পড়ে নি।

"আজমত ভাই, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?" অনেকক্ষণ পর ভয়ে ভয়ে জানতে চাইলো দু'জনের মাঝখানে কোণঠাসা হওয়া লোকটি।

"চুপ।" আজমত জবাব দিচ্ছে না দেখে ভুট্টু ফিসফিসিয়ে বললো লোকটার কানের কাছে মুখ এনে। "একটা কথাও কইবি না।"

সুপন আবারো রিয়ার-মিরর দিয়ে দেখলো। এবার বোধহয় প্যান্ট ভিজিয়েই ফেলেছে।

"আমি আপনার কাছ থেকে যে টাকা নিছি সব শোধ করে দেবো, ভাই," কাঁদো কাঁদো হয়ে বললো সে।

"চুপ," আস্তে করে শান্তকণ্ঠে বললো আজমত। যথারীতি সানগ্লাস পরে আছে, বোঝা যাচ্ছে না তার চোখের অভিব্যক্তি। "গাড়িতে কোনো কথা কইবি না। যা কওনের গাড়ি থেইকা নাইমা কইবি।"

ঢোক গিললো লোকটা। "আমরা কোথায় যাচ্ছি, ভাই?"

"সামনে।"

ভুট্টু লোকটার ঠোঁটের কাছে আঙুল এনে চুপ থাকার নির্দেশ দিলো। তার চোখেমুখে হিংস্রতা। লোকটা ভয়ে আরো কুকড়ে গেলো।

"ভাই, আমি কি করেছি, বলবেন তো?" ভুট্টু আর আজমতের মাঝখানে বসা বন্দী কাঁদো কাঁদো হয়ে জানতে চাইলো।

আজমত আস্তে করে লোকটার দিকে তাকালো। "আমি কিছু জিগামু না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

যা কওনের তুই নিজে থেইকা কইবি। না কইলে কেমনে তোর মুখ থেইকা কথা বাইর করতে হয় আমি জানি।"

এবার ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো লোকটা। "আমি কিছু করি নি, ভাই। আমার মায়ের কসম। বিশ্বাস করেন..."

"তুই কান্দোস ক্যান? তোরে তো মাইরা ফালামু না, খালি একটু ওষুধ দিমু। আর ওষুধ যদি খাইতে না চাস তাইলে সব কইয়া ফালা।"

মাথা দোলাতে লাগলো বন্দী। "আপনার কাছ থেকে টাকা ধার নেয়াটা ঠিক হয় নি। মাফ করে দেন, আজমত ভাই। বিশ্বাস করেন, বিরাট বিপদে-"

"ট্যাকা ধার নিয়া তুই ছোটোখাটো বেয়াদপি করছোস," কথার মাঝখানে বলে উঠলো আজমত। "ঐটা নিয়া আমার কুনো মাথাব্যথা নাই।"

ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো লোকটি। "তাহলে?"

আজমত কোনো জবাব দিলো না।

"ভাই, আমি কিচ্ছু করি নি, কাউকে কিচ্ছু বলি নি। আপনাকে কিভাবে বুঝাই..."

"চুপ থাক। গাড়িতে আর কোনো কথা হইবো না।"

লোকটা কিছু বুঝতে না পেরে নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলো।

*

কথাটা শোনার পর আক্ষরিক অর্থেই সায়েম মোহাইমেনের গায়ে কাটা দিয়ে উঠেছে। প্রবল উত্তেজনায় এরপর কি প্রশ্ন করবে তালগোল পাকিয়ে ফেললো সে।

"আপনি উনার কথা কেন জিজ্ঞেস করলেন?" দ্বিতীয়বারের মতো জানতে চাইলো আদিবা।

"না, মানে..." একটু ধাতস্থ হয়ে কথাগুলো গুছিয়ে নিলো। "আমি আসলে জানতে পেরেছি আদনান নিহত হবার কয়েকদিন আগে উনার সাথে কী একটা বিষয় নিয়ে ঝগড়া হয়েছিলো..."

"আহকাম আঙ্কেলের সাথে আদনানের ঝগড়া?" যারপরনাই বিস্মিত হলো আদিবা। "অ্যাবসার্ড!"

সায়েম চুপ মেরে রইলো কয়েক মুহূর্ত। সুফিদের সাথে আহকাম উল্লাহর কানেকশান থাকলে বানোয়াট একটি ঝগড়ার কথা বলবে-এটা সে আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলো। আর যদি কোনো কানেকশান না থাকতো তাহলে অন্য একটা মিথ্যে বলতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনি এসব কথা কোত্থেকে শুনেছেন আমি জানি না কিন্তু আমার কাছে একেবারেই অ্যাবসার্ড মনে হচ্ছে।"

"আপনি তো দেশে ছিলেন না, সেজন্যে ব্যাপারটা জানেন না হয়তো?" আবারো ঢিল ছুঁড়লো সায়েম।

মাথা দোলালো আদিবা। "না, না! এটা হতেই পারে না। এরকম কিছু হলে আমি অবশ্যই জানতাম।"

"ব্যাপারটা ভেবে দেখুন, আপনি ছিলেন আমেরিকায়, আপনার বাবাও তখন আপনার ওখানে, ঐ সময়ে হয়তো আদনানের সাথে এমপির কোনো একটা বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্ব তৈরিয়ে হয়ে থাকবে?"

"আপনি বুঝতে পারছেন না, এটা কোয়াইট ইম্পসিবল।"

"আপনি এতো জোর দিয়ে কেন বলছেন?"

"কারণ আমার আব্বাকে উনি কেমন ভক্তি করতেন সেটা আপনি জানেন না। আমাদের সাথে উনার সম্পর্কটা অন্যরকম ছিলো।"

অন্যরকম সম্পর্ক? মনে মনে বললো সায়েম, মুখে অবশ্য কিছু বললো না শুধু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো।

"আব্বা যখন রাজনীতি করতেন তখন উনার ডানহাত ছিলো আহকাম চাচা। এলাকায় জনপ্রিয় থাকা সত্ত্বেও আব্বা আর দ্বিতীয়বার এমপি পদে দাঁড়ান নি, উনি বুঝে গেছিলেন রাজনীতি করা উনার পক্ষে সম্ভব নয়। নিজের আসনে উনি আহকাম আঙ্কেলকে দাঁড় করিয়ে দেন। এজন্যে আঙ্কেল সব সময় আব্বাকে ভীষণ শ্রদ্ধা করতেন। মানতেন। আমাদের দেশের বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান হলে সেখানে আব্বাকে দাওয়াত দিয়ে নিয়ে যেতেন। উনার বাসায় কোনো অনুষ্ঠান হলে নিজে দাওয়াত দিতে আসতেন।"

সায়েম চুপ মেরে শুনে যেতে লাগলো।

"আমার দাদুর নামে ওখানে একটি সরকারী কলেজও করে দিয়েছেন আঙ্কেল। আব্বা রাজনীতি থেকে দূরে সরে গেলেও আহকাম আঙ্কেলকে সব সময় সাহায্য করতেন। তাদের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ হতো। এলাকার লোকজন জানে আব্বাকে উনি কতোটা মানেন।"

সায়েম তারপরও কিছু না বলে সিদ্ধান্ত নিলো আদিবা বলতে থাকুক, তাকে অনেক কিছু জানতে হবে।

"আহকাম আঙ্কেল সম্পর্কে লোকে কী ভাবে সেটা নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমাদের সাথে উনার সম্পর্কটা আসলেই অন্যরকম ছিলো। আদনানের সাথে উনার ঝগড়া হতে যাবে কোন্ দুঃখে? ইটস আটারলি অ্যাবসার্ড!"

www.BanglaBook.org

অ্যাবসার্ড ঘটনাটাই ঘটেছে, ম্যাম! আপনারা আহকাম উল্লাহকে চিনতে ভুল করেছেন, মনে মনে বলে উঠলো সায়েম।

সুফি হাভেনের সুবিশাল ড্রইংরুমে বসে সায়েম ভাবছে ১৯৫২-এর কথাটা এখনই বলবে কিনা, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিলো আদিবার কাছ থেকে আরেকটু শুনে নেয়াই ভালো।

যতোটা আশা করেছিলো, সুফিদের সাথে আহকাম উল্লাহর কানেকশান তারচেয়ে অনেক বেশি। কোনো একটা কারণে আহকাম উল্লাহর সাথে সুফিদের সেই সুসম্পর্কে চিড় ধরেছিলো। হয়তো সেটা হয়েছিলো আরেফ সুফির আমেরিকায় থাকার সময়ই। এ ব্যাপারে আদিবার কাছ থেকে কিছু জানতে পারলেই স্পষ্ট হয়ে যাবে আহকাম উল্লাহ কেন তার শ্রদ্ধেয় নেতার একমাত্র ছেলেকে নির্মমভাবে হত্যা করলো।

"আপনি কিন্তু বলছেন না কোত্থেকে শুনতে পেলেন আদনানের সাথে আহকাম আঙ্কেলের ঝগড়া হয়েছিলো?"

"আসলে আমরা সাংবাদিকেরা একটা জিনিস খুব মেনে চলি...আমরা কখনও সোর্সের পরিচয় ফাঁস করি না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো আদিবা। "হ্যা। এটা আপনাদের এথিক্সের মধ্যে পড়ে না জানি কিন্তু আমার কাছে খুব অবাক লাগছে–"

"আপনি এখানে?!"

আদিবার কথাটা শেষ হবার আগেই একটা কণ্ঠ গর্জে উঠলো। সায়েম চমকে তাকালো ড্রইংরুমের দরজার দিকে। কয়েক মুহূর্ত লাগলো ব্যাপারটা বুঝতে। তারপরই মুখটা চিনতে পারলো। *ওহ্!*

"আপনি এখানে কেন এসেছেন?" ঝাঁঝের সাথে বললো মাঝবয়সী এক লোক। চোখমুখ খিচে আছে সে।

থানার ভেতরে এই লোকটিই মারমুখি হয়ে তেড়ে এসেছিলো সায়েমের দিকে।

আদিবা খুব অবাক হয়ে তাকালো ক্ষিপ্ত লোকটির দিকে। "মামা, উনি প্রেস থেকে এসেছেন...আপনি উনাকে চেনেন?"

আদিবার প্রশ্নে মাথা নেড়ে সায় দিলো লোকটি। "অবশ্যই চিনি, আদিবা। এই লোকটাই...এই লোকটাই আমাদের আদনানকে গাড়ি চাপা দিয়েছিলো!"

আদিবা বিস্ময়ে তাকালো সায়েমের দিকে। "আপনি?!"

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৬

আজমতের রাগ এখন হতাশায় পরিণত হয়েছে। এক ঘণ্টা ধরে টর্চার চালিয়েও কোনো কথা বের করতে পারছে না। তাদের বন্দী এখন রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের এককোণে গুটিসুটি মেরে পড়ে আছে। বার বার অনুনয়-বিনয় করে প্রাণভিক্ষা চাইছে সে। লোকটার চোখের দিকে তাকিয়ে একটু মায়া হলো তার। এটা ঠিক না। মায়া খুব খারাপ জিনিস। এটা মাকড়ের জালের মতো, চোরাবালির মতো আটকে ফেলে, গিলে ফেলে। এ থেকে সহজে বের হওয়া যায় না। তার দরকার তিতাপানি। ঐ পানি পেটে গেলে মায়া-মহব্বত সব ভেগে যায়, ভর করে জান্তব এক শক্তি।

ভুট্টুর দিকে তাকালো। সেও হতাশ হয়ে পড়েছে। কিছুটা ক্লান্তও। মারপিট যা করার সে-ই করেছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই করতে পারে নি। এখন চুপচাপ ঘরের এককোণে চেয়ারে বসে নিগৃহীত ব্যক্তির দিকে রেগেমেগে চেয়ে আছে।

"ভাই, শালারে হেভি ডোজ দিতে হইবো," ভুট্টো বললো। "এমনে কাম হইবো না।"

মাথা দোলালো আজমত। সে চাইছে না বেধড়ক মারপিট করা হোক। একটু বিরতি দেয়া দরকার।

তারা এখন বাড্ডার বেরাইত ইউনিয়নে আহকাম উল্লাহর অসংখ্য জমি-জমার একটিতে বসে আছে। চারপাশে কোনো ঘরবাড়ি নেই। শত শত খালি প্লট পড়ে আছে। বাঁশে পোঁতা ছোটো ছোটো সাইবোর্ডে মালিকের মালিকানা জাহির করছে ওগুলো। এখনও আশেপাশে প্রচুর ডোবানালা আছে। ড্রেজার দিয়ে মাটি ফেলে ভরাট করা হচ্ছে সেইসব ডোবা। আহকাম উল্লাহর জমিতে একটা টিনের ঘর ছাড়া আর কিছু নেই। সেই টিনের ঘরটাই আজমতের টর্চারসেল।

"ওর হাত-পা আর মুখ বাইন্ধা রাখ...আমি আইতাছি।" আজমত ঘর থেকে বের হয়ে গেলো।

"কিছু কইলো?" গাড়ির ড্রাইভিং দরজা খুলে হাত-পা ছড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছে সুপন। আজমতকে দেখে হাসিহাসি মুখে বললো সে।

দীর্ঘশ্বাস ফেললো আহকাম উল্লাহর ডানহাত।

"কন কি? দেইখা তো মনে হইছিলো এইখানে নিয়া আসলেই পেচ্ছাব কইরা সব কইয়া দিবো।"

www.BanglaBook.org

আজমতও এমনটা ভেবেছিলো কিন্তু হারামজাদা যতোই মার খায় ততোই জোর দিয়ে বলে সে কাউকে কিছু বলে নি। সায়েম মোহাইমেন নামের কাউকে চেনেও না। মা-বাবার কসম, এমনকি তিন বছরের বাচ্চার কসমও দিয়েছে। একটা পর্যায়ে লোকটার কথা বিশ্বাসও করেছে আজমত কিন্তু সে নিশ্চিত এই লোকই গণ্ডগোলটা বাধিয়েছে।

"বস্, আপনে কি শিউর, এই পোলাটা ভেজাল লাগাইছে?"

সুপনের দিকে তাকালো। "ও ছাড়া আর কে করবো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সুপন। "সিগারেট খাইবেন নি?" জবাবের অপেক্ষা না করেই একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিলো সে।

সিগারেটটা হাতে নিলো আজমত।

"মাথা ঠাণ্ডা রাখেন, বস্। আরেকটু দেহেন।" দেয়াশলাইর কাঠি জ্বালিয়ে আজমতের সিগারেটটা ধরিয়ে দিলো।

"একটু গুলশানে যাইতে হইবো।"

"ওইটারে কি করবেন?"

"থাকুক পইড়া," সিগারেটে টান মেরে বললো আজমত। "যতোক্ষণ স্বীকার না করে এইখানেই-ই থাকবো।"

সুপন আর কিছু বললো না।

"ভুট্টু?" গাড়িতে ওঠার আগে আজমত ডাকলো। "বাইরে আয়।"

ভুট্টু বের হয়ে এলো দরজা খুলে। "কি হইছে, ভাই?"

"তুই এইখানে থাক। ওইটারে হাত-পা আর মুখ বাইন্ধা রাইখা দিবি। সব কিছু স্বীকার না করলে ওরে এমনেই ফালায়া রাখবি। মাইর-টাইর আর দিস্ না। কিচ্ছু করার দরকার নাই। বুঝলি?"

"আচ্ছা, ভাই..." বললো ভুট্টু। "আপনে আবার কখন আইবেন?"

"তুই থাক, আমি একটু পরই আইতাছি..."

আজমত গাড়িতে উঠে বসলে সুপন আর দেরি করলো না।

চোখের সামনে দিয়ে গাড়িটা চলে যাবার পর ভুট্টুর মেজাজটাই বিগড়ে গেলো। *ধুর! এইটা কুনো কাম হইলো!* আজরাতে একটা ডিজে পার্টিতে যাবার কথা ছিলো, কিন্তু ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে আজ আর পার্টিতে যাওয়া হবে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৭

সায়েম ভেবেছিলো আদিবা খুব চটে যাবে, তার ভায়ের হত্যাকাণ্ডের কেসে একমাত্র আসামীকে নিজের বাড়িতে আবিষ্কার করার পর এটাই হতো স্বাভাবিক আচরণ কিন্তু তাকে বিস্মিত করে দিয়ে খারাপ কোনো আচরণই করে নি সে। শুধু ভর্ৎসনার সুরে বলেছিলো নিজের পরিচয় গোপন করে তার সাথে আদনানের কেসটা নিয়ে কথা বলতে এলো কেন—এটা সে ঠিক করে নি।

সায়েম কিছু বলার আগেই আগ্রাসী মামার দিকে চোখ যায়, বুঝতে পারে সময় নষ্ট করার মাশুল খুব বেশি অসম্মানজনক হয়ে যাবে এবার। দ্রুত আত্মপক্ষ সমর্থন করে বলে পরিচয় লুকানোর কোনো চেষ্টাই করে নি সে, যদি লুকাতো তাহলে মহাকাল-এর সাংবাদিক পরিচয় দিতো না।

এখন রাগে ক্ষিপ্ত মামার মুখোমুখি বসে আছে সায়েম। লোকটা কটমট চোখে চেয়ে আছে তার দিকে। এই লোকই উত্তরা-থানায় তার উপর চড়াও হয়েছিলো। পরদিন তার জামিনের সময়ও সুফি পরিবারের পক্ষে উপস্থিত ছিলো কোর্টে। বোঝাই যাচ্ছে সুফি গ্রুপের একজন বিশ্বস্ত কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করে, পরিবারটির সাথে খুব ঘনিষ্ঠ।

একটু আগে কাজের মেয়েটা এসে যখন জানালো বেবির ব্রেস্ট-ফিডিং করার সময় হয়ে গেছে তখন তাদের দু'জনকে রেখে দ্রুত চলে যায় আদিবা। মামাও তাকে আশ্বস্ত করে, এই সাংবাদিককে সে সামলাচ্ছে, এ নিয়ে যেনো কোনো চিন্তা না করে।

"আপনি এখানে কোন্ মতলবে এসেছেন, সত্যি করে বলুন," গম্ভীরমুখে জানতে চাইলো মামা।

"আদনান সুফির মার্ডারের উপর আমাদের পত্রিকা একটি ইনভেস্টিগেটিভ রিপোর্টিং করছে...মানে আমি করছি...সে-কারণে ম্যাডামের কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে এসেছিলাম..."

ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো মামা। সায়েমকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। "ওর কাছ থেকে কী জানবেন? ও তো পাঁচ বছর ধরে দেশেই ছিলো না, দুলাভাই আর আদনান মারা যাবার পর দেশে এসেছে।"

"জি," ছোট্ট করে বললো সায়েম। "কিন্তু উনি ছাড়া তো কেউ নেই এই পরিবারে..."

মামা চুপ মেরে রইলো কয়েক মুহূর্ত। "আপনার ঐ ছোকরা উকিল না

www.BanglaBook.org

কোর্টে প্রমাণ করে দিলো আদনানের মার্ডারটা গাড়ি ছিনতাইকারীদের কাজ? এটা নিয়ে আবার ইনভেস্টিগেশন করার কী আছে?"

ঢোক গিললো সায়েম। কী বলবে সব আগে থেকে ঠিক করে এসেছিলো কিন্তু এই মামার কথা তার মাথায়ই ছিলো না।

"আমি আসলে জানতে চাইছি কেসটা বর্তমানে কি অবস্থায় আছে...সুফি পরিবার কাউকে সন্দেহ করছে কিনা...তারা এটাকে ছিনতাইকারীদের কাজ মনে করে কিনা...এইসব...মানে যদি নতুন কিছু বের করা যায় আর কি..."

মামার চোখ আরো কুচকে গেলো।

"আমি যেহেতু এই কেসে কো-ইনসিডেন্টলি জড়িয়ে পড়েছিলাম তাই আমার সম্পাদক বললো কাজটা আমি করলেই ভালো হবে।"

"বুঝলাম। তো আপনি আদিবার কাছ থেকে কি জানতে চাচ্ছেন আমাকে বলুন," অবশেষে বললো সে। "ওর চেয়ে আমিই বেশি সাহায্য করতে পারবো আপনাকে।"

মামার দিকে চেয়ে রইলো সায়েম। বুঝতে পারছে না এই লোক আগ বাড়িয়ে সাহায্য করতে চাইছে কোন্ মতলবে। অন্যদিকে উত্তরা-থানায় এই লোকের যে রুদ্রমূর্তি দেখেছে তাতে বুঝতে পারছে একে আর ক্ষ্যাপানো ঠিক হবে না।

"আমি শুনতে পেরেছি খুন হওয়ার আগে আদনানের সাথে নাকি আহকাম উল্লাহ এমপির ঝগড়া হয়েছিলো..." আদিবাকে যা বলেছিলো সেটাই পুণরায় বললো নিজের কথাটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য। ভালো করেই জানে তারা এ নিয়ে কথা বলবে, তাই আগের ঢিলটাই আবার মারলো।

কথাটা শুনে মামা বিস্ফারিত চোখে তাকালো সায়েমের দিকে। যেনো আকাশ থেকে পড়লো। "আদনানের সাথে কি হয়েছিলো?!"

ঢোক গিললো সায়েম। মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে জোর দিয়ে বলতে হয়। "ঝগড়া।" দৃঢ়ভাবে বললো সে।

"আপনার কী কোনো ধারণা আছে কী বলছেন!" রেগেমেগে বললো মামা। "আদনানের সাথে ঝগড়া করবে ঐ এমপি? হাহ্! এই পরিবারের সাথে আহকাম উল্লাহর কেমন সম্পর্ক সেটা কি আপনি জানেন?"

সায়েম চুপ মেরে রইলো। *হ্যা, খুব গভীর সম্পর্ক!*

"কার কাছ থেকে জানতে পেরেছেন এরকম উদ্ভট কথা?"

সায়েম আবারো তার অপারগতা জানালো। "একজন সাংবাদিক হিসেবে আমি কখনও আমার সোর্সের পরিচয় ফাঁস করি না।"

এ কথা শুনে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলো মামা। "সোর্স?! এই সোর্সটা কে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আমাকে জানতে হবে। নিশ্চয় আমাদের কোনো এমপ্লয়ি...আমাকে বলুন?"

"দেখুন, এটা কিন্তু আমাদের জানালিস্টদের এথিক্‌সের বাইরে–"

"আরে রাখেন আপনার এথিক্‌স!" রেগেমেগে বললো ভদ্রলোক। "আমাকে ওসব শেখাবেন না। এনভেলপে করে যখন টাকা খান তখন এথিকস কোথায় থাকে? টাকা খেয়ে কারো পক্ষে লেখার সময় এসব ন্যায়-নীতি কি পকেটে ভরে রাখেন? ফোন করে যখন আপনারা বলেন টাকা না দিলে অমুক খবরটা ছাপিয়ে দেবো তখন তো কোনো এথিক্‌সের ধার ধারেন না। এখন এসেছেন আমাকে এথিক্‌স শেখাতে!"

সায়েম চুপচাপ হজম করে গেলো কথাগুলো। কিছু কুলাঙ্গার সাংবাদিক আর সাংবাদিক নামধারী বাটপারের কারণে লোকজনের মধ্যে এই মহান পেশা নিয়ে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ভদ্রলোকের প্রতিটি অভিযোগই সত্যি কিন্তু সেটা হাতেগোনা কিছু অ-সাংবাদিকের বেলায়।

মাথা নেড়ে সায় দিলো মামা যেনো বুঝতে পেরেছে। "আদনানের ড্রাইভার বলেছে?"

সায়েম বুঝতে পারলো না। "ড্রাইভার?"

"আমি শিওর, এটা ঐ ড্রাইভারই বলেছে।"

কথাটা শুনে সায়েম খুব অবাক হলো। এই লোক ড্রাইভারের কথা বলছে কেন?

"আসলে সোর্সের পরিচয় জানলে আমি আপনাকে সেটা বলতাম, আমাকে এতো রিকোয়েস্ট করতে হতো না..." চট করে মিথ্যেটা বলতে পারলো সে। পরিস্থিতি সহজ করতে হবে। এই মামার কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কেন সে ড্রাইভারকে সন্দেহ করছে। আরেকটা ক্লু'র ইঙ্গিত পাচ্ছে।

"আপনি সোর্সের পরিচয় জানেন না মানে?" অবিশ্বাসে বলে উঠলো। "একটু আগেই তো বললেন সোর্সের পরিচয় দিতে পারছেন না কারণ এটা আপনাদের সো কল্‌ড এথিক্‌সের মধ্যে পড়ে না।"

"তা তো পড়েই না কিন্তু সোর্সের পরিচয় জানা থাকলে আমি আপনার সাথে এটা শেয়ার করতাম কারণ আপনি এই পরিবারের খুবই ঘনিষ্ঠ লোক। খুবই রেসপন্সিবল একজন মানুষ। আমি শিওর, আপনার কাছে এটা ডিসক্লোজ করলে সমস্যা হতো না।"

"দাঁড়ান, দাঁড়ান," হাত তুলে সায়েমকে থামতে বললো মামা। "সোর্সের পরিচয় জানেন না মানে কি? এরকম উদ্ভট কথা আমি জীবনেও শুনি নি।"

"আমাকে টেলিফোন করে একজন জানিয়েছে এটা।" অনুসন্ধানী সাংবাদিক হিসেবে বহুল আলোচিত 'ওয়াটারগেট কেলেংকারী'র ব্যাপারে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ভালো ধারণা আছে তার, ঐ কেলেংকারীর রহস্যময় ব্যক্তি 'ডিপথ্রোট'-এর মতো অজ্ঞাত এক কলারের গল্প ফাঁদলো সে।

বিস্ফারিত চোখে সায়েমের দিকে চেয়ে রইলো মামা। "টেলিফোন করে বলেছে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো। "আমি ভদ্রলোকের পরিচয় জানতে চেয়েছিলাম কিন্তু উনি পরিচয় দেন নি।"

মামাকে দেখে মনে হলো কিছু একটা ভাবছে।

"আপনি ড্রাইভারের কথা বললেন কেন?" আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো সায়েম।

সায়েমের দিকে স্থিরচোখে তাকালো মামা। "কারণ আদনান খুন হবার দু-তিনদিন আগে..." গভীর করে নিঃশ্বাস নিলো মামা। "আহকাম উল্লাহর বাসায় গেছিলো আদনান।"

আদনান সুফি খুন হবার ক'দিন আগে আহকাম উল্লাহর বাড়িতে গেছিলো?! বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেলো সায়েম। পাজলের টুকরোগুলো জোড়া লাগতে শুরু করেছে। মাত্র আধঘণ্টায় কতো বড় অগ্রগতিই না হয়েছে কানাগলিতে মুখ থুবরে পড়া কেসটার। সেইসাথে আরেকটা বিষয় তার মনোযোগ কাড়লো।

"আদিবার তখন ছেলে হয়েছে...দুলাভাই আমেরিকা থেকে ফোন করে আদনানকে বলেন সে যেনো মিষ্টি নিয়ে আহকামের বাসায় যায় সুসংবাদটা দেবার জন্য।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মামা আবার বললো, "অফিসের গাড়িতে করেই সে গেছিলো। ঐ গাড়ির ড্রাইভার কি তাহলে এটা বলেছে আপনাকে?"

"আমাকে যে ফোন করে এটা জানিয়েছিলো সে তো নিজের পরিচয় দেয় নি তাই বুঝতে পারছি না," বললো সায়েম। মামার দিকে তাকালো সে। কী যেনো ভেবে যাচ্ছে।

"কিন্তু ওর সাথে আদনানের কেন ঝগড়া হবে?" প্রশ্নটা যেনো নিজেকেই করলো মামা। "কী নিয়ে হবে? আজব!"

সায়েম ভেবে পেলো না কী বলবে।

"এরকম কিছু হলে আদনান নিশ্চয় আমাকে বলতো..." আপন মনেই মাথা দোলালো মামা। "না। আমি শিওর, এরকম কিছু হয় নি।"

হঠাৎ করেই সায়েমের মনে পড়ে গেলো একটা কথা। আহকাম উল্লাহ আর সুফিরা একই অঞ্চলের বাসিন্দা। গুম হওয়া কামাল পাশাও সেই এলাকার মানুষ, আরেকটা কানেকশান কি আছে তাহলে?

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আপনারা কি কামাল পাশাকে চিনতেন?" আস্তে করে বলে উঠলো সায়েম মোহাইমেন।

মামা স্থিরচোখে চেয়ে রইলো তার দিকে।

"বাজারে গুজব আছে, আহকাম উল্লাহই কামাল পাশাকে গুম করেছে।"

হালকা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মামার ভেতর থেকে। "কামাল আমাদের এলাকারই ছেলে, তাকে কেন চিনবো না...কিন্তু আপনি এসব কথা জানতে চাইছেন কেন?" এবার ভুরু কুচকে জানতে চাইলো।

মামার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন করে বসলো সায়েম, "আদনান সুফি আর কামাল পাশার মধ্যে কি কোনো সম্পর্ক ছিলো? মানে তারা কি একে অন্যেকে চিনতো?"

"অবশ্যই চিনতো, না চেনার তো কোনো কারণ নেই," বললো মামা। "কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, আদনানের ঘটনার সাথে আহকাম, কামাল এদের কথা আসছে কেন?"

কামাল পাশা আর আদনান সুফি একে অন্যকে চিনতো! আবারো বিস্মিত হলো সায়েম মোহাইমেন। পাজলের আরেকটি টুকরো জোড়া লাগলো এবার।

"এসব কথা আসছে কারণ কামাল পাশা যেদিন নিখোঁজ হয়েছিলো তার পরদিনই আদনান খুন হয়। তারা একই অঞ্চলের বাসিন্দা। কামালের গুমের ব্যাপারে যাকে সন্দেহ করা হচ্ছে সেই আহকাম উল্লাহর বাড়িতে খুন হবার দু-তিনদিন আগে আদনান গিয়েছিলো," একটু থামলো সায়েম।

মামাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছে। আনমনেই মাথা দোলাচ্ছে ভদ্রলোক।

"আচ্ছা, কামাল পাশা আর আদনানের সাথে কেমন ঘনিষ্ঠতা ছিলো?"

সায়েমের দিকে মুখ তুলে তাকালো মামা। "তাদের মধ্যে পরিচয় ছিলো কিন্তু ঘনিষ্ঠতা ছিলো না, এটা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি। গত বছর পাশা ঢাকায় এলে দুলাভায়ের সাথে দেখা করেছিলো, সামনের ইলেকশানে দাঁড়াবে বলে দোয়া চাইতে এসেছিলো সে, তখন আদনান ছিলো দুলাভায়ের অফিসে। সম্ভবত তখনই ওদের পরিচয় হয়।"

নড়েচড়ে উঠলো সায়েম। "কামাল পাশা সামনের ইলেকশানে দাঁড়াবে বলে আরেফ সুফির কাছ থেকে দোয়া চাইতে এসেছিলো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো ভদ্রলোক। "ঐ অঞ্চলে কেউ রাজনীতি করতে চাইলে দুলাভায়ের আর্শীবাদ ছাড়া করতে পারবে না, এটা সবাই জানে। ওখানে উনার ব্যাপক প্রভাব ছিলো। সব দলের সব নেতাই উনাকে মানতো। এলাকায় উনার অবদান তো কম না। স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা-মসজিদ, এমনকি শিশুদের জন্য একটা হাসপাতালও করে দিয়েছেন।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কামাল পাশা কি সেই আর্শীবাদ পেয়েছিলো?"

সায়েমের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো ভদ্রলোক। তার সামনে বসে থাকা এই সাংবাদিককে কতোটা বিশ্বাস করা যায় নিশ্চিত হতে পারছে না।

"দুলাভাই বেঁচে থাকলে এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারতেন, আমার পক্ষে এটা জানা সম্ভব নয়।" শেষ পর্যন্ত এড়িয়েই গেলো।

"এই পরিবারের ঘনিষ্ঠ লোক হিসেবে নিশ্চয় আপনি জানেন কামাল পাশার ব্যাপারে আরেফ সুফির মনোভাব কেমন ছিলো?"

মামাকে দেখে এখন আর শত্রুভাবাপন্ন বলে মনে হচ্ছে না। মনের অজান্তেই যেনো সাংবাদিককে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে কিংবা তার কথাগুলো গুরুত্বের সাথে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

"এসব ব্যাপার নিয়ে দুলাভায়ের সাথে আমার তেমন কোনো কথা হয় নি তবে..."

সায়েম উন্মুখ হয়ে রইলো পরবর্তী কথাটা শোনার জন্য।

"...দুলাভায়ের একটা গুণ ছিলো, উনি কারোর উপরে অখুশি হলেও সেটা বুঝতে দিতেন না। উনার ভাবভঙ্গি দেখে কেউ এটা বুঝতে পারতো না। সবার সাথেই উনি ভালো ব্যবহার করতেন। কখনও কারোর বিরুদ্ধে কিছু করতেন না। এই শিক্ষাটা উনি পেয়েছিলেন উনার বাবার কাছ থেকে। উনারা ছিলেন নির্বিবাদী মানুষ। যার কারণে দুলাভাই রাজনীতি ছেড়ে দিয়েছিলেন।"

"কামালের ব্যাপারে উনার মনোভাব কি পজিটিভ ছিলো?"

একটু ভেবে বললো মামা, "বুঝতেই পারছেন, আহকাম ভায়ের রেকর্ড ভালো না। এলাকার সাথে উনার দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। বছরে দুটো ঈদ আর সরকারী কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া তো গ্রামে যানই না...মানুষজনের সাথে ব্যবহারও ভালো করেন না বলে শুনেছি। এদিকে দিন দিন কামাল এলাকায় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছিলো। ও যদি দল থেকে নমিনেশন নাও পেতো স্বতন্ত্র দাঁড়ালেও পাস করতে পারতো।"

আর সেক্ষেত্রে আরেফ সুফির আর্শীবাদ অবশ্যই লাগতো, মনে মনে বললো সায়েম। সম্ভবত আরেফ সুফির মতো ভালোমানুষ কামাল পাশাকে সেই আর্শীবাদ দিতেন।

"আচ্ছা, আপনার কি মনে হয়, আহকাম উল্লাহ টের পেয়ে গেছিলো আরেফ সুফি আর তাকে সমর্থন দেবে না?"

সায়েমের প্রশ্নটা শুনে কয়েক মুহূর্ত চুপ মেরে রইলো মামা। "আমি তো বললাম, এটা দুলাভাই বেঁচে থাকলে বলতে পারতেন," গম্ভীরমুখে বললো সে।

www.BanglaBook.org

"আমার পক্ষে এটা বলা সম্ভব নয়।" এরপর ভুরু কুচকে সায়েমকে পাল্টা প্রশ্ন করলো, "আপনি এটা জানতে চাচ্ছেন কেন?"

কাঁধ তুললো সায়েম। "জোর দিয়ে বলতে পারছি না, মনে হচ্ছে আহ্কাম উল্লাহ টের পেয়ে গেছিলো আরেফ সুফি আর তাকে সমর্থন দেবেন না।"

"আহ্কাম ভাই কিভাবে এটা বুঝতে পারবে, আশ্চর্য?" মামাকে কেমন বিচলিত দেখালো।

ভদ্রলোকের দিকে স্থিরচোখে চেয়ে রইলো সায়েম। একটা বিষয় এখন স্পষ্ট : আরেফ সুফির মনোভাব বদলে গেছিলো।

হঠাৎ করে যেনো কোনো কথা মনে পড়ে গেলো মামার। চট করে হাতঘড়িটা দেখে বললো, "আমি এখন উঠবো। জরুরি কাজ আছে অফিসে।"

মামার সাথে সাথে সায়েমও উঠে দাঁড়ালো।

পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড বাড়িয়ে দিলো পঞ্চাশোর্ধ ভদ্রলোক। "এটা রাখুন। দরকার হলে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আদিবার সাথে কথা বলে লাভ নেই। ও এসব ব্যাপারে কিছুই জানে না। বেচারি বিদেশ থেকে এসে বিরাট বড় একটা দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে, ছোটোবাচ্চা আর অফিস নিয়ে হিমশিম খাচ্ছে রীতিমতো। আমি চাই না ও এসব নিয়ে টেনশন করুক।"

সায়েম কার্ডটা হাতে নিলো। *সাদরুল আনাম খান।*

"আপনি তাহলে আসুন।"

অনিচ্ছা সত্ত্বেও দরজার দিকে পা বাড়ালো সায়েম মোহাইমেন কিন্তু তার মাথায় ঘুরছে এইমাত্র পাওয়া একরাশ তথ্য।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৮

গোলাম মওলা নিজের অফিসে বসে আছে। একটু আগে চা দিয়ে গেছে, সেটা এখনও হাতে তুলে নেয় নি। সায়েমের তাড়াহুড়ো স্বভাবটা একদম পছন্দ করে না সে। হুট করে সুফি পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্যের সাথে দেখা করতে চলে গেছে। মওলা বলেছিলো এতোটা তাড়াহুড়ার কিছু নেই কিন্তু সায়েম কথাটা কানেই তোলে নি। এই পরিবারের লোকজন যদি তাকে চিনতে পারে তাহলে অপমান করে তাড়িয়ে দেবে। এখনও অফিশিয়ালি আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের কেসে একমাত্র আসামী হিসেবে সায়েমের নামই অন্তর্ভূক্ত আছে। যদিও আদালতসহ সবাই বুঝতে পারছে এই হত্যাকাণ্ডটি গাড়িছিনতাইকারী চক্রের কাজ তবুও সায়েমকে হয়তো কেউ কেউ পুরোপুরি সন্দেহের বাইরে রাখবে না–বিশেষ করে সুফিরা।

চায়ের কাপটা হাতে তুলে নিলো আনমনে। মাত্র দুটো চুমুক দিতেই তার ফোনটা বেজে উঠলো। কাপটা রেখে কল রিসিভি করলো সে।

"হ্যালো? কি খবর?"

"এই তো আছি আর কি..." ওপাশ থেকে বললো তাহিতি।

"কি করছো?"

"কিছু না। আমি আবার কী করবো, আমি কি কাজকর্ম কিছু করি?"

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দও শুনতে পেলো মওলা কিন্তু সে নিশ্চিত নয় ওটা তাহিতির নাকি তার নিজের। "চা খাচ্ছি। হাতে তেমন কাজ নেই। ভালো লাগছে না।"

"তাহলে সন্ধ্যার পর বাসায় চলে আসো?"

একটু ভাবলো মওলা। "আসতে পারি যদি তুমি শাড়ি পরো..." কথাটা বলে নিজেই ভিরমি খেলো। লজ্জায় আরক্তিম হয়ে উঠলো তার মুখ। আসলে তাহিতির মনখারাপ করা কথার বিপরীতে কিছু বলতে গিয়ে মুখ ফস্‌কে এটা বের হয়ে গেছে। নাকি এটা তার অবচেতন মনের কথা।

ওপাশে নেমে এলো নীরবতা। কয়েক মুহূর্ত পর একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেলো।

এই নীরবতা সহ্য করতে না পেরে ম্রিয়মানকণ্ঠে মওলা বলে উঠলো, "সরি।"

"সরি কেন?" বেশ স্বাভাবিক কণ্ঠে বললো তাহিতি।

"না, মানে...আমার এটা বলা ঠিক হয় নি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আবারো কোনো সাড়াশব্দ হলো না কয়েক মুহূর্ত। "সন্ধ্যার পর এসো...আমি অপেক্ষা করবো," আস্তে করে বলেই কলটা কেটে দিলো তাহিতি।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কানে ফোন চেপে রাখলো মণ্ডলা, তার কেনজানি মনে হচ্ছে আজ তাহিতি শাড়ি পরবে।

"কিরে, হা-করে কি ভাবছিস?"

সায়েমের কণ্ঠ শুনে কিছুটা চমকে উঠলো সে। "তুই? কখন এলি?"

"এই তো এখনই।"

চেয়ার টেনে বসে পড়লো সায়েম। তার মধ্যে যে প্রবল উত্তেজনা সেটা স্পষ্ট টের পাচ্ছে মণ্ডলা।

"ঘটনা কি?"

"ঘটনা তো বিরাট...তুই শুনলে টাস্কি খেয়ে যাবি।"

কৌতূহলী হয়ে উঠলো গুলশান-বনানীর এসি। "মনে হচ্ছে একটা কানেকশান খুঁজে পেয়েছিস?"

"কানেকশানের কথা বলছিস?" মাথা দোলালো সে। "আমার কাছে এখন সব কিছু পরিস্কার।"

অবাক হলো মণ্ডলা। "এক-আধঘণ্টার মিটিংয়েই সব পরিস্কার হয়ে গেলো?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম।

"তাহলে আমাকে একটু এনলাইটেন্ট কর?"

সামনের দিকে ঝুঁকে বললো সায়েম, "খুন হবার দু'তিনদিন আগে আহকাম উল্লাহর বাড়িতে গেছিলো আদনান সুফি।"

গুলশান-বনানীর এসির মুখ হা হয়ে গেলো।

"বিরাট কানেকশান, বন্ধু!"

*

নিঃশব্দে খুব বেশিক্ষণ কাঁদা যায় না, মুখ বন্ধ থাকলে সেটা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। এখন কান্নার দমক আটকে রাখার চেষ্টা করছে সে। ঘরটা পুরোপুরি অন্ধকার হলেও টিনের ফুটো দিয়ে বাইরে থেকে আসছে ম্রিয়মান আলো। কিসলু বুঝতে পারলো বিকেল নেমে এসেছে। ঘরের এককোণে হাত-পা-মুখ বেধে ফেলে রাখা হয়েছে তাকে। সে বুঝে গেছে এখান থেকে আর জীবন নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না। কিন্তু কী অপরাধে তাকে এমন নির্মম শাস্তি দেয়া হবে সেটাই মাথায় ঢুকছে না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়েম মোহাইমেন? এই নামটা সে কখনও শোনে নি। *কে এই লোক?* কিসলুর চোখ বেয়ে আবারো পানি পড়তে লাগলো। ছোটোখাটো একজন মানুষ সে, এটা-ওটা করে জীবনধারণ করে। তাকে যারা চেনে তারা জানে চাপার জোরে টিকে আছে এ শহরে। নামকাওয়াস্তে একটি পত্রিকার রিপোর্টার। সবার কাছে নিজের সাংবাদিক পরিচয়টাই তুলে ধরে। 'স্বপ্নভূমি' নামের অখ্যাত যে পত্রিকায় কাজ করে সেখান থেকে নিয়মিত বেতনও পায় না। যে কয়টা ছোটোখাটো সরকারী বিজ্ঞাপন পায় সেটা দিয়েই চলে তাদের পত্রিকা, আর এই বিজ্ঞাপনগুলোর বেশিরভাগ জোগার করে কিসলু। এ বাবদ কমিশন পায় সে, এর সাথে আরো ধান্দাফিকির করে ঢাকা শহরে বউ-বাচ্চা নিয়ে টিকে আছে।

নিজেকে মানুষজনের কাছে যতোই ক্ষমতাবান হিসেবে জাহির করুক না কেন, তুচ্ছ একজন মানুষ সে, এটা তার চেয়ে আর কে বেশি জানে না। ঘটনাচক্রে বিরাট একটি ঘটনার ভেতরে ঢুকে পড়েছিলো। এতে তার কোনো হাত ছিলো না। পুরোটাই কাকতালীয় ব্যাপার।

এক মাস আগের ঘটনা—সে যাচ্ছিলো একটা কাজে, পথে দেখতে পায় তার রুটিরুজির জোগানদাতা আহকাম উল্লাহর গাড়িটা বনানী রেলক্রসিংয়ে ট্রেন চলে যাবার জন্য অপেক্ষা করছে। তো এই এমপি হলেন তার দেশের লোক। নির্বাচনের সময় জানপ্রাণ দিয়ে খাটে তার জন্যে। পোস্টার, ব্যানার আর মাইকিং করার যাবতীয় কাজ করে সে। ভালো ইনকামও হয় তখন। সে কারণে এমপি সাহেবও তাকে স্নেহ করে। তার কৃপায় আর দয়ায় ছোটোখাটো কিছু সরকারী বিজ্ঞাপন পেয়ে থাকে কিসলু। বর্তমানে এটাই তার জীবিকা। এ কারণে অন্নদাতার সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখে।

এমপির গাড়িটা দেখে খুব আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে গেছিলো সেদিন। ড্রাইভারের পাশে বসা ছিলো এমপির ডানহাত হিসেবে পরিচিত আজমত। এই লোকটার সাথেও তার জানাশোনা আছে। তাদের পাশের গ্রামের ছেলে। চরিত্র খুব একটা সুবিধার নয় তবে ক্ষমতাবানের ছত্রছায়ায় থাকে বলে গ্রামের লোকজন তাকে সমীহ করে।

ড্রাইভারের পাশে বসা আজমতকেই সে আগে দেখে। ঐ গাড়ির পেছনদিককার কাঁচ গাঢ় কালচে। তার ধারণা ছিলো পেছনের সিটে এমপি সাহেব বসে আছেন। আজমতের স্বচ্ছকাঁচে টোকা মেরে হাসিহাসি মুখে সালাম ঠুকে সে। তাকে দেখে কিছুটা চমকে যায় এমপির ডানহাত। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকে তার দিকে। এমপিকে সালাম দেবার জন্য আজমতের পেছনে উঁকি মারে সে আর তখনই দৃশ্যটা দেখতে পায়।

কামাল পাশা?

www.BanglaBook.org

তার এলাকার আরেক ক্ষমতাবান ব্যক্তি, উদীয়মান তরুণনেতা। তিনবারের এমপি এখন চারবারের বার নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত হতে পারছে না এই ছেলেটার কারণে। দিনি দিন এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই নেতা। কিসলুর মতো সামান্য লোকজন সব ক্ষমতাবানের সাথেই সম্পর্ক রাখার চেষ্টা করে। ক্ষমতার ছিটেফোটা আর উচ্ছিষ্টভোগী তারা। দেশের বাড়িতে গেলে ইদানীং কামাল পাশার সাথেও দেখা করে আসতো। তাকে বোঝানোর চেষ্টা করতো : আপনি এগিয়ে যান, ভাই। আমরা আছি আপনার পেছনে। কিসুলর হিসেব খুব সহজ , আহকাম উল্লাহ্ বর্তমান আর কামাল পাশা ভবিষ্যৎ। দুটোই তার দরকার।

তো কামাল পাশাকে আহকাম উল্লাহর গাড়িতে দেখে খুব একটা অবাক হয় নি সে। রাজনীতি যারা করে তাদের সম্পর্কগুলো তো এমনই হয়। এখানে কি শেষ কথা বলে কিছু আছে?

তবে কামাল পাশার ভাবভঙ্গি দেখে কিসলুর মনে একটু সন্দেহ হয়। মাত্র কয়েক ঝলক দেখেই সে বুঝতে পেরেছিলো তরুণনেতা কেমন অসহায়ের মতো পেছনের সিটে বসে আছে। দু-দু'জন গুণ্ডা কিসিমের ছেলে বসে আছে তার দু'পাশে। কিসলুর দিকে ঢুলুঢুলু চোখে তাকালেও তাকে চিনতে পারে নি। সম্ভবত কামাল পাশা স্বাভাবিক অবস্থায় ছিলো না। দ্রুত গাড়ির কাঁচ নামিয়ে দেয় আজমত। চেষ্টা করে কিসলুর মনোযোগ যেনো পেছনের দিকে না যায়।

"কি হইছে? তুমি এইখানে?" আজমত বলেছিলো জানালার কাঁচ নামিয়ে। তার চেহারায় একটু ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া অভিব্যক্তি ছিলো।

"এই তো ভাই, এইখান দিয়ে যাচ্ছিলাম...এমপি সাহেবের গাড়ি দেখে ভাবলাম ভাইকে একটু সালাম দিয়ে আসি..." কিসলু হাসিমুখে বলেছিলো তাকে। আড়চোখে আবারো তাকিয়েছিলো পেছনের সিটের দিকে। আজমতের মতো কামাল পাশার দু'দিকে বসা ছেলে দুটোর চেহারায়ও ভড়কে যাবার লক্ষণ দেখতে পায়।

"ভায়ে তো দেশে নাই..." আজমত বলেছিলো।

কিসলু বুঝতে পারছিলো এমপির ডানহাত মহামুশকিলে পড়ে গেছে, যেনো কী করবে কী বলবে ভেবে পাচ্ছে না। ঠিক তখনই গাড়ির সামনে দিয়ে সশব্দে হুইসেল বাজাতে বাজাতে চলে যায় সুদীর্ঘ একটি ট্রেন। প্রচণ্ড কোলাহল যেনো আজমতকে যন্ত্রের মতো চালিত করলো। কিছু না বলে পকেট থেকে দ্রুত কয়েক হাজার টাকা বের করে কিসলুর হাতে ধরিয়ে দেয় সে। "কাউরে কিচ্ছু কইও না। বুঝলা?...আর আমারে ফোন দিও।"

ট্রেন চলে যাবার সময় তুমুল শব্দের কারণে কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে না পেলেও ঠিক ঠিকই বুঝে নিতে পেরেছিলো কিসলু। হাতের টাকাগুলোর দিকে

www.BanglaBook.org

চেয়ে তার চোখ দুটো চকচক করে ওঠে। ঐদিন বিশাল আকারের পাঙ্গাস মাছ আর একহালি বড়বড় সাইজের মুরগি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলো সে।

ঘটনার দু-দিন পরই পত্রপত্রিকায় ছাপা হতে থাকে কামাল পাশার নিখোঁজ হবার সংবাদ। তার পরিবার থেকে অভিযোগ করা হতে থাকে আহকাম উল্লাহ তাকে গুম করেছে কিন্তু সে-সময় পত্রিকাগুলো ব্যস্ত ছিলো তাদের এলাকার বিখ্যাত সুফি পরিবারের একমাত্র ছেলের হত্যাকাণ্ড নিয়ে।

পত্রিকায় খবরটা বের হবার দিন বিকেলেই আজমত তাকে ফোন দেয়। তার কণ্ঠ কেমন মলিন আর ফ্যাকাসে শোনাচ্ছিলো। খুব বেশি কথা বলে নি, কোনো হুমকি কিংবা ভয়ভীতিও দেখায় নি শুধু বলেছিলো যা দেখেছে তা যেনো কাউকে কোনোদিন না বলে। এমনকি এমপি সাহেবও যেনো এটা জানতে না পারে। কিসলু বুঝতে পারে আজমত তার কাছে ধরা খেয়ে গেছে। এমপির অগোচরে হয়তো কাজটা করেছে। এমপির ডানহাতকে সে আশ্বস্ত করে বলেছিলো এই ঘটনা সে মরে গেলেও কাউকে বলবে না।

এরপরই কিসলু বুঝে যায় ঘটনা অনেক বিরাট। এতো অল্প টাকায় রফা হতে দেয়া যায় না। আজমতকে ফোন করে দক্ষ অভিনেতার মতো নিজের বিপদের কথা বলে টাকা ধার চায়, তাকে অবাক করে দিয়ে টাকাগুলো পেয়েও যায় সে। এই সহজলভ্যতাই কিসলুকে প্রলুব্ধ করে দ্বিতীয়বার টাকা 'ধার' চাইতে। কিন্তু এক চালাকি আর দু'বার খাটে নি। আজমত বেশ স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় তাকে যেনো ফোন করে টাকা-পয়সা না চায়। কিসলু বুঝতে পারে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে। একজন ধূর্ত লোক হিসেবে তার বোঝা উচিত ছিলো ক্ষমতাবান আর খুন-খারাবি করা লোকজনদের সাথে ব্ল্যাকমেইল করতে নেই–এমনকি সেটা ধার-দেনার ছদ্মাবরণে হলেও।

এরপর এমন কিছু সে করে নি যে তাকে হুট করে তুলে এনে মারপিট করা হবে, অন্ধকার ঘরে হাত-পা-মুখ বেধে ফেলে রাখবে। আজমত সন্দেহ করছে সায়েম মোহাইমেন নামের এক লোককে সে সব কিছু বলে দিয়েছে। কিসলু কিছুতেই বোঝাতেই পারছে না, এ নামের কাউকে সে চেনে না। আর ঐদিনের কথা কাউকে বলবে এতোটা বোকা সে কোনোকালেই ছিলো না।

এখন অন্ধকার এই ঘরে পড়ে পড়ে অপেক্ষা করছে এ জীবনে সবচেয়ে খারাপ সময়টির জন্য। যারা কামাল পাশাকে গুম করেছে তারা যে তার মতো তুচ্ছ আর নগন্য একজনকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে কার্পন্য করবে না সেটা ভালো করেই জানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৭৯

সব শোনার পর চুপ মেরে রইলো গোলাম মওলা।

সায়েম এখন চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে। ছটকুর সামনে কাপ থেকে ধোয়া উঠলেও সেদিকে তার মনোযোগ নেই। একটু আগেই এক কাপ খেয়েছে, এখন আর খেতে ইচ্ছে করছে না।

তার বন্ধু সত্যি সত্যি একজন ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্ট। একটা ঘটনার পেছনে লেগে থাকা, ভেতরের খবর বের করে আনা, এ গুণগুলো তার আছে।

আস্তে করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো মওলা, "আদনান সুফির বোনকে গাড়িটার কথা বলতে পারলে ভালো হতো।"

চায়ের কাপটা রেখে দিলো সায়েম। "বলার আগেই তো ঐ মামা এসে পড়লো।"

"সুফিদের মামাকে বলতে পারতি...লোকটা তো অনেক কথাই তোকে বলেছে...তাকে বলে দেখতি রিঅ্যাকশনটা কি হয়?"

ছটকুর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে বললো সে, "এটা আমারও মনে হয়েছিলো তখন কিন্তু ভেবে দেখলাম লোকটাকে হুট করে বিশ্বাস করা ঠিক হবে না। আসলে মামার ব্যাপারে একটা সন্দেহ তৈরি হয়েছে আমার মনে। তার কথার মধ্যে সামান্য একটা অসঙ্গতি ছিলো।"

"কি রকম?"

"প্রথমে সে এমপিকে আহকাম ভাই বলে সম্বোধন করছিলো, পরে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে শুধু 'আহকাম' আর 'ও' বলে সম্বোধন করেছে।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা। "গুড অবজার্ভেশন। তার মানে ঐ লোক এমপিকে তুমি করে সম্বোধন করে। আর এই জিনিসটা তোর কাছ থেকে লুকাতে চাইছিলো।"

"হুম।"

"তাহলে কি ঐ মামাও আহকাম উল্লাহর সাথে জড়িত থাকতে পারে?"

কাঁধ তুললো সায়েম। "কে জানে, হতেও পারে। সুফিদের বিরাট সম্পত্তি। যতোটুকু বুঝতে পেরেছি, সবকিছু এখন ঐ লোকই দেখাশোনা করে। আদিবা নামকাওয়াস্তে আছে আর কি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো গুলশান থানীর এসি। "না বলে ভালোই করেছিস। ঐ লোককেও সন্দেহের বাইরে রাখা যায় না।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়েম মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"তাহলে ঘটনাটা কি দাঁড়াচ্ছে? আহকাম উল্লাহ আদনানকে খুন করতে গেলো কেন?"

কাঁধ তুললো সায়েম। "সেটা বোঝা যাচ্ছে না, তবে আদনান যখন মিষ্টি নিয়ে তার বোনের ছেলে হবার খবর দিতে গেছিলো তখন হয়তো কোনো একটা বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়, কিংবা আদনান কিছু একটা দেখে ফেলে ঐ বাড়িতে।"

"হুম," মাথা নেড়ে সায় দিলো মণ্ডলা।

"আমি ঠিক জানি না, তবে মনে হচ্ছে যা-ই হয়ে থাকুক তখনই সেটা হয়েছিলো। যার পরিণতিতে আদনানকে খুন হতে হয়।"

"তাহলে আমরা মোটামুটি নিশ্চিত, কামাল পাশার গুম আর আদনানের খুন–দুটো ইনসিডেন্ট একেবারেই কানেক্টেড। শুধু একই সময়ে ঘটে নি, সম্ভবত এই দুটো ঘটনার পেছনে একই কারণ রয়েছে।"

"একই কারণে কিনা জানি না তবে একটার কারণে আরেকটা ঘটতে পারে।"

একটু ভেবে বললো মণ্ডলা, "কামাল পাশাকে গুম করার কারণটা কি হতে পারে? মানে বাজারে যে কথাটা চালু আছে–আহকাম উল্লাহ তার পথের কাটা দূর করার জন্য এটা করেছে-খুবই জেনারালাইজড কথা। আমার কাছে কেমনজানি খটকা লাগে।"

"খটকা লাগে কেন?"

"কারণ তিনবারের নির্বাচিত এমপি, ক্ষমতাসীন দলের প্রভাবশালী একজন নেতা, সে কেন পুচকে এক নেতার আর্বিভাবে ভয় পেয়ে এমন কাজ করতে যাবে? হুট করে এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও ঐ কামাল পাশা নিশ্চয় তাকে ডিঙিয়ে নমিনেশন পেতো না?"

"তা পেতো না। আমাদের দলগুলোর নমিনেশন দেবার ধরণ বিবেচনা করলে এটা সম্ভব বলে মনে হয় না।"

"তাহলে?"

"এটাই আমার মাথায় ঢুকছে না। তবে ঐ মামার কথা শুনে মনে হয়েছে কামাল পাশার দিকে আরেফ সুফি ঝুঁকে গেছিলেন হয়তো। কয়েক মাস আগে পাশা নাকি তার সাথে দেখা করে আর্শীবাদও নিয়েছিলো।"

"সেটা নিতেই পারে, ভদ্রলোক এক সময় ওখানকার এমপি ছিলেন, বিরাট বড় শিল্পপতি, তারচেয়েও বড় কথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ লোক তিনি। তাকে সবাই নিজের দিকে টানতে চাইবে এটাই স্বাভাবিক।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়েম চুপ মেরে রইলো। এটা মাথায় ছিলো না। এই সত্যটা তাকে নতুন আরেকটি ইঙ্গিত দিচ্ছে। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর সাথে আরেফ সুফির সখ্যতার কথা অনেকেই জানে। এমনিতেই বিরামপুরের রাজনীতিতে আরেফ সুফি একটি ফ্যাক্টর ছিলেন, তার উপর প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার সখ্যতা যোগ করলে দাঁড়ায়, তিনি যাকে পছন্দ করবেন, যার দিকে ঝুঁকে যাবেন সে-ই হবে পরবর্তী এমপি।

"কি ভাবছিস?"

ছটকুর দিকে তাকালো সায়েম। "আমার কেনজানি মনে হচ্ছে আরেফ সুফি যে কামাল পাশার দিকে ঝুঁকে যাচ্ছিলেন এটা হয়তো আহকাম উল্লাহ টের পেয়ে গেছিলো। তাই সে মরিয়া হয়ে গুম-খুনের মতো কাজ করেছে।"

মওলা একটু বিবেচনা করলো কথাটা। "কিন্তু তাই বলে আরেফ সুফির ছেলেকেও খুন করবে? এটা করলে পরিণাম কী হতে পারে সেটা কি ঐ এমপি জানে না?"

"সম্ভবত আদনানকে খুন করার কোনো পরিকল্পনা এমপির ছিলো না। এটা তাকে বাধ্য হয়ে করতে হয়েছে। কিংবা দুর্ঘটনাবশত হয়ে গেছে।"

মওলা মাথা নেড়ে সায় দিলো। "সে-কারনেই কি একটা লাশ গুম করা হলেও অন্যটা রাস্তায় ফেলে রাখা হয়েছিলো?"

কাঁধ তুললো সায়েম। "হতে পারে।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮০

আহকাম উল্লাহ চুপচাপ বসে আছে। নীচতলার এই বিশাল ড্রইংরুমে আজমত ছাড়া আর কেউ নেই। তার মতোই চুপচাপ বসে আছে বাইশ বছরের পুরনো বিশ্বস্ত লোকটি।

এই সাংবাদিক আসলে কী কারণে তার বাড়িতে চোরের মতো ঢুকেছিলো সেটা এক রহস্য। এর কোনো সদুত্তর তার কাছে নেই।

আজমত অবশ্য এমপির মতো কোনো রহস্যের মধ্যে নেই। সে ভালো করেই জানে, ঐ সাংবাদিক কামাল পাশার ঘটনা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে।

"ভাই?" আস্তে করে বললো সে। একটা কথা জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে দ্রুত।

"কি?"

"আপনারে একটা কথা জানানো দরকার।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো এমপি।

ঢোক গিললো আজমত। মাথার পেছনটা চুলকে নিলো। "ঐ সাংবাদিক আইজ দুপুরের দিকে গুলশান-বনানীর এসির অফিসে গেছিলো।"

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো আহাকম উল্লাহ। "কি!"

আবারো ঢোক গিললো তার বিশ্বস্ত লোকটি।

"তু-তুমি এটা কেমনে জানলে?"

"আপনে কইছিলেন না, হের পেছনে লোক লাগাইতে..."

ভুরু কুচকে একটু ভেবে নিলো এমপি। "কেন গেছিলো?"

হাফ ছেড়ে বাঁচলো আজমত। যাক, এমপি সাহেব তার কাছ থেকে কৈফিয়ত জানতে চায় নি কেন খবরটা দেরিতে দিলো। কাঁধ তুললো সে। "সেইটা তো কইতে পারুম না। এসির অফিসে যাওয়ার পর আমি আমার লোক্‌রে ফলো করতে মানা কইরা দেই।"

আহকাম উল্লাহর চেহারা দেখে মনে হলো অজানা শঙ্কা জেঁকে বসেছে তার মধ্যে। "গুলশান-বনানীর এসি?" অনেকটা আপন মনে বিড়বিড় করে বললো। এসি লেভেলের কোনো পুলিশ অফিসার তার মতো এমপির পেছনে লাগবে না, এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। সায়েম মোহাইমেন যদি তার বিরুদ্ধে পুলিশকে কোনো কিছু জানাতে যায় তাহলে আধঘণ্টার মধ্যে পুলিশ নিজে তাকে জানিয়ে দেবে ব্যাপারটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

একটা পাজলের মধ্যে পড়ে গেলো আহকাম উল্লাহ। কামাল পাশার ঘটনার পর সব কিছুই খুব দ্রুত নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়েছিলো সে কিন্তু গতকাল থেকে শুরু হয়েছে নতুন এক খেলা। তার সমস্ত হিসেব উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। একটা ঘটনার সাথে আরেকটা ঘটনার সংযোগ মেলাতে পারছে না। কেমন খাপছাড়া সব ঘটনা।

"গুলশান-বনানীর এসির অফিসে আমাদের বিশ্বস্ত কে আছে?"

আহকাম উল্লাহর কথায় মুখ তুলে তাকালো আজমত। একটু ভেবে বললো, "আকমল হোসেন...কেন, ভাই?"

"ওকে ফোন করে জেনে নাও এসির সাথে সায়েম মোহাইমেনের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা।"

"ঠিক আছে ভাই," কথাটা বলেই আজমত উঠে চলে গেলো। এমন না যে আহকাম উল্লাহর সামনে ফোন করাটা বেয়াদপি কিন্তু টেনশনের সময় এমপির সামনে কেউ ফোন করে অন্য কারোর সাথে কথা বললে তার মেজাজ বিগড়ে যায়। দীর্ঘদিন ধরে তাকে দেখে আসছে, নাড়ি-নক্ষত্র সবই চেনে।

আজমত চলে যাবার পর ফাঁকা ঘরে পায়চারি করতে লাগলো আহকাম উল্লাহ। এখন থেকে যে কোনো দিন প্রাইমিনিস্টার ঘোষণা দিতে পারেন নতুন মন্ত্রীদের নাম, আর সেখানে তার সম্ভাবনা অনেক। বলতে গেলে প্রায় শতভাগ। অথচ তরী যখন তীরে এসে যাচ্ছে তখনই আড়াল থেকে কেউ ডোবাতে চাইছে যেনো।

মাথা দোলালো। এটা হতে দেয়া যাবে না। তাকে খুব দ্রুত বের করতে হবে ঐ সায়েম মোহাইমেনের উদ্দেশ্য কি। কার প্ররোচনায় সে এসব করে বেড়াচ্ছে। মহাকাল-এর চাকরি হারানোর ঝুঁকি নিয়েছে হারামজাদা তারপরও বলে নি কেন তার বাড়িতে ঢুকেছিলো, কি তার উদ্দেশ্য।

"ভাই?"

আজমতের ডাকে পেছন ফিরে তাকালো আহকাম উল্লাহ। "আকমলরে ফোন দিছিলাম..."

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো এমপি।

"গুলশান-বনানীর এসি গোলাম মওলা...ঐ সাংবাদিকের বন্ধু হয়।"

আহকাম উল্লাহ ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো তার বিশ্বস্ত লোকটির দিকে। "বন্ধু!" কয়েক মুহূর্ত ধন্দের মধ্যে পড়ে থাকলো সে। এই ঘোর কাটলো সেলফোনের রিং হবার শব্দে। আজমতের দিকে তাকালো।

"ভাই, আপনেরটা বাজতাছে..."

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

পাঞ্জাবির পকেট থেকে সেলফোনটা বের করে নিলো এমপি। ডিসপ্লের দিকে চোখ যেতেই নড়েচড়ে উঠলো সে।

"হ্যালো, কেমন আছো, দোস্ত?" জোর করে মুখে হাসি এনে বললো। আজকে তার অবস্থানের পেছনে যে মানুষটার কাছে সবচাইতে বেশি ঋণী সে ফোন দিয়েছে। "কেমন আছো, বন্ধুর কোনো খবর নাও না...খুব বেশি বিজি হয়ে গেছো মনে হচ্ছে?"

ওপাশ থেকে কথা শুনতে শুনতে কিছুক্ষণের মধ্যেই এমপির হাসি উবে গেলো। কানে ফোনটা চেপে রেখেই আজমতকে ঘর থেকে চলে যাবার ইশারা করলো সে।

আস্তে করে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো আজমত। আজ প্রায় বিশ-বাইশ বছর ধরে এই লোকটার সাথে আছে, বিগত পনেরো বছর ধরে এই বাড়িতেই থাকে, কোনোদিনই এমপির চোখেমুখে এতোটা উদ্বিগ্নতা দেখে নি।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮১

সদরুল আনাম খান নিজের অফিসে চুপচাপ বসে আছে। একটু আগে সুফি হাভেন থেকে ফিরে আসার পর তার মনের ভেতরকার অস্থিরতা ক্রমাগত বাড়ছে যেনো। মাথার মধ্যে একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে : তার কারণে সুফিদের এতোবড় ক্ষতি হয়ে গেলো না তো? যদি সে-রকম কিছু হয়ে থাকে তাহলে সারাজীবন অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়ে থাকবে, নিজেকে কখনওই ক্ষমা করতে পারবে না।

ঐ সাংবাদিক ঠিকই ধরতে পেরেছে, আহকাম উল্লাহ টের পেয়ে গেছিলো আরেফ সুফি আর তাকে সমর্থন দিতেন না। যে আরেফ সুফির মনোভাব তার কাছের লোকজন বুঝতে পারতো না, সামান্যতম ইঙ্গিতও পেতো না সেই লোকের মনোভাব আহকাম উল্লাহ কিভাবে টের পেয়ে গেলো–এই প্রশ্নের জবাব তার চেয়ে ভালো আর কে জানে।

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে, সেইসঙ্গে এক ধরণের চাপা ক্রোধ। *শূয়োরেরবাচ্চা!* মনে মনে গালিটা দিলো এমন একজনকে যার সঙ্গে তার দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। এই লোক আজ যে অবস্থানে চলে গেছে তাতে তার অবদান বলে শেষ করা যাবে না। দুনিয়াতে আর কেউ বন্ধুর সাহায্য পেয়ে এতোটা উপরে উঠতে পেরেছিলো কিনা তার জানা নেই। কিন্তু এটাও ঠিক, তার বন্ধু অনেক আগেই বদলে গেছে।

সেই কবেকার কথা। মনু আর সে ছিলো বাল্যবন্ধু। পাশাপাশি বাড়ি তাদের। ন্যাংটাকালের বন্ধু বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই। শৈশবে আর কৈশোরে সারা বিরামপুর দাপিয়ে বেড়াতো দু'জন। একই স্কুলে পড়াশোনা, একই কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট, তারপর ঢাকায় এসে জগন্নাথ কলেজ থেকে ডিগ্রি পাস। সে ঢুকে পড়ে তার বোনজামাইর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে আর মনু যোগ দেয় একটি বীমা কোম্পানিতে। কিছুদিন পর মনুর শখ জাগে এলাকায় ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হবে। খুব সহজেই সে মেম্বার হতে পেরেছিলো কারণ সুফিদের সমর্থন পেয়েছিলো সে। হাজার হলেও আরেফ সুফির শ্যালকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু!

এরপরই তার দুলাভাই আরেফ সুফির মাথায় ভূত চাপে এমপি ইলেকশন করার। ব্যবসা-বাণিজ্য করে ততোদিনে বেশ ভালো অবস্থান করে ফেলেছিলেন তিনি। উনার হঠাৎ করে রাজনীতিতে আসার কারণ বিরামপুরের

www.BanglaBook.org

দীর্ঘদিনের এমপির মৃত্যু। একজন মুক্তিযোদ্ধা এবং ভাষাসৈনিকের ছেলে হিসেবে আরেফ সুফির নামডাক ছিলো, বন্ধু-বান্ধব আর এলাকার লোকজনের অনুরোধে বিরামপুর থেকে নির্বাচন করেন তিনি। সেই নির্বাচনের সময় সার্বক্ষণিক কিছু লোকের দরকার পড়ে, তার বন্ধু মনু ইউনিয়ন পরিষদের মেম্বার হিসেবে এলাকার রাজনীতির ব্যাপারে ভালো ধারণা ছিলো, সেজন্যে আরেফ সুফির নির্বাচনী কাজের সমস্ত দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে। দারুণ কাজ করে মনু। আরেফ সুফি নির্বাচনে জেতার পর তাকে নিয়োগ দিয়ে দেন ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে। ব্যবসার কারণে বেশিরভাগ সময় ঢাকাতেই থাকতেন তিনি, তার হয়ে সমস্ত কাজকর্ম করতো মনু। বিরামপুরের সবাই তাকে ডাকতো 'ছোটো এমপি সাহেব' বলে। অমুকের সাথে তমুকের জায়গা-জমি নিয়ে ঝগড়া, ছোটো এমপির কাছে যাও, মিটমাট করে দেবে। একটা রাস্তা না করলেই নয়, চিন্তা কী, ছোটো এমপিকে গিয়ে বলো। কারোর নিরীহ ছেলেটাকে পুলিশ ভুল করে ধরে নিয়ে গেছে? ছোটো এমপির কাছে ছুটে যাও, কাজ হয়ে যাবে।

দীর্ঘ পাঁচ বছরে মনু হয়ে ওঠে বিরামপুরের অঘোষিত এমপি। তবে ঘুণাক্ষরেও সে কল্পনা করে নি খুব শীঘ্রই সত্যিকারের এমপি বনে যাবে। কিন্তু সৌভাগ্য যেনো তাকে খুঁজে নেয়, চার বছর এমপি হিসেবে সময় পার করেই আরেফ সুফি হাপিয়ে ওঠেন। এই কম্ম তার জন্যে নয়। রাজনীতি একেবারেই অন্য একটা জগত, সেই জগতে তিনি মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। নিজের বাবার কাছ থেকে যেসব শিক্ষা পেয়েছিলেন তার সবই খোয়াতে হবে এখানে থাকলে। মিথ্যে না বলা। মানুষের ক্ষতি না করা। শঠতা-প্রতারণা, গলাবাজি এসব চিন্তাও করতে পারে না সুফিরা। নিজের বিখ্যাত বাবার একটা ভাবমূর্তি আছে। আদেল সুফির ছেলে হিসেবে পরিচয় দিতে পেরেই তিনি গর্বিত ছিলেন। রাজনীতি করে নিজের এবং জন্মদাতা পিতার ভাবমূর্তি নষ্ট করার কোনো ইচ্ছে তার ছিলো না।

পরের ইলেকশন চলে আসার বছরখানেক আগেই আরেফ সুফি সিদ্ধান্ত নেন তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন না। বিরামপুরের জনগণের জন্য কাজ করতে হলে এমপি না হয়েও সেটা করা সম্ভব। তাকে এলাকার জনগণ কোনোভাবেই রাজি করাতে না পেরে হাল ছেড়ে দেয়। প্রশ্ন ওঠে, কে হবে তাদের পরবর্তী এমপি? জবাবটা সবারই জানাই ছিলো যেনো। নতুন লোকের খোঁজ করার দরকার কি—ছোটো এমপি তো আছেই।

আরেফ সুফি এ নিয়ে খুব একটা আপত্তি করেন নি। সে তো ঘরের ছেলেই, একমাত্র শ্যালকের সবচাইতে ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

স্বপ্নের মতো ঘটনা ঘটে গেলো তার বন্ধুর জীবনে। মেম্বার থেকে এমপি বনে গেলো সে। মনু হয়ে গেলো আহকাম উল্লাহ এমপি!

ওদিকে আরেফ সুফি রাজনীতি ছেড়ে পুরোপুরি ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিলেন। খুব দ্রুত হয়ে উঠলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ি।

এমপি হবার পর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আহকাম উল্লাহর ভাগ্য বদলে গেলো। রাজনীতির অলিগলি খুব দ্রুত চিনে ফেললো সে। ঢাকায় এসে থাকতে শুরু করলো। পার্টিতে নিজের একটি অবস্থান তৈরি করে নিতে তেমন কোনো সমস্যাই হলো না। পাঁচ বছরের মধ্যে গাড়ি-বাড়ির মালিক হয়ে উঠলো কিন্তু বিয়ে-শাদী করার নাম নেই সারাক্ষণ শুধু রাজনীতি নিয়ে পড়ে থাকতো। বলতে গেলে তার চাপেই আহকাম উল্লাহ চল্লিশ বছর বয়সে বিয়ে করে। এই বিয়ের সমন্ধটাও করে দিয়েছিলো সে নিজে। ঢাকায় বসবাস করে, বেশ ভালো একটি পরিবারের শিক্ষিত মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয়।

ব্যবসা আর চাকরি না করেও আহকাম উল্লাহ কিভাবে এতো বিত্তবৈভব অর্জন করলো সেটা সে জানে, কিন্তু এসব ধরে লাভ নেই। এ দেশের ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের প্রায় সবাই নিজেদের জন্য এরকম ব্যবস্থা করে নিয়েছে।

অর্থ-বিত্ত আর ক্ষমতায় যতোই বড় হয়ে উঠুক না কেন আহকাম উল্লাহ সব সময়ই আরেফ সুফিকে শ্রদ্ধা করতো, নেতা বলে সম্বোধন করতো। যে কোনো দরকারে ছুটে আসতো তার কাছে। তার বাড়ির কোনো অনুষ্ঠান হলে সব সময় নিজে এসে দাওয়াত দিয়ে যেতো। এলাকায় কোনো ব্রিজ, স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা উদ্বোধন করতে হলে আরেফ সুফিকে প্রধান অতিথি করা হতো। নির্বাচনের আগে দোয়া চাইতে আসতো। এভাবেই আরেফ সুফির সাথে একটা সম্পর্ক বজায় রেখেছিলো সে।

কিন্তু বিগত দু'বছর ধরে তার কর্মকাণ্ডে সন্তুষ্ট ছিলেন না আরেফ সুফি। এরকম এক লোককে রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা দেয়ার জন্য অনুতপ্ত ছিলেন তিনি।

এদিকে বিরামপুরে আর্বিভূত হয় কামাল পাশা নামের এক তরুণের। খুব দ্রুতই এলাকায় জনপ্রিয় হয়ে ওঠে সে। আহকাম উল্লাহ প্রথম দিকে তাকে নিয়ে মাথা ঘামায় নি কিন্তু একটা সময় এসে মাথা ঘামাতে বাধ্য হয়।

ভাষাসৈনিক আদেল সুফি মৃত্যুর কয়েক মাস আগে নিজের গ্রামে গেছিলেন, ওটাই ছিলো নিজের জন্মস্থানকে শেষবার দেখা। দেশের বাড়িতে উনি ছিলেন প্রায় দুই সপ্তাহ। এই সময়ের মধ্যে কামাল পাশা তার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে। কামালকে ভীষণ পছন্দ হয়ে যায় আদেল সুফির। ঢাকায়

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফিরে ছেলেকে তিনি জানিয়ে দেন আহকাম উল্লাহকে সমর্থন দেয়া মানে অন্যায়কে সমর্থন করা। ঐ লোকের যাবতীয় পাপের ভাগীদার হওয়া। তার ছেলের উচিত তাকে বাদ দিয়ে কামালকে পৃষ্ঠপোষকতা করা। ছেলেটা খুবই ভালো।

আরেফ সুফি কথাটা গুরুত্বের সাথে নিলেও তিনি ছিলেন অন্যধরণের মানুষ, হুট করে কিছু করা তার স্বভাবের মধ্যে ছিলো না। কারো সাথে তিনি খুব সহজে সম্পর্ক নষ্টও করতেন না। তবে পিতার কথাটা হয়তো তিনি বিবেচনার মধ্যে রেখেছিলেন।

এদিকে আদেল সুফির ইন্তেকালের পর পরই কামাল পাশা আরেফ সুফির সমর্থন পাবার চেষ্টা শুরু করে দেয়। সম্ভবত আদনানের বাবা মনে মনে তাকে সমর্থন দিয়েও দেন। কারণ এরপর একটি ঘটনায় এটা স্পষ্ট ধরা পড়েছিলো : বিরামপুরে একটি ব্রিজ উদ্বোধন করার জন্য আরেফ সুফিকে দাওয়াত দিয়েছিলো আহকাম উল্লাহ কিন্তু তিনি ব্যস্ততার অজুহাতে সে দাওয়াত গ্রহণ করেন নি। এ নিয়ে এমপি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। তার সাথে দেখা করে জানতে চেয়েছিলো ঘটনা কি, আর সেখানেই হয়তো ভুলটা করে ফেলেছিলো সাদরুল আনাম খান। বাল্যকালের বন্ধুকে সে বলেছিলো, কামাল পাশার ব্যাপারটা, সে যে আরেফ সুফির সমর্থন পাবার চেষ্টা করছে তাও জানিয়ে দেয়। অবশ্য বন্ধুকে বলেছিলো, সে যেনো এ নিয়ে চিন্তা না করে। নির্বাচন আসার আগেই দুলাভাইকে 'কনভিন্স' করতে পারবে। কথাটা শুনে আহকাম উল্লাহ দারুণ খুশি হয়েছিলো। বন্ধুকে বলেছিলো, যে করেই হোক কামাল পাশা যেনো তার নেতার সমর্থন না পায়। বন্ধুকে আশ্বস্ত করেছিলো সে। না করার কারণও ছিলো না। তার বন্ধু যতো বড় আর ক্ষমতাশালীই হোক না কেন তাদের দু'জনের সম্পর্কটা অটুট ছিলো।

আজ থেকে কয়েক মাস আগের ঘটনা। কামাল পাশা ঢাকায় এসে দেখা করে আরেফ সুফির সাথে। তখন অফিসে আদনানের সাথে সেও ছিলো। তাদের সামনেই আরেফ সুফির কাছে আশীর্বাদ চায় কামাল, বলেছিলো আদেল সুফির দোয়া সে পেয়েছে, এখন আরেফ সুফির দোয়া পেলে সামনের নির্বাচনে দাঁড়াবে। দল যদি তাকে নমিনেশন নাও দেয় স্বতন্ত্র হিসেবেই নির্বাচন করবে। আরেফ সুফি বরাবরের মতোই আচরণ করেছিলেন। তিনি কাউকে নিরাশ করতেন না, কামালকেও করেন নি।

কামাল চলে যাবার পর দুলাভায়ের কাছে শুধু জানতে চেয়েছিলো সামনের নির্বাচনে আহকামকে সমর্থন দেবে কিনা। আরেফ সুফি বলেছিলেন, সময় আসলেই সিদ্ধান্ত নেবেন, এখন এসব নিয়ে তিনি ভাবছেন না।

www.BanglaBook.org

সে বুঝে গেছিলো তার দুলাভায়ের মনোভাবটা কি।

এই বিষয়টা নিয়ে আহকাম উল্লাহও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো। বার বার তার সাথে এ নিয়ে কথা বলেছে। বন্ধুকে সব সময় আশ্বস্ত করে বলেছে চিন্তার কোনো কারণ নেই, সে তার দুলাভাইকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করবে।

তাহলে কি আহকাম উল্লাহ বুঝে গিয়েছিলো আরেফ সুফিকে আর নিজের পক্ষে আনা সম্ভব হবে না? এজন্যেই কি কামাল পাশাকে গুম করেছে সে? যদি তা-ই হয়ে থাকে তাহলে আদনানকে হত্যা করার তো কোনো কারণই নেই। নাকি সবটাই আহকাম উল্লাহর একটি পরিকল্পনা? ছেলেকে হত্যা করলে সেই ধকল সহ্য করতে পারবেন না হৃদরোগী আরেফ সুফি—এই হিসেবটাও ওর ছিলো?

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সাদরুল আনাম খান।

আহকাম উল্লাহ! রাজনীতি তাকে ক্ষমতালোভী করে তুলেছে। ক্ষমতার জন্য এমন কিছু নেই যে সে করতে পারে না। কিন্তু কোনোভাবেই মেনে নেয়া যাচ্ছে না সে-ই আদনানকে হত্যা করিয়েছে।

একটু আগে ফোন করে বন্ধুর কাছে জানতে চায়, আদনান যখন তার বাড়িতে মিষ্টি নিয়ে বোনের সন্তানের খবর জানাতে গেছিলো তখন তাদের মধ্যে কোনো কিছু নিয়ে ঝগড়া হয়েছিলো কিনা।

কথাটা শুনে আকাশ থেকে পড়ে আহকাম উল্লাহ। এসব কথা কোত্থেকে সে পেলো? এমন অদ্ভুত বানোয়াট কথা কে বলছে—তার বন্ধু বার বার জিজ্ঞেস করেছে তাকে। এটা নিশ্চয় তার বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র। কারা এই ষড়যন্ত্র করছে সেটা তার জানা দরকার।

সাদরুল আনাম খান বন্ধুর প্রশ্নের জবাবে কারোর নাম বলে নি শুধু বলেছে সময় এলে বলবে কোত্থেকে এটা জানতে পেরেছে।

এখন একা একা নিজের অফিসে বসে ভাবছে বন্ধুকে এ প্রশ্নটা করে আরেকটা ভুল করলো কিনা।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮২

গোলাম মণ্ডলা উসখুশ করছে। সায়েম এখনও তার অফিসে বসে ভেবে যাচ্ছে কী করে আহকাম উল্লাহকে আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডে ফাঁসানো যায়–কিভাবে পুরো ঘটনাটা প্রমাণ করা যায়। এ মুহূর্তে তার মাথায় আর কোনো চিন্তা নেই।

মণ্ডলার চোখ বার বার ঘড়ির দিকে চলে যাচ্ছে। সন্ধ্যা নেমে গেছে অনেক আগে, তাহিতির সাথে দেখা করার জন্য উৎসুক হয়ে আছে সে কিন্তু বন্ধুকে কিছু বলতে পারছে না।

"কিরে, বার বার ঘড়ি দেখছিস কেন?" ভুরু কুচকে জানতে চাইলো সায়েম।

"না, মানে..."

"তাহিতির সাথে ডেট আছে?" বন্ধুর কথা শেষ হবার আগেই বললো সে।

জবাবটা হাসির মাধ্যমেই দিলো মণ্ডলা।

"কখন?" আশাহত হয়ে জানতে চাইলো সায়েম।

"সন্ধ্যার পর যেতে বলেছিলো।"

মাথা দোলালো সায়েম। "ভালো। রোজ রোজ ডেটিং করছিস। আমার শালা পোড়া কপাল। একটা প্রেমিকা ছিলো শতশত মাইল দূরে সেও এখন বিগড়ে আছে।"

"মানে?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো ছুটকু।

"মানে ব্রেক-আপের লক্ষণ," বিরক্ত হয়ে বললো সে।

"ঘটনা কি? এই সামান্য ঝগড়াতেই ব্রেকআপ হয়ে গেলো?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সায়েম। "মেয়েরা সামান্য কিছু নিয়েই ঝগড়া করে।"

"তুই নিম্মিকে ফোন দিস্ নি?"

সায়েম কিছু বললো না।

"শালা...তোরও ইগো সমস্যা আছে। একটা ফোন দিলে কী হতো?"

"ফোন দেবো কেন? এসএমএস করে বলে দিয়েছে এ সম্পর্ক আর রাখতে চায় না। ফোন দিয়ে কী বলবো ওকে? কাঁদো কাঁদো হয়ে বলবো, প্লিজ সম্পর্কটা রাখো, নইলে আমি গলায় দড়ি দেবো?"

মণ্ডলা রেগেমেগে অন্য দিকে তাকালো। "ফাউল!"

"সম্পর্ক রাখার দায়-দায়িত্ব কি শুধু আমার?"

"ফালতু কথা বলিস না। মেয়েটা তোকে অনেকবার ফোন দিয়েছে। তোর

www.BanglaBook.org

উচিত ছিলো ওকে ফোন করা। এসএমএস-এ কী লিখেছে না লিখেছে ওগুলো নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার ছিলো না। ঝগড়াঝাটিতে এরকম হয়ই।"

"বাদ দে তো," হাত তুলে বললো বন্ধুকে। "আমি এখন এসব নিয়ে ভাবছি না।"

"তা কেন ভাববি, তোর মাথায় তো এখন আদনান সুফির কেসটা ঘুরছে!"

সায়েম কিছু বলতে যাবে অমনি মণ্ডলার ফোনটা বেজে উঠলো।

"এক মিনিট," বন্ধুকে বলেই ফোনটা তুলে নিলো। "হ্যালো, এসি, গুলশান-বনানী স্পিকিং।" নড়েচড়ে উঠলো মণ্ডলা। "স্লামালেকুম, স্যার..."

সায়েম বুঝতে পারলো বড়কর্তার ফোন। তার বন্ধু এখন কমপক্ষে দশ-বারোবার 'স্যার-স্যার' করবে। পুলিশের লোকজন কেন যে নিজেদের বসকে এতো তোয়াজ করে কথা বলে সে বোঝে না।

"জি, স্যার..." মণ্ডলা তাকালো বন্ধুর দিকে। তার ভাবভঙ্গি বদলে গেলো নিমেষে।

সায়েম কিছু বুঝতে না পেরে চেয়ে রইলো বন্ধুর দিকে।

"জি, স্যার...বুঝতে পেরেছি...না, স্যার..." মণ্ডলার মুখ আরো গম্ভীর হয়ে গেলো। "ঠিক আছে, স্যার...জি, স্যার...স্লামালেকুম, স্যার..."

ফোনটা রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেললো গুলশান-বনানীর এসি।

"কি?" সায়েম উৎসুক হয়ে জানতে চাইলো।

"মেট্রোপলিটান পুলিশ কমিশনার ফোন দিয়েছিলেন..."

সায়েম অপেক্ষা করলো বন্ধুর পরবর্তী কথাটার জন্য।

"...বললো আমি কেন একজন আসামীর সাথে আমার অফিসে বসে আড্ডা মারছি।"

"কি!" বিস্মিত হলো সায়েম। "আমি আসামী? মানে আদনান সুফির কেসটার কথা বলছে?"

"হুম।"

"মানে কি?" সায়েম যারপরনাই বিস্মিত হয়ে বললো।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো গুলশান-বনানীর এসি, "মানে আহকাম উল্লাহর লম্বাহাত কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে।"

"ওই হারামজাদা কি তোরও চাকরি খাবে নাকি?" ভড়কে গেলো সায়েম।

মাথা দোলালো মণ্ডলা। "পুলিশের চাকরি এতো সহজে যায় না। তবে..."

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো মণ্ডলার বন্ধু।

"...খুব দ্রুত ঢাকা ছাড়তে হবে আমাকে। এটা শিওর।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ওহ্!" হতাশ আর ক্ষুব্ধ হয়ে বললো সায়েম। বুঝতে পারছে আহকাম উল্লাহ তার ক্ষমতার দাপট দেখাতে শুরু করেছে। কয়েক ঘন্টা আগে তার চাকরি খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে, এখন তার বন্ধুকে ট্রান্সফার করে দেবে হয়তো।

মণ্ডলার দিকে মুখ তুলে চাইতেও কষ্ট হলো তার। বেচারা মাত্র মাসখানেক আগে ঢাকায় এসেছে বদলী হয়ে, তাহিতির সাথে ভাঙা সম্পর্কটা জোড়া লাগতে শুরু করেছে, আর এখনই কিনা...

ধুর! মনে মনে বলে উঠলো সে। তার মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে। ঐ খুনি এমপিকে এখন হাতের সামনে পেলে কী যে করতো কে জানে। বদমাশটাকে যদি একটা শিক্ষা দেয়া যেতো!

মণ্ডলার দীর্ঘশ্বাস ফেলার শব্দ শুনে তাকালো সে। উদাস হয়ে চেয়ে আছে ঘরের এককোণে।

"আমার জন্য তোকে এই ভোগান্তিতে পড়তে হলো। ধ্যাত্!" ডেস্কের উপর জোরে একটা চাপড় মেরে বসলো।

"শান্ত হ," ম্রিয়মান কণ্ঠে বললো মণ্ডলা। কিন্তু তাকে দেখে মনে হচ্ছে ভেতরে ভেতরে সে নিজেই অশান্ত হয়ে আছে।

উঠে দাঁড়ালো সায়েম। মণ্ডলা তার দিকে তাকালো সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে।

"আমি যাই। এখানে থাকাটা ঠিক হবে না।"

বাঁকা হাসি হাসলো ছটকু। "দাঁড়া, আমিও বের হবো।"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৩

রুডি আবার ফিরে এসেছে তার অ্যাপার্টমেন্টে। না এসে পারে নি। ব্যাপারটা এরকম নয় যে নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে থাকতে তার ভালো লাগে না। বহু আগে থেকেই সে টো-টো কোম্পানি। আজ এখানে তো কাল ওখানে। যখন শীতকাল চলে আসে, ঘনঘন কনসার্ট করার ব্যস্ততা থাকে তখন সপ্তাহে দু-একদিন নিজের ফ্ল্যাটে থাকতে পারে কিনা সন্দেহ। ঘরের প্রতি যে টান সেটা তার মধ্যে নেই। ব্যাচেলর মানুষ, ঘরে কেউ নেই যে সন্ধ্যার পর ছুটে আসবে কিন্তু এখন সম্ভাব্য ঝুঁকি নিয়েই নিজের ঘরে ফিরে এসেছে সে আর সেটা কোনো একজনের টানেই!

ফ্ল্যাটে ঢোকার আগেই দাঁড়োয়ানকে বলে দিয়েছে কেউ তার খোঁজ নিতে এলে যেনো বলে দেয় সে কয়েক দিনের জন্য ঢাকার বাইরে গেছে, তবে শুধু একজনের কাছে এই মিথ্যেটা বলবে না। যথারীতি দারোয়ানের হাতে একশ' টাকার নোট গুঁজে দিয়েছে।

এখন ঘরে ঢুকে বাতি না জ্বালিয়েই দ্রুত সব জানালা বন্ধ করে দিলো। জানালার বড়বড় পর্দাগুলো টেনে দিলো যাতে বাইরে থেকে বোঝা না যায় এই ফ্ল্যাটে কেউ আছে। ডিএসএলআর ক্যামেরাটা স্ট্যান্ডসহ তুলে নিয়ে ভেতরের ঘরে রেখে দিলো। বেডরুমের ক্লোজেটে রেখে দিলো লাইসেন্স করা পিস্তলটি। ঝটপট হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে জামাও পাল্টে ফেললো সে। সারাদিন এই এক জামা পরে কাটিয়ে দিয়েছে। ঘামের গন্ধ ছুটতে শুরু করেছে এতোক্ষণে। ড্রইংরুমে এসে ফ্লোর ম্যাট্রেস আর কুশনগুলো ঠিকঠাক করতেই কলিংবেলটা বেজে উঠলো।

উজ্জ্বল হয়ে গেলো রুডির মুখ। সে জানে কে এসেছে তারপরও দরজার পিপ্‌হোলে চোখ রাখতেই একটা শিহরণ বয়ে গেলো তার মধ্যে। যে আসার কথা সে-ই এসেছে!

দরজাটা খুলে দিতেই দেখা গেলো শাড়ি পরা এক তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। লম্বা, হালকা-পাতলা গড়ন, খুবই নজরকারা রূপ।

"হাই," হাসিমুখে বললো মেয়েটি।

"ওয়াও," প্রশংসার দৃষ্টিতে তাকালো রুডি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলালো। "ইউ লুক ওয়ান্ডারফুল টুনাইট!" দরজাটা পুরোপুরি খুলে দিয়ে বললো, "ওয়েলকাম টু দি জাঙ্গল!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জাঙ্গল?" এক ভুরু বাঁকা করে বললো মেয়েটি। "দেন ইউ আর অ্যান অ্যানিমেল?!"

"হা-হা-হা," হেসে উঠলো রুডি। "আবার জিগায়!"

সাজনীন মুখ টিপে হেসে ঢুকে পড়লো ফ্ল্যাটের ভেতরে। "অন্ধকার করে রেখেছো কেন?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো সে।

"ইয়ে মাইনে...একটা রোমান্টিক মুড ক্রিয়েট করতে চাইছিলাম," মিথ্যেটা সুন্দর করে বললো রকস্টার।

"বাহ্‌বা!" ভুরু নাচিয়ে বললো মেয়েটি। "এখন লাইট দাও। পরে অন্ধকার করে দিও।"

একটু ইতস্তত করে বাতি জ্বালিয়ে দিলো রুডি।

"সত্যি করে বলো তো আমাকে কেমন লাগছে...আমি কিন্তু অনেকদিন পর শাড়ি পরলাম...তাও আবার পার্লার থেকে পরে এসেছি..."

"কী আর কমু...এক্কেবারে মাথা নষ্ট!"

রুডির কথা শুনে মেয়েটি খুব মজা পেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠলো।

আজ রাতে নিজের ফ্ল্যাটে ফিরে আসার কোনো ইচ্ছেই তার ছিলো না যদি না একটু আগে সাজনীন ফোন করে তাকে জানাতো তার ফ্ল্যাটে আসতে চাইছে।

রুডির এই ফ্যান থাকে কানাডায়। দুই বছর আগে তাদের প্রথম সাক্ষাত হয়, তারও প্রায় ছয়মাস আগে হয় পরিচয়। সেই সময় নিজের ব্যান্ড নিয়ে রুডি কানাডায় গেছিলো প্রবাসী বাঙালীদের আমন্ত্রণে, সেখান থেকে পরিচয়। তারপর একটা সম্পর্ক গড়ে ওঠে। দু'বছর আগে সাজনীন যখন ঢাকায় এলো তখন তাদের মধ্যে একটা খণ্ডকালীন সম্পর্ক গড়ে উঠেছিলো। একসাথে অনেক জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছিলো দু'জনে। তিনদিন-তিন রাত কক্সবাজারের সময়টা ছিলো নতুন বিয়ে করা কাপল্‌দের মতোই!

"কী দেখছো?" মুখ টিপে হেসে জানতে চাইলো সাজনীন।

সম্বিত ফিরে পেলো রুডি। এর আগে কখনও এই মেয়েকে শাড়ি পরা অবস্থায় দেখে নি, সব সময়ই ওয়েস্টার্ন আউটফিটে দেখেছে। তবে রুডি যে শাড়ি খুব পছন্দ করে সেটা জেনে গেছিলো সাজনীন, তাই হয়তো এবার প্রথম দেখাতেই তাকে চমকে দিয়েছে।

"আমি তোমাকে সারপ্রাইজ দেবো বলে আগে থেকে কিছু বলি নি..." কথাটা বলেই আবার হেসে ফেললো।

রুডি টের পেলো তার হৃদস্পন্দন বেড়ে যাচ্ছে। এটা তার জন্যে একেবারে অভাবনীয় একটি সারপ্রাইজ।

www.BanglaBook.org

"আমি এইটা কী দেখতাছি!" উচ্ছ্বাসে বলে উঠলো রুডি। "ইউ আর জাস্ট অ্যানাদার অ্যাঞ্জেল!"

"নো প্যাম্পারিং, ওকে? আ'ম নট অ্যা টিনএজার এনিমোর।"

"বাট আই স্মেল লাইক টিন-স্পিরিট!" সত্যি সত্যি চোখ বন্ধ করে ঘ্রাণ নেবার ভঙ্গি করলো রুডি।

"অ্যাই, আমাকে একটা হাগ দাও! কতোদিন পর তোমাকে সামনাসামনি দেখলাম আবার।"

সাজনীনের কথা শেষ হতে না হতেই রুডি তাকে জড়িয়ে ধরলো। গভীর আলিঙ্গনে বন্দী করলো মেয়েটাকে। *"আই ক্যান ফিল ইউর হার্টবিট ফ্রম অ্যা থাউজেন্ড মাইল্‌স অ্যাওয়ে!"* দু'চোখ বন্ধ করে একটা ইংরেজি গান গুণগুণ করে গেয়ে উঠলো রকস্টার।

সাজনীনও চোখ বন্ধ করে ফেললো।

"ইটস লাভ লাভ লাভ... ক্রেজি লাভ!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৪

সায়েমকে অবাক করে দিয়ে মওলা চলে এসেছে গুলশানের একটি বারে। মাঝেমধ্যে বারে বসে মদ্যপান করা সায়েমের পুরনো অভ্যাস, মওলাও বিয়ার-মদ একটু-আধটু পান করে কিন্তু কখনও নিজ থেকে বারে যাবার কথা এর আগে বলে নি। সায়েম বুঝতে পারলো তার বন্ধুর মানসিক অবস্থাটা। আর এজন্যে পুরোপুরি সে-ই দায়ি। তার কারণেই মওলা একমাসের মাথায় ঢাকা থেকে বদলি হয়ে কোন্ প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে যায় কে জানে। বেচারার ভেঙে যাওয়া প্রেম মাত্র জোড়া লাগতে শুরু করেছিলো। আর ক'টা মাস ঢাকায় থাকলে তাদের সম্পর্ক নতুন দিকে মোড় নিতো–এ ব্যাপারে সায়েমের কোনো সন্দেহ নেই।

তাদের টেবিলে চারটা বিয়ারের ক্যান, এরইমধ্যে মধ্যে দুটো খালি হয়ে গেছে। এখানে ঢোকার আগেই তারা ঠিক করেছিলো যতো মন খারাপই হোক আজ শুধু বিয়ার খাবে, কারণ মওলা তার অফিসের গাড়িটা রেখে সায়েমের গাড়িতে করে চলে এসেছে। আবার এই গাড়িতে করেই যেতে হবে তাহিতিদের বাড়িতে। সুতরাং বেশি পান করাটা উচিত হবে না তাদের কারোর জন্যই।

"আরেকটা খোল," মওলা বললো।

সায়েম চুপচাপ বন্ধুর জন্য একটা ক্যান খুলে দিলো। "তুই অনেক আপসেট, আমি জানি।"

"আপসেট?" মাথা দোলালো মওলা। "আমার মেজাজ কী পরিমাণ খারাপ হয়ে আছে তুই বুঝতে পারছিস না। ইচ্ছে করছে ঐ শূয়োরেরবাচ্চাকে গুলি করে মেরে ফেলি!"

"ইজি ইজি, ফ্রেন্ড।" কথাটা বলে নিজেও একটা ক্যান হাতে তুলে নিলো।

এক ঢোক বিয়ার পান করে গোলাম মওলা বললো, "এখন মনে হচ্ছে শালাকে হাতেনাতে ঐ গাড়িটাসহ ধরলেই ভালো হতো। সব শেষ হয়ে যেতো। ওই শালার লম্বাহাত ওর পাছা দিয়ে..." আর বলতে পারলো না।

এই অনুশোচনা সায়েমেরই বেশি। সে ঝুঁকি নিয়ে আহকাম উল্লাহর বাড়িতে ঢুকেছিলো, গ্যারাজের ভেতরে কয়েক ঘণ্টার জন্য আটকা পড়ে গেছিলো, ভাগ্য ভালো শেষপর্যন্ত সেখান থেকে বের হতে পেরেছে। এতো কিছু করেও কোনো লাভ হয় নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুই কি শিওর, তোর বদলী হয়ে যাচ্ছে?" অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জানতে চাইলো সায়েম। এখনও আশা হারাচ্ছে না সে।

একটা ভারি দীর্ঘশ্বাস ফেললো গুলশান-বনানীর এসি। "বদলি তো হবোই, আমি ভাবছি সপ্তাহখানেক সময় পাবো কিনা।"

চুপ মেরে গেলো সায়েম।

মণ্ডলা কিছু বলতে যাবে অমনি তার ফোনটা বিপ্ করে উঠলো। পকেট থেকে বের করে দেখতেই তার ভাবভঙ্গি বদলে গেলো। "ওহ্!"

"কি হয়েছে?" উদ্বিগ্ন হয়ে জানতে চাইলো সায়েম।

"শিট!"

"ঘটনা কি?"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো মণ্ডলা। তাহিতি অপেক্ষা করতে করতে অধৈর্য হয়ে গেছে। প্রচণ্ড রেগেমেগে মেসেজ পাঠিয়েছে সে : আর কতোক্ষণ শাড়ি পরে থাকবো? তুমি কি আসবে?

"এখনই উঠতে হবে আমাকে। তাহিতিদের বাসায় যেতে হবে। ধুর! খেয়ালই ছিলো না। দেরি হয়ে গেছে।"

*

রুডি চোখ খুলে তাকালো। ঘরটা যথারীতি অন্ধকার। তার পাশে কেউ নেই। নিঃশেষ হয়ে চোখ বন্ধ করে দশ-পনেরো মিনিটের মতো পড়ে ছিলো। বেডরুমে যাওয়ার ফুরসত পায় নি, ড্রইংরুমের ফ্লোর ম্যাট্রেসেই শুরু করে দেয় প্রেম! প্রায় দু'বছর পর তাদের এই মিলন। দু'জন দু'জনকে পাগলের মতো ভালোবেসেছে।

সিগারেটের গন্ধ নাকে যেতেই ফ্লোর ম্যাট্রেস থেকে উঠে বসলো, সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পেলো জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সাজনীন, পরনের শাড়িটা কোনোরকমে শরীরে জড়িয়ে বেশ আয়েশ করে সিগারেট খাচ্ছে।

সর্বনাশ! মনে মনে বলে উঠলো রুডি। আহকাম উল্লাহর বাড়ি থেকে কেউ দেখতে পেলে বুঝে যাবে সে এখন ফ্ল্যাটে আছে। আর আমরিনের ভয় তো আছেই। ও যদি তার জানালার দিকে তাকায় তাহলে স্পষ্ট দেখতে পাবে সাজনীনকে।

উঠে দাঁড়ালো সে। সম্পূর্ন নগ্ন। সাজনীন তাকে দেখে হেসে ফেললো। এই মেয়ে কারণে ওকারণে হাসে। এটা অবশ্য ওর সৌন্দর্যের বাড়তি একটি অলঙ্কার। "গেট ড্রেস, বেবি।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"নিজের ঘরই তো, সমস্যা কি।" আস্তে করে সাজনীনের কাছে চলে এলো। "জানালার সামনে কি করো, এদিকে আসো।"

"দেখছো না আমি স্মোক করছি...জানালা বন্ধ থাকলে রুমের ভেতরটা সাফোকেটেড হয়ে যাবে তাই খুলে দিয়েছি।"

রুডি বুঝতে পারছে না সাজনীনকে কিভাবে জানালা থেকে দ্রুত সরিয়ে আনবে। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো যাতে করে তাকে বাইরে থেকে দেখা না যায়।

"ওয়ান্ট টু স্মোক?" সিগারেটটা বাড়িয়ে দিলো রুডির দিকে।

"না মাইনে..." রুডি আমতা আমতা করে বললো। "খাইতে ইচ্ছা করতাছে না।"

সাজনীন হেসে সিগারেটে লম্বা একটা টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়লো। "ইট ওয়াজ গ্রেট!"

"থ্যাঙ্কস..." কথাটা বলেই মোক্ষম একটা যুক্তি পেয়ে গেলো রুডি। "এই অবস্থায় জানালার সামনে দাঁড়ায়া আছো যে পাশের বাড়ির লোকজন দেইখা ফালাইবো তো?"

"কি দেখবে?" রহস্য করে বললো কানাডা-প্রবাসী তরুণী।

"ইয়ে মাইনে...বুঝতাছো না?"

"এই রুমটা অন্ধকার সো বাইরে থেকে কেউ আমাকে দেখতে পাবে না...ওকে? ডোন্ট ওরি, বেইব।"

মাথা চুলকালো রুডি। মুশকিলেই পড়ে গেছে সে। ভাবলো সাজনীনের হাত ধরে টেনে জানালা থেকে সরিয়ে আনবে, ভালোবাসাবাসির অভিনয় করবে।

এক পা বাড়ালো সামনে। সাজনীন কিছুটা টের পেয়ে মাথা দোলালো।

"নট অ্যাগেইন...ওয়াশরুমে যাও!"

রুডির ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো না সে কোনো বাধা শুনবে। সাজনীনের দিকে আরেক পা এগিয়ে গেলো।

"নো ওয়ে!" সাজনীন হাত তুলে বাধা দিতে উদ্যত হলো।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৫

দ্রুত বার থেকে বের হয়ে গাড়িতে উঠে বসেছে সায়েম আর মণ্ডলা। তাহিতি যে খুব রেগে আছে সেটা না বললেও সায়েম কিছুটা আঁচ করতে পেরেছে।

"ওকে বলিস, আমার কারণে দেরি হয়েছে," ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার সময় বললো সায়েম।

মণ্ডলা কিছু বললো না।

সে জানতো তাহিতি মুখে না বললেও ঠিকই শাড়ি পরবে, আর সেটাই হয়েছে। অথচ যার জন্যে মেয়েটি দীর্ঘদিন পর শাড়ি পরলো সে কিনা ভুলে বসে আছে!

মনে মনে নিজেকে ভর্ৎসনা করলো মণ্ডলা। একদম উচিত হয় নি। তাহিতি খুব অভিমানী মেয়ে। একটু এদিক ওদিক হলেই রাগ করে দরজা বন্ধ করে দেয়। গাড়িতে ওঠার আগে মণ্ডলা এসএমএস করেছে তাকে–সরি। একটা ঝামেলায় পড়ে গেছিলো। এক্ষুণি আসছে।

মণ্ডলা জানে এখন গিয়ে দেখবে তাহিতি শাড়ি খুলে সাধারণ সালোয়ার-কামিজ পরে আছে। *ধুর!* মনে মনে যারপরনাই বিরক্ত হলো। আজকের দিনটাই তার জন্য অপয়া। সব কিছুই তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে। তবে সে নিশ্চিত, সব ঘটনা খুলে বললে তাহিতির অভিমান থাকবে না।

"আমার জন্য তোর অনেক ঝামেলা হয়ে গেলো, না?" রাস্তার দিকে চোখ রেখেই বললো সায়েম। গাড়িটা এখন গুলশান দুই নাম্বারের গোল চক্করের কাছে এসে পড়েছে।

গোলাম মণ্ডলা কিছু বললো না। বন্ধুর দিকে চেয়ে দেখলো বেচারার চোখেমুখে কেমন একটা অপরাধী অপরাধী ভাব।

"সরি, দোস্ত," এবার চকিতে তাকালো পাশের সিটে চুপচাপ বসে থাকা বন্ধুর দিকে।

"আহ্...বাদ দে তো এসব।"

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সায়েম। তা নিজের চাকরি গেছে এটা নিয়ে কোনো অনুশোচনা নেই কিন্তু তার জন্যে তার বন্ধুর বদলি হয়ে যাবে, চাকরিতে ঝমেলা হবে এটা সে মেনে নিতে পারছে না। "আমি ওই হারামজাদাকে ছাড়বো না, তুই দেখিস।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"মাথা গরম করিস না," শান্তকণ্ঠে বললো মওলা। "ওই লোকটা আজ বাদে কাল মন্ত্রী হয়ে যাচ্ছে। এসব চিন্তা বাদ দে, নইলে বিরাট কোনো ক্ষতি করে ফেলবে সে।"

বুকের ভেতরে গুমোটবাধা ক্ষোভগুলো নাক দিয়ে নিঃশ্বাস হয়ে বের হয়ে এলো সায়েমের। "শূয়োরেরবাচ্চা!" দাঁতে দাঁত পিষে বললো সে। তার রাগের সাথে পাল্লা দিয়ে যেনো বেড়ে গেলো গাড়ির গতি।

"আস্তে চালা," বন্ধুকে তাগাদা দিলো। "দুটো বিয়ার খেয়েছিস...এতো জোরে চালানো ঠিক না।"

গতি কিছুটা কমিয়ে আনলো সায়েম। সঙ্গে সঙ্গে বেজে উঠলো তার ফোন। ড্যাশবোর্ডের উপরে রাখা ফোনের দিকে চোখ গেলো তার।

রুডি!

অবাক হয়ে গেলো সায়েম সেইসঙ্গে অজানা এক আশংকা জেঁকে বসলো তার মধ্যে। ডানহাতে স্টিয়ারিং ধরে বাম হাতে ফোনটা তুলে নিলো।

"গাড়ি থামিয়ে কল রিসিভ কর...প্লিজ।"

মওলার কথামতোই কাজ করলো সায়েম। দ্রুত রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে কলটা রিসিভ করলো।

"হ্যালো...কি খবর–"

তার কথা আর শেষ করতে পারলো না উত্তেজিত কণ্ঠে চিৎকার করে বলে উঠলো রুডি, "ফ্রেন্ড! ঐ গাড়িটা আকাইম্যার বাড়ি থেইকা বাইর হইতাছে!"

"কি!" নড়েচড়ে উঠলো সায়েম। ১৯৫২ আহকাম উল্লাহর বাড়িতেই ছিলো!

"এই তো, মেইনগেট দিয়া বাইর হইতাছে!"

"তুমি কি তোমার ফ্ল্যাটে?" চট করে প্রশ্ন করলো রুডিকে।

"হ। আমি আমার জানালা দিয়া দেখতাছি!"

মওলা বুঝতে পারছে না ঘটনা কি। সে উৎসুক হয়ে চেয়ে আছে বন্ধুর দিকে।

"গাড়িটা কে চালাচ্ছে?"

"জানালা থেইকা সেইটা দেখা যাইতাছে না। মেইনগেট দিয়া বাইর হইয়া যাইতাছে এখন!"

"কি হয়েছে?" আতঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো মওলা।

"১৯৫২! আহকাম উল্লাহর বাড়ি থেকে বের হচ্ছে!" উত্তেজিত কণ্ঠে বললো সায়েম।

"কি!" মওলার কাছে অবিশ্বাস্য শোনালো কথাটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"রুডি?" সায়েম বললো। "গাড়িটা কোন্ দিকে যাচ্ছে সেটা কি তুমি দেখতে পাচ্ছো?"

"দাঁড়াও! বেলকনিতে গিয়া দেখি!" কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। "উত্তর দিকে গেছে...সম্ভবত গুলশান দুই নাম্বারের দিকে!"

মওলার দিকে তাকালো সায়েম। "গাড়িটা গুলশান দুই নাম্বারের দিকে আসছে!" এখনও কানে ফোন চেপে আছে সে।

গুলশান-বনানীর এসি বুঝতে পারলো না কী বলবে।

"দোস্ত, তুই..."

"গাড়ি ঘুরা," আদেশের সুরে বললো মওলা। "গোল চক্করের কাছে যা!"

সায়েম কয়েক মুহূর্তের জন্য ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। "তাহিতির বাসায়...?"

"ঐ গাড়িটাকে এবার ধরতে হবে, সায়েম!"

ফোনের ওপাশে রুডি এখনও লাইনে আছে কি নেই সেটা আর দেখলো না সায়েম মোহইমেন, ড্যাশবোর্ডের উপর ফোন রেখেই গাড়িটা সোজা ছোটালো সামনের দিকে। প্রায় দুশ' গজ সামনে একটা ইউ-টার্ন আছে, ওটা দিয়ে রাস্তার অপর পাশে চলে এলো দ্রুত।

মওলা তার কোমরে থাকা পিস্তলটা বের করে চেক করতে গেলে সায়েম চকিতে দেখে নিলো। "যেভাবেই হোক ১৯৫২ ধরতে হবে!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা। পিস্তলটা আর কোমরে রাখলো না, হাতে নিয়ে বসে থাকলো। সায়েমের চোখেমুখে উত্তেজনা টগবগ করছে। সুকঠিন এক দৃঢ়তা দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে।

"আহকাম উল্লাহর বাড়ির দিকে যা," মওলা বললো। "গাড়িটা মেইনরোডে নামার আগেই পৌঁছাতে হবে।"

জোরে জোরে মাথা নাড়লো সায়েম। "হুম।"

"আমার ধারণা গাড়িটা এখনও মেইনরোডে নামে নি।"

রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা মোটামুটি। জ্যাম বলতে যা বোঝায় তা নেই। গুলশান দুই নাম্বারের গোলচক্করটা পেরিয়ে যাবার পর প্রথম এভিনুটা অতিক্রম করলো তারা। রুডির কথা যদি ঠিক হয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয় এভিনুটা দিয়েই ১৯৫২ বের হবে।

"ঐ যে!" সায়েম চিৎকার করে বলে উঠলো।

মওলা দেখতে পেলো প্রায় এক-দেড়শ' গজ দূরে লাল টকটকে একটি কনভার্টিবল বাম দিকের এভিনুটা দিয়ে বের হয়ে সোজা চলে যাচ্ছে ডানদিকের রাস্তায়! আর অল্প একটু আগে চলে এলে গাড়িটা আটকে দিতে পারতো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"ধুর!" সায়েম হতাশ হয়ে বলে উঠলো।

মওলাও দেখতে পেলো হতাশার কারণটা।

১৯৫২ রাস্তার ওপারে চলে গেলো কোনোরকম সময়ক্ষেপন না করেই।

সায়েম গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিলো। সে জানে যে করেই হোক ১৯৫২-কে ধরতে হবে এবার, নইলে চিরকালের জন্য হাতছাড়া হয়ে যাবে।

তার গাড়িটা যখন ইউ-টার্ন করে রাস্তার অপর পাশে চলে আসবে তখনই সাই করে তাদের অতিক্রম করে চলে গেলো ১৯৫২।

মওলা আর সায়েম দু'জনেই দেখার চেষ্টা করলো গাড়িটা কে চালাচ্ছে, কিংবা ভেতরে কয়জন আছে। কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার তাই বোঝা গেলো না। শুধু বুঝতে পারলো গাড়ির কালচে কাঁচ তোলা, ইনসাইড লাইটটাও নেভানো।

ইউ-টার্নটা খুব দ্রুত নিয়ে নিলো সায়েম। এবার একই রাস্তার উপরে ১৯৫২ আর তার গাড়িটা কিন্তু দুটো গাড়ির মধ্যে দুরত্ব কমপক্ষে কয়েক শ' গজ।

"সোজাই যাচ্ছে!" মওলা উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলো।

সায়েম এক মুহূর্তের জন্যেও রাস্তা থেকে চোখ সরাচ্ছে না। দুটো গাড়ির মাঝখানে দশ-বারোটি প্রাইভেটকার আর তিনটি মোটরসাইকেল আছে। এ রাস্তায় কোনো রিক্সা চলে না।

১৯৫২ সোজা ছুটে চলেছে। খুব একটা তাড়া নেই। ওটার গতি মাঝারি। যে চালাচ্ছে সে এখনও টের পায় নি তার পেছনে কেউ লেগেছে।

পর পর দু-তিনটি গাড়ি ওভারটেক করে আরেকটু সামনে চলে এলো সায়েম। কিছুটা আতঙ্কিত হয়ে উঠলো মওলা, বন্ধুকে কিছু বলতে গিয়েও বললো না। ভালো করেই জানে এখন বললেও কাজ হবে না।

দুই নাম্বারের গোল চক্করের কাছে আসতেই সবগুলো গাড়ির গতি কমে এলো, কিন্তু গাড়িগুলো থামলো না। একটা ট্রাফিক সিগন্যালের প্রত্যাশা করেছিলো সায়েম, সচরাচর গাড়িচালকেরা যেটা কামনা করে না! সিগন্যাল পড়ে গেলে সবগুলো গাড়ি থেমে যেতো আর তখন মওলাকে বলতো গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ে গিয়ে ১৯৫২-এর চালককে অস্ত্রের মুখে আটকে ফেলতে।

গোলচক্করটা পেরিয়ে ১৯৫২ সোজা ছুটতে লাগলো আবার।

সামনের আরেকটা গাড়ি ওভারটেক করে এগিয়ে গেলো সায়েম। অল্পের জন্য রক্ষা পেলো তারা, নইলো দুটো গাড়ির সাইডবডিতে সংঘর্ষ বেধে যেতো।

"সাবধানে," আস্তে করে বললো মওলা। যে করেই হোক ১৯৫২-এর

www.BanglaBook.org

সাথে দূরত্ব ঘোচাতে মরিয়া তার বন্ধু। মনে হলো না কথাটা কানে তুলেছে। "ড্রাইভার এখনও বুঝতে পারে নি আমরা তার পেছনে লেগেছি...তাড়াহুড়ার কোনো দরকার নেই..."

চকিতে তাকালো সায়েম। "কিছু বুঝে ফেলার আগেই ধরে ফেলতে হবে।"

কিছুটা পথ যাবার পর ১৯৫২ ডান দিকে মোড় নিলো।

"ড্রাইভার আনাড়ি!"

"বেপরোয়া!" বন্ধুর সাথে দ্বিমত পোষণ করলো মওলা। সেও ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে। ডান দিকে মোড় নেবার সময় রাইট-ব্যাকলাইটটা অন করে নি। "এসব জিনিস খেয়াল করার মতো অবস্থায় সে নেই।"

আড়চোখে বন্ধুর দিকে তাকালো সায়েম। "গাড়িতে ক'জন আছে? আন্দাজ করতে পারছিস?"

"বুঝতে পারছি না।"

বারিধারা পার হয়ে দুটো গাড়ি চলে এলো এয়ারপোর্ট রোডে। এখানে যানবাহনের সংখ্যা মোটামুটি। বেশিরভাগই প্রাইভেটকার আর বাস-ট্রাক। কিছু মোটরসাইকেলও আছে।

"কোথায় যাচ্ছে?" মওলা বললো। "মানে কোথায় যেতে পারে ওটা?"

ঠোঁট ওল্টালো সায়েম। "এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমার মনে হচ্ছে ঢাকার বাইরে..."

"ঢাকার বাইরে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম মোহাইমেন। "যেকোনো কারণেই হোক আজ সারাদিন গাড়িটা ঐ বাড়ি থেকে বের করতে পারে নি। এখন হয়তো দূরে কোথাও নিয়ে যাচ্ছে।"

"এটা যদি আগে বুঝতে পারতাম তাহলে–"

"আমরা এর আগে ঠিকই জানতাম ১৯৫২ ঐ বাড়িতে আছে কিন্তু কিচ্ছু করতে পারি নি।" রাস্তার দিকে চেয়েই বললো সায়েম।

মওলা বন্ধুর দিকে তাকালো তবে কিছু বললো না। কথাটা একদম সত্যি।

"দোস্ত!"

সায়েমের কথায় সামনের দিকে তাকালো মওলা। সবগুলো গাড়ি থেমে পড়েছে।

ট্রাফিক সিগন্যাল!

তাদের থেকে মাত্র আট-নয়টা গাড়ির পরেই আছে ১৯৫২!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"কি করবি এখন?" বন্ধুর দিকে তাকালো সায়েম। উত্তেজনায় রীতিমতো কাঁপছে। এর আগে সিগন্যাল ছাড়ার পর কিভাবে সামনের একটা ভ্যান জগদ্দল পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে গেছিলো সেটা মনে পড়ে গেলো।

মওলা কিছু না বলে পিস্তল হাতে নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো, সায়েম কিছু বলারও সুযোগ পেলো না। তার মনে হলো গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে সেও নেমে পড়বে কিন্তু সিটবেল্টে হাত দিতেই থমকে গেলো।

গোলাম মওলা ১৯৫২-এর কাছে পৌঁছাতেই পিস্তলটা তুলে নিলো চোখ বরাবর। আশেপাশে গাড়িগুলোর ড্রাইভার হা-করে চেয়ে আছে তার দিকে। বুঝতে পারছে না ঘটনা কি। অবশ্য ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি যেনো না হয় সেজন্যে ১৯৫২-এর বাম দিকের ড্রাইভিং ডোরের কাছে এসেই মওলা চিৎকার করে জানান দিলো সে পুলিশ।

"গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করো!" যতোটা সম্ভব চিৎকার দিয়ে বললো সে। কাঁচ একদম গাঢ় কালচে, ভেতরের বাতি নেভানো। কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। "বাইরে বের হয়ে আসো!"

মওলাকে ভড়কে দিয়ে ১৯৫২ ছুটে গেলো সামনের দিকে। ট্রাফিক সিগন্যালের লাল বাতি উপেক্ষা করে আড়াআড়িভাবে চলাচল করা যানবাহনগুলোকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে বিপজ্জনকভাবে চলে গেলো ওটা।

দৃশ্যটা দেখে সায়েমের হৃদস্পন্দন যেনো থেমে গেলো।

আবার!

কয়েক মুহূর্ত হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইলো মওলা। কতোটা বেপরোয়া হলে কেউ এমন কাজ করতে পারে ভেবে পেলো না। ধাতস্থ হতেই দৌড়ে ছুটে এলো সায়েমের গাড়ির কাছে। ড্রাইভিং ডোরটা খুলে দ্রুত ঢুকে পড়লো ভেতরে।

"শিট!" স্টিয়ারিংয়ের উপর জোরে চাপড় মারলো সায়েম। "তুই গুলি করলি না কেন?"

"আশ্চর্য! এভাবে গুলি করা যায়?" হতাশ হয়ে বললো সে। "ভেতরে কে আছে কিছুই তো জানি না!"

"ভেতরে আবার কে থাকবে?!" বিস্ময় আর ক্ষোভে বললো সায়েম। "একটা খুনি আছে। খুনি!"

রাগেক্ষোভে হাসফাস করতে লাগলো মওলা। গাড়ির ভেতরে কে আছে না আছে, কি অবস্থায় আছে কিছু না বুঝে বাইরে থেকে গুলি চালানোটা যে অসম্ভব সেটা কেমনে বোঝাবে। তার নিজেরও কম রাগ হচ্ছে না। আর সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কিছু বাদ দিলেও একজন পুলিশ অফিসার হিসেবে হাত ফসকে আসামী চলে যাওয়াটা তার জন্য খুবই পীড়াদায়ক একটি ব্যাপার। "আমি ঘুণাক্ষরেও ভাবি নি..."

"এখন? এখন কি করবো?"

"গাড়ি চালা!"

সায়েম বুঝতে পারলো না। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো।

"সিগন্যাল পড়ে গেছে!" বন্ধুকে তাড়া দিলো সে।

সঙ্গে সঙ্গে এক্সেলেটরে পা দিতেই সায়েমের গাড়িটা বিপজ্জনক গতিতে ছুটে গেলো বহু দূরে চলে যাওয়া ১৯৫২-এর নাগাল পেতে। তার মনে একটাই আশংকা, আবারও ব্যর্থ হতে যাচ্ছে সে। আগের তুলনায় এবারের ব্যর্থতা হবে অনেক বড় আর হতাশাজনক।

ওদিকে নিজের সিটে আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা গোলাম মওলা না পারছে বন্ধুকে গতি কমানোর কথা বলতে না পারছে স্বস্তিতে বসে থাকতে। আনমনেই তার বাম হাতটা খুঁজতে লাগলো সিটবেল্ট।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৬

তাহিতির ইচ্ছে করছে শাড়িটা খুলে কুচি কুচি করে কেটে ফেলতে। আজ কতো বছর পর সে শাড়ি পরেছে নিজেও জানে না। কতো কষ্ট করেই না এটা পরতে হয়েছে তাকে! শাড়ি পরা এমনিতেই ঝক্কির, তার উপর যে মেয়ের দু'পা অকেজো তার জন্য এটা কতোটা অসুবিধার সে কথা কে বুঝবে।

মণ্ডলা যখন বললো শাড়ি পরার কথা তার একটুও রাগ হয় নি, যদিও এটা বুঝতে দেয় নি সে। ফোনটা রাখার আগেই সে মনে মনে ঠিক করে ফেলেছিলো আজ শাড়ি পরবে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে বিরাট বড় ভুল হয়ে গেছে।

নিজেকে প্রবোধ দিলো সে। দোষ তারই। মণ্ডলার জন্য তার এতো আকুলতা কেন? সে কি ছেলেটাকে ফিরিয়ে দেয় নি? দিনের পর দিন ভুলে থাকার চেষ্টা করে নি? তাহলে এখন আবার উল্টো তার দিকে ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছে কেন?

মাসখানেক আগে মণ্ডলা ঢাকায় বদলি হয়ে আসার পর থেকে প্রায় প্রতিদিনই কাজ শেষে এ বাড়িতে আসে সে, তাহিতির সাথে আড্ডা দেয়, ওর ভাই আর মায়ের সাথেও গল্পগুজব করে। তাহিতির গৃহবন্দী একঘেয়েমীর জীবনে মণ্ডলার এই আগমন যেনো অনেকক্ষণ দম বন্ধ রাখার পর বুক ভরে দম নেবার মতো। যেদিন কাজের চাপে সে আসতে পারে না দিনটা কেমন নিরানন্দ কাটে। আর কেউ না জানুক সে জানে, মণ্ডলা সন্ধ্যার পর আসবে, রাতের খাবার খাবে–এই একটা চিন্তা সারাটা দিন তাকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

হুইলচেয়ারটা নিয়ে জানালার সামনে চুপচাপ বসে আছে তাহিতি। একটু আগে মেসেজ করেছিলো, তার জবাবও পেয়েছে–মণ্ডলা এক্ষুণি আসছে। পথে আছে। কিন্তু এতোক্ষণ তো লাগার কথা নয়। গুলশান থেকে রামপুরা কী এমন দূরত্বে?

হুট করে কোনো কাজে আটকা পড়ে যেতে পারে। পুলিশের চাকরিতে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। তাহিতি এ ব্যাপারে ভালো ধারণা রাখে। অপরাধী আর খুনিরা তো কাউকে আগে থেকে জানিয়ে অপরাধ করে না–যেকোনো সময় ঘটে যেতে পারে বিরাট কোনো ঘটনা। দায়িত্বশীল পুলিশ অফিসার হিসেবে সব কাজ ফেলে সেখানে ছুটে যাওয়াটাই একমাত্র কর্তব্য। তাই বলে কি একটা এসএমএস দেয়া যায় না? নিজের রাগ দমন করে দ্বিতীয়বার সে এসএমএস করেছে–এখনও তার কোনো জবাব পায় নি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

এভাবে শাড়ি পরে অনিশ্চয়তার মধ্যে অপেক্ষা করতে কেমন জঘন্য লাগে সেটা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝবে না। সন্ধ্যার দিকে যখন বহুকষ্টে শাড়িটা পরেছে, একটু পর তার মা দেখে খুশিতে এমন আবেগী আচরণ করলো যেনো তার পঙ্গু মেয়েটার আজ বিয়ে হয়ে যাচ্ছে!

নিজের মায়ের চোখে চোখ রাখতে ভীষণ লজ্জা পাচ্ছিলো সে। সেই লজ্জা বাড়িয়ে দেয় মায়ের নির্দোষ একটি প্রশ্ন : "মওলা আসবে?"

কথাটা শুনে কী রকম ভ্যাবাচ্যাকা যে খেয়েছিলো বলে বোঝানো যাবে না।

"আপু! তুমি শাড়ি পরেছো!"

চমকে তাকালো তাহিতি। নিশু দাঁড়িয়েছে তার পেছনে। ছোটোভায়ের হাসি-খুশি মুখ দেখে লজ্জায় কুকড়ে গেলো সে।

"ওয়াও! তোমাকে যা লাগছে না...কী বলবো...পরীরাও হিংসা করবে আমার আপুকে দেখে!"

"তু-তুই...কখন এলি?"

তার ভাই এখন নিজের ছোটোখাটো চেম্বারে বসে নিয়মিত। আইনপেশায় ভালোই করছে। প্রায় সময়ই রাতে দেরি করে ফেরে। তাহিতি জানে, সন্ধ্যার পর চেম্বার থেকে বের হয়ে একটু আড্ডাবাজি করে নিশু। হয়তো প্রেম-ট্রেমও করে। তবে বোনের কাছে সে এখনও এটা খোলাখুলি স্বীকার করে নি।

"আজকে আড্ডা মারতে যাস নি?" প্রসঙ্গ পাল্টাতে চাইলো সে।

"না। আজ রাতে ব্যান্ডের জন্য নতুন একটা গান লিখে দিতে হবে। খুবই ইমার্জেন্সি।"

"ও," তাহিতি আর কিছু বললো না। নিশু আইনপেশায় যতোই ব্যস্ত হোক এখনও নিয়মিত গান লেখে।

"ভাইয়া আসবে?" ভুরু নাচিয়ে হাসিহাসিমুখে জানতে চাইলো নিশু।

"না...এমনিই পরেছি," আবারো বিব্রত হলো সে।

অবাক হলো নিশু, তারপর আবারো হাসিহাসিমুখে বললো বোনকে, "ভালো করেছো। আমার যে ডানাকাটা পরীর মতো একটা বোন আছে সেটা ভুলেই গেছিলাম।" কথাটা বলেই ঘর থেকে চলে গেলো সে।

পা-কাটা পরী! ভায়ের কথাটা শুধরে দিয়ে মনে মনে বললো তাহিতি, সেইসাথে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৭

গোলাম মওলা আশংকা করছে সায়েম আজ নির্ঘাত দুর্ঘটনা বাধাবে। যে গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে, যেভাবে একের পর ওভারটেক করছে তাতে যেকোনো সময় মারাত্মক কিছু ঘটে যেতে পারে। টের পেলো তার বুক ঢিবঢিব করছে। সায়েম ভালো গাড়ি চালায়, খুবই দক্ষ সে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু আজকের ঘটনা অন্যরকম। একে তো আদনান সুফির গাড়িটার নাগাল পাবার জন্য মরিয়া হয়ে ছুটছে তার উপরে একটু আগেই দু-দুটো বিয়ার পেটে পড়েছে। সব মিলিয়ে বিপদের সম্ভাবনা প্রবল। তার বন্ধুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমতে শুরু করেছে এখন। তার মানে সেও প্রচণ্ড টেনশনে আছে।

সামনের দিকে তাকালো মওলা। গাড়িটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। আন্দাজ করলো কমপক্ষে দেড়শ' গজ দূরে হবে। সায়েম যদি বেপরোয়া গতিতে গাড়ি না চালাতো তাহলে এতোক্ষণে ওটা নাগালের বাইরে চলে যেতো। টিকিটাও দেখা যেতো না।

তারা এখন এয়ারপোর্ট রোডে। একটু আগে মহাখালি ফ্লাইওভারটা চোখের নিমেষে পার হয়ে গেছে। আদনান সুফির লাল টকটকে কনভার্টিবলটা পাগলের মতো ছুটে যাচ্ছে এখন, যেনো দড়ি ছেঁড়া পাগলা ষাড়!

একবার ভাবলো পকেট থেকে মোবাইলফোনটা বের করে তাহিতিকে মেসেজ করে দেবে–কিন্তু কী লিখবে সেটা মনস্থির করতে পারলো না বলে বাদ দিলো। কিছু বুঝে ওঠার আগেই টের পেলো গাড়ির গতি আরো বেড়ে যাচ্ছে, কারণটাও সঙ্গে সঙ্গে ধরতে পারলো–এ মুহূর্তে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা একটু কম। এই সুযোগটা নিচ্ছে সায়েম। রেসিংকারের মতো গতি তুলে ধাওয়া করছে ১৯৫২।

প্রথমে একটা ইয়েলোক্যাব ওভারটেক করলো, তারপরই একটা মাইক্রোবাস, পরমুহূর্তে যাত্রিবাহী বাস। দম আটকে গেলো মওলার। একটু এদিক-ওদিক হলে তাদের গাড়ির সাথে বাসটার সংঘর্ষ বেধে যেতো। বিশেষ করে ওভারটেক করার সময় তার হৃদস্পন্দন বন্ধ হয়ে গেছিলো কয়েক সেকেন্ডের জন্য।

"শূয়োরেরবাচ্চা!" দাঁতে দাঁত পিষে বলে উঠলো সায়েম।

মওলা বুঝতে পারলো না বাসের চালককে গালি দিলো নাকি ধাওয়া করা

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

গাড়ির চালককে। বন্ধুর দিকে তাকালো। দেখে মনে হচ্ছে না সে স্বাভাবিক আছে। দু'চোখ দিয়ে যেনো আগুন বের হচ্ছে। নীচের ঠোঁট দুটো কামড়ে রেখেছে রাগ-ক্ষোভ আর উত্তেজনায়।

এ মুহূর্তে ১৯৫২ আর তাদের গাড়ির মাঝখানে কোনো গাড়ি নেই! দুটো গাড়ির মধ্যেকার দূরত্ব বড়জোর পঞ্চাশ গজ। মণ্ডলা বুঝতে পারলো ঐ গাড়িটা খুব সহজেই ওভারটেক করে ফেলবে তার বন্ধু। তারপরের দৃশ্যটা সে কল্পনা করতে পারলো : পেছনের গাড়িটাকে থামাতে বাধ্য করা হবে।

"ওভারটেক করার সময় জানালা দিয়ে ওটার চাকায় গুলি করবি, ছটকু!" চিৎকার করে বললো সায়েম।

হা-করে চেয়ে রইলো মণ্ডলা। সে এভাবে ভাবে নি।

"ভয় দেখাতে, ঘাবড়ে দিতে হবে, বুঝলি? আর কোনো চান্স নেয়া যাবে না।"

যন্ত্রের মতো মাথা নেড়ে সায় দিলো গোলাম মণ্ডলা।

নিজের গাড়ির গতি বাড়িয়ে আরেকটু দূরত্ব ঘোচালো সায়েম। এখন দুটো গাড়ির মধ্যে কয়েক গজের ব্যবধান। মণ্ডলা তার পিস্তল জানালার খোলা কাঁচের বাইরে দিয়ে তাক্ করলো।

"রেডি?"

বন্ধুর কথায় মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

সায়েম দেখতে পেলো ১৯৫২ বাম দিকে সরে যাচ্ছে। রাস্তা থেকে নেমে কাঁচা মাটির উপরে!

ঐ গাড়ির ড্রাইভারের উদ্দেশ্য তার কাছে পরিস্কার নয়।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড, তারপরই সব পরিস্কার হয়ে গেলো।

সায়েমকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে অভাবনীয় একটি ঘটনা ঘটলো। তাদের দুই বন্ধু ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারে নি এরকম কিছু হতে পারে।

"শিট!" উদভ্রান্তের মতো চিৎকার করে বলে উঠলো সায়েম।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৮

১৯৫২ আচমকা ডান দিকে বাঁক নিয়ে বিপজ্জনকভাবে নিজের লেনের মধ্যেই ইউ-টার্ন করেছে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দ্রুত গতি কমিয়ে ব্রেক করতে বাধ্য হলো সায়েম।

বানচোত!

সময় নষ্ট না করেই ওটা বিপরীত দিকে ছুটতে শুরু করে দিলো আগুয়ান যানবাহনগুলোকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে। রাস্তায় একটা বিশৃঙ্খলা বেধে গেলো।

১৯৫২ ওদের পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় ড্রাইভিং সিটের জানালা দিয়ে হা করে দেখা ছাড়া কিছুই করতে পারলো না সায়েম।

"পাগল নাকি!" চিৎকার করে বলে উঠলো মণ্ডলা। সে ভেবেছিলো ঐ গাড়িটা যে চালাচ্ছে সে তেমন একটা ভালো ড্রাইভিং জানে না, অন্তত তার বন্ধু সায়েমের চেয়ে ভালো তো নয়ই। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তার ধারণা ভুল। ঐ গাড়িটা যে চালাচ্ছে সে প্রচুর হলিউডি সিনেমা দেখে। *ফাস্ট অ্যান্ড ফিউরিয়াস?* হতে পারে।

"শূয়োরেরবাচ্চা!"

স্টিয়ারিংয়ের উপর জোরে চাপড় মেরে বলে উঠলো সায়েম। সেও একই কাজ করতে যাবে অমনি মণ্ডলা তার বাম হাতে হাত রাখলো।

"না, সায়েম! তুইও কি পাগল হয়েছিস!"

বন্ধুর দিকে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে নিজেকে বিরত রাখলো সায়েম।

তারা দু'জনেই পেছন ফিরে তাকালো। ১৯৫২ সাপের মতো এঁকে বেঁকে চলে যাচ্ছে একের পর এক আগুয়ান যানবাহনগুলোর সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়ে! *কিন্তু কতোক্ষণ?*

এরপর দু'জন দু'জনের দিকে তাকালে মণ্ডলা দেখতে পেলো সায়েমের চোখেমুখে অন্য একটি অভিব্যক্তি। চট করে সামনের দিকে চোখ রেখেই গাড়িটা আবার ছোটাতে শুরু করলো সে।

গোলাম মণ্ডলার মনে হলো তার বন্ধু উদভ্রান্ত হয়ে গেছে। ক্ষণিকের জন্যে হলেও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে সে, নইলে সামনের দিকে ছুটে যাচ্ছে কেন! ওর মাথা কি ঠিকভাবে কাজ করছে?

"সায়েম, কি করছিস?"

চকিতে করে বন্ধুর দিকে তাকালেও কিছু বললো না।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হতভম্ব মওলা সামনের দিকে তাকালো। প্রচণ্ড গতি নিয়ে ছুটে যাচ্ছে তাদের গাড়িটা কিন্তু তাতে লাভটা কী? ১৯৫২-এর সাথে তো দূরত্ব বাড়ছে বৈ কমছে না। ছোটোবেলায় তারা যখন মাঠে ফুটবল খেলতো তখন ভ্যাবলা নামের এক ছেলে ছিলো, কিছুটা মানসিক প্রতিবন্ধী, প্রায়ই সে খেলতে খেলতে ভুলে যেতো তার দলের পজিশন কোন দিকে! নিজের দলের সীমানায় বল নিয়ে ঢুকে পড়তো, কখনও গোলও দিয়ে বসতো!

সায়েম কি ভ্যাবলা হয়ে গেলো?

জবাবটা পেয়ে গেলো একটু পরেই। সামনেই একটা ইউ-টার্ন নেবার বাঁক। সায়েম তার গাড়ির গতি কমিয়ে সুন্দরভাবে ইউ-টার্ন করে ছুটতে লাগলো পাশের লেনটা ধরে।

গোলাম মওলা জানে এতোক্ষণে লাল গাড়িটা প্রায় মাইলখানেক দূরে চলে গেছে। গাড়ির গতি বেড়ে যাওয়াতে বন্ধুর দিকে তাকালো। পলকহীন চোখে দু'হাতে শক্ত করে স্টিয়ারিং ধরে সামনের রাস্তার দিকে চেয়ে আছে।

"আমি জানি তুমি বেশিদূর যেতে পারো নি," অনেকটা আপন মনে বলে উঠলো সায়েম।

মওলা অবশ্য একমত হতে পারলো না। তার ধারণা গাড়িটা নাগালের বাইরে চলে গেছে এতোক্ষণে, অবশ্য বন্ধুর কথার সাথে দ্বিমত পোষণ করে কিছু বললোও না। সে আরো লক্ষ্য করলো তার বন্ধুর চোখ সামনের দিকে থাকলেও সেটা ডিভাইডারের ওপাশের লেনের দিকে নিবদ্ধ–এই লেনটা ধরেই চলে গেছে ১৯৫২। গাড়িটার টিকিও দেখা যাচ্ছে না এখন।

সামনের দিকে তাকালো মওলা। তাদের গাড়িটা রাস্তার বাম পাশে সরে যাচ্ছে দ্রুত! সঙ্গে সঙ্গে প্রবল একটা ঝাঁকি খেলো।

সায়েম আচমকাই ব্রেক করেছে!

"ছুটকু!"

কিছুই বুঝতে পারলো না মওলা, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বন্ধুর দিকে তাকালো। হ্যান্ডব্রেকটা টেনে উদভ্রান্তের মতো সিটবেল্ট খোলার চেষ্টা করছে।

"গাড়ি থেকে নাম!" চিৎকার করে বললো সে।

এবার দৃশ্যটা চোখে পড়লো তার।

ডিভাইডারের ওপাশে অন্য লেনটাতে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়েছে দুটো গাড়ির। একটা কালো রঙের প্রাইভেটকার, সামনের অংশ দুমরেমুচরে রাস্তার উপর আড়াআড়িভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর অন্য গাড়িটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে রাস্তার পাশে।

১৯৫২!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়েম দৌড়ে ডিভাইডারটা টপকে গেলো। দুর্ঘটনার কারণে রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ। অনেকগুলো গাড়ি থেমে আছে। দু'একজন গাড়ি থেকে বের হয়ে ১৯৫২-এর সামনে চলে এসেছে দেখার জন্য।

কালের রঙের গাড়ির জানালা দিয়ে বের হবার চেষ্টা করছে ড্রাইভার, সম্ভবত মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে দরজাটা ফেঁসে গেছে। রাগেক্ষোভে গালাগালি দিচ্ছে সে। লোকটার কপাল দিয়ে রক্ত পড়ছে।

সায়েম দৌড়ে চলে গেলো ১৯৫২-এর কাছে। ঠিক কতোক্ষণ আগে দুর্ঘটনাটা ঘটেছে সে জানে না। তার চোখ গেলো চিৎ হয়ে থাকা গাড়িটা চাকাগুলোর দিকে, ওগুলো এখনও ঘুরছে। বুঝতে পারলো এইমাত্র ঘটনা ঘটেছে। কাঁধে একটা হাত পড়তেই পেছন ফিরে তাকালো সে। তার বন্ধু মওলা এসে দাঁড়িয়েছে। তার চোখেমুখে উত্তেজনা।

"আমি জানতাম বেশিক্ষণ এভাবে যেতে পারবে না।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা।

ঠিক এ কথাটা মনে পড়তেই সায়েম গাড়ি নিয়ে ছুটে গেছিলো ইউ-টার্ন নেবার জন্য। এ রোডে সে নিয়মিত যাতায়াত করে, ভালো করেই জানে ব্যস্ত সড়কে নিজের লেনের বিপরীত দিক দিয়ে ছুটে গেলে যেকোনো সময় দুর্ঘটনার শিকার হতে হবে।

"ভেতরের লোক কি পালিয়েছে?"

"কেউ বের হতে পারে নি!" স্থিরদৃষ্টিতে গাড়িটার দিকে চেয়ে থেকে বললো সে।

কয়েক মুহূর্তের জন্য মওলা বুঝতে পারলো না, তারপরই জবাবটা তার চোখের সামনে স্পষ্ট হলো। আদনান সুফির গাড়িটার মোটা চামড়ার ছাদ পুরো গাড়ির ওজন বহন করতে পারে নি, পারার কথাও নয়। ছাদটা পুরোপুরি রাস্তার সাথে মিশে গেছে। চাপা পড়ে গেছে গাড়ির নীচে। ড্রাইভিং ডোরের জানালার কাঁচ ভেঙে ছিটকে পড়েছে আশেপাশে।

"আলফা রোমিও কনভার্টিবল," আস্তে করে সায়েম বললো। "উল্টে গেলে এই গাড়ি থেকে কেউ বের হতে পারবে না।"

কথাটা শুনে মওলা খুশি হলেও সায়েম আশংকা করছে গাড়ির ভেতরে যে-ই থেকে থাকুক সে আর বেঁচে নেই।

মওলা দেখতে পেলো চারপাশে বেশ ভালো জটলা তৈরি হয়ে গেছে।

"কয়টা মরছে?" কেউ একজন বললো। "ভিতরে যে আছে চ্যাপ্টা হইয়া গেছে!" অন্য একজন মন্তব্য করলো কাছ থেকে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সায়েমের দিকে তাকালো মওলা। সে কিছু বলতে যাবে অমনি ধুপ-ধুপ করে শব্দ হলো।

"ভিতরে মানুষ আছে! বাঁইচা আছে!"

চারপাশে শোরগোল উঠলো এবার। নড়েচড়ে উঠলো সায়েম। পাঁচ-ছয়জন তরুণ এগিয়ে গেলো ১৯৫২-এর দিকে, তাদের সাথে যোগ দিলো সায়েমও।

গাড়ির ভেতর থেকে বেশ জোরে জোরে শব্দ হচ্ছে এবার, সেইসাথে চিৎকার।

আশেপাশে দাঁড়িয়ে থাকা আরো কয়েকজন লোক যোগ দিলো সায়েমদের সাথে, তাদের মধ্যে মওলাও আছে। একসাথে সবাই মিলে গাড়িটার একপাশ ধরে তোলার চেষ্টা করলো। লোকজনের মধ্যে নেতাগোছের একজন চিৎকার করে সবাইকে বললো গাড়ির সাইডবডিতে হাত দিয়ে ঠেলা মারতে, যাতে করে ভেতর থেকে আটকে পড়া লোকটি বেরিয়ে আসতে পারে। তার কথামতোই কাজ করলো সবাই। 'হেইও-হেইও' করে গাড়িটা একটু তুলতেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা হাত। আরো কয়েকজন লোক এসে সাহায্য করলো ভেতর থেকে বের করে আনার জন্য।

সায়েম উত্তেজনার সাথে অপেক্ষা করছে ভেতর থেকে কে বের হয়ে আসে। কিন্তু প্রথমে যে বের হয়ে এলো তাকে দেখে বিস্ময়ের সীমা রইলো না তার। সমস্ত হিসেবে-নিকেশ মুহূর্তেই উল্টে গেলো। তার কাছে এটা শুধু অপ্রত্যাশিত নয়, অচিন্তনীয়ও বটে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৮৯

আহকাম উল্লাহ বাইরে যাবে এখনই। তার মনমেজাজ খুবই ভালো। একটু আগে হাত-মুখ ধুয়ে নতুন জামা-কাপড় পরে নীচতলার ড্রইংরুমে এসে বসেছে। আয়েশ করে এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে পড়বে। কী একটা জরুরি মিটিং আছে এক হোমরাচোমরার সাথে।

এমপির মতো আজমতের মনে ফুর্তিফুর্তি ভাব নেই। তার কপালে চিন্তার ভাঁজ, মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে। তার ধারণা এমপি এখন ঢাকা ক্লাবে যাবে। এমন কোনো দিন নেই যে এমপি সাহেব রাতে বাইরে থাকে না। আজ অমুকের সাথে মিটিং তো কাল পার্টির কোনো নেতার সাথে জরুরি সাক্ষাৎ, মিন্টো রোড নয়তো সচিবালয়ে। তারপর ঢাকা ক্লাবের ব্যাপারটা তো আছেই।

আহকাম উল্লাহ ক্লাবে গেলে একটু দেরি করেই বাসায় ফেরে সেজন্যে বাইরে যাবার আগেই কথাটা বলা দরকার। অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তটি নিয়েছে আজমত।

খুব খুব ভয়ে ভয়ে বললো, "ভাই কি এখনই বাইর হইবেন?"

"কেন, কিছু বলবে?" চায়ের কাপটা তুলে নিয়ে বললো আহকাম উল্লাহ।

"একটা কথা আছিলো।"

দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত লোকটির দিকে ভালো করে তাকালো এমপি। কিছু একটা আন্দাজ করতে পেরে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। "বলো।"

"ঐ ঘটনায় একটা ঝামেলা হইছিলো..." ঢোক গিললো আজমত, কথাটা বলতে বেশ বেগ পেলো সে।

কয়েক মুহূর্ত স্থিরচোখে চেয়ে রইলো আহকাম উল্লাহ। "কি ঝামেলা হয়েছিলো?" চায়ের কাপে আর চুমুক না দিয়ে জানতে চাইলো এমপি।

আজমত গলা খাকারি দিলে চায়ের কাপটা রেখে দিলো আহকাম উল্লাহ, বুঝতে পারলো ঘটনা খুবই গুরুতর। "কি হলো, বলো?"

এরপর কামাল পাশার গুমের ঘটনার আগে বিল্লুর সাথে কোথায় কিভাবে দেখা হলো পথে, সবই বলতে শুরু করলো আজমত। শুধু এটা বললো না, পথেঘাটে পুলিশী তল্লাশীর হাত থেকে বাঁচার জন্য এমপির গাড়িটা ব্যবহার করেছিলো ঐদিন।

চুপচাপ সবটা শুনে গেলো আহকাম উল্লাহ। তার ভাবভঙ্গি দেখে বোঝার উপায় নেই দীর্ঘদিনের বিশ্বস্ত লোকটির উপর অসন্তুষ্ট কিনা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"তুমি কি মনে করছো কিসলু ঐ সাংবাদিককে সব বলে দিয়েছে?" সব শোনার পর আস্তে করে জিজ্ঞেস করলো এমপি।

মাথা নেড়ে সায় দিলো আজমত। "এইটা ও-ই করছে, ভাই।"

"কিসলু কি এটা স্বীকার করেছে?"

মাথা দোলালো সে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো এমপি। এতোক্ষণে তার সমস্ত হিসেব মিলছে–এ কারণেই ঐ সাংবাদিক জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তার বাড়িতে লুকিয়ে ছিলো। কামাল পাশার ঘটনাই তার মূল লক্ষ্য। সাংবাদিকের ব্যবস্থা করেছে। তার বন্ধু ঐ পুলিশেরও একটা উচিত শিক্ষা দেয়া হবে। কাউকে ছাড়া হবে না।

"ভাই?"

আজমতের দিকে মুখ তুলে তাকালো এমপি।

"এহন কি করুম?"

আলতো করে মাথা নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়ালো আহকাম উল্লাহ। "ও যদি কাউকে কিছু নাও বলে থাকে তাতেও কিছু যায় আসে না।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলো সে। "ও সব জানে, এটাই হলো সমস্যা।"

মুখ তুলে তাকালো আজমত। *সমস্যা!* তাদের লাইনে সমস্যা জিইয়ে রাখতে নেই। যতো তাড়াতাড়ি সমাধান করা যায় ততোই মঙ্গল।

"ওকে খামোখা মেরেছো...ও যদি কথাটা কাউকে বলেও থাকে তোমার কাছে কখনওই স্বীকার করবে না।"

আজমত যা বোঝার বুঝে গেলো।

মাথা দোলালো আহকাম উল্লাহ। "ছেলেটার জন্য মায়া হচ্ছে।" আর কিছু না বলে ঘর থেকে বের হয়ে গেলো চুপচাপ।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK.ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯০

তাহিতির মরে যেতে ইচ্ছে করছে। এমন অপমান সহ্য করার ক্ষমতা তার নেই। শাড়িটা খুলে ফেলতে ইচ্ছে করলেও ঝিম মেরে বসে আছে হুইলচেয়ারে। চোখ দিয়ে পানি চলে আসতে পারে যেকোনো মুহূর্তে, এদিকে ঘরের দরজাও খোলা। সম্ভবত একটু আগে তার মা এসেছিলো, দরজার কাছ থেকে মেয়েকে দেখে চলে গেছে চুপচাপ। মেয়ের যে ভীষণ মনখারাপ সেটা ঠিকই বুঝতে পেরেছে, কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস করে নি।

মওলা কেন এমন করলো এর উত্তর তার জানা নেই। সে তাকে পাগলের মতো ভালোবাসে। তার সান্নিধ্য পাবার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন পর তাদের সম্পর্কটা আবার স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। মওলার জন্য সে নিজেও অপেক্ষা করে এখন। তার সাথে গল্প করা, সময় কাটানো এসবই যেনো অভ্যেসে পরিণত হয়ে গেছে আবার। সে কারণেই মওলা যখন তাকে শাড়ি পরতে বললো তাহিতি আর না করতে পারে নি।

অনেক দিন আগের পহেলা বৈশাখের একটি লালপাড়ের সাদা শাড়ি পরেছে সে। চোখে কাজলও দিয়েছে। দীর্ঘদিন পর চুলগুলো অন্যভাবে আচড়িয়ে কপালে একটা টিপও দিয়েছে। মা আর ভাই এসব দেখে কী ভাববে সেসব জেনেও মওলার জন্য এই আয়োজন করতে তার ভালোই লাগছিলো। সাজগোজ করার পর অনেকদিন বাদে আয়নায় নিজেকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে সে। খুবই ফুরফুরে মেজাজে ছিলো, কিন্তু তারপর থেকে প্রতীক্ষার প্রহর যেনো আর শেষ হচ্ছে না। আদৌ এই প্রতীক্ষার অবসান ঘটবে বলেও মনে হচ্ছে না তার।

অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর এসএমএস করলো। মওলা জানালো সে আসছে, কিন্তু সে আর আসে নি। আবারো এসএমএস করলো, এবার কোনো জবাবই পেলো না। কান্না চলে এসেছিলো তার। এরপর জানালার সামনে মূর্তির মতো বসে থাকে দীর্ঘ সময় ধরে। রাগে-ক্ষোভে বুকের ভেতর জমতে থাকে বাষ্প। তারপর নতুন একটি আশংকার কথা মনে পড়তেই সেই বাষ্প উবে যায় নিমেষে।

ওর কোনো অ্যাকসিডেন্ট হলো না তো?!

তাহিতির বুকটা ধরফর করে উঠেছিলো। নিকটজনের বেলায় তার সবচে খারাপ আশংকাটা হলো দুর্ঘটনা। সম্ভবত নিজের দুর্ভাগ্যজনক পরিণতির পর থেকে এটার শুরু।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সঙ্গে সঙ্গে মানঅভিমান ভুলে ফোনটা হাতে তুলে নেয়। মাত্র দু'বার রিং হতেই কলটা কেটে দেয়া হলে বুক ফেটে কান্না চলে আসে তার। আবারও কল করে কিন্তু এবার দেখতে পায় ফোনটা বন্ধ।

ও আমার কলের ভয়ে ফোন অফ করে রেখেছে?!

*

সিগন্যাল পেয়ে গেছে আজমত। ঠিক এজন্যেই অপেক্ষা করছিলো সে। কিসলুর মতো একজন যতো ফালতুই হোক সে আহকাম উল্লাহর ঘনিষ্ঠ, তার নিজের এলাকার ছেলে, তাকে তো আর কচুকাটার মতো করে ঝেড়ে ফেলা যায় না। ঝেড়ে যদি ফেলতেই হয় কর্তার হুকুমেই সেটা করতে হবে। এ কারণে অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এমপিকে সব বলে দিয়েছে। ভেবেছিলো সবটা শুনে আহকাম উল্লাহ ভীষণ ক্ষেপে যাবে। এতোদিন পর কেন কথাটা বললো নিয়ে জেরা করবে কিন্তু তাকে অবাক করে দিয়ে কোনো কথাই বলে নি তার নেতা। এটা অবশ্য সত্য, কিসলুর ঘটনায় আজমতের কোনো হাত ছিলো না, একজন ঝানু রাজনীতিবিদ হিসেবে আহকাম উল্লাহ ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে হয়তো।

এখন গাড়িতে করে ফিরে যাচ্ছে বাড্ডায়। মাঝপথে গাড়ি থামিয়ে একটা বার থেকে দু'বোতল কেরু অ্যান্ড কেরু ভদকা কিনে নিয়েছে তারা।

"সিগারেট আছে?" সুপনকে জিজ্ঞেস করলো।

একহাতে গাড়ির স্টিয়ারিয়ং ধরে অন্যহাতে ড্যাশবোর্ডের উপর রাখা সিগারেটের প্যাকেটটা আজমতের কাছে দিলো সে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে টান দিলো আজমত। "আজকা কিন্তু রাইত থাকন লাগবো।"

চকিতে তাকালো সুপন। "সারা রাইত?"

"হুম।"

"ঢাকার বাইরে যাইতে হইবো নি?"

"হুম।"

সুপন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললো, "ভুট্টুও থাকবো?"

আজমত তাকালো সুপনের দিকে।

"আমারে ফোন করছিলো একটু আগে। কইতাছে রাইত দশটার পর নাকি ওর একটা কাম আছে।"

"ওর আবার কিয়ের কাম?"

"মনে হয় কুনো দাওয়াত আছে।"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"না। দাওয়াত-ফাওয়াতে যাওন লাগবো না। ওরে থাকতে হইবো।"

সুপন আর কিছু না বলে চুপচাপ গাড়ি চালাতে লাগলো। বুঝতে পারলো ভুট্টুর থাকাটা জরুরি। যে কাজ তারা এখন করতে যাচ্ছে সেটাতে হাত লাগানোর কোনো ইচ্ছে তার নেই। আজমতও কখনও তাকে দিয়ে এসব কাজ করায় না। সে কেবলই গাড়ি চালায়। একজন বিশ্বস্ত আর সাহসী ড্রাইভার।

বাকিটা পথ আর কোনো কথা বললো না সুপন, আজমতও চুপচাপ সিগারেট টেনে কাটিয়ে দিলো।

বাড্ডার অনেক ভেতরে, বেরাইত নামক এলাকায় ঢুকে পড়লো তাদের গাড়িটা। এখানকার রাস্তাঘাট খুবই জঘন্য রকমের খারাপ। যারা গাড়ি চালায় তারা গালি দিতে দিতে যায়। গর্ভবতী মহিলা এ রাস্তা দিয়ে চলাফেরা করলে গর্ভপাত হয়ে যাবে।

জায়গায় জায়গায় বৃষ্টির পানি জমে আছে। কিছু কিছু জায়গা দেখলে মনেই হবে না এটা ঢাকা শহরের কোনো এলাকা, গুলশানের খুব কাছেই। পাঁচ মিনিটের পথ পেরিয়ে তাদের গাড়িটা এসে পড়লো টিনের ঘরের কাছে। ভেতরে আলো জ্বলছে না। এটাই স্বাভাবিক। ভুট্টু হয়তো আশেপাশেই আছে।

গাড়ি থামামাত্রই আজমত নেমে পড়লো। সিগারেটে শেষ একটা টান দিয়ে মাটিতে ফেলে এগিয়ে গেলো টিনের ঘরের কাছে। "ভুট্টু?" জোরে ডাকলো সে। কোনো সাড়া শব্দ নেই। "ভুট্টু!" মেজাজ বিগড়ে গেলো তার। আশেপাশে তাকালো। ছেলেটার টিকিও দেখা যাচ্ছে না।

গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে সুপন বেরিয়ে এলো। সেও কাউকে দেখছে না আশেপাশে। ভুট্টু কি শেষপর্যন্ত আজমতকে না জানিয়েই দাওয়াতে চলে গেছে? সুপনের বিশ্বাস হলো না। এতো সাহস ওর হবে না। হঠাৎ করে ওর গায়ের পশম দাঁড়িয়ে গেলো। মনে হলো কিছু একটা গড়বর হয়ে গেছে।

"ভুট্টু!" এবার রাগের মাত্রা আরো বেড়ে গেলো আজমতের। হঠাৎ থমকে গেলো সে। টিনের ঘরের দরজায় কোনো তালা ঝুলছে না! অজানা এক আশংকা জেঁকে বসলো তার মধ্যে।

দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেলো। ভেতরটা ঘন অন্ধকারে ঢাকা। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। আজমতের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। ঘরের যে-কোণে কিসলুকে রেখে গিয়েছিলো অন্ধকারে চোখ কুঁচকে তাকালো সেখানটায়।

কেউ নাই!

"একদম নড়বি না!" দরজার পাশ থেকে বলে উঠলো কেউ।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯১

আবারো উত্তরা-থানায় সেই ওসির সামনে বসে আছে সায়েম। ভদ্রলোক কোনো কথা বলছে না। তার জন্য পরিস্থিতিটা এমনই, যতো চুপ থাকা যায় ততোই মঙ্গল।

গুলশান-বনানীর এসি গোলাম মওলা তাকে কড়া নির্দেশ দিয়েছে আপাতত এ বিষয়ে কারো কাছে কোনোরকম মুখ যেনো না খোলে। একদম চুপ থাকতে হবে। কিন্তু নিজের থানার ভেতরে ঘটনা ঘটবে আর সে-ব্যাপারে জানতে চাইবে না তাতো হয় না, কতোক্ষণ আর চুপ মেরে বসে থাকা যায়।

মহাকাল-এর সাংবাদিক আবারো তার থানায় এসেছে তবে কোনো আসামী হিসেবে নয়, বিরাট বড় এক খুনি আর তার সহযোগীকে পাকড়াও করে রীতিমতো হাতেনাতে ধরে নিয়ে এসেছে এখানে। এর আগে তার সামনে বসে ছেলেমানুষের মতো কাঁদো কাঁদো হয়ে কথা বলছিলো আর এখন একেবারে উল্টো। পাত্তাই দিচ্ছে না তাকে। এখানে আসার পর অনেক জায়গায় ফোনে কথা বলেছে কিন্তু সে কোনো প্রশ্ন করলেই 'হু-হা' ছাড়া মুখ দিয়ে আর কিছু বের করছে না।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ওসি শওকত। পুলিশের চাকরি করলে অনেক কিছু হজম করতে হয়। এই বিপরীত চিত্রটাও হজম করতে হচ্ছে তাকে।

আজকের ঘটনায় অদ্ভুত একটা দিক আছে–মাসখানেক আগে আদনান সুফিকে গাড়িচাপা দেবার যে অভিযোগে এই সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয়েছিলো ঠিক একই কেসের খুনিকে ধরে এনেছে আসামী নিজে! শুধু যে খুনিকে ধরা হয়েছে তাই নয়, আদনান সুফির আজব লাইসেন্সপ্লেটের সেই হারানো গাড়িটাও উদ্ধার করা হয়েছে বেশ নাটকীয়ভাবে। এই গাড়িটা তারা কতোই না খুঁজেছে। শত শত গাড়িচোর ধরে এনে প্যাদানি দিয়েছে, কেউ স্বীকার করে নি। ওসি ভেবেছিলো গাড়িটা চুরি হবার পর পরই বত্রিশ টুকরা করে ধোলাইখালে বিক্রি করে দেয়া হয়েছে।

বিপ্ করার শব্দ শুনে ওসি শওকত নিজের ফোনটা ডেস্ক থেকে তুলতে গেলে সায়েম বলে উঠলো : "আমারটা।"

ওসি বুঝতে পেরে হাত গুটিয়ে নিলো।

সায়েমের ফোনে একটা এসএমএস এসেছে। ওটা ওপেন করে ডিসপ্লের দিকে তাকালো। নিম্মি লিখেছে :

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কল মি রাইট নাও। কথা আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে ফোনটা পকেটে ভরে রাখলো সায়েম। এ মুহূর্তে নিম্মির সাথে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। বলার মতো পরিস্থিতিও নেই।

"চা খাবেন?"

ওসির দিকে তাকালো সে। একঘণ্টা ধরে বসে আছে ওসির রুমে, এরইমধ্যে দু'কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে, তারপরও মাথা নেড়ে সায় দিলো। নিছক সময় কাটানোর জন্যই খাবে আরেক কাপ।

বেল টিপে কাউকে ডেকে আবারো চায়ের অর্ডার দিলো ওসি। "ঘটনা খুবই জটিল মনে হইতাছে," আস্তে করে বললো সে।

"হুম।" মাথা নেড়ে সায় দিলো সায়েম। এ নিয়ে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। তার বন্ধু সেই-যে গেছে এখনও ফেরার নাম নেই। ফোন করে যে খোঁজ নেবে তারও কোনো উপায় নেই। ছটকুর ফোনটা পকেটমারের ভোগে চলে গেছে! এয়ারপোর্ট রোডে ১৯৫২ ঠেলে ওঠানোর সময় কোত্থেকে যে পকেটমার এসে জুটলো কে জানে। এ দেশে যেমন পথেঘাটে পরোপকারী মানুষজন থাকে, বিপদ দেখলে দৌড়ে এসে সাহায্যের হাত লাগায়, চেনাজানা না থাকলেও আগ বাড়িয়ে সহযোগীতা করে, তেমনি চোর-বাটপার আর ছেচরেরও অভাব নেই। বিয়ে-বাড়ি, মরার-বাড়ি থেকে শুরু করে সবখানেই এদের উপস্থিতি।

"গাড়িটা এতোদিন নিজের কাছেই রাখছিলো?"

"হুম।" ছোট্ট করে বললো সায়েম। আবারো বিপ্ করে উঠলো তার ফোনটা। বিরক্ত হয়ে ইনকামিং মেসেজটা ওপেন করলো :

যদি এখন ফোন না দাও তাহলে এই জীবনে আর কথা হবে না।

ফোনটা পকেটে রেখে দিলো সে। মওলার দেরি দেখে অস্থির হয়ে যাচ্ছে। আদনান সুফির হত্যারহস্য উন্মোচিত হয়ে গেছে—বেরিয়ে এসেছে জটিল এক কাহিনী। এখনও অনেক ফাঁকফোকড় রয়ে গেছে তাতে, আর সেকারণেই মওলা ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

কিন্তু সায়েম ভাবছে কোথাও থেকে খবর পেয়ে যদি ঐ বদমাশটা চলে আসে তার একার পক্ষে পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভব হবে না। এরকম যখন ভাবছে তখনই থানার মধ্যে শোরগোল শোনা গেলো। নড়েচড়ে বসলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ওসি শওকত উঠে দাঁড়ালো। "ইদ্রিস? কি হইছে?" জোরে হাঁক দিলো।

তাদের দু'জনকে চমকে দিয়ে দরজা দিয়ে ঢুকে পড়লো চার-পাঁচজন লোক। তারপরই স্বয়ং আহকাম উল্লাহ।

"স্লামালেকুম, স্যার," ওসি শওকত এমপিকে চিনতে পেরে ভয়ে ভয়ে বলে উঠলো।

ওসির সালামের জবাব দেবার প্রয়োজন বোধ করলো না আহকাম উল্লাহ, বিস্ময় আর ক্ষোভের সাথে সায়েমের দিকে তাকালো সে।

"আপনি এখানে?" ভুরু কুচকে জানতে চাইলো এমপি। বোঝার চেষ্টা করলো সায়েমের উপস্থিতির কারণটা। তার চেহারায় চিন্তার ছাপ পড়ে গেছে।

"স্যার, উনি গুলশান-বনানীর এসি সাহেবের–"

হাত তুলে ওসিকে থামিয়ে দিলো আহকাম উল্লাহ। "আমি একে চিনি, কিন্তু ও এখানে আপনার সাথে কী করছে?" কৈফিয়ত চাইবার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো।

ওসি কিছু বলার আগেই দরজার কাছ থেকে কেউ বলে উঠলো : "কংগ্রাচুলেশন্স, এমপি সাহেব!"

ঘরের সবাই সেদিকে তাকালো। গোলাম মওলাকে দেখে হাফ ছেড়ে বাঁচলো সায়েম। তার বন্ধু একেবারে সময়মতো চলে এসেছে।

"এতো দ্রুত চলে আসবেন ভাবি নি।"

ওসি আর সায়েম কিছুই বুঝতে পারলো না।

"একটু আগে আপনার মন্ত্রী হবার খবরটা আমি পেয়েছি।"

ওসি সম্ভ্রমের চোখে তাকালো সদ্য মন্ত্রী হওয়া এমপির দিকে। অবাক হয়ে তাকালো সায়েম। শেষপর্যন্ত বদমাশটা মন্ত্রী হয়ে গেলো!

মন্ত্রী হবার শুভেচ্ছা আমলে না নিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে জিজ্ঞেস করলো আহকাম উল্লাহ, "আমার ছেলে কোথায়?"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯২

উল্টে পড়ে থাকা ১৯৫২-এর নীচ থেকে প্রথমে যাকে উদ্ধার করা হয় সে আর কেউ নয়—আহকাম উল্লাহর অল্পবয়সী ছেলে পাপন!

সায়েম আশা করেছিলো আজমতকে দেখতে পাবে কিংবা তার কোনো সহযোগীকে, কিন্তু পাপনকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত। মওলা অবশ্য পাপনকে কখনও দেখে নি তাই চিনতে পারে নি। সায়েমের কাছ থেকে যখন শুনলো এটা আহকাম উল্লাহর ছেলে তখন তার অবস্থাও হয়েছিলো দেখার মতো।

আহকাম উল্লাহর ছেলে! কিন্তু কেন?

তাদের দু'জনের মনে এই একটা প্রশ্ন ঘুরপাক খায় কিছুক্ষণ। তাদের সমস্ত হিসেবে এলোমেলো হয়ে যায়।

পাপনের সাথে জনি নামে তার সমবয়সী এক বন্ধুও ছিলো। বলতে গেলে অলৌকিকভাবেই তারা দু'জন অক্ষত অবস্থায় ১৯৫২-এর নীচ থেকে বের হয়ে আসে। তাদের দু'জনের শরীরে সামান্য কাটাছেড়া আর আঘাত ছাড়া বড় কোনো ক্ষতি হয় নি।

ধরা পড়ার পর জনি ছেলেটা ভয়ে নার্ভাস হয়ে প্রলাপ বকতে শুরু করে। পাপন বয়সের তুলনায় শারীরিক আর মানসিকভাবে বেশ পরিপক্ক। একদম ঝিম মেরে থাকে সে। শুরুর দিকে কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেয় নি।

গোলাম মওলা তার পুলিশী পরিচয় ব্যবহার করে ছেলে দুটোকে নিজের জিম্মায় নিয়ে উত্তরা-থানায় চলে আসে। প্রথমে পাপনের বন্ধুকে আলাদা একটি রুমে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করে। বিশ-পঁচিশ মিনিট পর সেই রুম থেকে যখন মওলা আর সায়েম বেরিয়ে আসে তখন তাদেরও বিশ্বাস হচ্ছিলো না এসব কী শুনলো!

এরপর জনি আর পাপনকে একসাথে বসিয়ে আবারো জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। জনির কারণেই পাপন শেষপর্যন্ত মুখ খুলতে বাধ্য হয়। এরপরই পুরো ব্যাপারটা পরিস্কার হয়ে ওঠে তাদের কাছে।

এমন পরিস্থিতিতে মওলা মাথা ঠাণ্ডা রেখে নতুন করে ছক করে। দ্রুত সে সিদ্ধান্ত নেয় কি করবে। পাপনকে গারদে রেখে তার বন্ধু জনিকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে। গুলশান-থানা থেকে একটি সাপোর্ট টিমের সহায়তায় নেমে পড়ে অভিযানে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

টানা দু'ঘণ্টা অভিযান শেষে এখন ফিরে এসে দেখতে পাচ্ছে সদ্য মন্ত্রী হওয়া আহকাম উল্লাহ উত্তরা-থানায় চলে এসেছে দলবল নিয়ে। একটু আগে নিজের পরিচয় না দিয়ে সে-ই ফোন দিয়েছিলো এমপিকে।

"আপনার ছেলেকে হাজতে রাখা হয়েছে," বেশ শান্তকণ্ঠে বললো মওলা।

রেগেমেগে গুলশান-বনানীর এসির দিকে তাকালো আহকাম উল্লাহ।

"স্যার, আমি রাখি নি...উনি রাখছেন," ওসি শওকত অনুনয়ের সুরে বললো নতুন মন্ত্রীকে।

"কেন?"

"আদনান সুফির নিখোঁজ গাড়িটা দীর্ঘদিন আপনার গ্যারাজেই ছিলো। একটু আগে পাপন আর তার এক বন্ধু ঐ গাড়িটা নিয়ে পালাবার সময় আমাদের কাছে ধরা পড়েছে।"

"কি?!" আহকাম উল্লাহর বিস্ময়ের সীমা রইলো না।

"ওদের গাড়িটা অ্যাকসিডেন্ট করলেও কেউ গুরুতর আহত হয় নি। একদম সুস্থ আছে দু'জনেই," মওলা জানালো।

"এসবের মানে কি? আমার গ্যারাজে আদনানের গাড়ি এলো কিভাবে? আর পাপন কেন ঐ গাড়িটা নিয়ে পালাবে?" একটু থেমে আবার বললো, "আমি আমার ছেলেকে দেখতে চাই, ওর সাথে কথা বলতে চাই," আদেশের সুরে বললো আহকাম উল্লাহ। "এইসব ফালতু লোকজনের ফালতু কথা শোনার সময় আমার নেই।"

ওসি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো।

আহকাম উল্লাহর গর্জনে প্রকম্পিত হলো ওসির রুম। এমন সময় ঘরে ঢুকলো পাঁচ-ছয়জন সাংবাদিক, তারা সবাই চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো দরজার কাছে।

"ওরা এখানে কেন?" উদভ্রান্তের মতো হাত ছুড়ে চিৎকার করে বললো এমপি। "আপনি ওদের সবাইকে রুম থেকে বের করে দিন। এটা কি সার্কাস?! ওরা কেন আপনার রুমে? কে ডেকে এনেছে ওদের? কী হচ্ছে এসব?"

"আপনার ছেলে আর তার বন্ধু সব স্বীকার করেছে," আস্তে করে বললো গোলাম মওলা।

কপালে ভাঁজ পড়লো আহকাম উল্লাহর, তবে চোখেমুখে চাতুর্যতার ছাপ এখনও মিইয়ে যায় নি। একটু ভেবে নিলো যেনো। "আমি আমার ছেলের সাথে কথা বলতে চাই, এসব ফালতু লোকজনের সঙ্গে নয়!" আবারো গর্জে উঠলো সে। বহুদিন ধরে গলাবাজি করার ফলে কিছুটা ভাঙা আর ভরাট সেই

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

কণ্ঠ। রাজনীতির ময়দানে অনেকদিন ধরে আছে, বিভিন্ন ধরণের পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে গেছে, কিভাবে প্রতিকূল পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসা যায় সেটা ভালো করেই জানে। ওসির দিকে কটমট চোখে চেয়ে আবার বললো, "আমার ছেলের বিরুদ্ধে কি কেস ফাইল করা হয়েছে?"

ঢোক গিললো ওসি। "না, মানে, স্যার...এখনও করা হয় নি...আর আমি তো জানতামই না ঐটা আপনার ছেলে!"

চট করে তাকালো মওলার দিকে। "সব বানোয়াট!" চিৎকার করে বললো আহকাম উল্লাহ। "সব ষড়যন্ত্র! নাটক সাজানো হয়েছে। এই ফালতু সাংবাদিক..." সায়েমের দিকে আঙুল তুলে দেখালো, "এই লোক আদনান সুফির মার্ডার কেসের এক নাম্বার আসামী! এরা দুই বন্ধু মিলে আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করেছে! এদের পেছনে অবশ্যই কেউ আছে। আমি এর শেষ দেখে ছাড়বো! একটাকেও রেহাই দেবো না!" আবারো ওসির দিকে তাকালো সে। "দাঁড়িয়ে আছেন কেন? যান! আমার ছেলেকে নিয়ে আসুন।"

আহকাম উল্লাহর ধমক খেয়ে ওসি নিজের ডেস্ক থেকে সরে এলো।

"আপনার ছেলেকে এভাবে নিয়ে যেতে পারবেন না," দৃঢ়তার সাথে বললো গোলাম মওলা।

ওসি থমকে দাঁড়ালো, এ মুহূর্তে ঠিক কী করলে সঠিক কাজটা করা হবে সেটা যেনো বুঝে উঠতে পারছে না।

"আপনি সামান্য একজন এসি...আমাকে বাধা দেবার ক্ষমতা আপনি রাখেন না। আপনার বাপেরাও আমাকে আটকানোর ক্ষমতার রাখে না, বুঝলেন!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো মওলা। "আমি অবশ্যই সেই ক্ষমতা রাখি না। আমার ক্ষমতা খুবই সীমিত। যেটুকু ক্ষমতা আছে তাও আইনের কাছে বাধা।"

বাঁকা হাসি হাসলো এমপি। তর্জনী উঁচিয়ে বললো, "যা করেছেন তার জন্য আপনাদের দু'জনকে অনেক পস্তাতে হবে।" চট করে ওসির দিকে তাকালে ভদ্রলোক আবার দরজার দিকে পা বাড়ালো।

"ওসি সাহেব?" মওলা ডাকলো পেছন থেকে। থমকে দাঁড়ালো ওসি শওকত। "আপনি কোথাও যাবেন না!"

উত্তরাথানার ভারপ্রাপ্ত-কর্মকর্তা সিদ্ধান্তহীনতায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো।

"আপনি যান! আমার ছেলেকে নিয়ে আসুন!" ধমকের সুরে বললো এমপি।

"আদনান সুফির পরিবারের কথাটাও মনে রাখবেন, উনারাও কিন্তু কম

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ক্ষমতাবান নয়," সায়েম বলে উঠলো এবার। "আমাদের প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে ঐ পরিবারের ঘনিষ্ঠতা রয়েছে।"

ওসি ঢোক গিললো। এরকম অসহায় অবস্থায় কখনও পড়ে নি। তার মুখ দিয়ে কিছুই বের হচ্ছে না।

"সুফিদের আমি সামলাবো, আপনি যান," আবারো আদেশের সুরে বললো আহকাম উল্লাহ। "আমর ছেলের বিরুদ্ধে এই থানায় কোনো কেস নেই। ওরা যা বলছে তার কোনো প্রমাণও নেই। কোন সাহসে আপনি আমার ছেলেকে থানায় আটকে রেখেছেন?!"

এতোক্ষণ দরজার সামনে থেকে জড়ো হওয়া সাংবাদিকের দল সব দেখছিলো দর্শকের মতো, হঠাৎ করে তারা সরে গেলো। পঞ্চাশোর্ধ এক ভদ্রলোক ঢুকলো ঘরে। মণ্ডলা তাকে চিনতে না পেরে সায়েমের দিকে তাকালো। বন্ধুর চেহারা দেখে কিছু একটা আন্দাজ করতে পারলো সে।

"খান, তুমি!" বিস্ময়ে বলে উঠলো এমপি।

ওসি শওকত আস্তে করে সংবাদিকদের কাতারে দাঁড়িয়ে দর্শক হয়ে গেলো। হোমরাচোমরাদের মাঝখানে থাকার চেয়ে এটাই বেশি নিরাপদ।

সাদরুল আনাম খান তার বন্ধুর দিকে একপলক তাকিয়ে ঘরের চারপাশে চোখ বুলালো। সায়েমকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞেস করলো সে, "ঘটনা কি? গাড়িটা কোথায়?"

"থানাতেই আছে, পেছনের কম্পাউন্ডে...দেখবেন?"

"পরে দেখবো।" বলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো ভদ্রলোক।

"খান, ওরা আমার বিরুদ্ধে বিরাট ষড়যন্ত্র করছে!"

সাদরুল আনাম খান হাত তুলে আশ্বস্ত করলো তাকে।

"...আমার ছেলে...এইটুকু একটা ছেলে...!" হরবর করে বলতে লাগলো এমপি। "ও নাকি আদনানের গাড়ি নিয়ে পালাচ্ছিলো! এরচেয়ে হাস্যকর কথা আর কী হতে পারে? আদনানের খুনের সাথে ওর কী সম্পর্ক? ও তো আদনানকে চেনেই না!"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাদরুল আনাম খান। "শান্ত হও, মনু।" আবার সায়েমের দিকে ফিরলো। "ঘটনা কি, বলুন তো।"

মণ্ডলা সামনে এগিয়ে এলে সায়েম তাকে পরিচয় করিয়ে দিলো। "এ হচ্ছে আমার বন্ধু গোলাম মণ্ডলা, এসি গুলশান-বনানী..."

মণ্ডলার দিকে তাকালো খান।

"আমরা দু'জনেই গাড়িসহ ওদের ধরেছি।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাদরুল আনাম খান, যেনো ধন্যবাদ জানালো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"আমাদের কাছে ওরা দু'জন পুরো ঘটনা খুলে বলেছে।"

"এইসব লোকজনের কথা তুমি বিশ্বাস কোরো না, খান!" হুঙ্কার দিলো আহকাম উল্লাহ। "সব ষড়যন্ত্র! সাজানো নাটক!"

স্থিরচোখে বন্ধুর দিকে চেয়ে রইলো সাদরুল আনাম খান। "তুমি অস্থির হচ্ছো কেন?" আস্তে করে বললো সে। "শান্ত হও। আমি উনার কাছ থেকে আগে সব শুনি।"

আহকাম উল্লাহ ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। যেনো বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলেছে।

"মিঃ মোহাইমেন, বলুন ঘটনা কি?"

সায়েম তাকালো তার বন্ধুর দিকে। "আমার মনে হয় ও বললেই বেশি ভালো হবে। আমি তো অনেকক্ষণ ধরে এখানেই বসে আছি। এরইমধ্যে ও আরো অনেক কিছু জেনে গেছে সম্ভবত।"

"ঘটনা খুবই জটিল, স্যার," মণ্ডলা বলতে শুরু করলো। "একটু অপেক্ষা করুন, আমি সব বলছি।" এবার দরজার দিকে তাকিয়ে জোরে হাক দিলো : "আল-আমিন...ওদের সবাইকে এখানে নিয়ে আসো।"

আহকাম উল্লাহ বুঝতে না পেরে ভুরু কুচকে চেয়ে রইলো। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে তার মাথা কাজ করছে না।

কয়েক সেকেন্ড পর দরজার সামনে থেকে সাংবাদিকের জটলাটা ঠেলে সাত-আটজন পুলিশ ঢুকলো ঘরে, তাদের সঙ্গে হাত-কড়া পরা ছয়জন আসামী।

বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইলো আহকাম উল্লাহ। তার জন্য দুঃস্বপ্নও এতোটা ভীতিকর হবে না। প্রবল মানসিক ধাক্কায় দু'পা যেনো একটু টলে গেলো। টের পেলো তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

হ্যান্ডকাফ পরা ছয়জন লোককে এক সারি করে দাঁড় করানো হলো ঘরের ভেতর।

"এ হলো এমপির সাহেবের ছেলে," বাম দিক থেকে প্রথমে দাঁড়িয়ে থাকা পাপনকে দেখিয়ে বললো মণ্ডলা। ছেলেটার হাতে-পায়ে আর ডান কপালে স্কচটেপ দিয়ে ব্যান্ডেজ করা, সামান্য আহত হয়েছে গাড়ি দুর্ঘটনায়।

"এর নাম জনি।" পাপনের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা এক ছেলেকে দেখিয়ে বললো। "পাপনের স্কুলবন্ধু। পাপন আর জনিকে আদনান সুফির গাড়িসহ ধরা হয়েছে।"

জনি একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাটলেও তার আঘাত তেমন গুরুতর নয়। তার পাশেই মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকা আজমতকে দেখিয়ে বললো মণ্ডলা, "এ

www.BanglaBook.org

হলো এমপি সাহেবের ডানহাত আজমত। ওর পাশে যে ছেলেটা আছে তার নাম ভুট্টু। আজমতের ক্যাডার।"

আহকাম উল্লাহ ভুট্টুকে চেনে না, তবে ভুট্টুর পাশে উদাস চোখে দাঁড়িয়ে থাকা সুপনকে ভালো করেই চেনে। তাকে দেখিয়ে বললো গোলাম মওলা, "সুপন। এমপি সাহেবের আরেক খাস লোক।"

শেষেরজন পাপনের চেয়ে বছর তিনেকের বড় একজন। ঐ ছেলেটাকে দেখিয়ে বললো সে, "এর নাম রাসেল। পাপনের আরেক বন্ধু।"

মাথা নীচু করে রাখা মুখগুলো উদভ্রান্তের মতো দেখতে লাগলো আহকাম উল্লাহ। খান তার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকলো।

"আর আপনি কোথায়?" দরজার কাছে সাংবাদিকদের ভীড়ের দিকে চেয়ে বললো মওলা।

"এই যে, স্যার..." ভীড় ঠেলে সামনে এগিয়ে এলো কিসলু।

আহকাম উল্লাহ রীতিমতো কাঁপতে লাগলো, যেনো আক্ষরিক অর্থে তার সাম্রাজ্য টলে যাচ্ছে। ধপাস করে বসে পড়লো পাশের একটা চেয়ারে।

সাদরুল আনাম খান বিস্ময়ের সাথে মওলার দিকে তাকালো। "আদনানকে ওরা এতোজন মিলে খুন করেছে?!"

মাথা দোলালো গুলশান-বনানীর এসি। "আগেই বলেছি, ঘটনা বেশ জটিল। কিভাবে বলবো আমি নিজেও বুঝে উঠতে পারছি না।" একটু থামলো কথাগুলো গুছিয়ে নেবার জন্য। "তবে আমার মনে হয় আদনানের হত্যাকাণ্ডের কয়েক দিন আগে থেকে শুরু করলেই ভালো হয়," এমপির দিকে তাকালো সে। "নইলে এই জটিল ঘটনাটা পরিস্কার বোঝা যাবে না।"

"মিথ্যা! সব মিথ্যা!" উদভ্রান্তের মতো চেঁচিয়ে বললো আহকাম উল্লাহ, তার পুরো শরীর থরথর করে কাঁপছে।

"তাহলে সত্যিটা শুনুন...আমি নিশ্চিত আপনি নিজেও অবাক হয়ে যাবেন!"

মওলার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো এমপি।

"কামাল পাশা গুম হবার দু-তিনদিন আগে আদনান সুফি আপনার বাড়িতে গেছিলো তার বোনের সন্তান হবার সংবাদ দিতে..."

ভুরু কুচকে ফেললো আহকাম উল্লাহ। আলতো করে মাথা নেড়ে সায় দিলো সাদরুল আনাম খান, সেইসাথে বেরিয়ে এলো একটা দীর্ঘশ্বাস।

"সত্যি বলতে, ঐ যাওয়াটাই ছিলো আদনান সুফির জন্য সবচাইতে দুর্ভাগ্যনজক একটি ঘটনা!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৩

আদনান সুফি বাড়িতে আসছে শুনে আহকাম উল্লাহ একটু অবাকই হয়েছিলো। তাকে যখন ফোনে জানানো হয় আদনান আসছে তখন সিঙ্গাপুরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলো সে। ঐদিন বিকেলেই তার ফ্লাইট!

ইদানীং সুফিদের সাথে তার সম্পর্কটা ভালো যাচ্ছিলো না। সে ভেবেছিলো তার নেতা আরেফ সুফি হয়তোবা তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। যতো ক্ষমতাবানই হয়ে উঠুক না কেন এখনও সুফিদের আশীর্বাদের দরকার রয়েছে তার। ওদের সমর্থন ছাড়া নির্বাচনে হয়তো জেতা যাবে কিন্তু ওরা যদি অন্য কারোর দিকে ঝুঁকে যায় তাহলে বিরাট সর্বনাশ। আজকাল এই সর্বনাশা ঘটনা ঘটার আশংকা করছে সে।

আদনান যখন তার বোনের সন্তান হবার খবর জানাতে বাড়িতে এলো সে নিজে মেইনগেটের সামনে ড্রাইভওয়েতে দাঁড়িয়ে তাকে অভ্যর্থনা জানায়, তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি কতো বড় বিপর্যয়কে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

আদনান তার বাড়িতে বড়জোর বিশ মিনিট ছিলো, মিষ্টির প্যাকেটটা দিয়েই চলে যেতে চাইছিলো কিন্তু আহকাম উল্লাহর চাপাচাপিতে ড্রইংরুমে বসে এককাপ চা খেতে বাধ্য হয়।

চা খাওয়ার সময়ই এমপি সাহেবের ছেলে পাপন তাদের সামনে দিয়ে বাইরে যাচ্ছিলো, এ সময় আহকাম উল্লাহ তাকে ডেকে আদনানের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়। আদনান সৌজন্যতাবশত পাপনকে জিজ্ঞেস করে সে কোন্ ক্লাসে পড়ছে, পড়াশোনা কেমন চলছে, ভবিষ্যতে কি হতে চায়–এসব। এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়টিই যে বিরাট একটি অপরাধের সূত্রপাত ঘটাতে যাচ্ছে সেটা কারো পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিলো না।

আদনান এককাপ চা খেয়েই বিদায় নেয়।

আহকাম উল্লাহ জানতো আরেফ সুফি আমেরিকায় গেছেন সন্তান হবার সময় একমাত্র মেয়ের কাছে থাকার জন্য। তার এই অনুপস্থিতির সময়টাই বেছে নিয়েছিলো আরেকটা কাজ করার জন্য। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে সেও পরদিন চলে যায় সিঙ্গাপুরে থরো চেকআপ করাতে। কিন্তু সে জানতো না তার বিদেশ থাকাকালীন সময়টাকে আবার অন্য আরেকজন বেছে নিয়েছে মারাত্মক একটি কাজ করবার জন্য!

আহকাম উল্লাহর ষোলো বছর বয়সী কিশোর ছেলে, যে কিনা আর ক'দিন পর ও-লেভেল পরীক্ষা দেবে সে তার বাবার বিদেশ যাবার কথা মাথা রেখে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

খুন-খারাবির মতো ভয়ঙ্কর একটি কাজ করার পরিকল্পনা করছিলো তখন।

ক্ষমতাবান বাবা আর একাকীত্বে ভোগা মায়ের অগোচরে ভিন্ন এক জগতে পা বাড়িছে পাপন। স্কুলের কিছু বাজেবন্ধুর পাল্লায় পড়ে সে ইয়াবা নামক ভয়াবহ মাদকের শিকার। তার স্কুলবন্ধু জনির মাধ্যমে রাসেলের সাথে পরিচয় হয়, রাসেলই তাদের দু'জনকে এ পথে নিয়ে আসে। বছরখানেক ধরে আসক্ত পাপনের নেশার চাহিদা বেড়ে যায় স্বাভাবিক নিয়মে, কিন্তু বিত্তশালী আর ক্ষমতাবান বাবার সন্তান হলেও তার পক্ষে রোজ রোজ পাঁচ-ছয়শ টাকা খরচ করে ইয়াবা কেনা সম্ভব ছিলো না। তার বাবা-মা এই একটা দিকে খুব কড়া—দরকার ছাড়া ছেলের হাতে টাকা-পয়সাও তুলে দেয় না। যা লাগবে তাদেরকে বলতে হবে, তারাই ওটা কিনে দেবে।

প্রথমদিকে হাতখরচের পুরোটাই ব্যয় করতো ইয়াবা কেনার পেছনে, পরে মায়ের কাছ থেকে এটা-ওটা লাগবে বলে টাকা জোগারের চেষ্টা করে। কিছুদিনের মধ্যেই সে-পথ বন্ধ হয়ে যায় মায়ের কড়া জেরার মুখে। অসহায় হয়ে পড়ে পাপন। তার এই সমস্যার সমাধান রাসেলই দেয়। ইচ্ছে করলেই ফ্রি ইয়াবা পেতে পারে সে। কিভাবে? ছোট্ট একটা কাজ করতে হবে। সমস্যা নেই। ইয়াবার জন্য সে যেকোনো কিছু করতে পারবে। ঠিক আছে। তাকে আর রোজ রোজ ইয়াবা কেনার জন্য ভাবতে হবে না। তাদের স্কুলে আরো বিশ-পঁচিশজন ছেলেমেয়েকে ইয়াবা আসক্ত করাতে হবে। ঐ ছেলেমেয়েগুলোকে ইয়াবা সাপ্লাই দেবে পাপন নিজে। কষ্ট করে বাইরে গিয়ে আর কিনতে হবে না ওদের। টাকা দিলেই ইয়াবা পেয়ে যাবে হাতের নাগালে। শুধু পুরো ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে।

পাঁচটা ইয়াবা বিক্রি করতে পারলে একটা ফ্রি। সেইসাথে লাভ তো আছেই। দশটা ইয়াবা বিক্রি করতে পারলে পাপনকে আর কষ্ট করে টাকা জোগার করতে হবে না।

প্রস্তাবটা লুফে নেয় পাপন। অতোকিছু বাছবিচার করার মতো বয়স কিংবা মানসিক পরিস্থিতি তার ছিলো না। রাসেলের কথায় ভয়ঙ্কর এক জগতের দিকে পা-বাড়ায় সে। খুব দ্রুত নিজের ফ্রেন্ড সার্কেলের দশ-বারোজনকে ইয়াবা আসক্ত করাতে সক্ষম হয়। দু'মাসের মধ্যে তাদের স্কুলে কমপক্ষে বিশ-পঁচিশজন ছেলেমেয়ে আসক্ত হয়ে পড়ে আর তাদের সবার সাপ্লায়ার হিসেবে কাজ করে পাপন। এভাবে ইয়াবা আসক্তদের নতুন একটি সার্কেল গড়ে ওঠে।

এই ইয়াবার প্রলোভন আরো মারাত্মক হয়ে ওঠে আরেকটি কারণে—ডিজে পার্টি নামের উদ্ভট একটি কালচার তাদেরকে হাতছানি দেয়। এই ডিজে'র ব্যাপারটা তাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে জনির কারণে। তার এক কাজিন ডিজে মারিয়া এ জগতে খুবই পপুলার। সপ্তাহে এমন কোনো দিন নেই যেদিন

www.BanglaBook.org

তার কোনো পার্টি থাকে না। পাপনদের সার্কেল খুব দ্রুত ঝুঁকে পড়ে ডিজে পার্টির দিকে। এটা হয়ে ওঠে তাদের আরেকটি নেশার জগত। ইয়াবার আর্কষণের সাথে ডিজে পার্টির উন্মাদনা যোগ হয়ে সেটা হয়ে ওঠে দুর্দমনীয়। ডিজে মারিয়া তাদেরকে আরেকটি জগতে টেনে নিয়ে যায়—উদ্দাম যৌনতা।

অল্পবয়সী ছেলেমেয়েগুলো স্কুল পেরোনোর আগেই এমন সব অভিজ্ঞতায় ভারাক্রান্ত হতে শুরু করে যার খবর তাদের বাবা-মায়ের কাছে একেবারেই অজানা রয়ে যায়।

বাড়ি থেকে লুকিয়ে, বাবা-মা'র অগোচরে নিয়মিত ডিজে পার্টিতে যাওয়া শুরু করে পাপন। খুব দ্রুত বয়সে চার-পাঁচ বছরের বড় মারিয়ার দিকে ঝুঁকতে শুরু করে। মারিয়া এতোটাই ইয়াবা আসক্ত যে টাকা জোগার করতে না পারলে নিজের দেহ ব্যবহার করতেও বিন্দুমাত্র পরোয়া করে না। ডিজে পার্টির আয়োজকদের একজন নাইজেল নামে এক ছেলে তার 'পিম্প' হিসেবে কাজ করে, সে-ই কাস্টমার জুটিয়ে দেয়, নানান জায়গায় নিয়ে যায় তাকে। এসব কিছু অবশ্য পাপন জানতো না।

তো মারিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে মেয়েটি তার দেহব্যবসা সাময়িক বন্ধ করে দেয়, পাপনের সাথে সখ্যতা হবার পর তাকে আর ইয়াবা জোগার করা নিয়ে চিন্তা করতে হতো না। এই ব্যাপারটা নাইজেল ভালো চোখে দেখে নি। সে বুঝতে পেরেছিলো অল্পবয়সী পাপনের কারণে মারিয়া আর 'কল'-এ যেতে আগ্রহ দেখাচ্ছে না। কিন্তু ততোদিনে কিছু ধনী পরিবারের ছেলে আর উঠতি ব্যবসায়ি মারিয়ার সান্নিধ্য পেয়ে গেছে। তারা বার বার সেই সান্নিধ্য পাবার চেষ্টা করবে, এরজন্য বাড়তি টাকা দিতে কার্পন্য করবে না এটাই তো স্বাভাবিক। মারিয়াকে এ লাইনে নিয়ে এসে আর্থিকভাবে নাইজেল খুবই লাভবান হচ্ছিলো। মারিয়ার প্রতি কল-এ মোটা অঙ্কের টাকা চলে যেতো তার পকেটে। বয়স কম, চোখ ধাঁধানো সুন্দরী, স্মার্ট একটা মেয়ে, ডিজে হিসেবে বেশ পপুলার, ফিগারও দেখার মতো—সুতরাং মারিয়ার খুব চাহিদা ছিলো।

নাইজেল বুঝতে পারছিলো পাপন নামের এক পিচ্চি তার ইনকামে বাগড়া দিচ্ছে। সে সিদ্ধান্ত নেয় পাপনকে উচিত শিক্ষা দেবার। ডিজে পার্টিতে ইয়াবা সেবন করে সবাই থাকে বেসামাল। সেখানে ঝগড়া-ফ্যাসাদ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। পাপনের সাথে গায়েপড়ে ঝগড়া বাধাতে নাইজেলের কোনো সমস্যাই হলো না।

পার্টি শেষে পাপন, রাসেল আর জনিকে বেদম মার দেয় নাইজেলের গ্যাং। মার দেবার আগে যখন নাইজেলের পাণ্ডাগুলো তাদেরকে ঘিরে ধরেছিলো তখন রাসেল তাদের শাসিয়ে বলেছিলো পাপন কোন এমপি'র ছেলে। কথাটা শুনে তাচ্ছিল্যের সাথে হেসে উড়িয়ে দেয় মারিয়ার পিম্প। সে

www.BanglaBook.org

কোনো এমপি-মন্ত্রী পরোয়া করে না। সত্যি বলতে নাইজেল ভালো করেই জানতো এরকম ডিজে পার্টিতে অনেক মন্ত্রী-এমপি, ব্যবসায়ি, পুলিশ কর্মকর্তার ছেলেমেয়ে আসে, তাদের কারোর বাবা-মা'ই এটা জানে না। তো এখান থেকে মার খেয়ে অপমানিত হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়ে তারা কোনোভাবেই বলতে পারবে না আসল সত্যটা। চোখের নীচে কালশিটে পড়েছে কেন? পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে। ঠোঁট কেটেছে কিভাবে? জামা-কাপড়ের এই অবস্থা কেন? মাথা কিভাবে ফাটলো? পথে অ্যাকসিডেন্ট করেছে! ফুটবল-ক্রিকেট খেলতে গিয়ে ব্যথা পেয়েছে।

ক্ষমতাশালী এমপি আহকাম উল্লাহর একমাত্র ছেলে পাপন কোনো রকম ছাড় পায় নি, বরং পরিচয় পাবার পর তার উপরে মারপিটের মাত্রা যেনো আরো বেড়ে যায়। বেদম মার খেয়ে তারা তিনবন্ধু ফিরে যায় নিজেদের বাড়িতে। ছেড়ে দেবার আগে নাইজেল একহাতে পাপনের পুরুষাঙ্গ শক্ত করে মুঠোয় নিয়ে অন্যহাতে তার গলা চেপে ধরে, হুমকি দিয়ে বলে, আর কোনো দিন যেনো মারিয়ার ডিজে পার্টিতে না দেখে। ওর আশেপাশে দেখলে মাটিতে পুঁতে ফেলবে পাপনকে।

মারের চোট যতোটা না গায়ে লেগেছিলো তারচেয়ে বেশি লাগে আত্মসম্মানে। এমন অপমান হজম করতে পারে নি তারা তিনবন্ধু, বিশেষ করে পাপন, এর আগে যার গায়ে কেউ কোনোদিন ফুলের টোকাও দেয় নি। জন্মের পর থেকেই সে দেখে আসছে ক্ষমতাবান রাজনীতিকের ছেলে। সবাই তাকে সমীহ করে। আদর করে। নাইজেলের মতো রাস্তার একটি ছেলে তাকে মেরে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেবে, হুমকি দেবে এটা মেনে নেয়া যায় না।

ইতিমধ্যে পাপন জেনে যায় মারিয়াকে দিয়ে নাইজেল কি করে বেড়ায়। রাগেক্ষোভে ফুসতে থাকে সে। পরিকল্পনা করে ঐ দালালকে একটা উচিত শিক্ষা দেবে। প্রথমে জনিকে এটা বলে, সে সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয়। রাসেলকে বলার পর সে জানায় নাইজেলের সাথে সব সময় পিস্তল থাকে, ওকে কিছু করতে হলে পিস্তল লাগবে। চাকু-টাকু দিয়ে কাজ হবে না।

পাপনের মনে পড়ে যায় তার বাবার লাইসেন্স করা পিস্তলের কথা। সে আরো জানে তার বাবা কয়েক দিন পর সপ্তাহখানেকের জন্য দেশের বাইরে যাবে। পিস্তলটা কোথায় রাখা থাকে তাও তার জানা আছে। সুতরাং পিস্তল কোনো সমস্যা হবে না। জনি আর রাসেল তখন পরিকল্পনা করে। 'কাসানোভা' নামের যে রেস্টুরেন্টের ডিজে পার্টিতে মারিয়া নিয়মিত কাজ করে তার বাইরে ওৎ পেতে থাকবে তিনজন। উত্তরার চার নম্বর সেক্টরের বেশ নিরিবিলি একটি জায়গায় কাসানোভা অবস্থিত। পার্টি শুরু হবার আগেই কাজ করতে হবে কেননা পার্টি শেষ হয় অনেক গভীর রাতে। তখন নাইজেল একা

www.BanglaBook.org

থাকে না। তার ছোটোখাটো একটা গ্যাং আছে, তাদের নিয়ে চলে যায় নিজেদের ডেরায়।

তারা তিনজনেই জানে পার্টি শুরু হবার বেশ আগে নাইজেল কাসানোভার নীচে প্রবেশপথের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। আগতদের ভেতরে প্রবেশ করিয়ে শেষে নিজে ঢোকে। এরপর যদি কেউ ঢুকতে চায় তাহলে নাইজলের পারমিশন লাগে।

তারা একমত হয় প্রবেশপথে নাইজেল দাঁড়িয়ে থাকার সময়ই তাকে গুলি করবে। একটা বাইকে করে যাবে তিনজন। বাইক নিয়ে আসা এবং চালানোর দায়িত্ব রাসেলের। জনির পেছনে বসবে পাপন, সে-ই নাইজেলকে গুলি করবে।

বাবার বিদেশ যাবার সময়টার জন্য অপেক্ষা করে পাপন। বিদেশে চলে গেলে সে মায়ের অগোচরে ক্লোজেট থেকে পিস্তলটা নিয়ে নিতে পারবে। তার মা তো সারাক্ষণ ফোনেই ব্যস্ত থাকে, টেরই পাবে না কিছু।

আহ্কাম উল্লাহ বিদেশ যাবার পরদিন পাপন ক্লোজেট খুলে দেখে পিস্তলটা নেই! বিদেশে গেলে সব সময় ওটা ক্লোজেটেই রেখে যায় তার বাবা। পাপনের মাথা কাজ করে না। তন্নতন্ন করে খুঁজেও পায় না বাবার লাইসেন্স করা পিস্তলটি। বন্ধুদের কী বলবে ভেবে পায় না সে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর যখন বুঝতে পারে পিস্তলটা বাসায় নেই তখন বাধ্য হয়েই জনি আর রাসেলকে জানায়। তাকে আশ্বস্ত করে রাসেল সমাধানের পথও বাতলে দেয়। পিস্তল জোগার করা এমন কি কষ্টসাধ্য কাজ—তার পরিচিত এক ছেলে আছে, অস্ত্র ভাড়া দেয়। টাকা দিলে ওর কাছ থেকে অস্ত্র ভাড়া নেয়া যাবে।

প্রস্তাবটা লুফে নেয় পাপন। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় ভাড়ার টাকা নিয়ে। অত্যাধুনিক বিদেশী একটি পিস্তল একদিনের জন্যে ভাড়া নিতে হলে দশ হাজার টাকা গুণতে হবে!

ইয়াবা আসক্তির ফলে মানসিকভাবে পাপন স্বাভাবিক ছিলো না, তার সঙ্গে যুক্ত হয় নাইজেলের উপর তার ক্রোধ। টাকা কোনো সমস্যা নয়, পাপন বন্ধুদের আশ্বস্ত করে জানায়। সবটা সে-ই জোগার করবে। বাবার পিস্তল জোগার করতে ব্যর্থ হয়েছে এখন যদি টাকাও দিতে না পারে তাহলে বন্ধুদের কাছে প্রেস্টিজ বলে কিছু থাকে না।

মায়ের আলমিরার লক খুলে দশ হাজার টাকা চুরি করার সিদ্ধান্ত নেয় সে কিন্তু সেখানে পাঁচ হাজার টাকার বেশি পায় না। উপায় না দেখে জনি আর রাসেলকে জানায়। তার বাবা দেশে ফিরে এলে বাকি টাকা দিয়ে দিতে পারবে। রাসেল তখন বলে সমস্যা হবে না। যে ছেলেটা অস্ত্র ভাড়া দেয় তার সাথে ভালোই খাতির আছে, পাঁচ হাজার টাকা বাকি রাখা যাবে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অস্ত্রটা আসলে পাঁচ হাজার টাকায় ভাড়া নেয়া হয়েছিলো কিন্তু মাঝখান থেকে রাসেল একটু বাড়তি ইনকামের আশায় দ্বিগুন করে বলে। বয়সে পাপনদের চেয়ে তিন-চার বছরের বড় রাসেল আগে থেকেই অপরাধজগতের সাথে জড়িয়ে পড়েছিলো। সে শর্ত দিয়ে বলে একদিনের বেশি অস্ত্রটা রাখা যাবে না। পাপন আর আপত্তি করে নি। কাজ হবার পর অস্ত্র রাখার দরকার কী? চাইলে কাজ হয়ে যাবার পরই ওটা ফেরত দিয়ে দিতে পারবে।

ঘটনার দিন দুপুরের দিকে অস্ত্রটা নেবার জন্য ভুট্টুকে ফোন দেয় রাসেল। সে তখন কামাল পাশার লাশটা ঢাকা থেকে বহু দূরে নিয়ে গিয়ে কয়েক হাত মাটির নীচে পুঁতে ফিরে এসেছে। রাসেলের ফোন পেয়ে চিন্তায় পড়ে যায় সে। তার নিজের অস্ত্রটা ঠিকমতো কাজ করছে না। সম্ভবত ফায়ারপিনে সমস্যা হয়েছে। এদিকে নগদ পাঁচ হাজার টাকার লোভও সামলাতে পারে না সে। সমস্যা কি–তার কাছে তো অন্য আরেকটা পিস্তল আছেই, সম্ভবত আরো তিন-চারদিন তার কাছেই থাকবে। একদিনের জন্য ভাড়া দিয়ে পাঁচহাজার টাকা কামানোর এই সুযোগ কিভাবে সে হাতছাড়া করে!

ভাড়া করা অস্ত্রটা হাতে পাবার পর কয়েক মুহূর্তের জন্য পাপনের মনে হয়েছিলো এটা ঠিক তার বাবারটার মতোই। সত্যি বলতে অস্ত্রটা ছিলো পাপনের বাবা আহকাম উল্লাহর! আজমতের হাত ঘুরে এটা চলে এসেছিলো ভুট্টুর কাছে। এর কারণ ভুট্টুর অস্ত্রটা বিকল হয়ে গেছিলো, সে-কারণে এমপি বিদেশে চলে যাবার আগে তার কাছ থেকে অস্ত্রটা নিয়ে নিয়েছিলো আজমত, একটা অস্ত্রে ভরসা পায় নি সে।

কামাল পাশাকে মাটিচাপা দিয়ে ঢাকায় না ফিরে সেখান থেকেই তড়িঘড়ি করে দেশের বাড়িতে চলে যায় আজমত, পিস্তলটা যে ভুট্টুর কাছ থেকে নিয়ে নেবে খেয়ালই ছিলো না। আজমত কিছু না বললেও সুপনের কাছ থেকে ভুট্টু জেনে নিয়েছিলো তার বস্ দেশের বাড়িতে যাচ্ছে, কারণ ওর বাবার অবস্থা খুব খারাপ। তার মানে পিস্তলটা তার কাছেই থাকবে আরো কয়েকটা দিন। একদিনের জন্য রাসেলের কাছে ভাড়া দিলে ক্ষতি কী।

রাসেল দুর্দান্ত বাইক চালায়, তার মাথায় হেলমেট। পাপন আর জনির মাথায় সানক্যাপ যাতে করে দূর থেকে তাদের দেখে চেনা না যায়। রাত সাড়ে-আটটার একটু আগেই তাদের বাইকটা পৌঁছে যায় উত্তরার কাসানোভা রেস্টুরেন্ট থেকে একটু দূরে। কিন্তু তিনজন অল্পবয়সী ছেলে যে দৃশ্যটা দেখতে পায় সেটা তাদের কল্পনাতেও ছিলো না।

কাসানোভা'র সামনে র‍্যাবের একটি পিক-আপ ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে!

শিট! শিট! এইটা এখানে কেন?

চার নাম্বার সেক্টরের আবাসিক এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ডিজে পার্টির নামে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে অনেক বাসিন্দাই সোচ্চার ছিলো। আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী এ নিয়ে মাথা ঘামায় নি। স্থানীয় থানায় মোটা অঙ্কের মাসোহারা দিয়ে নিশ্চিন্তে এই পার্টি চালানো হয়। কিন্তু বাসিন্দাদের মধ্যে হোমরাচোমরা কেউ উপরের কাউকে ধরে ওখানে একটা রেইড দেবার ব্যবস্থা করে।

এতোকিছু জানার কথা নয় পাপনদের। তারা নিরাপদ দূর থেকে দেখতে পায় কাসানোভা থেকে নাইজেলসহ তার কয়েকজন সঙ্গিকে গ্রেফতার করে নীচে নামিয়ে আনা হচ্ছে।

র‍্যাবের গাড়িটা নাইজেল আর তার লোকজনকে নিয়ে চলে গেলে পাপনরা একটুও খুশি হতে পারে নি। তারা এসেছিলো মনের ঝাল মেটাতে, নাইজেলের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে, সেটা আর সম্ভব হলো না।

এতো দাম দিয়ে ভাড়া করলো অস্ত্রটা, অথচ পুরো টাকাটাই জলে গেলো। আশাহত হয়ে তিন বন্ধু ফিরে যাবার সময় কালবোশেখি শুরু হয়ে যায়। ঝড়ের পরই নামে প্রবল বৃষ্টি। ভিজে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্য বাইকটা নিয়ে এয়ারপোর্ট রোডের একটি ফ্লাইওভারের নীচে গিয়ে দাঁড়ায় তারা। দশ-পনেরো মিনিট সেখানেই আটকা পড়ে থাকে।

বৃষ্টি যখন তুঙ্গে তখনই দেখতে পায় একটু দূরে চমৎকার লাল রঙের ছাদখোলা গাড়ি। এমন গাড়ি ঢাকা শহরে খুব একটা দেখা যায় না। সুদর্শন এক তরুণ গাড়িটা ফ্লাইওভারের নীচে থামিয়ে চামড়ার ভাঁজ করে রাখা ছাদ তোলার চেষ্টা করছে। ছাদটা কোনো কারণে ফেঁসে যাওয়াতে খুলছিলো না।

পাপনরা দূর থেকে যখন এটা দেখছিলো তখন রাসেল একটা প্রস্তাব করে—পিস্তলটা তো আজ তাদের কাছেই থাকবে, ওটা ফেরত দেবে কাল সকালে, তাহলে ওটা সদ্ব্যবহার করে একটু ইনকাম করলে সমস্যা কি? এমন মওকা তো আর সহজে পাওয়া যাবে না।

এটা যে দুর্বুদ্ধি তা বোঝার মতো মানসিক অবস্থা কারোরই ছিলো না। তারা তিনজনেই ইয়াবা আসক্ত, বয়সেও কাঁচা। আর ইয়াবা বাকিসব মাদকের চেয়ে একেবারেই ভিন্ন। অন্য কোনো মাদক সেবনে সাময়িক ভারসাম্য লোপ পায়, ঝিমঝিম একটা ভাব তৈরি হয়, মাথা ঠিকমতো কাজ করে না কিন্তু ইয়াবা মানুষের ভেতরের সুপ্ত অবস্থায় থাকা পশুত্বকে বোমার মতো বিস্ফোরণ ঘটায়, জান্তব এক শক্তি দান করে ক্ষণিকের জন্যে।

একটু দূরে যে তরুণ কালো চামড়ার ছাদটা তোলার চেষ্টা করছে সে যে খুব ধনী এ-ব্যাপারে কারোর কোনো সন্দেহ ছিলো না। তার কাছে নিশ্চয় ভালো অঙ্কের টাকা-পয়সা আছে। দামি হাতঘড়িটা দূর থেকে দেখেই রাসেল বলে দেয় ওটা কোন্ ব্র্যান্ডের আর তার দাম কতো হতে পারে। যুবকের গলায় মোটা সোনার চেইনটাও আধো-অন্ধকারে স্পষ্ট দেখতে পায় তারা। সব

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

মিলিয়ে লোভনীয় এক শিকার।

খুব দ্রুতই তারা সিদ্ধান্ত নেয় কারণ কালো চামড়ার ছাদটি ততোক্ষণে তুলে ফেলতে সক্ষম হয়েছে গাড়ির মালিক, দেরি করলেই ফস্‌কে যাবে।

রাসেল পাপনের কাছ থেকে পিস্তলটা নিয়ে দৌড়ে গাড়ির সামনে চলে আসে। ড্রইভিং সিটে বসা তরুণ ইনগিশানে চাবি ঢোকাতে গিয়ে থমকে যায়, সুতীব্র ভয়ের সাথে দেখতে পায় অল্পবয়সী এক ছেলে তার দিকে পিস্তল তাক্ করে রেখেছে।

একদম নড়া যাবে না! চিৎকার করলেই মাথার খুলি উড়ে যাবে!

রাসেলের হুমকি শুনে যুবক দু'হাত তুলে তাদেরকে আশ্বস্ত করে শান্ত হতে। সে এরকম কিছু করবে না। ততোক্ষণে পিস্তলধারী ছেলেটার পাশে যে আরো দু'জন এসে পড়েছে টের পায়, তবে ফ্লাইওভারের নীচে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকায় তাদের চেহারা স্পষ্ট দেখতে পায় নি।

রাসেল বুঝতে পারে এভাবে গাড়ির সামনে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকলে অনেকের চোখে পড়ে যাবে। দ্রুত বন্ধুদের গাড়ির পেছনের সিটে গিয়ে বসতে বলে সে নিজে ড্রইভিং ডোরটা খুলে গাড়ির মালিককে পাশের সিটে ঠেলে দিয়ে ঢুকে পড়ে ভেতরে।

ধনাঢ্য যুবক বাস্তবতাটা বুঝতে পেরেছিলো–সে ছিনতাইকারীদের কবলে পড়েছে। অস্ত্রধারী রাসেলের উদ্দেশ্যে অনুনয় করে সে বলে, তার কাছে যা আছে সব দিয়ে দেবে, কোনো সমস্যা নেই। একটুও হৈচৈ করবে না। দয়া করে পিস্তলটা যেনো সামলে রাখে।

তারপর যুবক নিজেই পকেট থেকে মানিব্যাগ আর মোবাইলফোন, গলার চেইন আর হাতের আঙটিটা খুলে রাসেলের দিকে বাড়িয়ে দেয়। জিনিসগুলো নেবার জন্য সে পিস্তলটা পেছনের সিটে থাকা পাপনের হাতে দিয়ে দেয়। পাপন যেনো গাড়ির মালিকের পেছনে সেটা ঠেকিয়ে রাখে।

যুবকের কাছে, গাড়িতে আর কি কি আছে দেখার জন্য রাসেল ঐ যুবককে বলে ইনসাইড-লাইটটা জ্বালাতে। ইনসাইড-লাইট জ্বলে উঠতেই গাড়ির ভেতরটা আলোকিত হয়ে ওঠে। রাসেল দেখতে পায় মানিব্যাগ ভর্তি টাকা, তাতে আমেরিকান ডলারও আছে। সেইসাথে আইফোন আর র‍্যাডো ঘড়ি দেখে তার চোখ দুটো চকচক করে ওঠে।

ঠিক তখনই বিস্মিত কণ্ঠে যুবক বলে ওঠে : "তুমি?!"

রিয়ার-মিরর দিয়ে পেছনে বসা পাপনকে দেখে সে চিনে ফেলে। যুবক ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকালে তাদের মধ্যে চোখাচোখি হয়ে যায়। পাপনকে না চেনার কারণ নেই, মাত্র দু-তিন দিন আগে পরিচয় হয়েছে তাদের।

পাপনও চিনতে পারে যুবককে। হতভম্ব হয়ে যায় সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আদনান সুফি!

তার বাবা যাকে নেতা বলে একবাক্যে স্বীকার করে সেই আরেফ সুফির একমাত্র ছেলে! এই তো কয়েকদিন আগেই তাদের বাড়িতে এসেছিলো মিষ্টি নিয়ে, বড়বোনের প্রথম সন্তানের সুসংবাদ দিতে।

"মাই গড!" বিস্ময়ে অস্ফুটস্বরে বলে ওঠে আদনান।

পাপন টের পায় তার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, মুহূর্তে এলোমেলো হয়ে যায় মাথা। কানে ভো-ভো শব্দ হতে থাকে।

আদনানও বিস্ময়ে হতবিহ্বল হয়ে পড়েছিলো। এটা কী করে সম্ভব? আহকাম উল্লাহ এমপির ছেলে ছিনতাইকারী!

কিন্তু আদনানের বিস্ময়লাগা ঘোর টিকেছিলো বড়জোর দশ সেকেন্ড। পাপন যে তাৎক্ষণিক এক উন্মাদনায় আক্রান্ত হয়েছে সেটা তার দুই বন্ধু টের পায় নি, তারাও ঘটনার আকস্মিকতায় হতভম্ব হয়ে পড়েছিলো।

কেউ কিছু বোঝার আগেই পর পর দুটো গুলির শব্দ প্রকম্পিত করে তোলে আলফা-রোমিওর সঙ্কীর্ণ পরিসর। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ভেতরে নেমে আসে অন্ধকার!

গুলি খাওয়ার আগে পাপনের ভঙ্গি দেখে আদনান সুফি বুঝে গেছিলো, স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ায় দু'হাত তুলে নিজের মুখটা আড়াল করার চেষ্টা করেছিলো সে।

লাল টকটকে আলফা রোমিওর ভেতরে দুটো গুলির শব্দ হেরে যায় বজ্রপাতের প্রবল শব্দে। বাইরে তখন বেশ জোরে বৃষ্টি নামছিলো, সেইসাথে হচ্ছিলো একের পর এক বজ্রপাত।

আদনান সুফির নিথর দেহটা মুখ থুবরে পড়ে যায় হতবিহ্বল রাসেলের কোলের উপর। বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকে সে। পাপনের পাশে বসা জনি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকে কয়েক মুহূর্ত।

প্রথম গুলিটাই লক্ষ্যভেদ করেছিলো, আদনানের ডান কানের নীচে বিদ্ধ হয় সেটা। দ্বিতীয় গুলিটা লক্ষ্যভেদ না করলেও গাড়ির উইন্ডশিল্ডের উপরে ইনসাইড-লাইটটা ভেঙে গুড়িয়ে বেরিয়ে যায়।

সাধারণত ক্লোজ রেঞ্জ থেকে গুলি করলে মাথার খুলি অন্য পাশ দিয়ে বের হয়ে যাবার কথা কিন্তু আদনানের বেলায় তা হয় নি। তার গুলিটা মাথার ভেতরেই রয়ে যায়, এর কারণ পিস্তলে যে গুলিগুলো দেয়া হয়েছিলো সেগুলো ছিলো মোডিফাই করা। ভুট্টুর মতো যারা অস্ত্র ভাড়া দেয় তারা ব্যবহৃত বুলেটের খোসায় ককটেল-পটকার 'মসলা' কিংবা নিম্নমানের বারুদ ভরে পুণরায় গুলি হিসেবে ব্যবহার করে থাকে। সন্ত্রাসীদের রিসাইক্লিং! ঐসব গুলি আসলগুলোর মতো শক্তিশালী হয় না। দূর্বল বারুদ যে মাত্রায় ফায়ারিং করে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তাতে খুব বেশি আঘাত হানার ক্ষমতাও থাকে না।

এই আকস্মিক ঘটনা সামলে উঠতে কয়েক মিনিট সময় লেগে যায় তাদের। ধাতস্থ হবার পর তিনজন অল্পবয়সী ছেলে বুঝতে পারে না কী করবে। ততোক্ষণে বৃষ্টির বেগ কমে এসেছে। থেমে গেছে বজ্রপাত।

এটা তুই কি করলি! খুন! মাই গড! এখন কি হবে! পাপনের দুই বন্ধু প্রলাপ বকতে শুরু করে।

যা হবার হয়ে গেছে এখন সব ক্লিয়ার করতে হবে–অবশেষে সিদ্ধান্ত নেয় তারা তিনজন। এভাবে ফ্লাইওভারের নীচে গাড়িতে বসে থাকলে সন্দেহ করবে লোকজন। এয়ারপোর্ট রোড বলে পুলিশের টহলগাড়ির আনাগোনাও বেশি সুতরাং এখান থেকে চলে যেতে হবে দ্রুত।

রাসেল গাড়ির ইঞ্জিন স্টার্ট দেবার আগে আদনান সুফির নিথর দেহটা পেছনের সিটের পা-দানীতে রেখে দেয়া হয়। ততোক্ষণে পাপনের দুই বন্ধু বুঝে গেছে ঝোঁকের মাথায় গুলি করে বসলেও লোকটাকে হত্যা না করে উপায় ছিলো না–কারণ পাপনকে সে চিনে ফেলেছে।

জনি বুদ্ধি দেয় লাশটা নিরিবিলি কোথাও ফেলে দিতে। পাপন আর রাসেলও একমত পোষণ করে কিন্তু বৃষ্টি কমে যাওয়াতে রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যা বেড়ে গেছে তখন, যতোই বিমানবন্দর পেছনে ফেলে সামনে এগিয়ে যেতে লাগলো ততোই কমে আসতে লাগলো নিরিবিলি জায়গা।

ধুর! আচমকা বলে উঠলো রাসেল। স্টিয়ারিংয়ের উপর দু'হাতে চাপড় মারলো সে। একটা ভুল হয়ে গেছে। ফ্লাইওভারের নীচে তার বাইকটা রেখেই চলে এসেছে।

অনেক দূর এগিয়ে একটা ইউ-টার্ন নিয়ে আবার চলে যেতে থাকে যেখান থেকে এসেছিলো সেখানে। মাঝপথে নিরিবিলি একটি জায়গা পেয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি থামিয়ে দেয় রাসেল।

কি হয়েছে? বন্ধুদের প্রশ্নের জবাবে সে জানায় লাশটা এখানে ফেলে দিলেই ভালো হয়। জায়গাটা নিরাপদ। দু-এক মিনিট তারা পেছনে তাকিয়ে যানবাহনের আনাগোনা দেখে, তারপর একটা মওকা পেয়ে যায় : শেষ গাড়িটা তাদের অতিক্রম করে যাবার পর দেখতে পায় পরের গাড়িটা অনেক দূরে আছে। ওটা কাছাকাছি আসার আগেই লাশটা ফেলে দিতে হবে।

ইঞ্জিন স্টার্ট দেয় রাসেল। পাপন আর জনি ডানদিকের দরজা খুলে ফেলে। তাদের গাড়িটা পথে চলতে শুরু করতেই আদনানের মরদেহ রাস্তায় ফেলে দেয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে গতি বাড়িয়ে তারা চলে যায় ফ্লাইওভারের দিকে।

কয়েক সেকেন্ড পর রাস্তার উপর পড়ে থাকা আদনান সুফির লাশের উপর দিয়ে চলে যায় মহাকাল-এর সাংবাদিক সায়েম মোহাইমেনের গাড়িটা।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

ফ্লাইওভারের নীচে এসে তারা দেখে বাইকটা কেউ চুরি করে নি, জায়গামতোই রয়ে গেছে। হাফ ছেড়ে বাঁচে রাসেল। এটা তার বড়ভায়ের বাইক, মাঝেমাঝে সে চালায়, হারিয়ে গেলে সর্বনাশ হয়ে যেতো।

গাড়ি থেকে নেমে রাসেল বাইকে উঠে বসে, অগত্যা পাপনকেই আলফা রোমিও চালাতে হয়, কারণ জনি ড্রাইভিং জানে না।

রাসেল আর তাদের সাথে যায় না, কারণ পাপন আর জনিকে বাড়ি পৌছে দেবার জন্যই সে ওদিকে যাচ্ছিলো। বাইক নিয়ে সে চলে যায় উত্তরার আজমপুরে নিজের বাসায়।

পাপন আর জনি সিদ্ধান্ত নেয় গাড়িটা কোথাও লুকিয়ে রাখবে কয়েক দিন, যাতে সবাই মনে করে এটা গাড়ি ছিনতাইকারীদের কাজ। এ শহরে এমন ঘটনা তো ঘটেই। এতে কেউ অবাক হবে না, সন্দেহও করবে না।

কিন্তু জনিরা অ্যাপার্টমেন্টে থাকে, তাদের নিজেদের কোনো গ্যারাজ নেই। আর সব অ্যালোটিদের গাড়ির সঙ্গে তাদেরটাও রাখা হয় অ্যাপার্টমেন্টের গ্রাউন্ডফ্লোরের পার্কিংলটে। তার পক্ষে একম একটা গাড়ি রাখা অসম্ভব।

পাপন অবশ্য ততোক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে গাড়িটা কোথায় রাখবে। তাদের গ্যারাজটা অনেক বড় আর সুরক্ষিত। ছয়-সাতটা বড় বড় গাড়ি রাখার মতো জায়গা আছে ওখানে। নতুন-পুরাতন মিলিয়ে চারটা গাড়ি আছে তাদের গ্যারাজে। আরো একটা গাড়ি অনায়াসে রাখা যাবে, কেউ টেরই পাবে না। একটা অকেজো গাড়ি ত্রিপল দিয়ে ঢাকা আছে, ঐ ত্রিপলটা দিয়ে ঢেকে রাখলে কেউ বুঝতেই পারবে না নতুন একটা গাড়ি ওখানে রেখে দেয়া হয়েছে।

পাপন যখন আদনান সুফির লাল টকটকে আলফা রোমিও গাড়িটা নিয়ে নিজের বাড়িতে ঢুকলো তখন পুরো বাড়ি সুনশান। তার বাবা সিঙ্গাপুরে, আজমত আঙ্কেল দেশের বাড়িতে, আর মা একটা বিয়ের দাওয়াতে গেছে ধানমণ্ডিতে, রাত বারোটার আগে ফিরবে না। বাড়িতে শুধু কাজের লোকজন। একেবারে আদর্শ একটি সময়।

গাড়িটা নিয়ে ঢোকার সময় দারোয়ান তাকে জিজ্ঞেস করেছিলো এটা কার গাড়ি–উত্তরটা আগে থেকেই ঠিক করে রেখেছিলো পাপন : এক ফ্রেন্ডের গাড়ি। ওদের গ্যারাজটা ঠিকঠাক করা হচ্ছে তাই কয়েকটা দিন তাদের গ্যারাজে থাকবে গাড়িটা।

আদনানের হত্যাকাণ্ডটি সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি করে। এক সাংবাদিককে গ্রেফতার করা হয় প্রথমে, সবাই ভেবেছিলো ঐ সাংবাদিকের গাড়ি চাপায় নিহত হয়েছে, পরে অবশ্য আসল সত্যটা বের হয়ে আসে। তবে আদনান আর তার বন্ধুরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করে তারা যেমনভাবে

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চেয়েছিলো ঠিক সেভাবেই সবাই এটাকে ভাবতে শুরু করেছে : হত্যাকাণ্ডটি গাড়ি ছিনতাইকারীদের কাজ!

গাড়িটার লাইসেন্স নাম্বার যে বৈশিষ্টমণ্ডিত সে-কথা পাপন কিংবা তার বন্ধুদের কাছে অজানাই রয়ে যায়, এর কারণ গাড়িটা খুব বেশি সময় ওরা দেখে নি। তাছাড়া ওদের কেউই পত্র-পত্রিকা পড়ে না, দেশীয় টিভি-চ্যানেলও দেখে না। আর ১৯৫২ সংখ্যাটি এক ঝলক পাপনের চোখে পড়লেও সেটা তার মনোযোগ আকর্ষণ করতে ব্যর্থ হয়।

মাত্র কয়েক মাস আগে একুশে ফেব্রুয়ারির সময় তাদের স্কুলের কিছু ছাত্রকে কোনো এক টিভি চ্যানেল থেকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো এদিনটিতে আসলে কি হয়েছিলো–পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে দু'জন বলেছিলো ঐদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হয়! দু'জন বলেছিলো কী একটা আন্দোলন যেনো হয়েছিলো তবে সে-সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই, মাত্র একজন বলতে পেরেছিলো ১৯৫২ সালের ঐদিনটাতে ভাষা আন্দোলনে বেশ কয়েকজন শহীদ হয়। এই পাঁচজন ছাত্রের মধ্যে পাপন ছিলো না কিনা সেটা অবশ্য জানা যায় নি।

*

প্রায় একমাস আহকাম উল্লাহর গ্যারাজে ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখা হয় ১৯৫২। কারো চোখে এটা ধরা পড়ে নি। ধরা পড়ার কথাও নয়। দু-একটা নষ্ট আর পুরাতন গাড়ি গ্যারাজে পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। শুধুমাত্র সচল গাড়িগুলোই চোখে পড়ে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহারের কারণে। তাছাড়া ত্রিপল দিয়ে ঢেকে রাখার কারণে গাড়িটা একদম সবার অগোচরে থেকে যায়।

আদনানের ঘটনার দু'সপ্তাহ পর পাপন তার বন্ধু জনি আর রাসেলের সাথে কথা বলেছিলো গাড়িটা তাদের গ্যারাজ থেকে অন্য কোথাও সরানো নিয়ে। তার দুই বন্ধু পরামর্শ দেয়, আপাতত ওটা পাপনদের গ্যারাজেই থাকুক। গাড়িটা যদি তারা কোথাও ফেলে আসে তাহলে পুলিশ খুঁজে পাবে। তখন মনে করা হবে আদনানের খুনটা গাড়ি ছিনতাইকারীদের কাজ ছিলো না। ঘটনা খারাপের দিকে চলে যেতে পারে।

তাহলে এই গাড়িটা কি দিনের পর দিন তাদের গ্যারাজেই থাকবে–পাপনের এমন প্রশ্নের জবাবে রাসেল জানায়, তার পরিচিত এক ছেলে আছে, চোরাই গাড়ি কিনে ভেঙে ওগুলোর পার্টস বিক্রি করে। ওর কাছে বিক্রি করে দিলে ভালো টাকাও পাওয়া যাবে।

বন্ধুদের এ কথা শোনার পর গতকাল বিকেলের আগপর্যন্ত এ নিয়ে পাপন

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

আর কোনো চিন্তা করে নি। বলতে গেলে ভুলেই গেছিলো গাড়িটার কথা।

গতকাল বিকেলে নিজের ঘরে বসে ল্যাপটপে নেট ব্রাউজ করছিলো। সামনের জানালা দিয়ে তাদের বিশাল লন আর গ্যারাজটা দেখা যায়। হঠাৎ তার চোখ যায় গ্যারাজের দিকে, ওটার খোলা দরজা দিয়ে দেখতে পায় এক তরুণ উপুড় হয়ে ত্রিপলটা সরিয়ে আদনান সুফির গাড়ির নাম্বারপ্লেট দেখছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার বুক ধরফর করে ওঠে : এ সময় আজমত গ্যারাজের সামনে চলে এলে লোকটা চমকে যায়। নিজেকে কোনো রকম সামলে নিয়ে গ্যারাজ থেকে বের হয়ে আসে। আজমতের পেছন পেছন তাদের ডুপ্লেক্স বাড়িতে ঢোকার সময় কয়েক বার পেছন ফিরে গ্যারাজের দিকে তাকায়ও সে।

দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে যায় পাপনের কপালে। ঐ লোকটা কে–গাড়িটার লাইসেন্সপ্লেট এভাবে দেখছিলো কেন? কাজের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে এই লোক নাকি সাংবাদিক, তার বাবার ইন্টারভিউ নিতে এসেছে।

সাংবাদিক?!

তার দুশ্চিন্তা আরো বেড়ে যায়। সময় নষ্ট না করে মেইন সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসে সে। গাড়িটা সরানো দরকার কিন্তু কোথায় সরাবে সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিলো না। যাইহোক, দ্রুত গ্যারাজ থেকে গাড়িটা নিয়ে বের হয়ে পড়ে। ভালো করেই জানতো জনিকে ফোন দিয়ে লাভ নেই। রাসেলকে ফোন দিলে সে জানায় কী একটা কাজে ঢাকার বাইরে আছে। আগামীকাল ফিরে আসবে, তখন না হয় দূরে কোথাও এমন জায়গায় গাড়িটা ফেলে দেবে যাতে কেউ খুঁজে না পায়।

উপায় না দেখে পাপন তখন সিদ্ধান্ত নেয় ঐ সাংবাদিক তাদের বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে গাড়িটা আবার গ্যারাজে রেখে দেবে। মাত্র একটা দিনের ব্যাপারই তো।

গাড়িটা নিয়ে সে খুব বেশি দূরে যাওয়া নিরাপদ মনে করে নি, তাই বাড়ি থেকে কাছেই কামাল আতাতুর্ক এভিনিউর পাশে অপেক্ষা করতে থাকে। তার ধারণা সাংবাদিক বড়জোর আধঘণ্টা-একঘণ্টা পরই চলে যাবে কিন্তু সে চলে গেলেই গাড়িটা নিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে না। তার বাবা আর আজমত আঙ্কেল কখন বের হয় সেজন্যেও অপেক্ষা করতে হবে। কিছুক্ষণ পর বাড়িতে ফোন করে কাজের ছেলেকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারে ঐ সাংবাদিক আর তার বাবা বাড়ি থেকে বের হয়ে গেছে একটু আগে। আজমত নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে দীর্ঘ সময় ধরে কী যেনো করছে। এ কথা জানার পর পাপন গাড়িটা নিয়ে ফিরে আসে তাদের বাড়িতে। ত্রিপল দিয়ে ঢেকে আবারো আগের জায়গায় রেখে দেয় ওটা। মনে মনে কামনা করে আগামীকাল রাসেল আসার আগে যেনো কোনো অঘটন না ঘটে।

www.BanglaBook.org

কিন্তু সন্ধ্যার পর পরই ঐ সাংবাদিক আবারো এসে হানা দেয় তাদের বাড়িতে, যদিও লোকটা সুবিধা করতে পারে নি। গাড়িটা রাখার পরই গ্যারাজের দরজায় তালা মেরে রেখেছিলো সে। তার কাছে যে গ্যারাজের একটি স্পেয়ার চাবি আছে সেটা আজমত কিংবা তার বাবা জানতো না। এই চাবিটা ছিলো তার মায়ের কাছে। পাপন সেটা বহু আগেই নিজের জিম্মায় নিয়ে নিয়েছিলো।

সাংবাদিকের উদ্দেশ্য যে কি সেটা বুঝতে বাকি রইলো না পাপনের। সে দ্রুত নীচে নেমে এসে দেখে লোকটা গ্যারাজের বন্ধ দরজার সামনে হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাকে দেখে চমকে যায় লোকটা। গ্যারাজের ভেতরে নোটবুক ফেলে যাবার মিথ্যে একটা গল্প ফাঁদে। পাপন তাকে ভালোমতোই সামলাতে পেরেছিলো, তবে সে বুঝতে পেরেছিলো গাড়িটা যতো দ্রুত সম্ভব সরিয়ে ফেলতে হবে।

এরপর মাঝরাতে ঘটে যায় আরেকটি ঘটনা। পাপন তখন ঘরের বাতি নিভিয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করছিলো এমন সময় শুনতে পায় তাদের বাড়িতে চোর ঢুকেছে। সঙ্গে সঙ্গে বাতি জ্বালিয়ে দেয় সে। প্রথমে বাইরে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পায় না কিন্তু একটু পরই আজমতকে দেখে পিস্তল হাতে গ্যারাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পাপন ভয় পেয়ে জানালা থেকে সরে আসে।

আজমত আঙ্কেল গ্যারাজের দিকে যাচ্ছে কেন? চোরটা কি গ্যারাজে ঢোকার চেষ্টা করেছিলো? দুশ্চিন্তা ভর করে পাপনের মধ্যে। একটু পর নীচে নেমে এক কাজের ছেলের কাছ থেকে জেনে নেয় চোরটা তাদের গ্যারাজের ভেতরেই লুকিয়ে ছিলো! আজমত টের পেয়ে যাওয়াতে গ্যারাজের ছাদে উঠে পালিয়ে গেছে।

গ্যারাজের ভেতরে!? পাপন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে ঐ সাংবাদিক গাড়িটার পেছনেই লেগেছে। তবে তাকে নিশ্চিত হতে হবে চোরটা কে–সত্যিকারের কোনো চোর নাকি ঐ সাংবাদিক?

তাদের বাড়ির কিছু জায়গায় সিসিক্যাম বসানো আছে, ওগুলো চেক করে দেখলে চোরটা কে জানা যেতে পারে। সিসিক্যামগুলোর ফুটেজ কোথায় স্টোর করা হয় সে জানে। তার বাবা আর আজমত আঙ্কেল রাজনীতির মানুষ, কম্পিউটার আর এসব প্রযুক্তির ব্যাপার-স্যাপার কমই বোঝে তাই সিকিউরিটি কোম্পানির যে লোকগুলো ইন্সটল করতে এসেছিলো তারা পাপনকেই সবকিছু শিখিয়ে দিয়ে গেছে।

রাত তিনটার দিকে সিসিক্যামগুলোর ফুটেজ চেক করার পর দুর্ভাবনায় বাকি রাতটুকু আর ঘুম আসে না। চোরটা আর কেউ নয়, ঐ সাংবাদিক!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

তার বাবা যে সকালে উঠে সিসিক্যামগুলোর ফুটেজ চেক করবে সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। আর ফুটেজ চেক করলেই দেখতে পাবে ঐ গাড়িটা নিয়ে পাপন বের হচ্ছে, বাড়িতে ঢুকছে। বাবা অবশ্যই জানতে চাইবে এটা কার গাড়ি–সুতরাং নিজেকে বাঁচাতেই সিসিক্যামের ফুটেজ থেকে তার অংশগুলো ডিলিট করে ফেলে দ্রুত।

ঘুম থেকে ওঠার পর তার বাবা যখন তাকে বলে সিসিক্যামের ফুটেজগুলো দেখাতে তখন সে খুশিই হয়েছিলো। খুব সহজেই বাবাকে সাংবাদিকের অংশটা দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে পারে। ঘটনা মোড় নেয় অন্যদিকে। তার বাবা আর আজমত আঙ্কেল চিন্তিত হয়ে পড়ে সাংবাদিকের অমন অদ্ভুত আচরণে।

পাপন সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে আবার ফিরে এসেছিলো তার বাবা বের হয়ে যাবার পর কিন্তু গ্যারাজ থেকে গাড়িটা সরাতে পারে নি। গতরাতে গ্যারাজের দরজা ভেঙে ঐ সাংবাদিক বের হয়েছিলো বলে মিস্ত্রি এনে মেরামত করাচ্ছিলো আজমত আঙ্কেল। দরজাটা ঠিক হবার পর দুপুরের দিকে আবারো চেষ্টা করে কিন্তু আজমতের উপস্থিতির কারণে সেটা সম্ভব হয় নি।

অবশেষে সন্ধ্যার পর সুযোগটা পেয়ে যায়। তার বাবা আর আজমত আঙ্কেল বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে সে রাসেলকে ফোন করে। রাসেল জানায় সে ঢাকায় ফিরে এসেছে। গাড়িটা নিয়ে তার বাসায় চলে আসতে। তারপর ওটা কোনো ডোবা-নালায় ফেলে দিলে কেউ আর খুঁজে পাবে না।

জনি থাকে বনানীতে। তাকে ফোন করে ডেকে আনে পাপন কারণ ও রাসেলের বাড়ি চেনে। জনি চলে এলে তাকেসহ গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে, কিন্তু ঘুণাক্ষরেও ভাবে নি তাদের পিছু নেবে ঐ সাংবাদিক। কিভাবে ঐ সাংবাদিক এটা জানলো, ঠিক কোত্থেকে তাদেরকে ফলো করতে শুরু করলো সেটা তার কাছে রহস্যই বটে।

বনানীর রেলক্রসিংয়ের সিগন্যালে আসার পরই টের পায় তাদের পেছনে ফেউ লেগেছে। পিস্তল হাতে এক লোক এসে গাড়ি থামাতে বলে, বের হয়ে আসার জন্য হুমকি দিতে থাকে, ঘটনার আকস্মিকতায় ভড়কে গেছিলো তারা দু'জন কিন্তু পাপন বিরাট বড় একটা ঝুঁকি নিয়ে নেয়–সিগন্যাল চালু থাকা অবস্থায়ই গাড়ি নিয়ে ছুটে যায় সামনের দিকে। এছাড়া আর কোনো উপায় ছিলো না। অল্পের জন্য দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যায় তারা। তারপরও নাছোরবান্দা সাংবাদিক আর তার পুলিশ বন্ধু তাদের পিছু ছাড়ে নি।

নিয়তির নির্মম পরিহাস, যে এয়ারপোর্ট রোডে আদনান সুফিকে হত্যা করে ফেলে দিয়েছিলো সেই একই মহাসড়কে তারা দুই বন্ধু ধরা খেয়ে যায়। বাঁচার জন্য শেষ চেষ্টা করেছিলো পাপন। দ্বিতীয়বারের মতো ঝুঁকি নিয়ে

www.BanglaBook.org

একটা শার্প ইউ-টার্ন করে ঘুরিয়ে ফেলে গাড়িটা, তারপর একই লেনের উপর রঙ-সাইড দিয়ে ছুটতে শুরু করে। বেশ কয়েকবার মুখোমুখি সংঘর্ষের হাত থেকে বেঁচে মাইলখানেক এগোতে পেরেছিলো, তারপরই সামনের দিক থেকে ধেয়ে আসা একটি প্রাইভেট কারের সাথে সংঘর্ষ বেধে যায়, চেষ্টা করেও এটা এড়ানো যায় নি। মুখোমুখি সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য পাপন গাড়িটা ডান দিকে সরাতে গেছিলো, শেষরক্ষা হয় নি। ধেয়ে আসা কালো রঙের প্রাইভেটকারের ড্রাইভার এতোটাই হকচকিয়ে গেছিলো যে নিজের গাড়িটা একচুলও সরাতে পারে নি। সোজা আদনান সুফির গাড়ির পেছনের বামদিকের দরজায় আঘাত হানে।

পাপনের শুধু মনে আছে বিকট একটি শব্দ হবার পর পরই তাদের গাড়িটা রাস্তা থেকে ছিটকে উল্টে গেলো। তারপরই অন্ধকার।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৪

মওলা টের পেলো তার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। এ জীবনে এতো লম্বা সময় ধরে কথা বলে নি সে। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে খুব ভালো বিতার্কিক ছিলো সে, কিন্তু এভাবে একটানা অনেকগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা একসূত্রে গেঁথে আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা করাটা তার পক্ষেও কঠিন বলে মনে হয়েছে।

উত্তরা-থানার ওসির রুমে সবাই উন্মুখ হয়ে তার কথা শুনছে। সাংবাদিকের দল গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে অভাবনীয় এই কাহিনী। পরদিন পত্রিকায় এটা যে লিডনিউজ হবে সে ব্যাপারে কারো মনে সন্দেহ নেই। পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলোর মধ্যে যে কয়টা সায়েমের পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ কেবল তাদেরকেই ডেকে আনা হয়েছে, বাকিরা যখন নিউজটা দেখবে তখন নিশ্চয় আফসোস করে মরবে।

অনেকক্ষণ ধরে এক নাগারে বলার পর একটু থামলো সে।

আদনানের মামা সাদরুল আনাম খান দীর্ঘশ্বাস ফেলে আহকাম উল্লাহর দিকে তাকালো। অনেকক্ষণ ধরেই এমপি মাথা নীচু করে মূর্তির মতো বসে আছে। খানের চোখ ঘুরে বেড়ালো সারিবদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকা অপরাধীদের দিকে। আহকাম উল্লাহর মতো তারাও মাথা নীচু করে রেখেছে, তবে সুপন আর জনি নিঃশব্দে কেঁদে যাচ্ছে সেই প্রথম থেকে।

পাপনকে দেখে মনে হলো সে পুরোপুরি নির্বিকার। ভাবলেশহীন চোখে কয়েকবার মুখ তুলে তাকানো ছাড়া সারাটা সময় মাথা নীচু করেই রেখেছে।

উত্তরা-থানার ওসি নিজের ডেস্ক থেকে একটা মিনারেল ওয়াটারের বোতল তুলে মওলার হাতে দিলো। বোতল থেকে ঢকঢক করে পানি পান করলো সে।

সায়েম চুপচাপ বসে আছে। এ ঘটনার মূল আবিষ্কারক সে, তবে উত্তরা-থানায় আসার পর দুই ঘণ্টায় যেসব ঘটনা ঘটে গেছে সে-সম্পর্কে খুব কম ধারণাই ছিলো তার। এখন আর সবার মতো সেও উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করছে বাকিটুকু শোনার জন্য।

"পাপনের বন্ধু জনির কাছ থেকে সব শোনার পর সায়েমকে থানায় রেখে আমি পুলিশের একটা দল নিয়ে বেরিয়ে পড়ি রাসেলকে ধরার জন্য," বোতলটা হাতে নিয়েই মওলা আবার বলতে শুরু করলো। "আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডে সে জড়িত ছিলো।" বোতলটা ওসির হাতে ফিরিয়ে দিলো সে।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

"জনিকে সাথে নিয়ে উত্তরার আজমপুর থেকে রাসেলকে গ্রেফতার করি, তারপর ওর কাছ থেকে জেনে নেই অস্ত্রটা কোত্থেকে ভাড়া নিয়েছিলো। রাসেল তখন ভুট্টুর নাম বলে। আজরাতে ওদের দু'জনের একটা ভিজে পার্টিতে যাওয়ার কথা ছিলো। রাসেলকে দিয়ে ফোন করালে ভুট্টু জানায় সে এখন বাড্ডাতে আছে, কী একটা জরুরি কাজে নাকি ব্যস্ত। জনি আর রাসেলকে নিয়ে বাড্ডায় চলে যাই। সেখান থেকে ভুট্টুকে গ্রেফতার করার সময় আবিষ্কার করি কিসলু নামের হতভাগ্য এক জার্নালিস্টকে।"

সাংবাদিকদের জটলার সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কিসলুর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তার মতো 'দেয়ালপত্রিকা'র লোকজনকে সাংবাদিক পরিচয় দেয়াতে এক ধরণের গর্ব অনুভব করছে সে। সাংবাদিকের দল কিসলুর দিকে কৌতূহলভরে তাকালো। তাদের কাছে এই মুখটা একদম অপরিচিত। কেউ কেউ কিসলুর সাথে নীচু গলায় ফিসফাস করে জিজ্ঞেস করতে লাগলো সে কোন্ চ্যানেল কিংবা পত্রিকায় কাজ করে। বিব্রত হয়ে কিসলু তার পত্রিকার নাম বলার পর সাংবাদিকদের চেহারায় একধরণের তাচ্ছিল্যভাব ফুটে উঠলো।

"কিসলুকে বাড্ডার এক নির্জন বাড়িতে হাত-পা-মুখ বেধে ফেলে রাখা হয়েছিলো," মওলা একটু থামলো। "কামাল পাশার হত্যা-গুমের প্রত্যক্ষদর্শী এই ছেলেটাকে সম্ভবত মেরে ফেলা হতো আজ রাতে, কিন্তু ওর ভাগ্য ভালো ঘটনাচক্রে আমরা সেখানে চলে যাই।"

এবার সাংবাদিকের দল রঙ পাল্টালো, ঘিরে ধরলো কিসলুকে। গুসির রুমে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেলেও মওলা থেমে থাকলো না, দৃশ্যটা দেখে মুচকি হেসে আবার বলতে শুরু করলো সে, "ভুট্টুর কাছ থেকেই জানতে পারি এমপির ডানহাত আজমত এদিকে আসছে। ভুট্টু গ্রেফতার হবার একটু আগে আজমতের সহযোগী সুপনের সাথে ফোনে কথা বলেছিলো। তার কাছ থেকে জানতে পেরেছিলো আজমত আসছে।" মওলা পায়চারি করতে করতে অপরাধীদের কাছে চলে গেলো। "এরপর আমরা ফোর্স নিয়ে ওৎ পেতে থাকি আজমতকে গ্রেফতার করার জন্য। খুব সহজেই সুপনসহ তাকে ধরে ফেলি।"

সশব্দে আরেকবার দীর্ঘশ্বাস ফেললো সাদিরুল আনাম খান। "আমার এখনও বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে এরকম ঘটনাও ঘটে দুনিয়াতে!" মাথা দোলালো সুফিদের মামা। "আনবিলিভেবল!"

"এটাকে অবিশ্বাস্য বললেও কম বলা হবে," মওলা যোগ করলো। "আমার কাছে এটাকে মনে হচ্ছে..." এতোক্ষণ ধরে কথা বলার পর শব্দ

www.BanglaBook.org

সঙ্কটে পড়ে গেলো সে। "...কী বলবো...ইংরেজিতে যাকে বলে পোয়েটিক জাস্টিস...এটা একেবারেই সেরকম একটি ব্যাপার।"

মাথা নেড়ে সায় দিলো সাদরুল আনাম খান। "আল্লাহর মাইর দুনিয়ার বাইর।"

"হ্যা, আমি এটাকে পোয়েটিক জাস্টিসই বলবো," জোর দিয়ে বললো মণ্ডলা। "কারণ আদনান সুফির মার্ডারকেসটা এমনই ছিলো যে, পুলিশ কিংবা ঝাণু গোয়েন্দার পক্ষেও এটা কোনোদিন বের করা সম্ভব হতো বলে আমি মনে করি না। আর কামাল পাশার গুম-খুনের ঘটনাটিরও বিচার হতো বলে মনে হয় না আমি। ক্ষমতার দাপটে এটা অমীমাংসিতই রয়ে যেতো।" সায়েমের দিকে তাকালো সে। "তারপরও আজ নানা ঘটনাচক্রে এই কেসটার রহস্য উন্মোচিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভাষাসৈনিক আদেল সুফির গাড়িটার অদ্ভুত লাইসেন্স নাম্বার বিরাট ভূমিকা রয়েছে। গাড়ির নাম্বারটা যদি এরকম কিছু না হতো তাহলে হয়তো আমার বন্ধু সায়েমের পক্ষেও কিছু করা সম্ভব হতো না।" একটু থেমে বন্ধুর দিকে মণ্ডলা। "অবশ্য এ ঘটনার জন্য কাউকে যদি এককভাবে কৃতিত্ব দিতে হয় সেটা মোহাইমেনকেই দিতে হবে।"

ঘরের সবার মনোযোগ চলে গেলো সায়েমের উপর।

"ও যদি নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, নিজের ক্ষতি স্বীকার করে আদনান সুফির হত্যাকাণ্ডের পেছনে লেগে না থাকতো তাহলে এ ঘটনা কোনোদিন সুরাহা হতো না।" মুচকি হাসলো গোলাম মণ্ডলা। "বেচারা এ কাজ করতে গিয়ে চাকরিটা পর্যন্ত খুইয়েছে।"

অনেকক্ষণ পর মুখ তুলে তাকালো আহকাম উল্লাহ। যেনো বিপর্যস্ত আর পরাজিত একজন।

আদনান সুফি আর কামাল পাশার ভাগ্যে কি ঘটেছে সেটা এখন পরিস্কার। কারা এসব জঘন্য অপরাধ করেছে কেন করেছে তাও জানলেন, এখন বাকিটা নির্ভর করছে আপনাদের উপরে।"

সাদরুল আনাম খান পরিহাসের হাসি হেসে তাকালো পুরনো বন্ধুর দিকে। মেঝের দিকে উদাস হয়ে চেয়ে আছে আহকাম উল্লাহ। দু'চোখ বেয়ে কয়েক ফোটা অশ্রুও নেমে এলো।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৫

তাহিতি আজো শাড়ি পরেছে তবে কারো অনুরোধে নয়, নিজের ইচ্ছায়। সকাল সকাল শাড়ি পরে হুইলচেয়ার নিয়ে বসে আছে জানালার কাছে। তার মনে হচ্ছে সময় যেনো কাটছেই না অথচ খুব অনায়াসেই ঘন্টার পর ঘণ্টা পার করে দেয়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছিলো সে। ইদানীং অপেক্ষা করতে গেলে অধৈর্য হয়ে ওঠে।

পেছন ফিরে দেয়ালঘড়িতে তাকালো : ৯-২৫। খুব সকালে উঠে গোসল করে নাস্তা করেছে, তারপর মা আর ছোটোভাই কী মনে করবে, কী ভাববে সেসব তোয়াক্কা না করেই তার পছন্দের শাড়িটা পরেছে আবার। শাড়ি পরার পর মা আর ছোটোভায়ের মুখোমুখি হয়েছিলো, একদম স্বাভাবিক আচরণ করেছে তারা। যেনো প্রতিদিন নাস্তা করার পরই শাড়ি পরে তাহিতি। সম্ভবত তারা অভিনয় করেছে, বুঝতে পেরেছিলো সে। ওরা চায় নি ওদের ব্যবহারে তাহিতি বিব্রত হোক।

তার চুলে কারো হাত পড়তেই চমকে তাকালো।

"আমি," নিশু বললো। তার মুখে হাসি। কখন যে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরই পায় নি তার বোন।

তার গায়ে আইনজীবিদের কালো কোট। চেম্বারে যাবার জন্য বের হয়েছে। তাহিতি দেখতে পেলো ভায়ের হাতে বেলি ফুলের মালা।

"অনেক খুঁজে নিয়ে এসেছি। আমি তো ভেবেছিলাম এখন বেলিফুলের সিজন...খুব সহজেই পাওয়া যাবে।"

মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বের হলো না তার। স্নেহ-ভালোবাসা নিঃশব্দে গ্রহণ করলে এর সৌন্দর্য অটুট থাকে, তাহিতি তাই করলো।

"ধুর, কেমনে যে আটকাই তোমার চুলে," কপট রাগ দেখিয়ে বললো নিশু। বোনের চুলে মালাটা আটকে দিতে পারছে না।

"আমাকে দে," আস্তে করে বললো সে, ভায়ের হাত থেকে বেলিফুলের মালাটা নিয়ে কানের উপরে চুলের সাথে ছোট্ট একটা ক্লিপ দিয়ে আটকে দিতে লাগলো। "শিখে নে...নইলে বিপদে পড়বি।"

নিশু দাঁত বের করে হাসলো। "পকেটে যদি ফাস্টফুডের বিল দেবার টাকা থাকে তাহলে কোনো বিপদই হবে না, আপু।"

www.BanglaBook.org

মালাটা আটকে ভায়ের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো। "তোদের জেনারেশনের এই অবস্থা! ফুল থেকে ফুড? ভালো!"

"বাহ্, দারুণ বললে তো। ফুল থেকে ফুড!" একটু ভেবে পরক্ষণেই আবৃত্তির ঢঙে বলে উঠলো নিশু, "ফুল থেকে ফুড! ভালোই উন্নতি হয়েছে তোমার। গুড, ভেরি গুড!"

ভুরু কুচকে তাকালো তাহিতি। "গান বানিয়ে ফেললি নাকি?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো তরুণ ল-ইয়ার। "দু'দিন ধরে রুডি ভায়ের জন্য একটা গান লেখার চেষ্টা করছি...বেইলি রোডের প্রেম, ডেইলি ডেইলি বদলায়...বেইলি রোডের প্রেম, বার্গার-স্যান্ডউইচে চাপা পড়ে যায়!...ভাবছি এই লাইনগুলোর সাথে এটাও যোগ করে দেবো।"

"তোর আবার দু'দিন লাগে নাকি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই তো গান বানাতে পারিস।"

আবারো হাসলো নিশু।

"তোদের ঐ রুডির খবর কি?"

"ভালো। কাল দেখা হয়েছিলো। মেজাজ তো দেখলাম বেশ ফুরফুরে।"

"আহকাম উল্লাহ তার ছেলে আর সাঙ্গ-পাঙ্গসহ জেলে...তার মেজাজ তো ফুরফুরেই থাকবে।"

মুচকি হাসলো নিশু। "কাল বললেন, মিসেস আহকাম উল্লাহকে নাকি মানসিকভাবে সাপোর্ট দিচ্ছেন। এতোবড় ধকল ঐ বেচারি কিভাবে সামলাবে এ নিয়ে খুব কনসার্ন মনে হলো।"

বাঁকাহাসি হাসলো তাহিতি।

"লোকে যতো যা-ই বলুক, আসলে মানুষটার মন খুব নরম।"

"তাই? সেজন্যে যার তার সাথে যখন তখন সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে?"

"এই বিষয়টা বাদ দিলে রুডি ভাই জাস্ট লাইক অ্যান অ্যাঞ্জেল।"

"দেখিস আবার, ঐ অ্যাঞ্জেলকে ফলো করতে শুরু করিস না তাহলে অরিনের কপাল পুড়বে।"

হা-হা-হা করে প্রাণখোলা হাসি দিলো নিশু। তাহিতির মনে হলো তার ভায়ের হাসিটা একেবারেই নিষ্পাপ, দেবদূতের মতো!

"সবাই কি রুডি হতে পারে, আপু?"

"থাক, ওর মতো হবার দরকার নেই। কী বিশ্রী ভাষায় কথা বলে! এতো বড় গায়ক-সেলিব্রেটি, সে কিনা 'খাইছি-গেছি করতাছি-বলতাছি' এভাবে কথা বলে সবার সঙ্গে!"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

নিশুর হাসি যেনো আরো বেড়ে গেলো। তাহিতি কলেজ জীবন থেকে আবৃত্তি গ্রুপের সাথে জড়িত ছিলো। শুদ্ধ করে কথা বলার ব্যাপারে খুবই খুঁত খুঁতে। এমনকি নিশু যদি ভুলেও 'শিট-ফাউল'-এর মতো সামান্য স্ল্যাং বলে ফেলে ভীষণ রেগে যায়। মাঝেমাঝে সে ভাবে ভুল করে কোনোদিন 'এফ-ওয়ার্ড'টা বলে ফেললে যে কী হবে কে জানে।

হাতঘড়ি দেখলো নিশু। "ওকে। আমি যাই।" বলেই হাসিমুখে দরজার দিকে পা বাড়ালো সে।

"দুপুরে সময়মতো লাঞ্চ করিস," ছোটোভাইকে মনে করিয়ে দিলো তাহিতি।

মাথা নেড়ে সায় দিলো নিশু, তারপর দরজার সামনে গিয়ে ঘুরে তাকালো বোনের দিকে। "তোমাকে বিনেপয়সায় একটা লিগ্যাল অ্যাডভাইস দেই?"

স্থিরচোখে চেয়ে রইলো তাহিতি।

"মানুষটাকে আর কষ্ট দিও না...তোমাকে আসলেই ভালোবাসে।" কথাটা বলেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

ঠিক কতোক্ষণ উদাস হয়ে দরজার দিকে চেয়ে রইলো সে জানে না, তারপর এক সময় দেখতে পেলো মওলা ঢুকছে তার ঘরে। অনেকদিন পর এই প্রথম আরক্তিম হয়ে উঠলো তাহিতির মুখ।

পলকহীন চোখে চেয়ে রইলো গোলাম মওলা। শাড়ি পরা তাহিতি আর তার আরক্তিম মুখ, মাথায় বেলিফুলের মালা!

"নিশু দিয়েছে," বিব্রত হাসি দিয়ে বললো তাহিতি।

"কি?" অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো সে।

"এই যে ফুলের মালাটা..." হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখালো।

"সুন্দর!"

"হুম, মালাটা আসলেই সুন্দর, ফুলগুলো বেশ বড় বড়, তাই না? বেলিফুলের আকার যদি একটু বড় হয় তাহলে খুব সুন্দর দেখায়।"

মওলা সম্মোহিতের মতো এগিয়ে গেলো হুইলচেয়ারটার দিকে। সামান্য ভড়কে গেলো তাহিতি কিন্তু মওলা তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লে কী করবে বুঝে উঠতে পারলো না।

"আমি তোমার কথা বলছি!" বেশ জোর দিয়ে বললো সে।

এ বাড়িতে ঢোকার সময় নিশুর সাথে তার দেখা হলে ছেলেটা শুধু তাকে বলেছিলো–ভালোবাসার মানুষের সাথে একটু জোর করতে হয়। অনেক সময় জোর না করলে তাকে পাওয়া যায় না।

www.BanglaBook.org

"তোমাকে খুবই সুন্দর লাগছে!"

আস্তে করে দু'হাতে তাহিতির মুখটা ধরে ফেললো। ভয়ে কিংবা আবেগে চোখ বন্ধ করে ফেললো মেয়েটি।

"মওলা, প্লিজ!" চোখ বন্ধ করেই ফিসফিসিয়ে বললো তাহিতি। তার শরীর রীতিমতো কাঁপছে। ঘটনার আকস্মিকতায় অপ্রস্তত হয়ে গেছে পুরোপুরি।

"আমাকে আর কষ্ট দিও না! আর দূরে সরিয়ে রেখো না!"

তাহিতির চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। সেই অশ্রু ভিজিয়ে দিলো মওলার দু'হাতের আঙুল।

"আমি তোমাকে ভালোবাসি!"

তাহিতি কেবল অশ্রু বিসর্জন দিয়েই জবাব দিলো। চোখ খোলার সাহস পাচ্ছে না; তার মনে হচ্ছে মওলা তাকে জোর করে চুমু খাবে। ওর তপ্ত নিঃশ্বাস টের পাচ্ছে।

"আমি এখন চলে যাবো!"

মওলার কথায় চমকে উঠলো তাহিতি তারপরও চোখ খুলে দেখার সাহস করলো না।

"তুমি যদি আমাকে ভালোবেসে না ডাকো আর ফিরে আসবো না!"

টের পেলো তার গাল থেকে হাত দুটো সরে যাচ্ছে! পায়ের আওয়াজ! দরজা দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছে?!

"ভালোবাসি!" কান্নায় ভেঙে পড়লো তাহিতি। "আমি...আমি তোমাকে ভালোবাসি!"

শক্ত করে হুইলচেয়ারের হাতল দুটো ধরে অঝোরে কাঁদতে লাগলো সে। এখনও চোখ দুটো জোর করে বন্ধ রেখেছে। হঠাৎ তার সারা গায়ে এক ধরণের অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেলো। টের পেলো অশ্রুভেজা গালে উষ্ণ একজোড়া ঠোঁট। যেনো সমস্ত নোনাজল ধুয়েমুছে সাফ করে দিচ্ছে!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৬

বৃষ্টি নামলেই নিম্মির মন ভালো হয়ে যায়। যতো মন খারাপ থাকুক কষ্টগুলো, দুঃখগুলো ধুয়েমুছে সাফ হয়ে যায় মুহূর্তে। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে একগাদা পত্রিকা পড়ছিলো সে, তারপর বৃষ্টি নামতে শুরু করলে জানালার পাশে এসে বসে।

প্রবলবর্ষণ। মাটিতে, টিনের চালে, গাছের পাতায় ফোটাগুলো পড়ে ধোয়ার মতো উঠে যাচ্ছে যেনো। তার ঘরের এই জানালাটা রাস্তার দিকে। দোতলা থেকে নীচের রাস্তায় অল্পবয়সি কিছু ছেলেপেলের বৃষ্টিভেজা দেখছে। বৃষ্টি নামলে বড়রা যেখানে ছাতা খোঁজে, আশ্রয় খোঁজে ছোটোরা সেখানে ঠিক উল্টো কাজটা করে। নিম্মির ধারণা, বৃষ্টি নামলে কে কেমন আচরণ করে তা দিয়েই বোঝা যায় সে আসলে তরুণ নাকি বৃদ্ধ–বয়স তার যতোই হোক না কেন!

পাশ ফিরে তাকালো। আজকের কয়েকটি দৈনিকপত্রিকা পড়ে আছে। এ বাড়িতে পত্রিকার প্রথম পাঠক তার সরকারী চাকুরিজীবি বাবা, তারপর ছোটোভাই। তাদের পড়ার পর বাসি পত্রিকাটা চলে আসে নিম্মির ঘরে কিন্তু আজ দু'দিন ধরে তার ছোটোভাই তিন-চারটা করে পত্রিকা রাখছে আর প্রথমেই পাঠিয়ে দিচ্ছে তার ঘরে!

একটা পত্রিকা হাতে তুলে নিলো নিম্মি। গতকালকের মতোই প্রথম পাতা জুড়ে একটাই খবর–আহকাম উল্লাহর মাদকাসক্ত কিশোর ছেলের হাতে আদনান সুফির হত্যাকাণ্ড, কামাল পাশার গুম-খুনের হোতা এমপি গ্রেফতার।

শুধু পত্রিকা নয়, টিভি চ্যানেলগুলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঐ একটা ঘটনা নিয়ে অনেক সংবাদ প্রচার করে যাচ্ছে, বার বার উঠে আসছে একটা নাম–সায়েম মোহাইমেন।

গতকালকের মতো আজও পত্রিকাগুলো সায়েমের ছবি ছাপিয়ে তার সম্পর্কে আলাদা নিউজ করেছে। কিভাবে সে পুরো ঘটনাটা বের করে এনেছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছে সবাই। হঠাৎ করেই মিডিয়ার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে সে। টিভি চ্যানেলগুলো আদনান সুফি আর কামাল পাশার হত্যাকাণ্ডের খবর দিয়ে যাচ্ছে অবিরাম, আর সেখানে বার বার উঠে আসছে সায়েম এবং গোলাম মওলার নাম।

পত্রিকায় সায়েমের ছবিটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো নিম্মি।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

সম্ভবত পুরনো কোনো ছবি হবে–কিংবা কে জানে গতকালই হয়তো তোলা হয়েছে, যা-ই হোক নিম্মি নিশ্চিত হতে পারবে না। এক বছর ধরে তাদের সম্পর্ক হলেও মোমবাতির আলোয় কয়েক মিনিটের দৃষ্টি বিনিময় ছাড়া তাদের আর দেখা হয় নি। বেশ কয়েকবার আসি আসি করেও সায়েম আসতে পারে নি যশোরে, প্রতিবারই কোনো না কোনো কাজে আটকে গেছিলো। তাই ফেসবুকে আপলোড করা ছবিগুলোই ভরসা।

হঠাৎ নিম্মির মনে হলো সম্পর্ক হবার পর সামনাসমানি সায়েমকে দেখতে তার কেমন লাগবে?

একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে। এটা আর সম্ভব নয়। তাদের সম্পর্কটা চুকেবুকে গেছে। এরজন্য যতোটা না দায়ি সায়েম তারচেয়ে বেশি দায়ি সে নিজেই। তার বিশ্রি বদমেজাজই সব নষ্ট করে দিয়েছে। ছেলেটা যে বিশাল একটি ঘটনায় জড়িত ছিলো সেটা বুঝতে পারে নি। না বুঝেই উল্টাপাল্টা ভেবে যা-তা আচরণ করেছে। সম্পর্ক না রাখার ঘোষণা তো নিম্মিই দিয়েছে এসএমএস করে। তারপরও মনের গহীনে তার একটা কষ্ট রয়ে গেছে। সায়েম তার সাথে যোগাযোগ করার কোনো চেষ্টাই করে নি। ঐ রাতটার পর আরো দু'রাত কেটে গেছে, একটা এসএমএস পর্যন্ত দেয় নি।

জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকালো। বৃষ্টির প্রকোপ একটুও কমে নি। আশ্চর্য হয়ে নিম্মি খেয়াল করলো আজকের বৃষ্টিটা তার জন্যে ব্যতিক্রম। অন্য কোনো সময় হলে তার মন যতোই খারাপ থাকুক বৃষ্টি দেখলে ভালো হয়ে যায়, আজ আরো বেশি মন খারাপ হয়ে গেলো হঠাৎ করেই। যেনো বাইরের মতো তার ভেতরেও বৃষ্টি ঝরে পড়ছে!

চোখ কুচকে তাকালো নিম্মি। দূরে, রাস্তা দিয়ে দুধের মতো সাদা রঙের একটি প্রাইভেট কার আসছে। ঠিক তাদের বাড়ির সামনে থেমে গেলো ওটা। তার জানালার ঠিক নীচে! ওয়াইপার দুটো হেলেদুলে যেনো হাত নাড়ছে! ভেতরের লাইট নেই বলে ড্রাইভারকে দেখা যাচ্ছে না।

গাড়িটার হেডলাইটের আলো জ্বলছে নিভছে! যেনো নিম্মির দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে।

চোখ বন্ধ করে ফেললো নিম্মি। মনে মনে প্রার্থনা করলো চোখ খুলে যেনো দেখে এটা স্বপ্ন নয়, সত্যি।

নিম্মি চোখ খুলে তাকালো, দেখতে পেলো গাড়িটার দরজা খুলে বেরিয়ে এলো একজন। বৃষ্টির মধ্যে দাঁড়িয়ে তার দিকে হাত নেড়ে কিছু বলার চেষ্টা করছে।

সায়েম!

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

অধ্যায় ৯৭

"এই জায়গাটা কিন্তু আগের মতোই আছে, তাই না?"

তাহিতির কথা শুনে অর্ধবৃত্তাকার প্রাঙ্গনটির দিকে চোখ বোলালো মওলা। সে-ও অনেক দিন পর আজ এখানে এসেছে। সামান্য কিছু পরিবর্তন ছাড়া আসলেই জায়গাটা আগের মতোই মনে হচ্ছে তার কাছে। ক্লাস শেষে শতশত ছাত্রছাত্রি আড্ডা মারছে দলবেধে। বিভিন্ন আবৃত্তি গ্রুপের ছেলেমেয়েরা চায়ের দোকানে ভীড় করছে। কে বাইরে থেকে এসেছে কে ক্যাম্পাসের চেনামুখ বোঝা যাচ্ছে না। তাদের মতো সাবেক ছাত্রছাত্রিও রয়েছে অনেক।

মওলার গাড়িটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'তে আছে এখন। ড্রাইভিং দরজাটা খুলে তাহিতি চোখ বোলাচ্ছে চারপাশে। আজ অনেক বছর পর এখানে আসতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে তার।

"আসলেই...আগের মতোই আছে," আস্তে করে বললো মওলা। স্টিয়ারিং ধরে বসে আছে তাহিতির পাশে। "চা খাবে?"

তাহিতি হাসিমুখে তাকালো মওলার দিকে। মাথা নেড়ে সায় দিলো সে।

গাড়ি থেকে নেমে গেলো মওলা। তাহিতি আবারো চারপাশটা দেখতে লাগলো ছোট্ট শিশুর মতো। পুরনো কতো স্মৃতি মনে পড়ে যাচ্ছে এখানে আসার পর থেকে। কতোশত স্বপ্নবাজ ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে তার কোনো হিসেব নেই। ওদের দিকে তাকালো। একটাও পরিচিত মুখ খুঁজে পেলো না। না পাওয়ারই কথা। সময় সব কিছু বদলে দেয়।

"আহ্! তাহিতি!"

কণ্ঠটা শুনে চমকে উঠলো সে। ময়লা জামা-কাপড় আর এলোমেলো চুলের এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

"দ্বীপের নাম নিয়ে বসে আছো, তবুও ঠাঁই হয় না আমার!"

ভুরু কুচকে তাকালো যুবকের দিকে। "সুবল না?"

দাঁত বের করে হাসলো যুবক। "না। এখন আর সেটা বলার কোনো উপায় নেই। সব দিক থেকে দুর্বল! ভীষণ দুর্বল!"

মুচকি হেসে ফেললো তাহিতি। ক্যাম্পাসের এই কবির সাথে যে দেখা হয়ে যাবে ভাবতেও পারে নি। "তুমি এখনও আসো এখানে?"

"তুমি ঠাঁই দাও নি, তাই বলে কি এই অর্ধচন্দ্র আমাকে গলা ধাক্কা দেবে?" টিএসসির অর্ধবৃত্ত চত্বরটির দিকে ইঙ্গিত করে বললো সুবল।

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

হা-হা-হা করে হেসে উঠলো তাহিতি। "তোমাকে দেখে আমার যে কী ভালো লাগছে বোঝাতে পারবো না, সুবল!"

নিষ্পাপ হাসি দিলো কবি। "সবারই খালি ভালো লাগে ভালোবাসলো না কেউ!"

"কী সব হাবিজাবি বলছো...কেমন আছো বলো? এখন কি করছো?"

গালের খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুলকে কবি বললো, "আছি ভালোই। আর কি করি?" এবার নিঃশব্দে হাসলো একটু। "দেশ নিয়ে ভাবি!"

মুচকি হেসে ফেললো তাহিতি।

"তুমিও হাসলে? আহ্! কষ্ট পেলাম।"

"তোমার কথা শুনে ভালো লাগলো তাই হেসেছি, পাগল ভাবি নি তো," হেসেই বললো কথাটা।

মণ্ডলাকে চায়ের কাপ হাতে আসতে দেখে সুবল কৃত্রিম ভয় পাবার ভঙ্গি করলো। "ভালো থেকো, তাহিতি। আমি এখন ফুটি!"

"আরে দাঁড়াও, মণ্ডলা আসছে, ওর সাথে দেখা করে যাও..."

"না, ডার্লিং, আমি পুলিশ খুব ভয় পাই।" বলেই চোখ টিপে দিয়ে হনহন করে চলে যাবার সময় পেছন ফিরে বললো, "মনেপ্রাণে ঘৃণাও করি। শালারা আমার সব দখল করে নেয়!!"

তাহিতি কিছু বলার সুযোগই পেলো না। মুখ টিপে হাসতে লাগলো কেবল।

"কার সাথে কথা বলছিলে?" মণ্ডলা দু'কাপ চা হাতে নিয়ে চলে এলো গাড়ির কাছে।

"সুবল। ঐ যে আমাদের ক্যাম্পাসের কবি..."

চাপাহাসি দিলো মণ্ডলা। "তোমাকে একা পেয়ে শততম বারের মতো প্রেম নিবেদন করার চেষ্টা করলো নাকি?"

"নাহ্," টেনে বললো তাহিতি। "সাহসে কুলোয় নি। তোমাকে দেখে ভয়ে পালিয়েছে।"

"আমাকে দেখে?"

মাথা নেড়ে সায় দিলো। "পুলিশকে নাকি ভীষণ ভয় করে!" কথাটা বলেই হেসে ফেললো আবার।

মণ্ডলাও যোগ দিলো সেই হাসির সাথে। "পাগলের আবার ভয়?" চায়ের একটা কাপ তাহিতির হাতে দিলো। "তিনমাস আগে ও দিনাজপুরে গিয়েছিলো আমার কাছে। চার-পাঁচদিন ছিলো কোয়ার্টারে। জ্বালিয়ে খেয়েছে।"

অবাক হলো তাহিতি। "তাই নাকি?"

BanglaBook.org

www.BanglaBook.org

চায়ে চুমুক দিয়ে মাথা নেড়ে সায় দিলো মণ্ডলা। "ওর মতো যদি অকপটে ভয়ডরহীন হয়ে ভালোবাসার কথা বলতে পারতাম তাহলে এতোগুলো বছর আর..." কথাটা শেষ না করে চুপ মেরে গেলো।

একহাতে মুখচাপা দিয়ে হাসতে লাগলো তাহিতি।

"হাতটা সরাও।" মণ্ডলা নির্দেশের ভঙ্গিতে বললো।

"কেন?" হাত সরিয়ে অবাক হয়ে জানতে চাইলো তাহিতি।

"তোমার হাসিটা খুব সুন্দর," বললো মণ্ডলা। "হাত দিয়ে ব্যারিকেড দিও না।"

তাহিতি হাসতে লাগলো আবার। "আফসোস কোরো না। আমার পাশে এসে বসো...চা খাও!"

"এই চা-টা পৃথিবীর জঘন্যতম চা, কিন্তু মুহূর্তটা অসম্ভব সুন্দর!"

মণ্ডলার কথা শুনে চেয়ে রইলো তাহিতি।

"কী, সত্যি বলি নি?"

চায়ে চুমুক দিলো সে। "আমার কাছে এই জঘন্য চা-ও ভালো লাগছে। সবকিছুই ভালো লাগছে!"

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

www.BanglaBook.org

উপসংহার

ঐদিন মাঝরাত থেকেই দেশের সবগুলো টিভি চ্যানেল, পত্রিকা, অনলাইন নিউজ পোর্টাল, বিদেশী সংবাদমাধ্যম উঠেপড়ে লাগে। যেনো গোল্ডরাশ-এ পেয়েছে সবাইকে। সাংবাদিকেরদল ঐ একটা খবরের পেছনেই ছুটছে!

সবাই জানতে চায়। সবাই শুনতে চায়। একেকজনের একশ'টা প্রশ্ন। হাজার হাজার প্রশ্নবানে দিশেহারা হয়ে ওঠে সায়েম। ঐদিন রাতে এক ফোটাও ঘুমাতে পারে নি। পরদিন ভোরে বাড়ি ফিরে এসে মোবাইলফোন বন্ধ করে বিছানায় একটু শুয়েছিলো মাত্র তারপরই শত শত সাংবাদিক এসে জড়ো হয় তার বাড়িতে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে ছোটোখাটো একটি প্রেস-কনফারেন্স করতে হয় তাকে!

কেউ বোঝার চেষ্টা করে নি, সবাইকে যদি আলাদা আলাদা করে প্রশ্নের জবাব দিতে হয় তাহলে হাজার ঘন্টা ধরে শুধু বকবক করে যেতে হবে তাকে। সে তো আঠারো ঘন্টা ধরে গলাবাজি করার প্রতিভা নিয়ে জন্মানো কোনো ফিদেল ক্যাস্ত্রো নয়!

ঘটনাটা সবাই জানে এখন, তবুও সবাই তার কাছ থেকেই শুনতে আগ্রহী। গোলাম মওলা সরকারী চাকরি করে বলে বেঁচে গেছে। তাকে উধ্বর্তন কর্মকর্তারা লো-প্রোফাইলে চলে যেতে বলেছে। ঘটনা অনেক বিরাট—রীতিমতো সরকারীদলের ভরাডুবি হবার আশংকা দেখা দিয়েছে। একজন অসৎ-খুনি-পৈশাচিক লোককে কি তারা মন্ত্রী করার ঘোষণা দেয় নি? সরকারের জন্য নিদারুণ বিব্রতকর এই প্রশ্নটি এড়িয়ে যাবার একটাই উপায়—খুনি, অপরাধী যে-ইহোক তার উপযুক্ত বিচার করা হবে।

সঙ্গত কারণেই আহকাম উল্লাহ মন্ত্রীত্ব হারাবার নতুন বিশ্বরেকর্ড গড়েছে! ঘোষণা দেবার ঘন্টাখানেকের মধ্যেই চাকরি হারিয়েছে সে। রাতের বেলায় থানা থেকে আর বাড়িতে ফিরে যেতে পারে নি ক্ষমতাবান এই লোক। সুফিরা মাঠে নেমে গেছে, সেইসাথে কামাল পাশার পরিবার আর পরিচিতিজনেরাও। তাদের সাথে যোগ দিয়েছে দেশের প্রায় সবক'টি সংবাদ-মাধ্যম। সরকারের উপরমহল আর ক্ষমতাসীন দলের নেতারা বুঝতে পেরেছে একজন আহকাম উল্লাহকে পরিত্যাগই শুধু করতে হবে না, তাকে দ্রুত শাস্তি দিতে হবে। তার জন্যে তো বিরাট বড় একটি দল কলংকিত হতে পারে না। এছাড়া সরকারের

www.BanglaBook.org

ভাবমূর্তি রক্ষার আর কোনো উপায়ও নেই। সুতরাং এমপি, তার ছেলে আর সাঙ্গ-পাঙ্গসহ সবাইকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়।

পরদিন সকালে আজমত, সুপন আর ভুট্টুকে নিয়ে পুলিশ অভিযানে নামে কামাল পাশার লাশ উদ্ধারের জন্য। ঢাকার অদূরে মধুপুরের শালবনের একটি জায়গা থেকে মাটিচাপা দিয়ে রাখা কামালের গলিত লাশ উদ্ধার করে নিয়ে আসে পুলিশ।

ঘটনার পরদিন আদিবা আর সাদরুল আনাম খান ফোন করে সায়েমকে ধন্যবাদ দিয়েছে। বলেছে, সবকিছুর জন্য তার কাছে কৃতজ্ঞ তারা। একদিন সময় করে তাদের বাড়িতে এসে যেনো চা খেয়ে যায়। আর মহাকাল থেকে সম্পাদক-চিফরিপোর্টার বেশ কয়েকবার তার সাথে কথা বলেছে, সব ভুলে গিয়ে চাকরিতে যোগ দেবার জন্য অনুরোধ করেছে তাকে। একজন পেশাদার সাংবাদিক হিসেবে সায়েমের উচিত হবে না মান-অভিমান করে দূরে সরে যাওয়া। তাছাড়া মালিকপক্ষ তো তার বিরুদ্ধে ছিলো না, আহকাম উল্লাহর কোপানলে পড়ার ভয়ে তারা বাধ্য হয়েছিলো। সায়েম তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত সে এসব নিয়ে ভাবছে না। টানা একটা সপ্তাহ ছুটি কাটানোর পর ভেবে দেখবে কি করবে। অবশ্য মনে মনে মহাকাল-এ ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে সে। এতোদিন ধরে যে পরিচিত একটি সার্কেল গড়ে উঠেছে সেটা ফেলে আসতে মন চাইছে না।

ঢাকার বড়বড় পত্রিকা আর টিভি চ্যানেলগুলো সায়েমের ফোন নাম্বারে ফোন করে বার বার বন্ধ পাচ্ছে। তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছে না তারা। যেনো আচমকা লা-পাত্তা হয়ে গেছে সে। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে অনেকেই আকাশ-কুসুম চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে কিন্তু তারা কেউ জানে না মহাকাল-এর সাংবাদিক এ মুহূর্তে ঢাকা থেকে অনেক দূরে, বৃষ্টি আর প্রেমে ভিজে একাকার!

সমাপ্ত

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG